প্রকাশক—শ্রীবেণীমাধব শীল
অক্ষয় লাইব্রেরী
৪০নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রকাশঃ ১৩৫৭

মুদ্রাকর—শ্রীবেণীমাধব শীল
অক্ষয় প্রেস
২৭।৫, তারক চ্যাটার্জ্জী লেন,
কলিকাতা-৫

সূচীপত্র

—০:※:০—

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

চতুর্থ খণ্ড

পঞ্চম খণ্ড

ষষ্ঠ খণ্ড

সপ্তম খণ্ড

অষ্টম খণ্ড

নবম খণ্ড

দশম খণ্ড

সূচীপত্র সমাপ্ত।

প্রভাস খণ্ড

——০ঃ#ঃ০——

প্রথম খণ্ড

গণেশ-বন্দনা

খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং,
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরং,
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥

নমঃ দেব গণরায়, প্রণাম তোমার পায়, মিনতি প্রণতি করি আগে। স্বর্গ মর্ত্ত্য চরাচর, দেবাসুর নাগ নর, তব পদরজ সদা মাগে॥ শক্তি কিবা চমৎকার, শক্তি রূপ মূলাধার, শক্তিহীনে মুক্তি কেবা পায়। শাক্তে শক্তি ভক্তি করি, অনায়াসে যায় তরি, বিনা তরী, ভবে তরি যায়॥ প্রণমহ আশুতোষ, যেই করে আশু তোষ, আশু তোষ কর নিজগুণে। শৈব সনে সদা শিব, বলে কোথা সদাশিব, কৃপা কর স্বগুণে নির্গুণে॥ কোথা হে কমলাপতি, তুমি অগতির গতি, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ। স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, হয় তব করতল, দয়াময় অধম তারণ॥ দীনপতি দীননাথ, তুমি দীন হীন নাথ, তুমি হে সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ। অগোচর কিছু নাই, যথা যাই তথা পাই, ধন্য ধন্য সবার সমাজ॥ বন্দিলাম প্রতি এক, একে পঞ্চ পঞ্চে এক, আদেশ অভেদ সারাৎসার। ভেদাভেদ করে যেই, নরের অধম সেই, নাহি পায় দুস্তরে নিস্তার॥ অগণন দেবগণ, সংখ্যা করে কোন জন, সবাকারে বন্দি এক ভাবে। নরাধমে কৃপা করি, সময়ে চরণ তরী, দোহাই দোহাই দিতে হবে॥

বিষ্ণু-বন্দনা

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ ॥

পদ অরবিন্দু, মুক্তি সুধাসিন্ধু, নমঃ দীনবন্ধু হরি। পরম কারণ, পুরুষ রতন, কংস কুঞ্জর কেশরী ॥ কৈটভ ঘাতন, কেশি নিপাতন, জয় যদু মুরহর। কালিয় দমন, চানুর মর্দ্দন, বলী ধ্বংস কুঞ্জবর ॥ জিনি নবঘন, দলিত অঞ্জন, বরণ চিকন কালা। আজানু লম্বিত, ভুজ সুললিত, গলে দোলে বনমালা ॥ শঙ্খ চক্রধারী, ত্রিভঙ্গ মুরারি, হৃদয়ে কৌস্তুভ ছটা। বঙ্কিম নয়ন, মদনমোহন, হাসি সৌদামিনী ঘটা ॥ নটবর বেশ, চাঁচর সুকেশ, শিরে শোভে শিখিপুচ্ছ। বিপিন বিহারী, রাধা মনোহারী, গলে গজমতী গুচ্ছ ॥ বামে শোভা অতি, লক্ষ্মী সরস্বতী, তুল্য দুই লয় বলে। কাঞ্চনে তড়িত, রতনে জড়িত, লুকিত মেঘের কোলে ॥ নবীন নীরদ, পদে কোকনদ, দেখিয়া আনন্দ অতি। দেবেন্দ্র যোগীন্দ্র, ফণীন্দ্র মুনীন্দ্র, চরণে করে প্রণতি ॥ অপ্সরী কিন্নরী, দিবস শর্ব্বরী, সেবে আসি কাছে রয়। ঋতুরাজ রঙ্গে, সৈন্য সব সঙ্গে, সুগন্ধি সৌরভ বয় ॥ কাম কামতন্ত্রে, ব্রহ্মাবেদ মন্ত্রে, পঞ্চ মুখে পঞ্চানন। হরি গুণ গান, অবিরত পান, তবু সব জ্ঞাত নন ॥

সরস্বতী-বন্দনা

ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদান্তবেদাঙ্গবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ ॥

দন্তযুগ শ্বেতাম্বুজ, করাম্বুজে শ্বেতাম্বুজ,
অঙ্গুলি রজত চাঁপাকলি।
শ্বেত শৈল কুচ শম্ভু, লাবণ্য ক্ষীরোদ অম্বু,
সুগন্ধেতে গুঞ্জরিছে অলি ॥
শ্বেত শতদল আস্য, শ্বেত সৌদামিনী হাস্য,
শীত পক্ষ ত্রাসেতে অসিত।
কর্ণে না ধরিলে বাণী, সর্ব্বাণীর হরে বাণী,
চেত হীনা চেতনা করিত ॥
সৃষ্টি হেতু জন্ম লন, বিধি বিষ্ণু ত্রিলোচন,
করি মুখে নাহি ছিল রব।
তুমি উপদেশ দিলে, তপ জপ শুনাইলে,
তবে বর পাইলেন সব ॥
পদ সেবে নিরন্তর, দেব আদি নাগ নর,
মুনি ঋষি কিন্নর কিন্নরী।
ছয় রাগ মূর্ত্তিমান, পদভরে করে গান,
ছত্রিশ রাগিণী সঙ্গে করি ॥
আমি অতি নরাধম, না করি ভজন পূজন,
কৃপা যেন থাকে এ অধীনে।
অন্তিমেতে ও রাঙ্গা পদ, রাধাকৃষ্ণের যুগল পদ,
এ অধম যেন ভজে নিদানে ॥

বৈষ্ণব-বন্দনা

দশনে ধরিয়া তৃণ কহি সবাকার। বৈষ্ণব-পদেতে শত প্রণাম আমার॥ বৈষ্ণবের চিতাকুঞ্জ হেরিয়ে নয়নে। শত দণ্ডবৎ করি সেই স্থানে স্থানে॥ বৈষ্ণবের চূড়ামণি দেব ত্রিলোচন। মৃত্যু কুঞ্জ পরিভাগে যাঁর যোগাসন॥ বৈষ্ণবের পদে মম এই নিবেদন। নিষ্ঠ হয়ে কর মম অভীষ্ট পূরণ॥ আমি অতি অকৃতি দুষ্কৃত অভাজন। নিতাই করহ প্রভু কৃতান্ত দমন॥ ভক্তি মুক্তি বিহীন আমি অতি যে পামর। কেমনে চিনিব প্রভু শমন সমর॥ না চিনি বৈষ্ণবগণে আমি দুরাচার। ভবকূপে মিছে কৈনু জনম সঞ্চার॥ অতি ভয় সংসারেতে করালে বসতি। মায়াজালে বদ্ধ কৈল মরালের পতি॥ নয়নাগ্র-বর্ত্তি না কৈনু বৈষ্ণবগণে। করালে পড়িয়ে ভয় মরাল-বাহনে॥ নিতান্ত কৃতান্ত যবে তাড়ন করিবে। শমনকুঞ্জাভিমুখে গমন হইবে॥ একান্ত কৃতান্ত যখন ধরি এই মুণ্ডে। উপবেশন করাইবে নরকের কুণ্ডে॥ প্রচণ্ড নরককুণ্ড প্রকাণ্ড গভীর। অপার নরকচয় বিশাল গভীর॥ দুষ্কৃত যতেক পাতক হর্ষ মূর্ত্তিমান। প্রচণ্ড যাতনা দিবে অতি খরশান॥ ভয়ানক সে নরক কিসে হইবে ত্রাণ। ক্রিমির জাতক আমি পাতক অজ্ঞান॥ রক্ষা কর সাধুজন নরক সময়ে। দুস্তরে নিস্তার প্রভু কর সে সময়ে॥ এই মিনতি করি প্রভু বৈষ্ণবের প্রতি। বৈষ্ণব গুরুর পদে যেন থাকে মতি॥ দশনে ধরিয়া তৃণ এই ভিক্ষা চাই। অহর্নিশি ভাবি যেন বৈষ্ণব গোঁসাই॥ বৈষ্ণব বন্দনা শুনি রাজা পরীক্ষিত। মুনি প্রতি নৃপমণি কহেন উচিত॥ বৈষ্ণব-বন্দনা শুনি জুড়াল অন্তর। আর এক কথা কহি শুন মুনিবর॥ সুধন্বা হৈল ধন্য ভজে নারায়ণ। যার মুণ্ডে জপের মালা কৈল ত্রিলোচন॥

বিংশতি শ্লোকাত্মক শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্

বন্দে বৃন্দাবনানন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ।
শ্রীগোবিন্দ ব্রজানন্দ শ্রীনন্দকুলচন্দ্রমা ॥ ১ ॥
গোলোক গোকুলানন্দো গোপেন্দ্র নন্দনন্দনঃ ।
গোকুলেন্দ্রো যাদবেন্দ্রো নাগরেন্দ্রো প্রিয়ম্বদাঃ ॥ ২ ॥
নন্দঘোষগৃহে জাতঃ পূর্ণানন্দ প্রিয়োত্তমঃ ।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রিমাচন্দ্র পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ ॥ ৩ ॥
ব্রজেন্দ্র দেবদেবেন্দ্রো রসানন্দো রসোন্মাদঃ ।
মুকুন্দঃ পরমানন্দো যোগীন্দ্র পদ বন্দিতম্ ॥ ৪ ॥
রোহিণীনন্দনানন্দং জগদানন্দদায়কঃ ।
দৈবকীনন্দনো দেব ব্রহ্মানন্দ প্রদায়কঃ ॥ ৫ ॥

রাধাহৃদি সদানন্দঃ রাধানন্দ প্রদায়কঃ।
উপেন্দ্র যাদবানন্দো মাধবেন্দ্রঃ কৃপাম্বুধি ॥ ৬ ॥
ইন্দ্রনীলমণি কান্তিঃ কুন্দদামং সুশোভন।
কন্দর্প কোটি লাবণ্য কদম্বদামভূষণঃ ॥ ৭ ॥
শ্রীবংশীবদনানন্দঃ রত্নাঙ্গদ বিধারিণম্।
গোষ্ঠানন্দে মহানন্দঃ নন্দঃ গোধনপালকম্ ॥ ৮ ॥
ভদ্র ভাণ্ডির বনানন্দো বংশীবট বিহারিণম্।
কৃষ্ণকাম্যবনানন্দঃ সর্ব্বকামপ্রপূরকম্ ॥ ৯ ॥
গোবর্দ্ধনঃ ধরানন্দঃ দেবেন্দ্রপদবন্দিতঃ।
রসানন্দে মহানন্দো নটেন্দ্রো রাসমোহনম্ ॥ ১০ ॥
জগদ্বন্দ্যঃ জগদিন্দ্রো যশোদানন্দবর্দ্ধনঃ।
গোপেন্দ্র ভুবনানন্দো নবযোগেন্দ্র প্রিয়প্রভা ॥ ১১ ॥
রাধানন্দো ধৃতামন্দো মুনীন্দ্র সুরবন্দিতঃ।
দোলায় দোলগোবিন্দ গোপীকানন্দদায়কঃ ॥ ১২ ॥
অরবিন্দ পদবন্দঃ মকরন্দ পরিপ্লুতঃ।
কৌশল্যানন্দনো রাম অহল্যা মানবী কৃতঃ ॥ ১৩ ॥
জানকী পতিরানন্দো জনকানন্দ দায়কম্।
চিদানন্দো রামচন্দ্রো নিত্যানন্দ বিবর্দ্ধত ॥ ১৪ ॥
সদানন্দ ভোগকারী রুক্মাঙ্গদঃ প্রিয়োত্তমঃ।
জ্ঞানানন্দ গুণানন্দ গানানন্দ প্রিয়ঙ্কর ॥ ১৫ ॥
ইন্দ্র চন্দ্র সদা পূজ্য ভক্তানন্দ বিশেষতঃ।
তন্ত্র ছন্দে ময়োদেব নিত্যানন্দ প্রদায়কম্ ॥ ১৬ ॥
দীনবন্ধুঃ কৃপাসিন্ধুঃ রসসিন্ধুঃ রসোম্মদঃ।
শ্রীকৃষ্ণঃ করুণাসিন্ধুঃ প্রাণবন্ধুঃ প্রিয়ম্বদঃ ॥ ১৭ ॥
শ্রীকরে ধারতি কন্দুঃ ত্রাহি কৃষ্ণ জগন্ময়।
শ্রীকৃষ্ণ পরমারাধ্য বিশ্বারাধ্য বিশ্বভদ্রদঃ ॥ ১৮ ॥
জ্ঞান মোক্ষদো দেবঃ ত্রিবিধ পাপ নাশকম্।
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানদ ভক্তিদঃ প্রভুঃ ॥ ১৯ ॥
পদ্মনাভো মহাভদ্রঃ সর্ব্বেষাং মঙ্গলাস্পদ।
অক্ষয় শ্রীপাদপদ্ম বিনোদ পদ আশ্রিতম্ ॥ ২০ ॥

অথ গ্রন্থারম্ভ

সৌতিঋষি প্রতি রাজা জন্মেজয়ের প্রশ্ন

সৌতিকে বন্দনা করি রাজা জন্মেজয়। জিজ্ঞাসিলা এই 'প্রশ্ন অতীব শ্রদ্ধায়॥ কহ ঋষি কৃপা করি হরি-তত্ত্বকথা। শ্রবণ করিয়া খণ্ডে মনের যে ব্যথা॥ সুধামাখা হরিকথা সর্ব্ব কথা সার। যাহার আশ্রয়ে জীব তরে এ সংসার॥ কহ ঋষি সেই কৃষ্ণ-চরিত্র অপার। ভাগবত লীলামৃত সুধার আধার॥ মথুরায় ছিল রাজা কংস মহাকায়। তার ভগ্নী দেবকিনী দেবী তুলনায়॥ সতীর প্রধানা তিনি মহাশ্রদ্ধাবতী। যাঁর গর্ভে জন্মিলেন অখিলের পতি॥ সে হরি দর্শন লাভ করিবার তরে। ফণীন্দ্র মুণীন্দ্র আদি অতি ভক্তিভরে॥ অহর্নিশি যোগাসনে মগ্ন হয়ে রন। তথাচ যাঁহার দেখা না মিলে কখন॥ দেব দেব মহাদেব দেবের প্রধান। পঞ্চমুখে যে হরির নাম করে গান॥ দেবের আরাধ্য ধন বিশ্বের কারণ। তাঁকে দেবকিনী কৈল গর্ভেতে ধারণ॥ হেন পুণ্যবতী সতী কংস-ভগ্নী হয়। তাঁহার দুর্দ্দশা কেন সে কংস করয়॥ কোন্ মনোদুঃখে কহ ওহে মুনিবর। তাঁর বক্ষে প্রদানিল দুর্জ্জয় প্রস্তর॥ উদরে ধারণ যিনি কৈল দামোদরে। তাঁকে কি পাষাণ চাপা কংস দিতে পারে॥ যে হরির নামে জীব ভবসিন্ধু তরে। যাঁর নামে যম-রাজ অন্তরে শিহরে॥ সেই সে কৃষ্ণ-জননী দেবকিনী হন। তাঁরে কংস সেইরূপ করয়ে পীড়ন॥ কংস তুল্য হেন রাজা কেবা আছে আর। ভাগিনা হ'লেন কৃষ্ণ ইচ্ছায় যাঁহার॥ কংসের ভগিনী-গর্ভে হ'য়ে অধিষ্ঠান। ডাকিলেন মা মা বলে জুড়াইতে প্রাণ॥ কংসের ভগিনীপতি বসুদেব হন। জগৎ-পিতা যারে পিতা কৈল সম্বোধন॥ হেন সে কংসের কেন এ দুর্ম্মতি হৈল। ভাগ্নেকে মারিতে ভগ্নী-বক্ষে শিলা দিল॥

অবশ্যই কংস হয় কৃষ্ণভক্ত জন। কেন তার হেন মতি কৈল নারায়ণ॥ ভক্ত হ'য়ে স্বপ্রভুরে মারিবারে চায়। ভগ্নী-গলে শিলা দিল হ'য়ে মত্তকায়॥ কেন সে কংসের এত ভ্রম উপজিল। ভক্তি ভুলি পাপ পথে কেন সে মজিল॥ এ কেমন ভক্ত কংস কহ মুনিবর। এই তত্ত্ব শুনিবারে অন্তর কাতর॥ এই হয় কোন ভক্তি খুঁজিয়া না পাই। কহ ঋষি কৃপা করি শুনিবারে চাই॥ উপাস্যকে শত্রুভাব এবা কোন কথা। বুঝিতে না পারি মনে সন্দেহ সর্ব্বথা॥

মুনি কর্ত্তৃক কংসের পূর্ব্বজন্ম কথন

আসীদ্রাজা কংসনাম মহাবল পরাক্রম।
তদ্বৃত্তান্ত প্রবক্ষ্যামি শৃণুতে মনসংযমে॥ ১॥
স পূর্ব্বজন্মনি ধ্বংস শ্রবণ জগৎপতি।
অনাস্থাস্নতপঃ সমাধৌ দদৌ চিত্তন্ মহারাজ॥ ২॥
জপোতপবাসভিষবৈঃ পরিতোষয়ামাস নারায়ণম্।
বরদানেচ্ছুঃ তৎসমীপমাগম সনাতনঃ॥ ৩॥
স ভূপালঃ মহাতেজা নানাদ্ কিঞ্চিঞ্চিদৈচ্ছব।
শত্রুভাবমলম্ব্য পুনর্জন্ম মুক্তিন্যং॥ ৪॥
স বিশ্বব্যাপি লক্ষীপতি কথয়িত্বা তথাস্তু।
জগাম নিজভবনং বিষ্ণুলোকং ত্রিকালজ্ঞ॥ ৫॥
বরপ্রভাবেন জাতং কংস শত্রুত্বেন মহিপতিম্।
নাশয়িতুম্ মাতৃত্বেন দেবকীং প্রাপ্য সনাতনঃ॥ ৬॥

মুনি কন, শুন রাজা হয়ে এক মন। কহিব সে সব কথা তোমার সদন॥ পূর্ব্বে কংসরায় কৈল তপস্যা অপার। তপস্যায় তুষ্ট হরি হইল তাহার॥ এই বর মাগিলেক কংস বারম্বার। শুন হরি বংশীধারী বাঞ্ছা এ আমার॥ পর-জন্মে জন্মলাভ করিয়া ধরায়। শত্রুভাব হয় যেন তোমায়

আমায় ॥ তব হস্তে প্রাণ করি স্বেচ্ছায় নিধন। বৈকুণ্ঠেতে পাই যেন তোমার চরণ ॥ রাজত্বাদি সুখৈশ্বর্য্য সকলি অসার। তুমি হে কেবলমাত্র সংসারের সার ॥ তোমার হস্তেতে করি জীবন নিধন। এড়াই শমন দায় জন্মের মতন ॥ নরদেহে কিবা লাভ মৃত্যু যার আছে। সংসার ভোজের বাজি সকলই মিছে ॥ দুই আঁখি মুদিলে হয় সব অন্ধকার। কেবা কার ধন জন আর পরিবার ॥ অনিত্য সে রাজ্য ধন স্বপ্নের সমান। কিছুতেই নাই সুখ মৃত্যু আগুয়ান ॥ কখন ঘটিবে মৃত্যু জানিতে কে পারে। জন্মিলেই কস্তু মৃত্যু আছয়ে সংসারে ॥ সংসারেতে নর নারী আদি যত জন। সকলেই যম-হস্তে রয় সর্ব্বক্ষণ ॥ ফুরালে অন্তিম দিন কেহ নাহি রয়। সকলেই করে গতি শমন-আলয় ॥ সার তত্ত্ব এই সব জানি কংসরায়। এই বর লাভ কৈল আপন ইচ্ছায় ॥ মিত্রভাবে শ্রীহরির পূজিলে চরণ। বহুজন্ম যার হয় জীবন দাহন ॥ শত্রুভাবে অল্প কালে হইবে উদ্ধার। তাই এই বর নিল যুক্তি করি সার ॥ অল্পকাল মধ্যে করি শরীর নিধন। লভিবে দুর্ল্লভ ধন শ্রীহরি-চরণ ॥ সে কারণে পূর্ব্ব সত্য পালিবারে হরি। হইলেন কংস শত্রুভাবে অবতরি ॥ যেই ভাবে যেই ভক্ত তাঁহারে সেবয়। সেই ভাবে তারে তুষ্টে দেব দয়াময় ॥ কি আর বলিব রায় কর বিবেচনা। এইতো কংসের কথা করিনু বর্ণনা ॥

দেবকীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কথন

এতেক কহিলা যদি সৌতি ঋষিবর। জন্মেজয় শান্তভাবে করিলেন উত্তর ॥ কংসের বৃত্তান্ত এবে করিনু শ্রবণ। কহ ঋষি দেবকীর শুনি বিবরণ ॥ দেবকিনী কিবা হেন অপরাধ কৈল। কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং যাঁর উদরে জন্মিল ॥ হেন দেবকীর হৈল কারা-গারে বাস। কহ ঋষি সেই কথা করিয়া প্রকাশ ॥ মুনি বলে, নৃপবর করুন শ্রবণ। কহিব দেবকী-কথা তোমার সদন ॥

যবে কংস নিজ ভগ্নী দেবকী সুন্দরী। অর্পিলেন বসুদেবে মহা যত্ন করি ॥ সেই কালে দেব ঋষি করি আগমন। কহিলেন কংসরাজে অদ্ভুত কথন ॥ শুনে কংস মহারাজ বচন আমার। যেই ভগ্নী দিলে তুমি বসুদেবাগার ॥ বড় কুলক্ষণা সেই ভগ্নী হে তোমার। তাহার অষ্টম গর্ভে হবে যে কুমার ॥ সেই পুত্র-হস্তে হবে তোমার নিধন। নিশ্চয় বচন এই জানিবে রাজন ॥ যে হয় বিধান তার কর এক্ষণেতে। কহিলাম সার এই তব হিতার্থেতে ॥ এত বলি ঋষিবর করিলা প্রস্থান। কংসরাজ ভয়ে হৈল আকুল পরাণ। শত্রুভাবে জন্মিবেক কৃষ্ণচন্দ্র আসি। না কহিল ঋষি তাহা তখন প্রকাশি ॥ রাজার সে পূর্ব্বকার তপ আচরণ। স্মরণ না হৈল সদা ভয়ে ভীত মন ॥ কৃষ্ণ যে জন্মিবে তার প্রাণহন্তা হ'য়ে। এক তিল জন্য তাহা মনে না চিন্তয়ে ॥ নারদের বাক্য শুনি করিয়া বিশ্বাস। দেবকীর হৈল মনে বড় অবিশ্বাস ॥ না জানি কি দেবকীর গর্ভের মাঝার। জন্মিবে রাক্ষস দৈত্য কারণ আমার ॥ এত চিন্তি মূল শত্রু দেবকীরে জেনে। প্রাণভয়ে কংসরাজ কোপ সন্দর্শনে ॥ অনুচরগণে আজ্ঞা করিল প্রদান। কারাগার মধ্যে দেহ দেবকীরে স্থান ॥ কারাগারে রাখ ল'য়ে ভগ্নী দেবকীরে। অষ্টম গর্ভেতে পুত্র যে হবে উদরে ॥ তাহারে দেখাবে আনি আমার গোচর। এত বলি কংসরাজ হ'য়ে দুঃখপর ॥ কারাগারে দেবকীরে রাখিয়া বন্ধনে। বক্ষেতে পাষাণ চাপা দিল সযতনে। এই হেতু সে দেবকী কষ্ট পায় নানা। কহিলাম মহারাজ করিয়া বর্ণনা ॥

এত যদি কহিলেন সৌতি ঋষিবর। করিলেন জন্মেজয় এই সে উত্তর ॥ বিশেষ শুনিনু তব মুখের কাহিনী। দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণ জন্মিল আপনি ॥ কিন্তু ঋষি এই এক সন্দেহ যে মনে। অগতির গতি কৃষ্ণ এ তিন ভুবনে ॥ যাঁর নাম করি জীব ভবে হয় পার। যাঁর নাম মহামন্ত্র অন্তিমে নিস্তার ॥ যাঁহার চরণ-পদ্ম পাইবার আশে। যোগিগণ অবিরত রন যোগে বসে ॥ ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁর দর্শন কারণ। সদাকালে যোগাসনে

করেন সাধন ॥ যাঁর পাদপদ্ম লাগি দেব পঞ্চানন। পরম যোগেতে রন সতত মগন ॥ হেন সেই কৃষ্ণচন্দ্র করুণা-সাগর। যদি দেবকীর ছিল গর্ভের ভিতর ॥ তবে সে কংসের সাধ্য হেন কি হইল। সেই দেবকীরে ল'য়ে বন্ধনে রাখিল ॥ কহ ঋষি কৃপা করি ইহার কাহিনী। শ্রবণে জুড়াই কর্ণ সন্দিহান প্রাণী ॥ অবশ্য ইহার কোন পূর্ব্ব বিবরণ। থাকিবারে পারে ঋষি লয় মম মন ॥ নতুবা যে দিনে কংস দেবকীরে লয়ে। রাখিলেক বক্ষে তার পাষাণ চাপায়ে ॥ ধর্ম্ম না থাকিলে পরে সেই দিন কংস। অবশ্যই হইত সে সমূলেতে ধ্বংস ॥ এত অত্যাচার হরি কেন সহ্য কৈল। কহ ঋষি সেই কথা তুমি অবিকল ॥ দেবের দুর্ল্লভ হরিকথা সুধাময়। শ্রবণে কৃতার্থ হই জুড়াক হৃদয় ॥ হরিকথা বিনা এই সংসার সাগরে। পার হইবার তরী না হেরি গোচরে ॥ সকলের সার হয় হরি কৃপা সুধা। শ্রবণ করিলে কর্ণে খণ্ডে ভবক্ষুধা ॥ আহা মরি আহা মরি কি গুণ মধুর। শ্রবণেতে পাপ তাপ সব হয় দূর ॥ হরিগুণ আকর্ষণে বৈরাগ্য প্রকাশে। রাজ্য ছাড়ি বনে যায় সে চরণ আশে ॥ রাজ্য আদি ধন সব করি বিসর্জ্জন। কত কত মহী-পতি হয়ে হৃষ্ট মন ॥ সেই হরি-পাদপদ্ম লভিবার তরে। গমন করিয়া বসে নিবিড় কান্তারে ॥ কহ কহ ঋষিবর করিয়া প্রকাশ। তোমার প্রসাদে করি পূর্ণ মন আশ ॥

মুনি উক্তি

মুনি বলে, মহারাজ করুন শ্রবণ। কারাবদ্ধ দেবকিনী হৈল যে কারণ ॥ দেবকী-জঠরে কৃষ্ণ ছিলেন এ সত্য। নাহি ছিল দৈবকীর কৃষ্ণভক্তি তত্ত্ব ॥ কৃষ্ণভক্তি হীন তাই সে কংস রাজন। দেবকীরে কারাগারে করেন বন্ধন ॥ দৈবকীর যেই কালে ঘটিল এ দশা। তখনই করিলেক কৃষ্ণপদ আশা ॥ বলে, কি করিলে হরি আমার ভাগ্যেতে। গর্ভে কে উদিল আসি না পারি থাকিতে ॥ রাক্ষস পিশাচ কেবা জন্মিল উদরে।

কৃষ্ণ যে উদিল গর্ভে না ভাবে অন্তরে॥ যদি সে জানিত হরি জগত তারণ। আমার গর্ভেতে আসি দিলেন দর্শন॥ তবে কি তাহার ঘটে এ হেন দুর্দ্দশা। কৃষ্ণভক্তি হীন সেই কিসে করে আশা॥ ভক্তি বিনা মুক্তি লাভ কখনই নয়। ভক্তি হৈতে কৃষ্ণ লাভ এ কথা নিশ্চয়॥ ভক্তিহীন দেবকিনী কৃষ্ণ গর্ভে বটে। কেমনে নিস্তার সেই পাইবে সঙ্কটে॥ তাহার প্রমাণ ভূপ করহ শ্রবণ। তোমার নিকটে কহি করি প্রকাশন॥

ভক্তি বিনা নাহি মুক্তি শুন ওহে নৃপমণি।
ভক্তিস্তুত ভগবান কহে সদা শূলপাণি॥
করিতে পারিলে ভক্তি, তবে লাভ মহামুক্তি।
নতুবা নাহিক শক্তি, এই সার যুক্তি বাণী॥

'এই সে দেবকী ত্রেতাযুগেতে হে রায়। কেকয়ের কন্যা ছিল কৈকেয়ী আখ্যায়॥ দশরথ রাজা সেই কৈকেয়ী নারীরে। পরিণয় করিয়া আনিল নিজ ঘরে॥ প্রধানা মহিষী তাঁর কৌশল্যা সুন্দরী। তার পুত্র রামচন্দ্র দানবের অরি॥ সেই রামে রাজ্য দিতে রাজার মনন। ঐ সে কৈকেয়ী তাহে ঘটালে ভীষণ॥ অধিবাস হইয়াছে এমন সময়। রামে দিল বনবাস আনন্দ হৃদয়। শ্রীরাম-অঙ্গেতে ছিল রাজ-আভরণ। তাহা সব নিজ বলে করিলা গ্রহণ॥ জটা ও বল্কল স্বীয় করে পরাইয়া। পাঠাইল বনবাসে আনন্দে পূরিয়া॥ শুন ওহে নরবর কর বিবেচনা। থাকিত তাহার যদি ভক্তির বাসনা॥ তা হ'লে কি পূর্ণব্রহ্ম রাম হেন ধনে। বাকল পরায়ে দিত পাঠাইয়া বনে॥ ভক্তিহীন কৈকেয়ী সে রামে না চিনিল। অনায়াসে মনসুখে বনবাসে দিল॥ যবে রামে বনে দিল কৈকেয়ী সুন্দরী। কেড়ে নিল আভরণ নিজ বল করি॥ সেই কালে রাম-নেত্রে সদা বারি ঝরে। তবু না হইল দয়া কৈকেয়ী-অন্তরে॥ নির্দ্দয়া নিষ্ঠুরা সেই ভক্তিহীনা হ'য়ে। বনবাসে দিল রামে বাকল পরায়ে॥ সেইকালে রামচন্দ্র হ'য়ে অভিমানী। কৈকেয়ীরে শাপ দিলা দুরক্ষর বাণী॥ মনস্তাপ দিয়ে বনে পাঠাইলে মোরে। এর

ফল পাবে তুমি কৃষ্ণ অবতারে ॥ মা হ'য়ে করিলে তুমি পুত্রে শত্রুভাব। পুত্র হ'য়ে শত্রু হব করি জন্মলাভ ॥ জন্মিব তোমার গর্ভে কৃষ্ণ অবতারে। মম হেতু রবে তুমি কংস-কারাগারে ॥ দেবকের কন্যা হবে দেবকী নামেতে। কংসের ভগিনী হবে রাজার বংশেতে ॥ মথুরামণ্ডলে হবে তব বাসস্থান। আমার কারণ সেই কংস সুমহান ॥ মন দুঃখে রাখিবেক তোমা কারাগারে। ভাই হ'য়ে শিলা দিবে বক্ষের মাঝারে ॥ এ কারণে সে দেবকী কৃষ্ণভক্তি হীন। গর্ভেতে ধারণ করি পুরুষ প্রবীণ ॥ কিছুদিন পেলে কষ্ট কংস-কারাগারে। কি আর কহিব রায় আমি সে তোমারে ॥ গর্ভেতে জন্মিলে কৃষ্ণ বলে কি হইবে। ভক্তি না হইলে কৃষ্ণ কেমনে মিলিবে ॥ ষোড়শোপচারে কৃষ্ণে করিলেও পূজন। ভক্তিহীন হ'লে মুক্তি না মিলে কখন ॥ ভক্তিহীন হ'য়ে কৃষ্ণ করিলে দর্শন। দর্শনের ফল তার না মিলে কখন ॥ কৃষ্ণের অপেক্ষা কৃষ্ণ-নাম হয় বড়। তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জান ভক্তি দৃঢ় ॥ অপক্ক যে ফল যেন লাগে কষায়ন। চক্ষুহীন দেহ যেন সদা অকারণ ॥ তাহার প্রমাণ রায় কহি শুন এবে। অভক্তের কৃষ্ণ দৃষ্ট কিরূপে এ ভবে ॥ এ অধমে স্থান দিও ও রাঙ্গা চরণে। দিনে দিনে দিন যায় সদা চিন্তা মনে ॥ শরৎ দাসের দাস কৃষ্ণ-পদে মন। ভাষায় লিখিল গ্রন্থ করিয়া রচন ॥

দৃষ্টান্ত ছলে মুনি কর্তৃক রামায়ণ বর্ণন

মুনি বলে, শুন ওহে নৃপ চূড়ামণি। কহি এক সুদৃষ্টান্ত অপূর্ব্ব কাহিনী ॥ ভক্তিহীন জীবের শ্রীকৃষ্ণ দরশন। সেই কথা কহি রায় তোমার সদন ॥ সীতাকে হারায়ে যবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ। কিষ্কিন্ধ্যার পথে দোঁহে করিল গমন ॥ পথের মধ্যেতে যান মনের দুঃখেতে। অগ্রেতে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ পশ্চাতে ॥ দৈবাধীন রামচন্দ্র প্রভু নারায়ণ। এক ভেক পথে ছিল করিয়া শয়ন ॥ দুই ভায়ে দ্রুতগতি করিতে গমন। ভেক-মাথে রাম কৈল শ্রীপদ অর্পণ ॥ ভেক-মাথে রামপদ যেমন লাগিল। ভয় পেয়ে ভেক অগ্নি গর্ত্তে প্রবেশিল ॥ তাহা দেখে লক্ষ্মণের

উপজিল হাস। অধরে রহিল হাসি না হয় প্রকাশ॥ জানিতে পারিয়া রাম কহিলেন বাণী। কি জন্য করিলে হাস্য ভাই গুণমণি॥ অগ্রজের কথা শুনি লজ্জিত লক্ষ্মণ। কহিলেন হাস্য কথা করি নিবেদন॥ হাসিলাম কি কারণ শুন নারায়ণ। যে পদ প্রভাব হয় আশ্চর্য্য কথন॥ যেই পাদপদ্ম গুণে পাষাণ মানব। কাষ্ঠতরী স্বর্ণ হৈল শ্রবণে উৎসব॥ সেই পাদপদ্ম ভেক হেলায় লভিল। তাহা প্রাপ্ত হয়ে কিনা গর্ত্তে প্রবেশিল॥ অভয় ও পাদপদ্ম তরিবার তরী। ঐ পদ প্রাপ্ত হব বলি আশা করি॥ মুনীন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র আদি দেবগণ। অবিরত যোগাসনে রহেন মগন॥ যে অভয় পদ লাগি দেব পঞ্চানন। শ্মশানে মশানে সদা করেন ভ্রমণ॥ ব্রহ্মা যেই পাদপদ্ম ধ্যানে নাহি পান। যে পদে উদ্ভবা গঙ্গা ত্রৈলোক্য তারণ॥ সেই পাদপদ্ম লাগি রাজ রাজ্যেশ্বর। সতত করিছে বাস কানন ভিতর॥ পঞ্চতপা করে যেই পদের কারণ। যেই পদে সাধুগণ সতত মগন॥ যেই পাদপদ্ম লাভ হইবার আশে। প্রহ্লাদ ভক্ষিল বিষ মনের হরিষে॥ যেই পাদপদ্ম আশা বলিরাজ করি। সর্ব্বস্ব হারায়ে রহে পাতাল ভিতরি॥ যেই পাদপদ্মে ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব লভিল। যে পদেতে গয়াসুর মহাতীর্থ হৈল॥ যে পদ দর্শনে সর্ব্ব পূর্ণ হয় আশা। যে পদেতে ঘুচে সর্ব্ব ভবের পিপাসা॥ হেন শ্রীঅভয় পদ ভেকেতে পাইয়া। গর্ত্তে কিনা পলাইল ভয়ের লাগিয়া॥ কি কহিব প্রভু আর অধিক কথন। ব্রহ্মপদ পেয়ে ভেক না কৈল যতন॥ ইহার কারণ ওহে দেব নারায়ণ। ঈষৎ হাসিনু হেরে ভেক পলায়ন॥ এক্ষণেতে এই দাস করে নিবেদন। কহ প্রভু নারায়ণ দাসের সদন॥ লভিয়া অভয় পদ ভেক সে আপনি। কেন ভয়ে পলাইল কহ সে কাহিনী। শ্রীরাম বলেন, শুন প্রাণের লক্ষ্মণ। পূর্ণব্রহ্ম আমি রাম সত্য এ কথন॥ কিন্তু ভেক এর তত্ত্ব কিছুই না জানে। সর্পের আহার ভেক সদা ভীত প্রাণে॥ সর্প জ্ঞান করিয়া সে ভয়ার্ত্ত হইল। তাই সে আপন গর্ত্তে প্রবেশ করিল॥ সর্পের বরণ কাল মম পদ কাল। ভেক ভাবে মোরে বুঝি ভুজঙ্গে দংশিল। পূর্ণব্রহ্ম-পদ

যদি সে ভেক জানিত। অবশ্য অভয় পদে মুক্তি সে লভিত॥ আমি বড় নয় মম ভক্তিই যে বড়। অন্তরে থাকিলে ভক্তি মম পদ দৃঢ়॥ অবশ্য লভিত মুক্তি সেই ভেকবর। এইমাত্র সার কথা জান নিরন্তর॥ আমা পদে যার ভক্তি দৃঢ়তর রয়। তার কাছে আমি ছোট জানিবে নিশ্চয়॥ শ্রবণে লক্ষ্মণ কন, দেব দয়াময়। পতি শাপে অহল্যা যে পাষাণ নিশ্চয়॥ পাষাণ সে নাহি জানে ভক্তি বা কেমন। কেমনে মানব হৈল স্পর্শিয়া চরণ॥ তার ভক্তিতত্ত্ব কথা বলুন এক্ষণে। শ্রবণে সন্দেহ ভঞ্জে সুখী হই মনে॥ পাষাণ হ'য়ে কিবা ভক্তি কৈল আচরণ। পাষাণ খণ্ডিয়া হৈল মানবী গণন॥ রাম কন, শুন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ। অহল্যারে শাপ দিল গৌতম যখন॥ শাপ শুনি ভীত হ'য়ে অহল্যা সুন্দরী। কান্দিতে লাগিল তাঁর শ্রীচরণ ধরি॥ কহ প্রভু কতদিন পাষাণ হইয়া। থাকিতে হইবে মোরে যন্ত্রণা সহিয়া॥ অহল্যার কাতর বাণী শুনি মুনিবর। প্রদানিলা এই বর হ'য়ে হর্ষান্তর॥ রামপদে ভক্তি তব রবে স্থির ভাবে। চিন্তা কর রামপদ সর্ব্ব দুঃখ যাবে॥ পাষাণ হইয়া কর রামে ভক্তি দান। তাতেই হইবে তব সব দুঃখ আন॥ রামচন্দ্র কৃপা করি তোমার উপরে। করিবে মানবাকৃতি স্বীয় পদ জোরে॥ শ্রীপদ অর্পণ করি তোমার উপর। করিবে পাষাণ কায় স্বগুণে অন্তর॥ কিন্তু হরি সেই রাম অবতার হৈতে। যাট হাজার বর্ষ বাকী জানিবে মনেতে॥ এই কাল থাক তুমি পাষাণ হইয়া। উদ্ধারিবে রামচন্দ্র ধরায় আসিয়া॥ এই বর অহল্যাকে গৌতম যে দিল। সে হেতু পাষাণে ভক্তি অহল্যার ছিল॥ সেই ভক্তিবলে সেই অহল্যা সুন্দরী। পাষাণী মানব হৈল পেয়ে পদতরী। সেইরূপ ভক্তি যদি ভেকের থাকিত। তবে কি ও ভেক আর গর্ত্তে প্রবেশিত॥ যেমন আমার পদ স্পর্শন হইত। অমনি বৈকুণ্ঠধামে গমন করিত॥ ভেক পেয়েছিল মাত্র দুর্লভ চরণ। ভক্তিহীনে ব্যর্থ হইল প্রাণের লক্ষ্মণ॥ আর এক কথা কহি করহ শ্রবণ। কাষ্ঠতরী ধীবরের স্বর্ণ সে কারণ॥ পাষাণ মানবী হৈল আমার চরণে। পরস্পর ধীবর সে শুনিল শ্রবণে॥

বিশ্বামিত্র লয়ে যান মিথিলা নগর। ফল্গুনদী তীরপ্রাপ্ত হলাম সত্বর ॥ নৌকা লয়ে ধীবর সে নদীতে আছিল। আমা সবা দেখে নৌকা লয়ে পলাইল ॥ করিয়া মনুষ্য জ্ঞান আমাকে ধীবর। নৌকা লয়ে ভয়ক্রমে হইল অন্তর ॥ বিশ্বামিত্র ডাকি কন ধীবরের তরে। শীঘ্র পার কর যাব মিথিলা নগরে ॥ বিশ্বামিত্র মুনির এ শুনিয়া উত্তর। এই কথা কহিলেক তখন ধীবর ॥ কি করে করিব পার ঋষি মহাশয়। তব সনে রামচন্দ্র আছেন উদয় ॥ ঐ সে রামের গুণ করেছি শ্রবণ। অহল্যা পাষাণী হৈল মানবে গণন ॥ পাষাণ মানব হয় ও পদ স্পর্শনে। কেমনে করিব পার ঐ রামধনে ॥ আমার এ জীর্ণতরী দেখ মহাশয়। যদি শ্রীরামের পদকণা স্পর্শ হয় ॥ এখনি কাষ্ঠের তরী মানব হইবে। কোথা তরী পাব আর কিসে কি হইবে ॥ বিশ্বামিত্র মুনি কন, কেমন এ কথা। তোমার কথাতে আমি মনে পাই ব্যথা ॥ এমনতো কখনও কোথাও না শুনি। পায়েতে মনুষ্য হয় কাষ্ঠের তরণী ॥ আমি মুনি উনি রাম রাজার কুমার। এঁর পায়ে তরী হবে মানব আকার ॥ ধীবর বলয়ে, আমি করেছি শ্রবণ। পাষাণী মানবী হৈল লাগি ও চরণ ॥ এইরূপে মুনি আর ধীবরের কথা। ধীবরের নারী কয় পেয়ে মন ব্যথা ॥ রামের পদের গুণ যদ্যপি এমন। করিব ও রামপদ অঞ্চলে বন্ধন ॥ রাখিব ঐ রামপদ হৃদিপদ্ম পরে। ঠেকিতে দিব না কভু নৌকার উপরে ॥ গৃহিণীর যুক্তি শুনি ধীবর তখন। আনিলেক জীর্ণ তরী পারের কারণ ॥ মুনি সহ উঠিলাম নৌকার উপরে। পদ ধরি ধীবরিণী রাখে হৃদি'পরে ॥ মনে মনে ভাবিলাম তখন যে আমি। অতীব সঙ্গতিহীন এ পারের স্বামী ॥ পরিশ্রম করি পার করিল সবারে। কি দিয়ে সন্তুষ্ট এবে করিব ইহারে ॥ পরিশ্রম হেতু তার পূরাতে বাসনা। করিলাম কাষ্ঠেতরী স্বগুণেতে সোণা ॥ ধীবর আমাকে যদি যথার্থ চিনিত। ভক্তিগুণে সেই জন কৃতার্থ হইত ॥ তরীর ভাবনা সেই করিল অন্তরে। আমি যে কি ধন সেই মনে নাহি করে ॥ যদ্যপি জানিত সেই আমি নারায়ণ। নতুবা কি হয় শিলা মানবী কখন ॥ ধীবরের এইজ্ঞান

যদ্যপি হইত। আর ভক্তি প্রদানিয়া স্বমুক্তি বাঞ্ছিত॥ অবশ্যই মুক্তি সেই ধীবর পাইত। আর তারে ভবকষ্ট ভুগিতে না হৈত॥ বিষয়েতে ধীবরের সম্পূর্ণ বাসনা। তাই তার কাষ্ঠ-নৌকা করিলাম সোণা॥ ধীবর ও ভেক হয় উভয়ে সমান। ভক্তি বিনা মুক্তি-পথে দোঁহে হৈল আন॥ এত বলি মুক্তি কন জন্মেজয় প্রতি। এইতো কহিনু সব পূর্ব্বের ভারতী॥ মুক্তি বিনা দেবকীর হেন কষ্ট হৈল। মুক্তির প্রধান উক্তি ভাবে বুঝা গেল॥ অব্যর্থ গৌতম-বাক্য প্রত্যক্ষ হইয়া। অহল্যা মানবী হ'য়ে উঠিল বসিয়া॥ কমলার পাদপদ্ম মরিয়া শরণ। কবিবর ভণে কথা শুনে ভক্তগণ॥

রাজার উক্তি

জন্মেজয় রাজা তবে করিয়া প্রণতি। কহিলেন, বুঝিলাম আপন ভারতী॥ এবে কৃপা করি ঋষি করান শ্রবণ। কারা-গারে দেবকিনী রহিল বন্ধন॥ দ্বারে দ্বারে দ্বারিগণ প্রহরী অপার। কৃষ্ণ ল'য়ে বসুদেব গেল নন্দাগার॥ আর এক অসম্ভব কথা এতে হয়। কৃষ্ণকে রক্ষিতে গেল গোকুল আলয়॥ গোকুলেতে যশোমতী প্রসবের ঘরে। কন্যা প্রসবিয়া ছিল হরিষ অন্তরে॥ কোলেতে করিয়া কন্যা আছিল সে রাণী। তথা গেল বসুদেব শুনে সন্ধ মানি॥ পুত্রটিকে রাখি তার কোলের ভিতর। কন্যা ল'য়ে আইলেন মথুরা নগর॥ দ্বারী ও প্রহরী কত ছিল শত শত। কেমনে আনিল কন্যা কথা যে অদ্ভুত॥ যশোদাও এর তত্ত্ব কিছু না জানিল। ইহাতে আমার বড় সন্দেহ জন্মিল॥ কহ ঋষি ইহার যে প্রকৃত কারণ। শুনিতে বাসনা করি তোমার সদন॥

মুনির উক্তি

ভাদ্রমাস্যাসিতে পক্ষে অষ্টমী সংযুতা তিথৌ।
রোহিণীতারকাযুক্তা রজনীঘনঘোরিতা॥ ১॥
ধূমযানৌ তড়িদ্যুক্তে বারিবর্ষন্তি শোভনে।
বৈষ্ণবীমায়য়া নিদ্রাং গতাঃ সর্ব্বে য রক্ষকাঃ॥ ২

অত্রান্তরে নিশার্দ্ধেতু রোহিণীসংযুতা তিথৌ।
তস্যাং জাতে জগন্নাথঃ কংসারির্বসুদেবজঃ ॥ ৩ ॥
বৈরাটে নন্দপত্নী চ যশোদাজীবনং সুতাম্।
পুত্র চতুর্ভুজং শ্যামং সংখ্যাদ্যায়ুধঃ সংযুতম্ ॥ ৪ ॥
পঙ্কজাস্যাং পদ্মনাভং প্রসন্নকমলেক্ষণম্।
তদা ক্রন্দিতুমারেভো দৃষ্ট্বা চানব দুন্দুভিঃ ॥ ৫ ॥
কংসরাজভয়াত্রাহি উবাচ দেবকী তদা।
অভুদাকাশবাণী চ তত্রৈব সময়েঽপি চ ॥ ৬ ॥
বৈরাট গচ্ছ বিপেন্দ্র যথা নন্দ বিবর্দ্ধিতঃ।
সুতং দত্ত্বা যশোদায়ৈঃ সুতাং তস্যাঃ সমানয়ঃ ॥ ৭ ॥

মুনি কন, শুন নৃপ হয়ে এক মন। জিজ্ঞাসিলে যেই কথা শুন সে কথন ॥ কারাগার দ্বারে দ্বারী ছিল শত শত। কেহ না জানিল তার এ কথা অদ্ভুত ॥ মায়ানিদ্রা সেই কালে উদয় হইল। নিদ্রিত হইয়া সবে ধরায় পড়িল ॥ সেই মায়ানিদ্রা বলে নন্দের ঘরণী। মহানিদ্রাবতী হৈল শুন নৃপমণি ॥ যশোদা নিদ্রায় হৈল চেতন রহিত। সেই সে সুযোগে বসুদেব উপস্থিত ॥ পুত্র রাখি কন্যা লৈয়া করিল গমন। কিছু না জানিল কেহ নিদ্রার কারণ ॥ কন্যা আনি বসুদেব রাখে কারাগারে। প্রভাতেতে কন্যা দিল সে কংস রাজারে ॥ বিনাশে শিলায় কন্যা ল'য়ে ক্রোধ করি। মারিল আছাড় কংস দুবাহু প্রসারি ॥ সেইকালে কন্যা উঠি আকাশ উপর। করিলেন কংস প্রতি পরুষ উত্তর ॥ আমাকে মারিবি কিরে ওরে কংস রায়। তোমাকে বধিবে যেই শুন দুরাশায় ॥ গোকুলে বাড়িছে সেই নন্দের মন্দিরে। অচিরে যাইবি তুই শমনের পুরে ॥ শূন্যবাণী হেন যবে যে কংস শুনিল। তাহাতে দ্বিগুণ ভয় কংসে উপজিল ॥ দেবকীরে কারা হৈতে আর না ছাড়িল। কি জন্যে গোকুলে শত্রু চিন্তিতে লাগিল ॥ অপরে অনেক কথা না হয় বর্ণন। অতঃপর শুন কহি গোকুল কথন ॥ যার পুত্র সেই পেলে গোকুল নগরে। দেবকীর কষ্ট মাত্র কৃষ্ণে গর্ভে ধরে ॥ না করিল স্তন্য পান পূর্ব্বের কারণ। হইয়ে বিমাতা রামে দিয়েছিল বন ॥

সেইকালে সেই সত্য কৈল নারায়ণ। গর্ভেতে জন্মিল কিন্তু না খাইল স্তন॥ গর্ভেতে জন্মিয়া তব না হব সন্তান। ডাকিব না মা বলিয়া এই তত্ত্ব জ্ঞান॥ এবে যশোদারে হরি পেয়ে বৃন্দাবনে। করিলেন স্তন্যপান আনন্দিত মনে॥ এইতো কহিনু তব প্রশ্নের উত্তর। বুঝ এবে সারতত্ত্ব তুমি বিজ্ঞবর॥ এত যদি কহিলেন মুনি মহাশয়। পুনঃ প্রশ্ন করিলেন রাজা জন্মেজয়॥ কহ কহ ঋষিবর করিয়া প্রকাশ। তোমার প্রসাদে করি পূর্ণ অভিলাষ॥ নিশাতে লভিয়া কৃষ্ণ রাণী যশোমতী। প্রভাতে করিল কিবা কহ সে ভারতী॥ কন্যা ল'য়ে যশোমতী শয়নে আছিল। পুত্র পেয়ে নিশাযোগে কি কার্য্য করিল॥ কি কহিল নন্দ প্রতি রাণী যশোমতী। ছিল কন্যা হৈল পুত্র অপূর্ব্ব ভারতী॥ কবিবর ভণে কথা শুনে ভক্তগণ। লিখিল ভাষায় গ্রন্থ করিয়া রচন॥

গোকুলে নন্দোৎসব

বসুদেবঃ সুতং কৃষ্ণ সংস্থাপ্য নন্দবেশ্মনি।
যশোদানন্দিনীং নিত্বা স্বগৃহং পুনরাযযৌ॥

মুনি কন, শুন শুন রাজা জন্মেজয়। কহি গোকুলের কথা যাহা সুখময়॥ অপূর্ব্ব হরির মায়া কে বুঝিতে পারে। কন্যা ছিল পুত্র হৈল সূতিকা-আগারে॥ লয়ে গেল বসুদেব সে কন্যা রতন। যশোদার কোলে রেখে দেব নারায়ণ॥ হেরিয়াও কেহ কিছু না কহে বচন। সকলেই বলে হৈল নন্দের নন্দন॥ কৃষ্ণ মুখ সকলেই করে নিরীক্ষণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে হারায় চেতন॥ আহা সে কৃষ্ণের মায়া কি কহিব আর। সবে কোলে লয় বলি নন্দের কুমার॥ অগ্রে হয়ে ছিল কন্যা সকলেই জানে। সব বিস্মরণ হইল হেরি সে বদনে॥ ঘরে ঘরে সবে করে পরম উৎসব। আনন্দের সীমা নাই জন্মিল মাধব॥ নন্দের নন্দন কৃষ্ণ সবে হৈল জ্ঞাত। মনোমত রাখে নাম স্বীয় ভক্তিমত॥ কোন জন কিবা নাম রাখিল হরির। শুনিয়াছ ভাগবতে সেই

নাম স্থির ॥ সে সব লিখিতে গেলে গ্রন্থ বেড়ে যায়। সংক্ষেপে বর্ণিনু তাই বুঝিবে হে রায় ॥

রাজার উক্তি

মুনি মুখে হেন বাক্য শুনি নৃপবর। পুনর্ব্বার করিলেন এই যে উত্তর ॥ জিজ্ঞাসিল প্রশ্নের শুনিয়া বিবরণ। মনের সন্দেহ কৈনু দূরে বিসর্জ্জন ॥ পুনর্ব্বার কর ঋষি সন্দেহ ভঞ্জন। তোমার মুখেতে শুনি জুড়াই জীবন ॥ গোকুলেতে কৃষ্ণচন্দ্র হলেন উদয়। কংসরাজ শ্রবণ করিল সমুদয় ॥ দিনে দিনে কৃষ্ণচন্দ্র বাড়িতে লাগিল। কহ শুনি কংসরাজ কি কার্য্য করিল। এ হেন দুরন্ত রিপু গোকুলেতে তার। কেমনে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকিবেক আর ॥ সেই কথা কহ ঋষি করিয়া প্রকাশ। তোমার প্রসাদে করি পূর্ণ অভিলাষ ॥

মুনি কর্ত্তৃক পূতনা বধ বৃত্তান্ত কথন

অতঃপর প্রবক্ষ্যামি পূতনায়া বিনাশনম্।
যৎশ্রুত্বা লভতে মর্ত্ত্যে দিব্যজ্ঞানং মনোহরম্ ॥

মুনি বলে, মহারাজ করুন শ্রবণ। তারপর যা করিল সে কংস রাজন ॥ সংক্ষেপে কহিব আমি সে সব কথন। অসংখ্য ভাগবত লীলা না হয় বর্ণন ॥ গোকুলেতে কৃষ্ণ শত্রু জানি কংস রায়। সততই চিন্তা করে কিসে মারি তায় ॥ পাত্র মিত্র লয়ে সদা করেন মন্ত্রণা। কিরূপেতে কৃষ্ণে মারি ঘুচাই যন্ত্রণা ॥ ক্রমেতে দারুণ চিন্তা কংসে উপজিল। পরিহরি সিংহাসন ধরায় বসিল ॥ বলে, ওহে পাত্র মিত্র করিয়া মন্ত্রণা। ছলে বলে কৃষ্ণে মারি ঘুচাও যন্ত্রণা ॥ গোকুলেতে রহে শত্রু প্রাণে নাহি সুখ। নিরন্তর অন্তরেতে ভুঞ্জি মহা দুঃখ ॥ রাজ্যে কিবা সুখ যার প্রাণ স্থির নয়। গোকুলে বাড়য়ে শত্রু হৃদে মহাভয় ॥ কিরূপেতে সেই শত্রু করিব বিনাশ। কবে পাঠাইব তারে শমনের পাশ ॥ কারে পাঠাইব তথা তারে মারিবারে। কে মম পূরাবে আশা মথুরা-মাঝারে ॥ পাত্র মিত্র বলে, রায় কিবা চিন্তা কর। মারিতে সামান্য শত্রু এত

কেন ডর॥ সামান্য সে গোপ-পুত্র নন্দের নন্দন। তাহার বিনাশে আর লাগে কতক্ষণ॥ এখনই আজ্ঞাদান করুন বদনে। ব্রজ হৈতে বান্ধি আনি নন্দের নন্দনে॥ সহজে বালক সেই নন্দের নন্দন। তাহার বিনাশে আর চিন্তা কি কারণ॥ সমস্ত গোকুল আর গোপকুল যত। কৃষ্ণ লাগি সকলেরে করিব নিহত॥ তোমার হৃদয়ে বল ভয় 'ক কারণ। মারিব সকলে তারে করি প্রাণপণ॥ কংসরাজ বলে, সবে যত যুক্তি কর। কিছুতেই নহে মম সুস্থির অন্তর॥ এত বলি কংসরাজ ব্যাকুল হইল। কেবা যেন সেইকালে কংসেরে কহিল॥ কেন চিন্তা কর কংস কৃষ্ণে মারিবারে। পাঠা-ইয়া দেহ নিজ ভগ্নী পূতনারে॥ পূতনা করিবে তব শত্রুকে নিধন। ভয় নাই ভয় নাই লভিবে মোচন॥ এইরূপ শুনি বাণী কংস মহাকায়। তখনই পূতনারে আনিয়া সভায়॥ কহিলেন আপনার ভয়ের কারণ। শ্রবণে পূতনা হৈল বিষাদিত মন॥ একেতো পূতনা সেই পরম রাক্ষসী। বধিবারে কৃষ্ণে তবে হইল সাহসী॥ গর্ব্ব করি কহে, শুন কংস মহীপাল॥ মারিব সে কৃষ্ণে আমি নন্দের দুলাল॥ সে কৃষ্ণ মারিতে এক করেছি মন্ত্রণা। স্তনেতে মাখায়ে বিষ করিয়া ছলনা॥ কৃষ্ণ-মাসী হয়ে করি গোকুলে গমন। মায়া করি করিব সে কৃষ্ণকে নিধন॥ এক্ষণে কিঞ্চিৎ বিষ তুমি দেও মোরে। সে বিষে মারিয়া আসি নন্দের কুমারে॥ কিন্তু এতে প্রতিশ্রুত হও হে রাজন। কৃষ্ণকে নিধন কৈলে কিবা দিবে ধন॥ যে যুক্তি করেছি তাতে আর রক্ষা নাই। স্তন্যপানে সদ্য পাবে যমঘরে ঠাঁই॥ এবে কহ আর শত্রু কেবা সে গোকুলে। একেবারে নাশি আসি যত ডালে মূলে॥ একে একে বিষ দিয়ে সকলে মারিব। গোকুলে তোমার অরি কারে না রাখিব॥ কংস বলে, কৃষ্ণে যদি মারিবারে পার। দিব ধন অপ্রমিত পূরিয়া আগার॥ কল্য প্রাতে শুভ দিন শুভ যাত্রা কর। আমার পরম অরি তাহারে সংহার॥ কৃষ্ণ সংহারের দিন কংস স্থির কৈল। গগনে থাকিয়া সূর্য্য শ্রবণ করিল॥ দিবাকর বলে, কল্য না হব প্রভাত। দেখি কংস কিসে করে শ্রীকৃষ্ণে ব্যাঘাত॥ নাশিবে কৃষ্ণের প্রাণ কেমনে হেরিব।

কিছুতেই কল্য আমি প্রভাত না হব॥ কি ছার আমার প্রাণ সামান্য যে হয়। মম লাগি কৃষ্ণ প্রাণ হইবে সংশয়॥ কিছুতেই না করিব কল্য যে প্রভাত। এত চিন্তি গুপ্তে সূর্য্য রন তৎক্ষণাৎ॥ সূর্য্য না প্রকাশ হয় সব অন্ধকার। কার প্রতি দৃষ্টি কার নাহি চলে আর॥ তাঁহা হেরি দেবরাজ সূর্য্যে কোপ করি। কহিলেন এই বাক্য অন্তরে শিহরি॥ দিবাকর এবা কোন্ তব আচরণ। না হও প্রভাত অদ্য কিসের কারণ॥ দিনপতি বলে, ইন্দ্র করহ শ্রবণ। না হই প্রভাত আমি যাহার কারণ॥ অরিভাবে কংসরাজ করিতে নিধন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র উদিলা এখন॥ সেই কৃষ্ণে বধিবারে হইয়া সাহসী। স্তনে বিষ মাখাইয়া পূতনা রাক্ষসী॥ প্রভাত হইলে সেই গোকুলে যাইয়া। বিষদানে বধিবেক কৃষ্ণচন্দ্রে গিয়া॥ সেই সে কারণে আমি প্রভাত না হই। অদ্যকার দিন সদা গোপনেতে রই॥ দিবাকর কথা শুনি ইন্দ্র হাসি কয়। পূতনা মারিবে কৃষ্ণে তোমা লাগে ভয়॥ জগতের কর্ত্তা হন দেব নারায়ণ। তাহারে নিধন করে কেবা হেন জন॥ প্রত্যক্ষে দেখি কাল কি হয় ঘটন। বিশ্ব-অন্ধকার নাশ করহ এখন॥ ইন্দ্রের বাক্যেতে সূর্য্য আনন্দিত হ'য়ে। প্রকাশ হলেন গিয়া গগনে পশিয়ে॥ সূর্য্যের করেতে হৈল প্রভাত সময়। বসিলেন সভা করি কংস মহাশয়॥ কৃষ্ণকে মারিতে হেথা হইয়া সাহসী। কংসের সভায় আইল পূতনা রাক্ষসী॥ পূতনারে হেরি কংস ডাকিয়া কিঙ্করে। ডাকিতে কহিল যত ছিল সর্পধরে॥ তখনই সর্পধরগণ সব আইল। রাজারে প্রণাম করি দূরে দাণ্ডাইল॥ কংস কন, সর্পধরগণ শুন বাণী। সর্প হৈতে কিছু বিষ শীঘ্র দেও আনি॥ রাজ-আজ্ঞা পেয়ে সেই সর্পধরগণ। সর্পদন্ত ভাঙ্গি বিষ করিয়া গ্রহণ॥ রাজার স্থানেতে দিল আনন্দিত হৈয়া। কান্দিতে লাগিল সর্প তথা দাণ্ডাইয়া॥ রাজ-সম্মুখেতে সর্প করয়ে রোদন। রাজা বলে, সর্প কান্দ কিসের কারণ॥ আমার কারণে সর্প বিষ করি দান। বেদনা লভিয়া কান্দ করি অনুমান॥ এ কথা শ্রবণে সর্প কহিল তখন। দন্তের বেদনা লাগি না

করি রোদন ॥ এই বিষ ভক্ষি কৃষ্ণ ত্যজিবেন প্রাণ। করিবেন মম প্রতি কত অভিমান ॥ বেদনা পাইয়া তিনি কহিবে এ বাণী। সর্পের কি এই ধর্ম্ম বধ করে প্রাণী ॥ কত যে বেদনা তিনি পাবেন মনেতে। অবশেষে মরিবেন এ ঘোর বিষেতে ॥ দন্ত বেদনায় রায় না করি রোদন। কান্দি শ্রীকৃষ্ণের মন-বেদনা কারণ ॥ কৃষ্ণের মন-বেদনা হইবে ইহাতে। ভুঞ্জিব নরক ঘোর ইহার জন্যেতে ॥ শ্রীকৃষ্ণ হিংস্রক হৈনু ধরি সর্প-কায়। কি কার্য্য সাধন কৈনু কান্দি সে চিন্তায় ॥ ধিক্ মম সর্পজন্মে ধিক্ সর্পকুলে। শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিষ দিনু কিনা তুলে ॥ যেই কৃষ্ণ শশীমুখে রাণী যশোমতী। ক্ষীর সর ননী দিয়ে মনে হন প্রীতি ॥ হেন মুখে আমি কিনা বিষ দিনু তুলে। কি আর বলিব ধিক্ মম সর্পকুলে ॥ যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র ধ্যান করে যাঁরে। আমি বিষ দিনু তাঁর মুখের মাঝারে ॥ ওহে হরি দীন-বন্ধু করুণা নিধান। কংস বলে নিল বিষ আমার যে স্থান ॥ কি করিব সর্পজাতি সহজে দুর্ব্বল। করি রাজা সনে বল হেন নাই বল ॥ তুমি দুর্ব্বলের বল হও নারায়ণ। কংসের বলেতে হার মানি সর্ব্বক্ষণ ॥ তুমি বল বুদ্ধি হরি তুমি নারায়ণ। তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম সনাতন। ভক্তি বল মুক্তি বল তুমিই শ্রীহরি। বলি দৈত্যে দান বলে রৈলে দণ্ডধারী ॥ জীবের সে ভক্তি বল তুমিই আপনি। প্রহ্লাদ খাইল বিষ সে খেলে আপনি ॥ তব বল বিনা বল জীবে নহে আর। তুমিই সবের বল সংসারের সার ॥ কর্ণের দানত্ব বল তুমি দিলে হরি। কাটিল পুত্রের মাথা মায়াকে সংহারী ॥ এ সংসারে সর্ব্ব বল তোমারই হয়। বলে কংস বিষ নিল সাধ্য মোর নয় ॥ বলির হরিলে বল হইয়া বামন। হর এ কংসের বল লইনু শরণ ॥ যাহা ইচ্ছা তাহা কর জগত-জীবন। ভক্তি নাহি সর্পজাতি অতি অভাজন ॥ কংস সে আপন শত্রু জানি নিজ মনে। তোমার বিনাশ বাঞ্ছা করিল যতনে ॥ পূতনা তাহার ভগ্নী দুরন্ত রাক্ষসী। স্তনে বিষ মাখি যায় হইয়া সাহসী ॥ মম দোষ ইথে নাহি আছে নারায়ণ। সর্ব্বদোষে দোষী কংস জান সর্ব্ব-

ক্ষণ ॥ দন্ত উৎপাটন করি কংস বিষ দিল। পূতনা সে বিষ ল'য়ে স্তনে মাখাইল ॥ এত যদি কহিতে লাগিল সর্পবর। সেইকালে কংস কৈল সর্পেরে উত্তর ॥ কহ ওহে সর্পরাজ করিয়া প্রকাশ। কিবা লাগি কান্দ তুমি আমার সকাশ ॥ দন্ত-বেদনায় বুঝি কাতর হইলে। তাই তব বক্ষ ভাসে নয়নের জলে ॥ বলে দন্ত ভাঙ্গি বিষ করিনু গ্রহণ। দন্ত-বেদনায় তাই করিছ ক্রন্দন ॥ সর্প বলে, শুন শুন কংস মহারাজ। যে কারণে কান্দি আমি তোমার সমাজ ॥ জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা যেই নারায়ণ। তার নাশে কৈলে বিষ আমার গ্রহণ ॥ অন্তর্য্যামী হরি ইহা জানিবেন মনে। কত কহিবেন তিনি আমার কারণে ॥ লইয়া আমার বিষ পূতনা রাক্ষসী। কৃষ্ণে বধিবারে যায় হইয়া সাহসী ॥ তাহাতে পাইবে কৃষ্ণ কতেক যন্ত্রণা। কত করিবেন তাহে আমাকে লাঞ্ছনা ॥ হায় হায় কি করিনু আমি সর্পজাতি। কিছুতেই নাহি দেখি আমার নিষ্কৃতি ॥ অধমে কহয়ে হরি জগত-জীবন। সর্ব্বগুণে গুণময় ব্রহ্ম সনাতন ॥ তোমার মহৎ গুণ যদি না থাকিবে। হইয়া ভুজঙ্গ-যোনি কেন সে কান্দিবে। তোমার অনিষ্ট হবে জানি সর্পবর। অন্তরেতে হইলেক এতেক কাতর ॥ সকলের হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি নারায়ণ। আমি কি করিব তব গুণের বর্ণন ॥

সর্পের প্রতি কংসের উক্তি

সর্পের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহিলেন কংসরায় সর্পকে তখন। শ্রীকৃষ্ণ জগৎ ইষ্ট পূজ্য সবাকার। কেমনে জানিলে তুমি হ'য়ে সর্পাকার ॥ গহন কাননে তুমি বিবরেতে রও। ক্রূর খল বলি তুমি বিশ্বে ব্যক্ত হও ॥ তোমার জাতীয় ধর্ম্ম হিংসা আচরণ। কেমনে চিনিলে তুমি দেব নারায়ণ ॥ কহ কহ সত্য কহ আমার গোচর। কিরূপে চিনিলে কৃষ্ণ দেব দামোদর ॥ ফণী বলে, নৃপমণি করুন শ্রবণ। কোন্ মন্বন্তরে কৃষ্ণ ভক্তের জীবন ॥ বৃন্দাবন মাঝেতে করিয়া

অবস্থান। কালিদহে ঝাঁপ দিলা আছয়ে প্রমাণ॥ আমাদের সর্পবংশে কালি নামে নাগ। আছিল কালিয় হ্রদে শুন মহা-ভাগ॥ কৃষ্ণ তার শিরে পদ দিয়া দাণ্ডাইলা। একতিল জন্য ভয় নাহিক করিলা॥ সকলেই সর্পজাতি খলের প্রধান। কে করিতে পারে তার শিরে পদ দান॥ হরি বিনা কার সাধ্য হেন কার্য্য করে। দিলা পাদ-পদ্ম রেখা মস্তক উপরে॥ দয়া করি ভগবান দিলেন অভয়। সেই হ'তে জানি কৃষ্ণ দেব দয়াময়॥ সর্পমুখে হেন বাক্য শুনি কংস কয়। সর্পজাতি হীন তাই বোঝ এ নিশ্চয়॥ জগতের পতি যদি সেই কৃষ্ণ হ'তো। তবে কি সে মম ভয়ে বৃন্দাবনে যেতো॥ সামান্যতে গণ্য আমি মানবের রাজা। মোরে ভয় করে হরি এ কথা কি সোজা॥ ব্রহ্ম-সনাতন যিনি পুরুষ প্রধান। তিনি কি মানবা-কারে কভু শোভা পান॥ সামান্য মানব-দেহ তিনি কেন হ'য়ে। আমাকে ভাবিবে শত্রু বৃন্দাবনে র'য়ে॥ ও কথা বলোনা আর আমার সদন। স্বয়ং ঈশ্বর যেই গোপের নন্দন॥ এ হেন কুৎসিত কথা আমি নাহি শুনি। ঈশ্বর মানব হ'য়ে স্বয়ং আপনি॥ বৃন্দাবনে বনে বনে গোধন চরায়। মজায় গোপের কুল শুনে হাসি পায়॥ বাঁশের বাঁশরী এক করে ধরি রয়। বাজায়ে যতেক কুলবধূরে মজায়॥ এই কি ঈশ্বর-কার্য্য মনে কভু লয়। লইয়ে গোপের বধূ কুঞ্জে বিহরয়॥ রাখালি করিয়া ফেরে ল'য়ে ধেনুগণ। রাখাল-উচ্ছিষ্ট করে ভক্তিতে ভক্ষণ॥ লইয়ে গোপের নারী করয়ে বিহার। মাঝি হ'য়ে নৌকা ল'য়ে নারী করে পার॥ কতেক কহিব আর বিবিধ চাতুরী। ভগবান করে কিনা গোপী ননী চুরি॥ গোলোক ছাড়িয়া কিনা হন গোপ-সখা। চূড়ায় পরয়ে কিনা ময়ূরের পাখা॥ যত হীন কার্য্য তার কেমনেতে হয়। মনুষ্যের পদাঘাত হৃদয়ে বহয়॥ হেন কিবা ছার দশা হৈল ভগবানে। বহয়ে নন্দের বাধা গিয়া বৃন্দাবনে॥ আর অসম্ভব কথা শুনে হেসে মরি। বান্ধিল সে ভগবানে হাতে দিয়ে দড়ী॥ মুনি ঋষিগণ যারে যোগে নাহি পায়। তাঁরে নন্দঘোষ-পত্নী বান্ধয়ে

হেলায় ॥ যাই হোক সেই ভগবান কৃষ্ণধন। একবার খুব দায়ে লভিল জীবন ॥ বার বার রাধা ল'য়ে কুঞ্জে করে কেলি। একবার ধরিলেক আয়ান সে বলি ॥ ভয়ে জড় সড় হ'য়ে না দেখি উপায়। কালী হ'য়ে দাঁড়াইল রাধা পূজে পায় ॥ কালী-ভক্ত আয়ান সে কালীরূপ হেরি। তখনই চলি গেল আপনার পুরী ॥ যদি কালীরূপ কৃষ্ণ সে কালে না হতো। তবে তার আয়ানের হস্তে প্রাণ যেত ॥ বাহির হইত তার ভগবান-গিরি। আর না আসিতে হৈত গৃহে তার ফিরি ॥ গোপজাতি আয়ান সে অন্য বুদ্ধি ধরে। কালীরূপ হেরি ফিরি আইল পূজা ক'রে ॥ ভাগ্যে কৃষ্ণ কালীরূপ করিল ধারণ। তাহাতেই বাঁচাইল আপন জীবন ॥ ভগবান কখন কি গোলোক ছাড়িয়া। বৃন্দা-বনে বাস করে গোপগৃহে গিয়া ॥ আমার মনেতে নাহি এই কথা লয়। কহ সর্পধর আর কি প্রমাণ হয় ॥

(কংস) এ ভ্রম তোমার কিসে যাবে।
পূর্ব্ব তপস্যায়, হইবে সদয়,
রাধাবল্লভ তোমার বাসনা পূরাবে।
তোমার কারণ, ব্রহ্ম সনাতন,
আসি এ ভুবন, আনন্দ উৎসবে ॥ ধ্রু ॥

ক্রোধভরে কংসের প্রতি সর্পের উত্তর

সর্প কয়, শুন কংস আমার বচন। তোমার শিয়রে কাল বলি হে এখন ॥ হইলে মৃত্যুর রোগ যেন রোগিগণ। কদাচিৎ নাহি করে ঔষধ সেবন ॥ সেইরূপ তোমার হে কংস মহীপতি। কৃষ্ণকে মনুষ্য বলি তব মনে প্রীতি ॥ কৃষ্ণপ্রতি শত্রুভাব পূর্ব্ব সত্য আছে। এখনও বর্ত্তেছে তাই সকলই মিছে ॥ কৃষ্ণে শত্রু-ভাব রোগ ঘটেছে তোমার। তাহাতে কুপথ্য কৃষ্ণে নিন্দা বারংবার ॥ কিছুতেই তোমার হে না দেখি নিস্তার। নিস্তার কেবল তব হইলে সংহার ॥ যেই কৃষ্ণনামে পাপী সর্ব্ব পাপে তরে। সে কৃষ্ণে মনুষ্য ভাব কি কব তোমারে ॥ ইহার মরম কথা এই মাত্র হয়। শত্রুভাবে কৃষ্ণ তোমা হবেন সদয় ॥

বিধি বিড়ম্বিল তোমা কি কব রাজন। অমৃতে গরল জ্ঞান তাই সে এখন॥ সুধাকে গরল বলি কর পরিহার। শুদ্ধমাত্র এই জ্ঞান নিজ অহঙ্কার। এ মতি দিলেন হরি স্বয়ং আপনে। কিসেতে খণ্ডিবে আর স্থির জান মনে॥ এত বলি সর্পবর নিরুত্তর হৈল। সর্পধর সর্প ল'য়ে প্রস্থান করিল॥ কবিবর ভণে কথা শুন সাধু জনে। ভাষায় লিখিল গ্রন্থ করিয়া যতনে।

স্তনে বিষ মাখাইয়া পূতনার ব্রজে যাত্রা

বিষ আহরিল কংস শুনিয়া পূতনা। আইল কংসের কাছে সুহাস্য আননা॥ হেরি কংসরাজ বলে, এসো গো ভগিনী। এই লও বিষ কর যা হয় আপনি॥ আনন্দে পূতনা বিষ করিয়া গ্রহণ। মাখাইল নিজ স্তনে করি সযতন॥ যেইমাত্র স্তনে বিষ দিল সে সুন্দরী। হৃদয়ে লুকাল স্তন মনদুঃখে ভরি॥ পূতনা বলয়ে, হায় কি হলো কি হলো। হৃদে মিলাইল স্তন এতো নয় ভালো॥ এত বলি স্তন প্রতি কহিল সুন্দরী। কেন স্তন লুকাইলে হৃদয় ভিতরি॥ কিসের কারণে তুমি বক্ষে লুকাইলে। ইহার বিশেষ কথা কহ তুমি খুলে॥ স্তন বলে, শুন শুন পূতনা রাক্ষসী। কৃষ্ণে বধিবারে তুমি হইলে সাহসী॥ কংস হিত লাগি কর গোকুলে গমন। বধিবে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে এই তব মন॥ আমাকে কৃষ্ণের মুখে করিয়া প্রদান। বধিবে সে কৃষ্ণচন্দ্র দেব ভগবান॥ দেখ দেখি ভেবে তুমি আপনার মনে। কৃষ্ণমুখে দিবে মোরে পরম যতনে॥ মাতৃভাব না হইলে এ নাহি সম্ভবে। মাতৃভাব শত্রুভাবে কেমনেতে হবে॥ মাতৃভাবে শত্রুভাব করি প্রদর্শন। কৃষ্ণমুখে দিবে মোরে করিয়া যতন॥ মাতৃভাবে কৃষ্ণ-মুখে করি স্তনদান। অনায়াসে নাশিবে তুমি সেই কৃষ্ণ-প্রাণ॥ তুমিতো কৃষ্ণের মাসী আমি জানি ভাল। কিসের নিমিত্ত হেন বাড়ালে জঞ্জাল। সহজে রাক্ষস জাতি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর। গোবধ ও ব্রহ্মবধে আনন্দ প্রচুর॥ হিতাহিত নাহি জ্ঞান কি বলিব আর। মারিতে ভগিনী-পুত্র হও অগ্রসর॥ সামান্য ভগিনীপুত্র না হয়

তোমার। ত্রৈলোক্যের পতি তিনি দেব সারাৎসার॥ বিষমাখা স্তন দিয়া তাহার বদনে। একেবারে বিনাশিবে বাঞ্ছা এই মনে॥ পূতনা বলয়ে হাসি সে স্তনের প্রতি। শুন শুন কহি তোরে সুন্দর ভারতী॥ যিনি হন ভগবান ত্রৈলোক্যের নাথ। যাঁর সৃষ্টি চরাচর দেবাদি সাক্ষাৎ॥ বিষমাখা স্তন ভুঞ্জি সে জন কি মরে। অল্পবুদ্ধি স্তন তুমি কি কব তোমারে॥ জল ও অনল স্থলে যাঁর মৃত্যু নাই। কে মারিতে পারে তারে বল দেখি তাই। ঈশ্বরের সৃষ্টি বিষ ঈশ্বরে দেখিলে। বিষের বিষত্ব শক্তি যায় অবহেলে॥ যাহার নামেতে হয় বিষ সে নির্ব্বিষ। তাঁরে কি মারিতে পারি প্রদানিয়া বিষ॥ কিবা সাধ্য আমার যে মারি ভগবানে। মারিবার সাধ্য নাই বিধির বিধানে॥ দয়াময় কৃষ্ণচন্দ্র জগত-জীবন। তাঁর নামে সদা তরে যত পাপিগণ॥ শমন-দমন কৃষ্ণ পতিত পাবন। সহজে না মিলে কভু সে হরি-চরণ॥ ত্রেতাযুগে অরিভাবে রাবণ পাইল। রামচন্দ্র নাশি তারে মুক্তিপদ দিল॥ অরিভাবে মোক্ষধন দিলেন তাহারে। ধন্য ধন্য সে রাবণ হইল সংসারে॥ দ্বাপরেতে অরিভাব কংস সনে হয়। প্রাণ ত্যজি দেখ পরে বৈকুণ্ঠেতে রয়॥ অরিভাবে কংস করি পাপের নিধন। কৃষ্ণ হস্তে প্রাণ দিয়ে লবে মোক্ষধন॥ তাই দেখি মনে মনে করি অনুমান। কৃষ্ণসনে অরিভাবে দিতে করি প্রাণ॥ অরিভাবে স্তনে বিষ লেপন আমার। কহিলাম, ওরে স্তন শুন বাক্য সার॥ কেন প্রতিবাদী হও স্তন আর তুমি। যথার্থ মানস যাহা কহিলাম আমি॥ ভাল চাও শীঘ্র হও হৃদয়ে প্রকাশ। কৃষ্ণ-মুখে প্রবেশিয়া পূর্ণ কর আশ॥ উন্নত হইয়া চল গোকুল নগর। হরি বলে যাত্রা কর মারিতে সত্বর॥ পূতনার মুখে স্তন হেন কথা শুনি। আহ্লাদে দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল তখনি॥ শোভিত করিল বক্ষ হেরে প্রাণ হরে। পূতনা করিল গতি গোকুল নগরে॥

দিব্য বেশভূষা করি পূতনা রাক্ষসী। করিল ব্রজেতে যাত্রা আনন্দেতে ভাসি॥ পথে যায় সে পূতনা মনের সুখেতে। পথ-মাঝে চক্ষু অন্ধ হইল আচম্বিতে॥ না পারে যাইতে আর সর্ব্ব অন্ধকার। থমকে দাঁড়ায় ব্রজ-পথের মাঝার॥ আক্ষেপে

কহিলা নিজ নয়নের প্রতি। হাঁরে ও পাপিষ্ঠ চক্ষু একি তব রীতি। ব্রজে যাই আমি কৃষ্ণ করিতে দর্শন। তুমি কেন বিঘ্ন তাহে কর সংঘটন॥ হরি বলে যাত্রা করি হরি দরশনে। তুমি কেন অমঙ্গল সাধিলে এক্ষণে॥ বৃন্দাবনে যাই হরি-দর্শন লাগিয়া। শুভযাত্রা ভঙ্গ তুমি কর কি লাগিয়া॥ চিরকাল দিব্য দৃষ্টি তোমার আছিল। কিসেতে তোমার দৃষ্টি বিলীন হইল॥ চক্ষু বলে, ও কথা সুধাও আর কেন। তব কার্য্যে দৃষ্টিশক্তি আমার এমন॥ জগতের ইষ্ট কৃষ্ণ জগত-জীবন। বিষ দিয়ে তাঁরে যাও করিতে নিধন॥ স্তনে বিষ মাখি যাও কৃষ্ণে মারিবারে। তাইতে হইলি অন্ধ পথের মাঝারে॥ কোন্ প্রাণে কৃষ্ণ-মুখে বিষমাখা স্তন। ভুঞ্জাইতে যাও হ'য়ে আনন্দিত মন॥ জাননা সে কৃষ্ণচন্দ্র অগতির গতি। তাঁর সহ শত্রুভাব কেন হেন মতি॥ এ কথা শুনিয়া কয় পূতনা তখন। সার কথা বলি শুন পাপিষ্ঠ নয়ন॥ যাঁর নামে বিষ হরে যিনি বিশ্বপতি। বিষে কি তাঁহার প্রাণ যায় রে দুর্ম্মতি॥ জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব-নারায়ণ। কি হবে এ বিষে তাঁর ওরে ও নয়ন॥ হরি বলে বিষ পান প্রহ্লাদ করিল। বিষের বিষত্ব শক্তি সকল হরিল॥ যিনি জগতের পতি বিশ্বের কারণ। তাঁর কি ভুজঙ্গ-বিষে হয় রে মরণ॥ শুন ওরে চর্ম্মচক্ষু আমার বচন। হেরিতে দিওনা দুঃখ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥ শুভ যাত্রা করে যাই কৃষ্ণ দরশনে। তাহাতে দিওনা বাধা তুমি হে এক্ষণে॥ স্তনে বিষ মাখি যাই তাঁর সদন। শত্রুভাবে পাপ মুক্তি এই আকিঞ্চন॥ সত্বরে প্রফুল্ল হও শুনরে নয়ন। হরি দরশনে যাই শ্রীবৃন্দাবন॥ পূতনার হেন বাক্য শুনিয়া তখন। চক্ষু হলো দিব্য চক্ষু হেরে ত্রিভুবন॥ শত্রুভাবে কৈল গতি ব্রজের পথেতে। কত যে আনন্দ তার না পারি বর্ণিতে॥ শূন্য হতে গরুড় দেখিতে তারে পায়। স্তনেতে মাখায়ে বিষ পূতনা সে যায়॥ বিষমাখা স্তন কৃষ্ণে করিয়া প্রদান। বধিব বলিয়া যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ॥ কখন ব্রজেতে ওরে যেতে নাহি দিব। পথের মাঝেতে তোরে ভক্ষণ করিব॥ বড় বড় ভুজঙ্গম আমি করি গ্রাস। সামান্য রাক্ষসী

তোরে ভক্ষিতে কি ত্রাস ॥ বিষ দিয়া বধিবারে যায় কৃষ্ণধনে। উহাকে ভক্ষিয়া তৃপ্ত হব নিজ মনে॥ এত বলি কৃষ্ণচন্দ্রে করিয়া স্মরণ। গরুড় করিল গতি পূতনা সদন। সম্মুখেতে গিয়া তার পাখা বিস্তারিয়া। পথ আগুলিল তার ক্রোধিত হইয়া॥ প্রচণ্ড গরুড়-পাখা ঠেকিল আকাশে। দেখিয়া পূতনা হইল প্রাণেতে হুতাশ॥ প্রচণ্ড গরুড় মূর্ত্তি করি দরশন। ভয়েতে পূতনা অঙ্গ হয় বিকম্পন॥ কহিল গরুড় প্রতি করিয়া বিনয়। কেন হে পথের মাঝে দেখাইছ ভয়॥ ব্রজপথে যাই আমি কৃষ্ণ-দরশনে। কেন বিঘ্ন কর তুমি দাঁড়ায়ে শমনে॥ কি দোষেতে দোষী আমি করিয়া দর্শন। হেরিতে সে কৃষ্ণচন্দ্রে কর নিবারণ॥ গরুড় বলে, যাও বটে কৃষ্ণ-দরশনে। তবে কেন স্তনে বিষ মেখেছ যতনে॥ তোমার রাক্ষসী-মায়া কৃষ্ণ-দরশন। ও কথায় নাহি ভুলি তুইরে দুর্জ্জন॥ এইরূপে ত্রেতাযুগে মারিচ রাক্ষসী। মায়া-মৃগ হয়ে গিয়া রামের সকাশ॥ করেছিল নানা ছলে কত সে নর্ত্তন। ভুলিল সীতার মন তাহার কারণ॥ পরে সেই মায়া তার প্রকাশ হইল। শ্রীরাম-হস্তেতে শেষে প্রাণ বিসর্জ্জিল॥ রাবণ সুযোগ পেয়ে সেই সে কালেতে। যোগী সেজে সীতা হরি তুলি নিল রথে॥ মায়ায় রামের সীতা হরিল রাবণ। রাক্ষসের মহা মায়া জানি সর্ব্বক্ষণ॥ মায়া করি মায়া-সীতা কাটে ইন্দ্রজিৎ। সীতা-শোকে হারাইল শ্রীরাম সম্বিত ॥ রাক্ষসের মহা মায়া কি বলিব আর। ঔষধ তুলিতে হনু হৈল অগ্রসর॥ কালনেমী মায়া করি গন্ধমাদনেতে। মারিতে করিয়া ছল পাঠায় স্নানেতে॥ পুনর্ব্বার ইন্দ্রজিৎ মায়া প্রকাশিয়া। শত শত সর্প কৈল বাণ সংয়োজিয়া॥ তাহাতে বন্ধন কৈল শ্রীরাম-লক্ষ্মণে। ভুলি নাই সেই কথা আছে মম মনে॥ পুনঃ সে মহী-রাবণ মায়া প্রকাশিয়া। বিভীষণ বেশে নিল শ্রীরামে হরিয়া॥ পাতালে লইয়া গেল শ্রীরাম-লক্ষ্মণে। ভুলিনা'ক সব কথা আছে মম মনে॥ রাক্ষসের মায়া আর কত কব আমি। সেই মায়া প্রকাশিয়া এবে যাও তুমি॥ কি মায়া করিয়া তুমি চলেছ যতনে। প্রত্যক্ষ রয়েছে বিষ তোমার যে স্তনে॥ মায়াতে

আমাকে তুমি ভুলাতে নারিবে। শ্রীকৃষ্ণে দোহাই তুমি যথার্থ কহিবে॥ প্রতারণা কর যদি আমার সদন। এখনি করিব আমি তোমাকে ভক্ষণ॥ শুনিয়া পূতনা কহে করিয়া বিনয়। যাঁর জন্য মম মায়া শুন হে নিশ্চয়॥ অরিভাবে প্রাপ্ত হব বলে নারায়ণ। তাই স্তনে বিষ মাখি করিছি গমন॥ শুনিয়া গরুড় কয়, শুনরে পূতনা। রাক্ষসের অরিভাব সব আছে জানা॥ রাক্ষসের অরিভাব বলেছি অগ্রেতে। জাতের স্বভাব নাহি ছাড়ে কোন মতে॥ আপনার প্রাণ যদি বাঁচাইতে চাও। এখনই মথুরার পথে ফিরে যাও॥ এখনই জলে বিষ ধুয়ে ফেলা তুমি। দেখিয়া তোমায় তবে ছেড়ে দেই আমি॥ তখন পূতনা কয় করিয়া সাহস। জাতিতে যে পক্ষী তুমি আমি যে রাক্ষস॥ মম ভক্ষ্য হও তুমি নাহি চিন্তা মনে! তোর কি সাহস যুদ্ধ কর্ব্বি মম সনে॥ তুমি রে উড়ন পেকে গরুড় পাপিষ্ঠ। আমাকে বিশেষ জানে তোর সেই কৃষ্ণ॥ তোরে খেয়ে ব্রজে গিয়ে তোর কৃষ্ণে খাব। খাব সব ব্রজবাসী কারে না রাখিব॥ নন্দ ও যশোদা করি যত গোপগণ। এক জন না রাখিব করিব ভক্ষণ॥ রাখালাদি ব্রজনারী সকলি খাই কৃষ্ণের বিহার আমি পেটে দেখাইব॥ ধেনু আদি বৎস-গণ কেহ না রহিবে। আমার পেটের মধ্যে নিবাস করিবে॥ এত বলি পূতনা সে মহা মায়া কৈল। দারুণ চীৎকার করি গগনে উঠিল॥ ভূমিতলে রহে পদ মস্তক গগনে। তার মূর্ত্তি দেখি গরুড় চিন্তে মনে মনে॥ দেখিতে দেখিতে হৈল ভীষণ আকার। উপায় কি করি থাকি পথের মাঝার। এত চিন্তি গরুড় উঠিল শূন্যোপরে। শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করি আপনা অন্তরে॥ গ্রাসিবারে পূতনারে করিল গমন। যেন অজগর সর্পে পায় সর্ব্বক্ষণ॥ হেনরূপে পূতনারে বদনে পূরিল। কর্ণপথ দিয়া সে পূতনা বাহিরিল॥ পুনর্ব্বার করি বল রাক্ষসী দুর্ব্বার। গরুড়েরে আগুলিল পথের মাঝরে॥ গরুড় তাহারে পুনঃ করি নিরীক্ষণ। কোপেতে ভক্ষণ কৈল করিয়া ধারণ। পুনর্ব্বার কর্ণপথে হইয়া বাহির। দর্প করি গরুড়ের কাছে রহে স্থির॥ কোপেতে

গরুড় পুনঃ পুনঃ তারে গ্রাসে। রাক্ষসী নির্গত হয়ে উচ্চ রবে হাসে॥ কত যুদ্ধ করে গরুড় বলবান। কিছুতে হারাতে নারে রাক্ষসী প্রধান॥ গরুড় আক্রান্ত হ'য়ে নারিল গ্রাসিতে। গর্জ্জিয়া পূতনা কয় গরুড় সাক্ষাতে॥ শুন হে গরুড়, আমি তোমা প্রতি কই। রাক্ষসের জাতি আমি ভূজঙ্গম নই॥ আমাকে না পাও তুমি সাপ অজগর। ফুক দিয়া পূরি ল'বে পেটের ভিতর॥ এবে সাবধান হও থাকে যদি বল। এখনি গ্রাসিব তোমা নাহি করি ছল॥ কেমনে তাহাতে তুমি পাও পরিত্রাণ। তাহা নিরখিব আমি হও সাবধান॥ কৃষ্ণের বাহন তুমি এবার জানিব। তব অহঙ্কার আমি আজিকে নাশিব॥ তোর কৃষ্ণ আজি তোরে কিসে রক্ষা করে। তাহার পরীক্ষা যে করিল ভাল করে। পূতনার মূর্ত্তি আর বাক্যের গর্জ্জন। শুনিয়া কুপিত হৈল গরুড় তখন॥ মরে মনে স্মরিতে লাগিল নারায়ণে। অন্তর্য্যামী হরি তাহা জানিলেন মনে॥ রক্ষিতে গরুড়ে হরি দেব দামোদর। বিশ্বম্ভর ভর দিল গরুড় উপর॥ মহাভারাক্রান্ত হৈল গরুড় তখন। পূতনা ধরিল বল করিয়া ভীষণ॥ গরুড়ে ধরিয়া আর কি করিবে বল। তুলিতে নারিল লাজে হইল বিহ্বল॥ পরাভব মানি নিজে পূতনা তখন। একচিত্তে আরম্ভিল করিতে স্তবন॥

পূতনা কর্ত্তৃক গরুড়ের স্তব

গলায় বসন দিয়া পূতনা রাক্ষসী। করয়ে গরুড়ে স্তব নেত্র-নীরে ভাসী॥ পক্ষীর ঈশ্বর তুমি গরুড় যে হও। করি হে তোমারে নতি মোরে তুষ্ট হও॥ হরির বাহন তুমি ধর মহা-বল। অজগর ভক্ষ্য তুমি ব্যক্ত ভূমণ্ডল॥ বিহঙ্গের নাথ তুমি মহাবল ধর। তব পৃষ্ঠে বিরাজেন দেব গদাধর॥ কে এমন ধরে বল তোমার গোচর। বলেতে পরাস্ত করে করিয়া সমর॥ সামান্য রাক্ষসী আমি নাহি কোন জ্ঞান। কৃষ্ণ-দরশনে চলি লভিবারে ত্রাণ॥ আমার সে বাঞ্ছা পূর্ণ কর দয়া করে। ছাড় গোকুলের পথ তুমি আজ মোরে॥ শ্রীহরি দর্শনে বিঘ্ন কোর না হে তুমি। শত্রুভাবে দেখ্‌তে কৃষ্ণে ব্রজে যাই আমি॥ শত্রু-

ভাবে যাই আমি স্তনে বিষ মেখে। ভক্তিভাব রাখিয়াছি অন্তর মাঝেতে ॥ শত্রুভাবে তাঁর স্থানে করিলে গমন। সামান্য কালের মধ্যে লভিব মোচন ॥ আর না আসিতে হবে মথুরায় ফিরে। লভিব বৈকুণ্ঠধাম ভাসি প্রেমনীরে ॥ স্তনে বিষমাখা দৃষ্ট করিছ নয়নে। এই স্তন প্রদানিয়া শ্রীকৃষ্ণ বদনে ॥ মারিব করিয়া স্থির যাই ব্রজধাম। কর বাঞ্ছা পূর্ণ হয় এই মনস্কাম ॥ তুমি হে পক্ষীর শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণবাহন। আমার করোনা বিঘ্ন শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ॥ রাক্ষসের জাতি হই স্তবন না জানি। কেমনে তোমার স্তব অধিক বাখানি ॥ ধরি হে চরণে তব পথ পরিহর। হেরিয়া হরির পদ জুড়াই অন্তর ॥ অধম কান্দিয়া কয়, ধন্য হে পূতনা। তোমার সমান আর নাহিক তুলনা ॥ বসিবে আমার কোলে অখিলের পতি। ডাকিবেন মাসি বলে জুড়াইব শ্রুতি ॥ ভগবান-মুখে করি নিজ স্তন দান। একবারে এইভাবে লভিব হে ত্রাণ ॥ আমার নাহিক ভক্তি কিসেতে তরিব। হরি বলে দেহ-তরী বিসর্জ্জন দিব ॥

রামপ্রসাদী সুর

ধন্য ভবে হরির দয়া।
হরি বিলিয়ে বেড়ায় পদছায়া ॥
যে পদেতে চারি মুক্তি সদা রয় স্থির চিত,
যে শ্রীপদে সাধুগণের সদা কাল বিরাজিত,
সেই পদেতে দিয়া স্থান, ভাঙ্গিয়া রাক্ষসী মায়া ॥

পূতনার প্রতি গরুড়ের উক্তি

এত যদি কৈল স্তব পূতনা রাক্ষসী। গরুড় সন্তুষ্ট হ'য়ে কহিলেন হাসি ॥ জানি জানি ও পূতনা তুমি তো রাক্ষসী। কৃষ্ণের অনিষ্টকারী কংসের হিতাষী ॥ অরিভাব ভক্তিভাব করেছ গোপন। তার লাগি স্তনে বিষ করেছ লেপন ॥ তোর কথা শুনে রে পূতনা হাসি পায়। স্তনে বিষ মাখা তবু ঢাকিস্ কথায় ॥ স্তনে বিষ মাখি যাও কৃষ্ণ বধিবারে। তোর রে কেবল স্তব বাঞ্ছা পূরাবারে ॥ আমি কি তোর মিষ্ট

স্তবে ভুলিরে কখন। আমাকে বলেছিস ক্ষুদ্র পক্ষীতে গণন ॥ এখন কাতরে প'ড়ে করিতেছ স্তব। রাক্ষসের মহা মায়া জানি আমি সব ॥ তাহার প্রমাণ ভাল আছে রামায়ণে। আগে রাম নর বলি জানিল রাবণে ॥ রামকে মনুষ্য ভাবি রাবণ গর্ব্বেতে। রাম-অঙ্গ বিন্ধে সেই বিবিধ অস্ত্রেতে ॥ কত কষ্ট রাবণ সে রামচন্দ্রে দিল। অবশেষে ব্রহ্ম-অস্ত্রে যবে সে পড়িল ॥ তখনই রামচন্দ্রে চিন্তি নারায়ণ। করিলেক কত স্তব না হয় লিখন ॥ সে হেতু পূতনা শুন আমি তোরে বলি। তোর এই মায়া স্তবে কভু নাহি ভুলি ॥ তুই যদি কৃষ্ণপ্রিয় হিতৈষী রাক্ষসী। কখন না হতিস কংসের হিতাষী ॥ স্তনে বিষ মাখি যাও কৃষ্ণে বধিবারে। মিষ্ট স্তবে তুষ্ট করি ভুলাও আমারে ॥ যে কৃষ্ণ দর্শনে হয় বৈকুণ্ঠেতে স্থান। যাঁর নামে জগতের জীব পায় ত্রাণ ॥ হেন কৃষ্ণচন্দ্র যিনি জগত-জীবন। স্তনে বিষ তাঁর প্রাণ করিতে হরণ ॥ যার মন তাঁর প্রতি ঐকান্তিক রয়। তার কি কখন আর শত্রু-ভাব হয় ॥ রাম সহ শত্রুভাব রাবণ করিয়া। সবংশে মরিল দেখ আগে না চিন্তিয়া ॥ রামে মৈত্রভাব করি রাজা বিভীষণ। স্বর্ণলঙ্কা অধিপতি আনন্দে মগন ॥ অমর হইলা আর রাজ্য-অধিকারী। তুই কেন শত্রুভাবে তাঁর হৈলি অরি ॥ পূতনা হাসিয়া কয়, শুন পক্ষিবর। জান যদি সেই হরি ত্রৈলোক্য ঈশ্বর ॥ তবে কি সে ভুজঙ্গের বিষে নারায়ণ। কখন হইতে পারে প্রাণেতে নিধন ॥ কার সাধ্য আছে কৃষ্ণে করয়ে সংহার। অমরের নাথ কৃষ্ণ তুল্য নাহি যাঁর। জানিয়া শুনিয়া কেন হেন কথা কও। বিষেতে মরিবে কৃষ্ণ অন্তরে ডরাও ॥ গরুড় বলয়ে, সব আমি সুবিদিত। কে মারে সে কৃষ্ণচন্দ্রে করিয়া অনীত ॥ তথাপি কেন রে তুই রাক্ষসী হইয়া। স্তনে বিষ মাখি যাস তাঁর শত্রু হৈয়া ॥ তাই বলি রে পূতনা, এতে এই হৈল। ত্রৈলোক্য জুড়িয়া তোর কলঙ্ক রহিল ॥ কংসের কথায় হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণের মাসি। রাখিলি কলঙ্ক ঘোর পূতনা রাক্ষসী ॥ এই কথা যে শুনিবে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেতে। সেই কটু কহিবেক তোমার জন্মেতে ॥ কেন এই কার্য্য করি কলঙ্কের ডালি। আপন ইচ্ছায় নিলে মস্তকেতে

তুলি ॥ সকলে কহিল এই কথা পূর্ব্বাপর। কৃষ্ণমাসী কংস-ভগ্নী অতি নিন্দাকর। মাসী হয়ে স্তনে বিষ করিয়া লেপন। শ্রীকৃষ্ণের মুখে দিলে করিয়া যতন ॥ এমন নিষ্ঠুরা সেই রাক্ষসী যে ছিল। তাহার আচারে কৃষ্ণ তাহারে মারিল ॥ হেন অপকর্ম্ম কেন কর তুমি মন। হিত কথা বলি আমি কর হে শ্রবণ ॥ ধৌত করি স্তন-বিষ যমুনার জলে। যাও কৃষ্ণ-দরশনে অতি কুতূহলে ॥ পূতনা বলয়ে, যাহা করে জগদীশ। কভু না ধুইব আমি এ স্তনের বিষ ॥ তোমার কথায় শত্রুভাব না ছাড়িব। এই বিষভরা স্তনে গোকুলে যাইব ॥ পথ ছাড়ি দেহ মোরে না কর অনিষ্ট। শত্রু-মিত্র আমি যাহা জানেন শ্রীকৃষ্ণ ॥ আমি শত্রুভাবে কৃষ্ণে পাব কৃষ্ণ জানে। তুমি কি বুঝাবে আর নাহি সহে প্রাণে ॥ কৃষ্ণের বাহন তুমি হও পক্ষিবর। তাতেই তোমার সাহি এত কটুত্তর ॥ মানে মানে কর তুমি স্বস্থানে প্রস্থান। কেন গমনেতে কর ব্যাঘাত হে দান ॥ ভক্তিরসে কৃষ্ণ প্রতি তব মনোরথ। আগুলিলে রাক্ষসীর গমনের পথ ॥ তাতেই হইলে তুমি এত বলবান। গ্রাস কৈলে রাক্ষসীরে বধিবারে প্রাণ ॥ নতুবা যে পক্ষী তোর এত বল হয়। রাক্ষসে করিয়া গ্রাস আনন্দ হৃদয় ॥ কৃষ্ণের আশ্চর্য্য মায়া বুঝিনু এক্ষণে। পক্ষী হৈয়া রক্ষা পায় রাক্ষসের রণে ॥ ধন্য ধন্য যারা হয় শ্রীকৃষ্ণের দাস। কিছুতেই তাহাদের নাহি কোন ত্রাস ॥ তুমি হে গরুড় হও সেই কৃষ্ণদাস। তোমাকে গ্রাসিতে মম না হয় প্রয়াস ॥ যদি বল করি আমি তোমাকে ভক্ষণ। কৃষ্ণের করুণা বলে লভিবে মোচন ॥ কৃষ্ণে ভয় করি আমি ক্ষান্ত হ'য়ে রই। কিন্তু আর বার বার কত কষ্ট সই ॥ এবার কৃষ্ণের নাম করিয়া স্মরণ। তোমাকে করিব আমি এখনি ভক্ষণ ॥ সাক্ষী হয় কৃষ্ণচন্দ্র করুণা হৃদয়। এবারে গরুড়ে আমি ভক্ষিব নিশ্চয় ॥ আমারে ইহাতে দোষী করোনা চরণে। আর নাহি সহ্য হয় এ রাক্ষসীর প্রাণে ॥ এত বলি গরুড়ে সে পূতনা ধরিল। গরুড় শ্রীকৃষ্ণ বলি তাহারে গ্রাসিল ॥ কণ্ঠস্থ হইল যবে পূতনা রাক্ষসী। সেই কালে মক্ষী রূপ হইয়া রাক্ষসী ॥ পূতনা নির্গত হয় গরুড়-কণ্ঠ হৈতে। বাধিল গরুড়-কণ্ঠে দৈবে আচম্বিতে ॥ না

পারে গ্রাসিতে আর গরুড় পূতনা। শ্বাস বদ্ধ হয়ে গরুড় কষ্ট পায় নানা॥ অর্দ্ধদেহ পূতনার গরুড়-উদরে। অর্দ্ধেক নির্গতা হৈয়া পড়য়ে বাহিরে। যেইরূপ রাম-অবতারে হনুমান। মধুকুল খেয়ে হৈল কণ্ঠাগত প্রাণ॥ বুকেতে বাঁধিল আঁটি সমুদ্রের তীরে। অজ্ঞান হইয়া পড়ে ভাসে নেত্রনীরে॥ সেইরূপ গরুড়ের হইল ঘটন। অজ্ঞান হইয়া পড়ে লুটে সর্ব্বক্ষণ॥ তথায় আছিল এক সর্প অজগর। পূতনার অর্দ্ধ অঙ্গ হেরি ধরাপর। মস্তক ধরিয়া তার আক্রমণ কৈল। গরুড়ের কণ্ঠ হৈতে বাহির হইল। তাহাতে গরুড় পক্ষী লভিল মোচন। সর্ব্ব কষ্ট দূরে গেল প্রফুল্লিত মন॥ আস্তে ব্যস্তে সেইখানে উঠিয়া বসিল। সম্মুখেতে সর্পবরে দেখিতে পাইল॥ রাক্ষসীর দেহ সর্প করিয়া যে গ্রাস। গরুড়ে দেখিয়া কৈল মনে মহা ত্রাস॥ সর্পেরে ত্রাসিত দেখি গরুড় তখন। বলিলেক, শুন সর্প আমার বচন॥ ভয় নাই ভয় নাই চিন্তা কর দূর। তুমি মম উপকার করিলে প্রচুর॥ পূতনার দেহ মম কণ্ঠে বেধে ছিল। যেই যাতনায় মম জ্ঞান নাহি ছিল॥ তার দেহ ভক্ষি কৈলে আমারে মোচন। প্রাণ সম বন্ধু তুমি হইলে এখন॥ এস মম পৃষ্ঠোপরে কর আরোহণ। তোমাকে লইয়া যাই বৈকুণ্ঠ ভুবন॥ এত বলি অজগরে পৃষ্ঠেতে লইয়া। গরুড় উড়িয়া গেল আনন্দিত হৈয়া॥ সেইকালে সে গরুড় করিল এ জ্ঞান। অজগর পূতনার দেহ কৈল আন॥ তাতেই সন্তুষ্ট মতি গরুড় যে হইল। আর সে পূতনা চিন্তা কিছু না করিল। এখানে পূতনা মায়া-দেহ পরিহরি। আপনার পূর্ব্বকায় মহানন্দে ধরি॥ আগমন করিলেক নন্দের আলয়। ভাণ্ডরী ভাগবতে এই লিখিল বিষয়॥ কবিবর স্মরি মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-চরণ। লিখিল ভাষায় গ্রন্থ করিয়া রচন॥

রাজার উক্তি

এত যদি কহিলেন সৌতি মুনিবর। করিলেন জন্মেজয় রাজা এ উত্তর॥ আশ্চর্য্য শুনিনু ঋষি তোমার গোচর। গরুড়

পূতনা যুদ্ধ অতি মনোহর ॥ কিন্তু ঋষি ভাগবতে ইহা না শুনিনু । তব মুখে ইহা শুনি কৃতার্থ মানিনু ॥ কহ ঋষি কৃপা করি আমার সদন। কোন্ ভাগবতে হৈল এ সব ঘটন ॥ অতি মনোহর এই আশ্চর্য্য বিষয়। জগতের আত্মা হন হরি দয়াময় ॥ তাঁর অরি হয় যেই কোথায় মোচন। পদে পদে বিঘ্ন তার ঘটে সর্ব্বক্ষণ ॥ কহ ঋষি কোন ঋষি এই ভাগবত। লিখিয়া বিস্তৃত কৈলা যেন সুধাবত ॥ মুনি বলে, নৃপবর করহ শ্রবণ। তোমার নিকট কহি করি প্রকাশন। বেদব্যাস ভাগবত করিলা লিখন। বাহুল্যতা হেতু ইহা না কৈল বর্ণন ॥ অদ্ভুত ভাগবত বলি ভাগুরি লিখিল। তাহাতেই এই কথা শ্রবণ করিল ॥ ভাগুরির মতে ইহা হয় হে রাজন। গরুড়-পূতনা যুদ্ধ অপূর্ব্ব কথন ॥ ঈশ্বরের লীলা রস ভক্তের হৃদয়ে। যাহা সমুচিত হয় তাহা সম্ভবয়ে ॥ ইঁহাতে সন্দেহ রায় না কর কখন। সন্দেহ অভক্তি হয় সমান কথন ॥ হরি হৈতে হইয়াছে সর্ব্ব প্রাণিগণ। সকলেতে হরি বলে মান সর্ব্বক্ষণ ॥ হরি ভিন্ন কিছু নাই বিশ্বের মাঝারে। যে কথা বর্ণিতে হয় হরি তা সাদরে ॥ ষষ্ঠী সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে দেখ রায়। লিখিয়া বাল্মীকি মুনি হয়ে হর্ষকায় ॥ সেই রামায়ণ হয় পূজ্য দেবতার। তাহাতে হরির হৈল আনন্দ অপার ॥ সেইরূপ এই জান ভাগবত হয়। ইহাতে রেখ না মনে কখন সংশয় ॥ অধিক কি কব আর তোমার সদন। অতঃপর কহি শুন পূতনা নিধন ॥

ব্রজে কে এলো রে।
বধিব বলিয়া হরি ছলনা করে ॥
হরি জগত-জীবন, হরি শত্রু-নিসূদন,
তাঁর কাছে কে কেমন শত্রুতা করে ॥ ধ্রু ॥

পূতনার ব্রজে প্রবেশ

গোকুলে গোপের ঘরে শ্রীগোবিন্দ রন। গোপ গোপী সকলের পূর্ণানন্দ মন ॥ নন্দ সে গোবিন্দ পুত্র হেরিয়া নয়নে।

নিত্যানন্দময় সদা আপনার মনে ॥ যশোমতী পেয়ে পুত্র কোলে নীলমণি। কত যে আনন্দ তাঁর বর্ণিতে না জানি ॥ ব্রজপুরে আনন্দের সীমা আর নাই। উপস্থিত হইল পূতনা তথা যাই ॥ প্রবেশ করিল গিয়া শ্রীনন্দের পুরে। যশোদার কোলে কৃষ্ণ আনন্দে বিহরে ॥ হেরিয়া পূতনা হৈল সচকিত মন। সেইখানে আরম্ভিল মায়া সে আপন ॥ ক্রমেতে যশোদা পাশে হ'য়ে উপস্থিত। আরম্ভিল মায়াকান্না করিয়া মোহিত ॥ প্রণমিয়া বলে, দিদি এ পুত্র রতন। কবে লাভ কৈলে তুমি মানস-মোহন ॥ আহা পুত্র মুখ হেরি প্রাণ জুড়াইল। আকাশের চন্দ্র যেন ভূমে সমুদিল ॥ কৃষ্ণচন্দ্র তার মায়া করি নিরীক্ষণ। অধরে ঈষদ্ হৈল হাস্যের লক্ষণ ॥ দেখিলেন এ রাক্ষসী স্তনে বিষ মেখে। মম পানে দৃষ্টি করে সদা কোপ চক্ষে ॥ মাসী হয়ে আসিয়াছে কংস-হিত আশে। ঘুচাইব মাসি হওয়া আজি এক গ্রাসে ॥ আজি এ রাক্ষসী প্রাণ করিব হরণ। এত চিন্তি কৃষ্ণ হন মানসে মোহন ॥ পূতনা বলয়ে, ওগো যশোমতী দিদি। তব শুভ বাঞ্ছা আমি করি নিরবধি ॥ শুনিলাম তব পুত্র হইয়াছে কোলে। হেরিবার হেতু আমি এত কুতূহলে ॥ যশোমতী বলে, তোমা চিনিতে না পারি। সত্য করি কহ তুমি কাহার সুন্দরী ॥ কাহার নন্দিনী তুমি কোথায় বসতি। কহ বরাননী শুনে মনে হই প্রীতি ॥ কিবা নাম ধর, তোমা সনে চেনা নাই। দিদি দিদি বলে অদ্য এলে মম ঠাঁই ॥ চেনা নাই শোনা নাই প্রণাম করিলে। দিদি দিদি বলে ঘোর সম্পর্ক পাতালে ॥ পূতনা বলয়ে, দিদি আমারে চেননা। তোমার কনিষ্ঠা আমি নাম যে পূতনা ॥ সত্য বই মিথ্যা আমি কখন না কই। যথার্থ তোমার আমি ছোট বোন হই ॥ বহু দিন তব সনে নহে দরশন। হইনু বিধবা আমি দৈবের ঘটন ॥ অতিশয় মনোকষ্ট পাই সর্ব্বক্ষণ। অন্নাভাবে শীর্ণ তনু কালিয় বরণ ॥ বিধবা হইনু আমি যাই কার কাছে। মনেতে পড়িল মম জ্যেষ্ঠা ভগ্নী আছে ॥ জানি তুমি হও দিদি নন্দরাজরাণী। বৃন্দাবন অধিশ্বরী সৌভাগ্য-শালিনী ॥ তাই আইলাম আমি এই বৃন্দাবনে। পথেতে শুনিনু পুত্র জন্মিল

ভবনে ॥ আমার ভগিনীপতি নন্দরাজ হন। সুখে রব বলি এনু এই বৃন্দাবন ॥ যে আশে এলাম আমি শুন ওগো দিদি। পূর্ণ করিবেন হরি চিন্তি নিরবধি ॥ যে পুত্র ল'ভিলে তুমি কালিয় বরণ। কৃষ্ণ নাম বলি সবে ডাকে সর্ব্বক্ষণ ॥ শুনিলাম যাহা, তাহা হেরিনু নয়নে। জীবন সফল হৈল কৃষ্ণ-দরশনে ॥ ও পুত্র পালন ভার আর তব নাই। কোলে পিঠে করি আমি পালিব সদাই ॥ মনোসুখে গৃহকার্য্য কর তুমি দিদি। তোমায় আমায় দেখা করাইল বিধি ॥ তব নীলমণি আমি নিত্য যে লইয়া। বেড়াইব বৃন্দাবনে কোলেতে করিয়া ॥ রাক্ষসীর মহা মায়া হয়ে বসে মাসী। যশোমতী ভাবিলেন আপন হিতৈষী ॥ ক্রোড় হৈতে পুত্ররত্ন লইয়া তখন। দিল পূতনার কোলে আনন্দ কারণ ॥ শ্রীকৃষ্ণে কোলেতে পেয়ে পূতনা রাক্ষসী। লাগিল যে নিরখিতে দু-আঁখি প্রকাশি ॥ মনে মনে এই মাত্র কহে সে পূতনা। কোলেতে পেলাম হরি পূরাও কামনা ॥ কত ভাগ্যবতী আমি না হয় বর্ণন। আমার কোলেতে কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন ॥ ঋষি যোগিগণ যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়। আমার কোলেতে সেই কৃষ্ণ দয়াময় ॥ ওহে হরি দীনবন্ধু করুণা হৃদয়। ডাকয়ে তোমাকে যেই চিন্তি ভবভয় ॥ তাহারে সদয় তুমি হও নিজ গুণে। তুমি হে অনাথ-বন্ধু ব্যক্ত ত্রিভুবনে ॥ তাহার প্রমাণ আমি পাইনু এক্ষণে। রাক্ষসী পিশাচী আমি জ্ঞাত সর্ব্বজনে ॥ হেলায় আমার কোল করিলে শোভন। না করিলে ঘৃণা বলি রাক্ষসী দুর্জ্জন ॥ আজি জানিলাম হরি তুমি দয়াময়। কিছুতে বিকার তব কখনই নয় ॥ এই সে গুণের হরি দেব-নারায়ণ। পতিতপাবন বলি কহে সর্ব্বজন ॥ নতুবা কি আমি পাই তোমা ধন কোলে। তুমি অন্তর্য্যামী হরি জানাবো কি বলে ॥ আইনু স্তনেতে বিষ করিয়া লেপন। তব মুখে সেই স্তন করিতে অর্পণ ॥ বধিব তোমার প্রাণ করিয়া ছলনা। তবু মম কোলে আসি পূরালে কামনা ॥ ধন্য দয়াময় হরি গুণের সাগর। যথার্থ তোমার দয়া জীবের উপর ॥ ধিক্ সে আমায় আর ধিক্ কংসরাজে। শত্রু-ভাবে আইলাম তোমার সমাজে ॥ দারুণ নির্দ্দয় কার্য্য কেমনে

করিব। বিষ মাখা স্তন তব বদনেতে দিব। ইহা বলি পূতনার ভাসে দু-নয়ন। রাণী বলে, কেন ভগ্নী করগো ক্রন্দন॥ কৃষ্ণ-ধন লয়ে কর নেত্র বরিষণ। করো না ও অমঙ্গল শুন গো বচন॥ পূতনা বলয়ে, দিদি ক্রন্দনের কথা। বলি গো তোমার কাছে নহে সে অন্যথা॥ তুমি গো রূপসী দিদি তব কি অদৃষ্ট। তব গর্ভে পুত্র কেন কালবর্ণ কৃষ্ণ॥ কি বলিব ওগো দিদি হইল নন্দন। এমন তো কাল আর না হেরি কখন॥ তোমার রূপেতে আলো করে বৃন্দাবন। মহা কালবর্ণ পুত্র হেরি দুঃখমন॥ এই দুঃখে কান্দি দিদি গুমুরে গুমুরে। কিছু না বলিতে পারি তোমায় ফুকারে॥ অনুমানে বোধ এই আমার যে হয়। তব গর্ভে এই পুত্র কখন না হয়॥ অন্তরের কথা দিদি তুমি মোরে বল। হেন কৃষ্ণবর্ণ পুত্র কেবা দিয়ে গেল॥ অনুমানি কৃষ্ণ কোন রাজপুত্র হয়। এ হেন কুৎসিত কাল হেরিয়ে নিশ্চয়॥ বৃন্দাবনে পরিত্যাগ করিয়া যে গেল। তুমি প্রাপ্ত হয়ে পুত্ররূপে বাস ভাল॥ হ'য়ে ছিল রাজপুত্র হেন কদাকার। কোলেতে করিতে ঘৃণা হইল সবার॥ তাই বনবাসী কৈল এ কাল পুত্রেরে। তুমি প্রাপ্ত হয়ে কর আনন্দ অন্তরে॥ এর ইতিহাস বলি করহ শ্রবণ। ত্রেতাযুগে ছিল দশরথ যশোধন॥ তাহার নিবাস হয় অযোধ্যা-নগরে। তার এক কাল পুত্র জন্মাইল ঘরে॥ লোক উপহাস ভয়ে সেই সে পুত্রেরে। দিয়াছিল বনবাস ব্যক্ত চরাচরে॥ তাই বলি ওগো দিদি সত্য করি কও। কোথা পেলে এই পুত্র পরিচয় দাও॥ পূতনা-কথায় রাণী হাস্য কার কয়। পেয়েছিগো কাল পুত্র সর্ব্ব সাধনায়॥ আমার গর্ভেতে নাহি কাল পুত্র হয়। বিধি মিলাইল নিধি জুড়াতে হৃদয়॥ পূতনা বলয়ে, দিদি উত্তমে উত্তম। কভু নাহি দেন বিধি অধমে উত্তম॥ তোমার এ নীলমণি কালরূপে আলো। হেরিয়া নয়ন মন হইল সফল॥ আহা মরি কিবা শশী মুখখানি। হেরিয়া মোহিত রাঙ্গা চরণ দুখানি॥ এত বলি সে পূতনা মানসে মোহন। হেরে দুটি পাদপদ্ম মেলিয়া নয়ন॥ দয়ার সাগর হরি করুণা নিদান। পূতনারে দুটি পদ বিস্তারি দেখান॥ পূতনা হেরিল

সেই পাদপদ্মোপরে। বিহরিছে সুরধনী উল্লাস অন্তরে॥ পূতনা মানসে পূর্ণ হইয়া তখন। কহিলা যশোদা প্রতি এই সে বচন॥ শুন শুন ওগো দিদি নন্দরাজ-রাণী। ঘেমেছে কৃষ্ণের বড় চরণ দুখানি॥ ও ঘাম মুছিতে আর নাহি কোন স্থান। কেশে মুছাইয়া করি সুশীতল প্রাণ॥ এত বলি স্তনদ্বয় খুলিয়া পূতনা। শ্রীকৃষ্ণের মুখে দিতে করিল কল্পনা॥ কবিবর ভণে কথা শুন সাধু জনে। ভাষায় লিখিল গ্রন্থ করিয়া যতনে॥

রামপ্রাদী সুর

ধন্য হে পূতনা সতী,
শত্রুভাবে পুত্র পেলে জিনিয়ে ব্রহ্মাণ্ড পতি॥
এলে স্তনে বিষ মেখে, দিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র-মুখে।
চলিলে বৈকুণ্ঠে সুখে, পেলে মাতৃসম গতি॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পূতনা বধ

মুনির উক্তি

মুনি বলে, তদন্তর শুন নৃপবর। নন্দঘোষ আইলেন আপনার ঘর॥ বসুদেব-বচন অসত্য নাহি হয়। কিবা উপদ্রব আজি ঘটিবে নিশ্চয়॥ এতেক ভাবিয়া নন্দ চিন্তাযুক্ত মন। না জানি ব্রজের মধ্যে ঘটে কুলক্ষণ॥ এখানেতে চিন্তাযুক্ত হয়ে নৃপবর। পূতনারে পাঠাইল ব্রজের ভিতর॥ চলিল রাক্ষসী তবে দিব্য ধার। চন্দ্রের মোহিনী কিবা ইন্দ্রের অপ্সরী॥ দিব্য রূপ ধরি আসি গোকুল নগরে। ভগিনী ভাগনী বলি ডাকে উচ্চৈঃ-স্বরে॥ দেখিয়া যশোদা রাণী সম্ভাষ করিল। রূপ দেখি চমৎকার হইয়া রহিল॥ পূতনা বলিল, ভগ্নী হয়েছে নন্দন। আমারে না কহিয়াছ কিসের কারণ॥ রাক্ষসী মায়াতে যশোদা বিমোহিত। মুখে নাহি সরে বাক্য আছয়ে স্তম্ভিত॥ কৃষ্ণ ক্রোড়ে করিয়া পূতনা নিশাচরী। বিষ-স্তন পান করাইল যত্ন করি॥ জগতের নাথ হরি ত্রিভুবন সার। তাহারে মারিতে পারে হেন সাধ্য কার॥

দুই হস্তে স্তন ধরি প্রভু ভগবান। চুম্বুকে লইলা হরি পূতনার প্রাণ॥ দুই আঁখি উলটিল আছাড়িল পা। আর্ত্তনাদ করিয়া ছাড়িল দীর্ঘ রা॥ পড়িল পূতনা তবে ছ-ক্রোশ জুড়িয়া। গোকুলেতে বৃক্ষ আদি ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥ পূতনা পড়িলে এত শব্দ যে উঠিল। নদ নদী তরু গিরি ধরণী কাঁপিল॥ গ্রহগণ কম্পে সব আকাশ মণ্ডলে। দশদিক পাতাল কম্পিত রসাতলে॥ বজ্রপাত হৈল যেন লোকে চমৎকার। কম্পিত সকল লোক দেখি অন্ধকার॥ এরূপে সে পড়িল পূতনা নিশাচরী। প্রাণ পরিত্যাগ করে নিজরূপ ধরি॥ দ্বাদশ দণ্ডের পথ পৃথিবী জুড়িয়া। পূতনার কলেবর রহিল পড়িয়া॥ পর্ব্বতের গুহা যেন নাসিকা বিবর। দুই স্তন দেখি যেন পর্ব্বত শিখর। লাঙ্গলের ফাল যেন বিকট দশন। চন্দ্র সূর্য্য জিনি চক্ষু রক্তিমা বরণ॥ গোপ গোপী দেখিয়া পূতনা-কলেবর। খেলায় বালক তার বক্ষের উপর॥ দেখিয়া যশোদা রাণী আপনা পাসরে। কৃষ্ণেরে করিয়া ক্রোড়ে আইলা তৎপরে॥ অখিল জগৎ গুরু মোক্ষফল দাতা। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন সর্ব্ব লোক পিতা॥ ব্রহ্মাদি বন্দিত ঐ দেবকী নন্দন। পুত্রভাব তাহাকে ভাবিছে গোপীগণ॥ তবে কেন সবার থাকিবে ভব ভয়। মহারাজ না ভাবিলে ইহাতে সংশয়॥ পূতনা পড়িল নন্দ আদি গোপগণে। জিজ্ঞাসা করিল আসি সবার সদনে॥ গোপ গোপী কহিল তাহার বিবরণ। শুনি নন্দ হইলেন বিস্ময় বদন॥ পুত্র লয়ে নন্দঘোষ শিরে দিয়া কর। পুত্র প্রতি আশীর্ব্বাদ করেন বিস্তর॥ পূতনা মোক্ষণ কথা ভক্তিভাব করি। যেই জন শুনে আশ পূর্ণ করে হরি॥

শকট ভঞ্জন

রাজার উক্তি

এ অদ্ভুত কথা শুনি রাজা পরীক্ষিত। মুনির নিকটে প্রশ্ন জিজ্ঞাসে কিঞ্চিৎ॥ যে যে অবতারে হরি যেই কর্ম্ম করে। বিশেষ করিয়া মুনি কহিবে আমারে॥ যা শুনিলে ভব ভয় সব

দূর হয়। বিষয়ে বৈরাগ্য হয় নির্ম্মল হৃদয়॥ ভক্তজনে সখ্য ভাবে রাখে নারায়ণ। হরির চরিত্র হেন বলহ এখন॥ শ্রবণেতে ইচ্ছা হইয়াছে মোর মন। বিস্তার করিয়া বল করিব শ্রবণ॥ রাজার বচন শুনি কন যোগীশ্বর। কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করহ মনোহর॥ অঙ্গের চালন প্রভু কৈলা কতদিনে। কৌতুকে উৎসব করে গোপ গোপীগণে॥ জন্ম-নক্ষত্র তাঁর হইবে যে দিনে। গোপ গোপী আসিয়া মিলিল বহু জনে॥ বিবিধ বাজনা বাজে বিবিধ মঙ্গল। দ্বিজগণে বেদপাঠ করে সুমঙ্গল॥ মহা অভিষেক কৈল আসিয়া ব্রাহ্মণ। বিবিধ বিধানে করে শান্তি স্বস্ত্যয়ন॥ গন্ধ মাল্য ধেনু ধন বসনে ভূষিয়া। দ্বিজগণে দান দিল সন্তোষ লাগিয়া॥ তবে পুত্র কোলে লৈলা যশোদা তখন। মাতৃকোলে নিদ্রাগত হৈল নারায়ণ॥ পুত্র নিদ্রাগত তবে হেরি যশোমতী। শয্যাতে শয়ন করাইলা শীঘ্রগতি॥ নিদ্রা হ'তে উঠি শিশু করয়ে রোদন। মায়ারূপী স্তন নাহি করয়ে ভক্ষণ। কান্দিতে কান্দিতে শিশু চরণ তুলিল। শকটে লাগিয়া পদ ভূমিতে পড়িল॥ ভাঙ্গিল শকট আর ভূমেতে পড়িতে। দেখিয়া সকল শিশু ভয় পায় চিতে॥ ভাঙ্গিয়া পড়িল দধি দুগ্ধের কলস। ভূমেতে পড়িয়া গেল বিবিধ গো-রস॥ যশোদা আসিয়া তবে কহে ততক্ষণে। উলটিয়া শকট পড়িল কি কারণে॥ কেহ বুঝিবারে নারে ইহার কারণ। নিকটে আছিল যত কহে শিশুগণ॥ পায়ে ঠেলি এই শিশু শকট ভাঙ্গিল। বালকের বাক্যে কেহ প্রত্যয় না গেল॥ এমন বিষম শিশু কেহ নাহি জানে। প্রত্যয় না যায় কেহ শিশুর বচনে॥ সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম প্রভু ভগবান। শিশু-বাক্যে গোপীগণ না বুঝে প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণ রোদন করে শয্যার উপরে। দ্রুতগতি যশোমতী পুত্র কোলে করে॥ তবে বলবান যত ছিল গোপগণ। শকট রাখিল সব পূর্ব্বের মতন॥ পুনরপি দ্বিজ আনি করে স্বস্ত্যয়ন। দীন দুঃখী দ্বিজগণে দেয় নানা ধন॥ এই রূপে উৎসব করয়ে নন্দরায়। লক্ষ লক্ষ বিপ্রগণে ভোজন করায়॥ পরম সুবুদ্ধি নন্দ তাহাতে পণ্ডিত। দেব দ্বিজ পূজা করে হয়ে হরষিত॥ দিব্য অন্ন পান দিয়া পজয়ে ব্রাহ্মণ। দিব্য রত্ন দান

দিল বসন ভূষণ ॥ ব্রাহ্মণ যতেক সব আহ্লাদিত মন। যে যার আপনা বাটী করিল গমন ॥ এই কহিলাম রাজা শকট ভঞ্জন। আর কি কহিব কথা বলহ রাজন ॥

মুনির উক্তি

এত যদি কহিলেন সৌতি মুনিবর। শ্রবণে হইল রাজা আনন্দ অন্তর ॥ কহিলেন, কহ ঋষি হইয়া সদয়। তদন্তর কি করিলা কৃষ্ণ দয়াময় ॥ পূতনা নিধন শুনি সে কংস ভূপতি। করিলেন কোন্ যুক্তি কহ হে সংপ্রতি ॥ সুধার অধিক হয় ভগবান-লীলা। দয়া করি যদি নিজমুখে প্রকাশিলা ॥ বিশেষ করিয়া কহ শুনি ভাগবত। শ্রবণে ঘুচাই আমি বেদনা তাবত ॥ কলিকালে হরিনাম বিনে গতি নাই। হরিনামে মোক্ষফল সহজেতে পাই ॥ কহ ঋষি দয়া করি তুমি জ্ঞানবান। তোমার বদনে শুনি জুড়াই পরাণ ॥ অধীনের এই আশা অন্তিম সময়। হরি হরি বলি সদা হেরি হে তোমায় ॥

রাগিণী বাহার—তাল যৎ।

কত মায়া জান হরি কে জানে তোমায়।
তোমার যতেক মায়া বুঝা নাহি যায় ॥
কখন হও হে নারী, কভু হও চক্রধারী,
ব্রহ্মাণ্ডে বুঝিতে নারে ভাবিয়া উপায় ॥

তৃণাবর্ত্ত বধ

রাজার উক্তি

অতঃপরঃ প্রবক্ষ্যামি তৃণাবর্ত্ত বিনাশনম্।
দুর্জ্জনঃ সঃ দৈত্যরাজো কৃষ্ণে বিনিপাতিতঃ ॥

রাজা বলে, কহ মুনি বিশেষ করিয়া। তৃণাবর্ত্ত বধ কথা কহ বিশেষিয়া ॥ তব মুখামৃত কথা অমৃত সমান। শ্রবণেতে সর্ব্ব দুঃখ হয় অবসান ॥ মুনি বলে, তদন্তর শুন নরপতি। তৃণাবর্ত্ত বধ কথা অপূর্ব্ব ভারতী ॥ বাহিরে আনিয়া কৃষ্ণে করান

শয়ন। অকস্মাৎ শুন রাজা দৈবের ঘটন॥ তৃণাবর্ত্ত দৈত্য আসে হেন অবসরে। কংসের আদেশে আসি গোকুলে ভিতরে॥ মহাবাত উৎপাতেতে গোকুল উড়ায়। ধূলায় অন্ধকার করে দেখিতে না পায়॥ পূর্ণ হৈল দশ দিক শব্দ যে নিষ্ঠুর। কৃষ্ণের নিকটে আসি সেই দুষ্টাসুর॥ শক্র রূপে শিশু করিয়া হরণ। তুলিয়া লইল শিশু উপর গগন॥ পুত্র না দেখিয়া তবে যশোদা সুন্দরী। রোদন করয়ে তবে আর্ত্তনাদ করি॥ করুণা করিয়া কান্দে ভূমেতে পড়িয়া। গাভী যেন ফুকারয়ে বৎসের লাগিয়া॥ ক্রন্দন শুনিয়া সব গোপীগণ এল। শিশু না দেখিয়া তারা কান্দিতে লাগিল॥ আঁখি ভরি পড়ে নীর আকুল হৃদয়। কৃষ্ণ লাগি রোদন করয়ে অতিশয়॥ সবার ক্রন্দন শুনি প্রভু চক্র-পাণি। তৃণাবর্ত্ত দৈত্যের ধরেন বাম পাণি॥ বক্ষের উপরে চাপি দেব নারায়ণ। দৈত্যের হরিল প্রাণ করিয়া ছলন॥ হস্ত পদ আছাড়িয়া করে ছটফট। মুখে না আইসে বাণী দেখিতে বিকট॥ দুই আঁখি উলটিয়া ত্যজিল জীবন। আকাশ হইতে ভূমে হইল পতন॥ পড়িল যে তৃণাবর্ত্ত শিলার উপর। খণ্ড খণ্ড হইল তাহার কলেবর। শিলাতে পড়িয়া দৈত্য-অঙ্গ হয় চুর। শঙ্করের বাণে যে পড়িল ত্রিপুর॥ গোপ গোপীগণে কান্দে আকুল হৃদয়। হেনকালে দৈত্যে দেখি মনে হৈল ভয়॥ খেলায় বালক তার বক্ষের উপর। ঈষৎ মধুর হাসি দেখে যে সুন্দর॥ নামিবার চাহে শিশু শঙ্কা নাহি মনে। কৃষ্ণে কোলে করি লয় যত গোপীগণে॥ নন্দ আদি গোপগণ হয় আনন্দিত। হারাধনে পুনঃ সবে পাইল ত্বরিত॥ হাসিয়া কহিল সব সুহৃদের কথা। যেন কর্ম্ম কৈল তার প্রতিফল তথা॥ নিজ পাপে হিংসকের ঘটেত প্রলয়। শুদ্ধভাবে সাধুগণ তরে ভব ভয়॥ মোরা সব কোন কর্ম্ম কৈল উপাদান। তাহাতে হইল বালকের পরিত্রাণ॥ তবে কতদিন পরে নন্দেন নন্দন। যে কার্য্য করেন রাজা করুন শ্রবণ॥ পুত্র ক্রোড়ে করিয়া যশোদা একদিন। স্তন পিয়াইলা দেবী আনন্দিত মনে॥ যত্নের সহিত করে লালন পালন। হস্ত দিয়া করে দেবা শ্রীমুখ মার্জ্জন॥ হেনকালে কৃষ্ণ হাই তুলেন

তৎপরে। ত্রিভুবন দেখে রাণী মুখের ভিতর ॥ দশদিকে গ্রহগণ আকাশ মণ্ডল। চন্দ্র সূর্য্য বায়ু আর আকাশ পাতাল ॥ আব্রহ্ম পর্য্যন্ত যত স্থাবর জঙ্গম। পুত্র-মুখে যশোদা করিল দরশন ॥ পুত্রমুখে জগৎ দেখিল ব্রজেশ্বরী। নিতান্ত ঈশ্বর পুত্র অনুমান করি ॥ কৃষ্ণের মায়াতে ভুলে যশোদা তখন। পুত্র-মুখে সর্ব্বস্ব করয়ে নিরীক্ষণ ॥ কবিবর ভণে, সাধু শুন সর্ব্বজন। লিখিল ভাষায় গ্রন্থ করিয়া যতন ॥

গৃধিনী ও বায়সের দ্বন্দ্ব

বায়স বলয়ে তবে গৃধিনীর প্রতি। দ্বন্দ্বে কার্য্য নাই কহ যথার্থ ভারতী ॥ এই বৃন্দাবনে হয় কার অগ্রে বাসা। অগ্রে বাসা কে রচিল কহ সেই ভাষা ॥ গৃধিনী বলয়ে, যবে নাহি ছিল বন। তখন করেছি বাসা আমি রে দুর্জ্জন ॥ অগ্রে বাসা আমিই যে করি বৃন্দাবনে। তুমি ত এখানে নাহি ছিলে অন্য বনে ॥ গৃধিনীর কথা শুনি বায়স যে রোষে। এ হেন কুৎসিত কথা কস্ কি সাহসে ॥ কি আর বলি তোরে তুই অতি মূর্খ। কিছু কাণ্ডজ্ঞান নাই ওই বড় দুঃখ ॥ সত্য করে বল দেখি গৃধিনী নন্দন। অগ্রে কৃষ্ণ হৈল কি অগ্রে বৃন্দাবন ॥ অনেক দিনের পাখী জানি তুই বুড়। কৃষ্ণচন্দ্র বড় না এই বৃন্দাবন বড় ॥ গৃধিনী বলয়ে, কাক তোর নাহি জ্ঞান। কৃষ্ণ হৈতে বড় এই বৃন্দাবন স্থান ॥ গৃধিনীর কথা কাক ক্রোধে কয়। তুই অতি গণ্ডমূর্খ নাহিক সংশয় ॥ শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কি হয় মধুর বৃন্দাবন। এ কথা কেমন মুখে আনিলে দুর্জ্জন ॥ গৃধিনী বলয়ে, কাক বলি শোন তোরে। যে দিন জন্মিল কৃষ্ণ দেবকী-জঠরে ॥ দুর্জ্জয় কংসের ভয়ে আইল এখানে। লইয়ে নন্দের ধেনু খেলে বৃন্দাবনে ॥ অতীব শৈশব কৃষ্ণ দুগ্ধগন্ধ মুখে। বৃন্দাবন হ'তে বড় বল কোন মুখে ॥ কাক বলে গৃধিনীরে, শোন তোরে বলি। এ কথায় তোর মুখে দিবে চূণ কালি ॥ নারদ ঋষির তুল্য আর বৃদ্ধ নাই। কোথা পেলে কৃষ্ণ নাম অগ্রে বল তাই ॥ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ নামে মগ্ন ঋষি। কালি যদি কৃষ্ণ জন্ম কহ সে প্রকাশি ॥

কোথা পেলে কৃষ্ণ নাম সুধার আধার। যেই নামে ঋষি মত্ত থাকে অনিবার ॥ আর কথা বলি শুন হ'য়ে একমন। স্বয়ম্ভুব শম্ভু যিনি দেব পঞ্চানন ॥ ঐ কৃষ্ণনামে তিনি মত্ত অনিবার। তিনি কোথা পেলেন ঐ কৃষ্ণ নাম সার ॥ এক মুখে কৃষ্ণনামে না পূরিল আশ। পঞ্চমুখে তাই তিনি করেন প্রকাশ ॥ আর সব বৃদ্ধ বৃদ্ধ যত ভক্তগণ। কোথা তারা কৃষ্ণনাম করিল গ্রহণ ॥ তাহার প্রমাণ দেখ এই বৃন্দাবনে। শাখায় কোকিলগণ বসি অনুক্ষণে ॥ শ্রীকৃষ্ণের গুণ গানে মত্ত অনিবার। কোথা পেলে কৃষ্ণনাম সুধার আধার ॥ আর দেখ তমালেতে শারী শুক বসি। কৃষ্ণগুণ গান করে পোহাইলে নিশি ॥ আর দেখ বৃন্দাবনে যত গোপীগণ। সদাকার হৃদে করে কৃষ্ণের সাধন ॥ রাণী যশোমতী যিনি বৃন্দাবনেশ্বরী। তিনিও ঐ কৃষ্ণনামে আত্মদান করি ॥ অবিরত বদনেতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। স্নান করি পূজে কৃষ্ণ যমুনার জলে ॥ তদন্তরে মহাশক্তি স্মরিয়া মনেতে। ক্ষীর সর ছানা ননী লইয়া যত্নেতে ॥ উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণ-মুখে করিয়া অর্পণ। গৃহেতে করেন গতি বন্দিয়া চরণ ॥ কংস ভয়ে কৃষ্ণ যদি এলো বৃন্দাবনে। তবে যশোমতী কি সে পুত্রের চরণে ॥ প্রণাম বন্দনা স্তুতি করি অনিবার। পুত্রের নামেতে হয় মন্ত্রের আকার ॥ কৃষ্ণতো এসেছে কল্য এই বৃন্দাবনে। চিরকাল কৃষ্ণভক্তি রাণীর বদনে ॥ চিরকাল রাণী পূজে কৃষ্ণের চরণ। কোথা পেলে রাণী তবে কৃষ্ণকে এখন ॥ আর কথা গৃধিনীরে আমি তোরে বলি। বৃন্দাবনে যদি কৃষ্ণ আসিলেন কালি ॥ চিরকাল মথুরায় উদ্ধবের সখা। কেমনেতে কালি কৃষ্ণ আসি দিল দেখা ॥ বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র কালিতো এসেছে। সার কথা বলি আমি শুন মম কাছে ॥ যে কংসের ভয়ে কৃষ্ণ এলেন হেথায়। অক্রূর নামেতে এক রহেন তথায় ॥ কংসের সভায় বসি কৃষ্ণগুণ গায়। তাঁর তুল্য কৃষ্ণভক্ত নাহিক কোথায় ॥ কোথা পেলে তবে সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম। কল্য যদি এলো কৃষ্ণ বৃন্দাবন ধাম ॥ কতেক বলিব আর কৃষ্ণের বারতা। ক্ষুদ্র পক্ষী জাতি আমি কি মোর যোগ্যতা ॥ বায়স বলিল, যদি এ হেন প্রমাণ। গৃধিনী তাহাকে

ডাকি করে অপ্রমাণ ॥ গৃধিনী বলয়ে, কাক শোন তোরে বলি। যে কথা বলিলি তাহা মানি সে সকলি ॥ কিন্তু সে উদ্ধব আর অক্রুর সুজন। যেই কৃষ্ণ ভজে সে নয় এই কৃষ্ণধন ॥ দেব ঋষি ডাকে যেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে। সে কখন নয় কৃষ্ণ নন্দঘোষ ছেলে ॥ মহাদেব যেই কৃষ্ণনামে মত্ত রয়। সে কৃষ্ণ এ কৃষ্ণ নয় শোন দুরাশয় ॥ সেই কৃষ্ণ হতো যদি এই কৃষ্ণধন। তবে কেন কংস ভয়ে রবে বৃন্দাবন ॥ বৈকুণ্ঠেতে রন যিনি সর্ব্বের উপরে। তিনি কেন আসিবেন নন্দঘোষ ঘরে ॥ ব্রহ্মা আদি দেব তাঁরে ধ্যানে নাহি পান। তিনি কি এ বৃন্দাবনে গোপ-অন্ন খান ॥ যিনি জগতের চন্দ্র দেব নারায়ণ। তিনি কি চরান কভু নন্দের গোধন ॥ ত্রিজগতে যে হরির নাম কল্পতরু। তিনি কি চরান কভু বৃন্দাবনে গরু ॥ সে কৃষ্ণ জগত ইষ্ট ব্রহ্মসনাতন। তাঁর নামে সদা পাপী লভয়ে মোচন ॥ মা যশোদা সেই কৃষ্ণে পূজে একমনে। নেত্রনীরে ভাসে সদা তার প্রেমাগুণে ॥ সে কৃষ্ণ এ কৃষ্ণ নয় দেবকীনন্দন। কহিলাম সার কথা বোঝ রে এখন ॥ এইরূপে গৃধিনী কৈল হরির নিন্দন। শ্রবণেতে বায়সের লাগিল বেদন ॥ কবিবর ভণে গ্রন্থ করিয়া রচন। শুন সব সাধু জন হ'য়ে একমন ॥

বায়স ক্রোধিত হ'য়ে করিল উত্তর। তুই রে পাষণ্ড পক্ষী-কুলের পামর ॥ একা কৃষ্ণ জগদিষ্ট ত্রিলোকের নাথ। লীলার কারণ নানারূপ সে সাক্ষাৎ ॥ কভু রাম কভু কৃষ্ণ কভু বনমালী। ভুলাইতে ভক্ত-মন কভু হন কালী ॥ শত্রুভাবে রাজা কংসে করিতে নিস্তার। পূতনা বিনাশ আর তরাতে সংসার ॥ বৃন্দা-বনে যশোদার হলেন নন্দন। পূর্ব্ব অঙ্গীকার ছিল করিলা পূরণ ॥ নন্দের বালক বলি সকলেতে কয়। সে গোলোকচন্দ্র হয় যশোদা-তনয় ॥ এরূপে বায়স যবে সারতত্ত্ব কথা। কহিল সে গৃধিনীরে হইয়া মমতা ॥ গৃধিনীর মন-অন্ধকার সব গেল ॥ বিনয়ে বায়স প্রতি তখন কহিল ॥ তুমি হে বায়স হও যথার্থ ই সাধু। কহিলে প্রকাশ করি ভক্তি যেই মধু ॥ আমায় করিলে তুমি কৃষ্ণভক্তি দান। তুমি হে সাধুর সাধু বৈষ্ণব-প্রধান ॥ পক্ষীযোনি হ'য়ে

তুমি কৃষ্ণভক্তি পেলে। আমি দুরাচার পক্ষী হৈনু কর্ম্মফলে॥ ধন্য ধন্য কৃষ্ণভক্ত তুমি পক্ষীবর। তোমার সার্থক জন্ম অবনী উপর॥ তুমি কৈলে বৃন্দাবনে লীলার প্রকাশ। কৃষ্ণ-ভক্তি লভি মম পূর্ণ হৈল আশ॥ তুমি হৈলে মম গুরু আমি হৈনু শিষ্য। তব আজ্ঞা শিরে ধরি রাখিব অবশ্য॥ দেহ ধরি বৃন্দাবনে যত দিন রব। তব দাস হয়ে আমি সতত সেবিব॥ এত বলি গুরু শিষ্যে দুই পক্ষীবর। রহিলেক বৃন্দাবনে বান্ধি বাসা ঘর॥ এ অধীনের মন আশা বৃন্দাবনে ফিরি। সতত ভাবনা মম ঐ পদ হেরি॥

রাগিণী ভৈবরী—তাল ঝাঁপতালা।

ভক্তবাঞ্ছা পূরাইতে ভক্তাধীন ভগবান।
উদিয়া শ্রীবৃন্দাবনে করেন সদা গোচারণ॥
বৃন্দাবনে বনে বনে ভ্রমেণ সদা সখা সনে,
তারেন পাতকী জনে, হরি জগত-তারণ॥

তৃণাবর্ত্তের গো হরণ ও বধ

মুনির উক্তি

মুনি কন, শুন রাজা কহি তদন্তর। তৃণাবর্ত্ত যা করিল সহ অনুচর॥ কংস-অনুচর হয়ে তৃর্ণাবর্ত্ত বীর। আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যুক্তি কৈল স্থির॥ যথা গোষ্ঠে নারায়ণ চরান গোধন। সেই সব গোধন হরিতে কৈল মন॥ সঙ্গেতে সামন্ত সৈন্য যতেক আছিল। গোধন হরিতে দুষ্ট সবে আজ্ঞা দিল॥ তৃণাবর্ত্ত আদেশেতে যত সৈন্যগণ। হরিতে লাগিল সব কৃষ্ণের গোধন॥ স্বয়ং সেই তৃণাবর্ত্ত করয়ে ভ্রমণ। কিসে মারি কৃষ্ণচন্দ্রে এই আকিঞ্চন॥ ক্রমেতে যেখানে সব মিলিয়া রাখালে। কৃষ্ণে রাজা সাজাইয়া খেলে কুতূহলে॥ সেইখানে তৃণাবর্ত্ত উপস্থিত হৈল। রাজাসনে কৃষ্ণচন্দ্রে নয়নে হেরিল॥ কিন্তু সেই নাহি চিনে কেবা কৃষ্ণধন। হেরি সেই গোষ্ঠে হৈল অন্তরে মোহন॥ কৃষ্ণচন্দ্র হেরি তারে তখনি চিনিল। মম হিংসা তরে তৃণাবর্ত্ত যে আইল॥ মনে

মনে কহিলেন কৃষ্ণ দয়াময়। এই সে অসুরে দিব মোক্ষ যে নিশ্চয়॥ গোষ্ঠের প্রথম লীলা এ কৈল দর্শন। অবশ্য করিব আমি ইহার মোচন॥ বৈকুণ্ঠ-নগরে আমি এরে দিব স্থান। লীলা দর্শনের ফল দেখাল প্রমাণ॥ কংসের অগ্রেতে এরে নিস্তার করিব। শত্রুভাব মিত্রভাব এরে দেখাইব॥ এই যুক্তি নারায়ণ মনে মনে করে। তৃণাবর্ত্ত সুধাইল রাখালগণেরে॥ সত্য সত্য কহ এবে রাখালেরগণ। রাখালের মধ্যে কেবা নন্দের নন্দন॥ রাখালগণের শুনি এ হেন বচন। কহিলেন, কেবা তুমি এলে বৃন্দাবন॥ কিসের কারণে চাও কৃষ্ণ পরিচয়। জগতের রাজা কৃষ্ণ দেব দয়াময়॥ হবে কোন রাজচর করি অনুমানে। কেমনে সম্মুখে এলে ভয় নাহি প্রাণে॥ মধু বৃন্দাবনে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হন। বসায়েছি পৃষ্ঠাসনে করিয়া যতন॥ আর আর যত সব রাখালেরগণ। কৃষ্ণ আজ্ঞাবহ হয়ে আছি সর্ব্বক্ষণ॥ কৃষ্ণেরে করিয়া রাজা প্রজা হৈনু যবে। ঐ বসে কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দ উৎসবে॥ এত শুনি তৃণাবর্ত্ত কহিল গর্জ্জনে। কংস-ভয়ে এবে কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে॥ কংস-ভয়ে প্রাণ লয়ে এখানে আইল। গোপনে গোয়ালা ঘরে আশ্রয় যে নিল॥ বেণু হাতে ধেনুগণ লয়ে পালে পালে। বনেতে চরায় ল'য়ে নন্দের গো-পালে॥ গোপ-অন্ন খেতে লাজ নাহি হয় মুখে। শুন হরি কহি আমি তোমার সম্মুখে॥ তব মাতা দৈবকিনী মরে সদা দুঃখে। তব লাগি অদ্যাপি পাষাণ চাপা বুকে॥ তব লাগি কারগারে আছেন বন্ধনে। কোন্ লাজে রাজা সেজে বসিয়ে এখানে॥ তোমার উদ্দেশে কংস মোরে পাঠাইল। গুপ্ত বেশে বৃন্দাবনে আছ কুতূহল॥ বনমধ্যে বাস কর আনন্দে বিরাজ। কি আর বলিব তোমা নাহি কিছু লাজ॥ বসুদেব মনে দিয়ে দুরূপ সন্তাপ॥ কংস-ভয়ে নন্দ ঘোষে পাতাইলে বাপ॥ গোপের নন্দন কোথা পাবে সিংহাসন। বসিয়ে রাখাল-পৃষ্ঠে হ'য়েছ রাজন॥ রাখাল রাজের প্রজা যতেক রাখাল। পালন করহ গরু হইয়ে দয়াল॥ তোমার সম্মান এত কিসে বল হরি। বেঁধে ল'য়ে যাব তোমা কংস বরাবরি॥ এত কহি তৃণাবর্ত্ত প্রকাশিয়া মায়া। দেখিতে

দেখিতে কৈল ভয়ঙ্কর কায়া॥ চল্লিশ যোজন প্রায় হইল দীর্ঘেতে। ঠেকিল মস্তক গিয়া গগনোপরেতে॥ রাখালেরা সেই রূপ করি নিরীক্ষণ। ভয়েতে কৃষ্ণকে গিয়া করিল বেষ্টন॥ সিংহাসনে যেই রূপে আছিল রাখাল। ভয়ে পলাইতে ভূমে পড়িল গোপাল॥ লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ পড়ি ভূমিতলে। হইলেন বিশ্বম্ভর থাকি সেই স্থলে॥ ধরিলেন যেবা মূর্ত্তি বর্ণিতে দুষ্কর। ঊর্দ্ধেতে উঠিলা তৃণাবর্ত্তের উপর॥ তখনই নিজ কক্ষ হইতে শ্রীহরি। বাহির করিয়া অস্ত্র সুদর্শন ধরি॥ তৃণাবর্ত্তের মুণ্ড কাটি পাড়িলা ভূমেতে। ভূমিকম্পবৎ শব্দ হইল তাহাতে॥ যেই ভীতে তৃণাবর্ত্ত হইল পতিত। সে ভীতের বৃক্ষলতা চূর্ণ হৈল কত॥ তাহার সঙ্গেতে ছিল যত সৈন্যগণ। সকলেই মহাভয়ে কৈল পলায়ন॥ কংসের নিকটে তারা সংবাদ কহিল। কৃষ্ণ-হস্তে তৃণাবর্ত্ত সংহার হইল॥ এখানেতে তৃণাবর্ত্ত ত্যজিল জীবন। কৃষ্ণ-হস্তে মৃত্যু হৈল এই সে কারণ॥ তার মহাপ্রাণ চড়ি পুষ্পক বিমানে। পুলকে গোলোকে গেল সবা বিদ্যমানে॥ অধম কান্দিয়া কয় ধন্য তৃণাবর্ত্ত। যথার্থই তুমি এসেছিলে এই মর্ত্ত্য॥ শ্রীহরি-করেতে করি প্রাণ বিসর্জ্জন। কংসের অগ্রেতে কৈলে গোলোকে গমন॥

গীত

হরি দয়া বিনা গতি নাই ভবে।
ডাক দীনবন্ধু হরি সবে মনের উৎসবে॥
হরি অগতির গতি, হরিতে করহ মতি,
অবশ্য পাবে নিষ্কৃতি, সব দুঃখ দূরে যাবে॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

প্রভাস খণ্ড

—————০ঃ৵ঃ০—————

দ্বিতীয় খণ্ড

—ঃ৵ঃ—

সৌতি ঋষি প্রতি রাজা জন্মেজয়ের প্রশ্ন

অচিন্ত্যগুণগ্রামঃ নারায়ণঃ নরোত্তমঃ।
নিবসতে গোকুলং শোভয়ামরাবতী শ্রেষ্ঠম্॥
ভক্তবাঞ্ছাপ্রদঃ বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুণ সমন্বিতম্।
পুনঃ পুনঃ ভূলোকাবতার পরিত্যজ্য স্বভবনম্॥
ত্রেতাযুগে ভুবনহিতার্থেন স লক্ষ্মীপতি নারায়ণ।
রাম দশরথ পিতারমুগাগমম্ অযোধ্যাপতিম্॥
দ্বাপরে কংসহেতুনা দৈবকী গর্ভসম্ভূতাঃ।
অবতীর্ণ মহাভাগঃ বৃন্দাবন লীলামকরোম্॥

সৌতি ঋষি এইরূপ করিলে বর্ণন। কহিলেন জন্মেজয় রাজা যশোধন॥ ওহে ঋষি কিবা কথা করালে শ্রবণ। শ্রবণে শ্রবণ ক্ষুধা নহে নিবারণ॥ হরিলীলা গুণগান সুধাপেক্ষা সুধা। যত শুনি তত বাড়ে মনোমধ্যে ক্ষুধা॥ সেই কথা কংসরাজ করিয়া শ্রবণ। করিলেক কিবা যুক্তি ল'য়ে মন্ত্রিগণ॥ কারে পাঠালেন ব্রজ কহ মহাশয়। কহ ঋষি মম প্রতি হইয়া সদয়॥ সেই কথা কহ ঋষি তুমি পুণ্যবান। শুনিয়া তোমার মুখে তৃপ্ত করি প্রাণ॥

মুনি উক্তি

অক্রূরঃ স্বয়মাগত্য নন্দালয়ং মহামতিঃ।
কৃষ্ণঃ ব্রজেশ্বরঃ নীত্বা জগাম মথুরাঃ পুরী॥

মুনি বলে, শুন শুন রাজা জন্মেজয়। তদন্তরে যা ঘটিল কহি সমুদয়॥ বৃন্দাবনে তৃণাবর্ত্ত হইল নিধন। কংস সেই কথা কর্ণে

করিয়া শ্রবণ ॥ একেবারে মহা ভয় পাইয়া মনেতে। সিংহাসন পরিহরি বসিল ভূমেতে ॥ কিসে এই কৃষ্ণ শত্রু করিব নিধন। এই চিন্তার্ণবে কংস হইল মগন ॥ সভাসদ পাত্র মিত্র যতেক আছিল। রাজাকে বেষ্টন করি সকলে বসিল ॥ কত মত যুক্তি সবে করয়ে বসিয়ে। কিছুতে সুস্থির আর নহে কংস-হিয়ে ॥ এমত সময় দেবঋষি শ্রীনারদ। আইল কংসের সভা বীণা করি নাদ ॥ নারদেরে নিরীক্ষণ করি কংস রায়। প্রণাম বন্দনা করি আনিল সভায় ॥ বসিতে আসন দিয়া পরম সাদরে। কহিলেক এই বাক্য অতি মৃদুস্বরে ॥ কি আর কহিব ঋষি তোমার সদনে। আমার পরম শত্রু এবে বৃন্দাবনে ॥ নন্দের নন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবনে রয়। তাহার কারণ প্রাণে বড় ভয় হয় ॥ কহ ঋষি সুমন্ত্রণা যুক্তি করি সার। কিসে সে বিনাশ করি নন্দের কুমার ॥ কংস মুখে হেন কথা শুনি ঋষিবর। মনে মনে করিলেন এই সে উত্তর ॥ নিকটে মরণ তোর হইল এখন। সেই সে কারণে হৈল মম আগমন ॥ মৃত্যুর ঔষধ যাহা কহি সুনিশ্চয়। সেই যুক্তি দিয়া তোর খণ্ডিব সংশয় ॥ এত চিন্তি কহিলেন কংসরাজ প্রতি। তার জন্য চিন্তা কেন এত হে ভূপতি ॥ হেন যুক্তি দিব আমি তোমারে এখন। একেবারে সর্ব্ব শত্রু হইবে নিধন ॥ শুন শুন ওহে রায় আমার বচন। সত্বরে করহ এক যজ্ঞ আরম্ভণ ॥ সেই যজ্ঞ ছলে নন্দ আদি গোপগণে। নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাও বৃন্দাবনে ॥ নন্দপুত্র আদি যেন আসে হে তাহায়। লিখিয়া পাঠাও তুমি হেন পত্রিকায় ॥ তব আজ্ঞা কখনই লঙ্ঘিতে নারিবে। নন্দসহ নন্দপুত্র এখানে আসিবে ॥ যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইলে হে তারা। বধিবে সে কৃষ্ণচন্দ্রে কি জন্য কাতরা ॥ আর এক শুভ যুক্তি শুনহ রাজন। নিমন্ত্রণে নাহিক পাঠাবে অন্য জন ॥ পরম বৈষ্ণব যেই অক্রূর আছয়। তাহাকেই পত্র লয়ে পাঠাবে নিশ্চয় ॥ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত সেই কৃষ্ণ সন্ধি জানে। কৃষ্ণকে আনিতে সেই পারিবে এখানে ॥ দিব্যরথ একখানি সজ্জিত করিয়া। কৃষ্ণ আনিবারে দিবে তাহে পাঠাইয়া ॥ কৃষ্ণভক্ত সনে হরি অবশ্য আসিবে। আসিলেই কৃষ্ণ সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে ॥

তুমি মম যুক্তিবলে মুক্তি হে লভিবে। এ ভবের মাঝে কৃষ্ণ-শব্দ না রহিবে॥ এইরূপ যুক্তি ঋষি করিয়া প্রদান। তখনই করিলেন স্বস্থানে প্রস্থান॥ নারদের সার যুক্তি মানি কংসরায়। তখনই পুরোহিত আনিয়া সভায়॥ যুক্তি করি কৈল শুভ যজ্ঞ আরম্ভণ। বিশ্বকর্ম্মা কৈল যজ্ঞকুণ্ড বিরচন॥ কবিবর ভণে গ্রন্থ করিয়া রচন। অন্তিমেতে পায় যেন ও রাঙ্গা চরণ॥

কংসের নিমন্ত্রণে অক্রূরকে আনয়ন

এইরূপে কংস যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ। আহরিল কত দ্রব্য কে করে বর্ণন॥ যজ্ঞের রক্ষক শঙ্খচূড় দৈত্য হৈল। কুবলয় হয় হস্তী দ্বারেতে রাখিল॥ দিব্য রূপ সমারোহ বাধিয়া উঠিল। হেরি কংস নিমন্ত্রণ জন্য ব্যস্ত হৈল॥ তাহার যে যজ্ঞ মাত্র হরিকে মারিতে। তখনই ভৃত্যগণে লাগিল কহিতে॥ অক্রূরেরে ডাকি আন সত্বর করিয়া। গোকুলেতে যাবে ত্বরা পত্রিকা লইয়া॥ নিমন্ত্রণ করিবারে আর নাই কাল। শীঘ্র গিয়া কহ তারে ডাকিছে ভূপাল॥ রাজ-আজ্ঞা প্রাপ্তে দূত প্রস্থান করিল। তখনি অক্রূরে গিয়া বার্ত্তা জানাইল॥ অক্রূর সে রাজ আজ্ঞা শ্রবণ মাত্রেতে। আসি উপস্থিত হৈল কংসের সভাতে॥ অক্রূরে হেরিয়া কংস কহিল বচন। হের দেখ অক্রূর হে মেলিয়া নয়ন॥ যজ্ঞ আরম্ভণ কৈনু অতিশয় ইষ্ট। নিমন্ত্রণ করি আন রাম আর কৃষ্ণ॥ এই লও নিমন্ত্রণ-পত্র সমুদয়। যেন আসে গোকুলের যত গোপচয়॥ বিশেষে আমার আজ্ঞা জানায়ে সবারে। নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবে সবাকরে॥ লয়ে যাও দিব্যরথ আছয়ে সাজন। তাহাতে আনিবে হরি আর রামধন॥ এত বলি নিমন্ত্রণ-পত্র করে লৈয়া। অক্রূরের হস্তে দিল বিশেষ কহিয়া॥ রাজার আজ্ঞায় আর বিলম্ব না কৈল। রথ ল'য়ে তখনই আশ্রমে আইল॥

বৃন্দাবন গমনে অক্রূরের শ্রীকৃষ্ণ প্রতি স্তব

নিশা অবসান করি অক্রূর মহান্। স্মরিয়া শ্রীকৃষ্ণ নাম করিয়া উত্থান॥ যমুনার পুণ্যনীরে করি শুভ স্নান। প্রকাশি

হৃদয় পদ্ম হয়ে সাবধান ॥ হরিকে আনীত করি তাহার উপরে। করে এই নিবেদন সুমধুর স্বরে ॥ ওহে বৃন্দাবনচন্দ্র হরি দয়াময়। ধন্য ধন্য আজি মম দিনের উদয় ॥ কংসরাজ নিজ মুখে কৈল অনুমতি। তোমাকে আনিতে যাব ব্রজের বসতি ॥ শত্রুভাবে কংসরাজ আমায় পাঠায়। মোরে শত্রুভাব হরি ভেব না তাহায় ॥ যেমন লঙ্কায় ছিল বিভীষণ-সুত। নামেতে তরণীসেন তব অনুগত ॥ বলেতে রাবণ তারে পাঠাইল রণে। রাবণের শত্রুভাব হয় তব সনে। তার শত্রুভাব হরি তোমায় না ছিল। হেরি তব রাঙ্গাপদ স্বকার্য্য সাধিল ॥ সেইরূপ আমি হরি কংসের তাড়নে। চলিলাম বৃন্দাবন চরণ দর্শনে ॥ তব দাস আমি হরি থাকি মথুরায়। তোমাকে আনিতে সাধ্য আছয়ে কোথায় ॥ তব দরশন লাগি আমার গমন। কংস সে পাঠায় কেন জান সে আপন ॥ এই নিবেদন করি তব শ্রীচরণে। দরশন দিও হরি এ পাতকী জনে ॥ আবশ্যক হয় যদি তব মথুরায়। তবেই আসিবে হরি নিজের দয়ায় ॥ নতুবা কাহার সাধ্য তোমায় আনিতে। ব্রহ্মা না আনিতে পারে হৃদয় যোগেতে ॥ তোমাকে হৃদয়াসনে আনিবার লাগি। অনাহারে করে তপ যোগে বসি যোগী ॥ তথাপি তোমাকে হরি আনিতে না পারে। কিবা সাধ্য আছে মম আনিতে তোমারে ॥ এমন কি আছে মম পুণ্যের উদয়। মম রথে আসিবেন দেব দয়াময় ॥ দরশন আশে যাই তোমার সদন। কংস-দূত বলি হরি করোনা বঞ্চন ॥ তোমার দাসানুদাস আমি মথুরায়। চির আশা আছে হরি তব শ্যামকায় ॥ নিজগুণে মম বাঞ্ছা পূর্ণ কর হরি। কংস-দূত হ'য়ে আমি শুভ যাত্রা করি ॥ নারদ গোস্বামী নিজে কৈল অনুমতি। তাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি আমি মন্দমতি ॥ শ্রীবৃন্দাবনেতে যাই তোমাকে আনিতে। ঠেলনা চরণে হরি সে পদ বন্দিতে ॥ এত বলি সে অক্রূর পূর্ণ গুণগ্রাম। লিখিলেন সর্ব্বাঙ্গেতে রাধাকৃষ্ণ নাম ॥ ধ্বজ পতাকায় আর চক্রের উপর। লিখে সবে কৃষ্ণনাম হইয়া সত্বর ॥ সকলেতে কৃষ্ণমূর্ত্তি আর কৃষ্ণনাম। একে একে লিখি সবে পূর্ণ করি কাম ॥ মুখেতে হরির নাম গাইতে গাইতে।

জননী কাছেতে গেল বিদায় লইতে॥ অন্তঃপুর মধ্যেতে অক্রূর প্রবেশিয়া। বন্দিল জননী-পদ ভূমি লোটাইয়া॥ কহিলেন, জননী গো পূরাও অভীষ্ট। বৃন্দাবনে আমি যাই আনিবারে কৃষ্ণ॥ অনুমানে কংস-আয়ু শেষ এতদিনে। মথুরা পবিত্র করি এনে কৃষ্ণধনে॥ সদয় হইয়া কর এই আশীর্ব্বাদ। সঙ্গে যেন আসে কৃষ্ণ পূর্ণ করে সাধ॥ আসিবেন যে শ্রীহরি আমার রথেতে। হেরিয়া ভাসিব আমি মহানন্দ স্রোতে॥ যে কালে হেরিব হরি চরণ কমল। সেই কালে তব গর্ভ মানিব সফল॥ এত বলি জননীর ল'য়ে পদধূলি। শ্রীহরি বলিয়া রথে চড়ে মহাবলী॥

আজি কি আনন্দ আহা মরি মরি।
আনিতে যাই কৃষ্ণচন্দ্র, অপার সংসার তরি॥
মহামন্ত্র কৃষ্ণনাম, তাহে পূর্ণ মনস্কাম,
ওরে মন আত্মারাম, বল হরি হরি॥ ধ্রু॥

অক্রূরের ব্রজে গমন

অক্রূর শ্রীহরি নাম করিয়া স্মরণ। চালাইল নিজ রথ ত্বরিত গমন॥ বেগেতে হইল রথ যমুনার পার। উত্তরিলা আসি বৃন্দাবনের মাঝার॥ বৃন্দাবন মধ্যে রথ রাখিয়া অক্রূর। প্রদক্ষিণ করে বৃন্দাবন সে মধুর॥ তথাকার পদরজ মস্তকে লেপিয়া। প্রণাম বন্দন করে স্থানে স্থানে গিয়া॥ বৃন্দাবনে যত সব বৃক্ষ নানাজাতি। তমাল পিয়াল আর কদম্ব প্রভৃতি॥ সকলই ফল ফুলে শোভে সর্ব্বক্ষণ। হেরিয়া অক্রূর হয় মানসে মোহন॥ মাধবী লতায় পুষ্প হেরি মন হরে। আঁখি পালটিতে আর ইচ্ছা নাহি করে॥ ভাণ্ডির ও মধুবন বন শ্রেষ্ঠ হয়। তমাল পিয়াল বৃক্ষরাজিতে শোভয়॥ নানা ফুল ফলে সদা বন করে শোভা। স্থানে স্থানে কেলিকুঞ্জ নয়নের লোভা॥ ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জি করে মধুপান। ময়ূর ময়ূরী নৃত্য শোভার বিধান॥ ডালে বসি সারি শুক করে হরিগান। শ্রবণে অক্রূর মনে মহানন্দ পান॥ যে দিকে নিরখে সেই দিক শোভমান। কত যে আনন্দ তায় না হয় বাখান॥ সে বৃন্দাবনের শোভা কত বা

বর্ণিব। হেরিলে সে বন দৃষ্টি হয় অসম্ভব॥ ব্রহ্মা দর্প চূর্ণ হৈল সেই বৃন্দাবনে। তাহার উপমা নাই যথার্থ বর্ণনে॥ ছয় ঋতু সদাকাল যথা বর্ত্তমান। বৃন্দাবনে নাই কভু যমের বিধান॥ নাহি রোগ শোক তথা অকাল মরণ। দ্বিতীয় গোলোকধাম মধু বৃন্দাবন॥ তমালে কোকিল করে কৃষ্ণগুণ গান। সে গান শ্রবণে তৃপ্ত হয় মন প্রাণ॥ তথায় নিবসে যত পশু পক্ষী-গণ। সকলেই হরিনামে মত্ত সর্ব্বক্ষণ॥ সকলেই হরিনাম সিন্ধুতে ডুবিয়া। করে প্রেম আস্বাদন মত্ত করি হিয়া॥ তথাকার হিংস্র জন্তু ব্যাঘ্র ও গণ্ডার। তারাও শ্রীহরি নামে মত্তের আকার॥ হরিপ্রেমে সকলেই ভাসিয়া বেড়ায়। হা হরি হা হরি বলি ইতস্ততঃ ধায়॥ এইরূপ যতদূর হয় বৃন্দাবন। তত দূর হরিনাম সদত কীর্ত্তন॥ অক্রুর স্বকর্ণে সব করিয়া শ্রবণ। আপনিও হরিনামে হইল মগন॥ মুখে হরিনাম করি হন অগ্রসর। হেরিলা আশ্চর্য্য এক পথের মাঝার॥ অতি ক্ষুদ্র পক্ষী টুনটুনি নাম ধরে। মানসে মোহিয়া সদা হরিনাম করে॥ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলিয়া বদনে। করয়ে ভীষণ নাদ গভীর বচনে॥ তার মুখে হরি নাম উচ্চৈঃস্বরে শুনি। কোকিলগণেতে হয়ে মহা অভিমানী॥ কহিলেক টুনটুনির প্রতি এ বচন। বামন হইয়া চাঁদ ধরিবারে মন॥ পক্ষীমধ্যে আমরাই প্রধান গণনে। আমরাই হরিনাম ডাকি মধুবনে॥ তুই রে সামান্য পক্ষী বিঘত প্রমাণ। তোর মুখে হরিনাম লজ্জার বিধান॥ আমি রে কোকিল মম মুখে হরি রবে। অমর কিন্নর আদি তুষ্ট হন সবে॥ আমার গানের কথা কি বলিব আর। বৃষভানু-সুতা রাধা তুষ্ট অনিবার॥ রাধা জন্যে আমি সদা করি হরিগান। তুই ক্ষুদ্র পক্ষী তোর কিবা হয় জ্ঞান॥ তুই গাস হরিগান ভয় নাই মনে। হরিনাম তোর যোগ্য নহে বৃন্দাবনে॥ এবার গাহিলে গান তুই রে বদনে। থাকিতে না দিব আর এই বৃন্দাবনে॥ এই কথায় টুনটুনি হইয়া রাগত। কহিলেক কোকিলেরে উপদেশ মত॥ শুন রে কোকিল আমি তোমা প্রতি বলি। আগে জানিতাম তোমা হরি-ভক্ত বলি॥ এখন জানিনু তুমি বড় মূঢ় জ্ঞান। যদিও থাকহ

হরি গানেতে মগন ॥ যেমন তোমার রূপ তেমনই গুণ। সার ভক্তি নাই তব সকলি বিগুণ ॥ ভক্তি বিনা হরিনাম মিষ্ট নাহি হয়। অভক্তের হরিগান হয় বিষময় ॥ তোমার ও মিষ্টস্বরে ফল কি হইবে। বর্ণমত স্বরভঙ্গ মনেতে মানিবে ॥ সামান্য পক্ষীর হরিভক্তি যদি হয়। গরুড় অধিক সেই জান সুনিশ্চয় ॥ তাহার সামান্য স্বর তোমাপেক্ষা মিষ্ট। তাতে তুষ্ট সদতই হন রাধাকৃষ্ণ ॥ ভক্তিলেশ নাহি তোর কি কহিব ছাই। বসন্তের চর তুই যুবতী বালাই ॥ তুই রে নির্গুণ পক্ষী এই বৃন্দাবনে। রেখেছেন শুদ্ধ হরি শোভার কারণে ॥ তুই আর আমি করি দুজনেতে গান। দেখা যাক্ কার মিষ্ট লাগে তান মান ॥ এত বলি সে টুনটুনি তুলি হরিগান। উঠিল গর্জ্জিয়া যেন বিনতা-সন্তান ॥ শ্রীহরি মাহাত্ম্য হেন অক্রূর নিরখি। গরুড় সমান হৈল টুনটুনি পাখী ॥ অতি অসম্ভব ইহা মনেতে মানিয়া। বুঝিলেন এই কথা সার করি হিয়া ॥ তুচ্ছ নৈলে উচ্চপদ না মিলে কখন। তাহার প্রমাণ এই হইল দর্শন ॥ ক্ষুদ্র হয় যদি মহাভক্তি প্রকাশিয়া। ডাকয়ে হরির নাম একান্ত করিয়া ॥ যেন ক্ষুদ্র পক্ষী হৈল গরুড়ের শ্রেষ্ঠ। সেইরূপ হয় নরে নরের গরিষ্ট ॥ হরিনাম তুল্য নাম আর নাই ভাই। অধম কান্দিয়া ভ্রমে সেই নাম চাই ॥

রাধাকৃষ্ণ রূপ দর্শনার্থ অক্রূরের গমন

হেনকালে অক্রূর আইল বৃন্দাবনে। হেরিতেছে বৃন্দাবন ভক্তিযুত মনে ॥ হেথা হনুমান থাকি কদলী কাননে। পূজে রামসীতা তথা ঐকান্তিক মনে ॥ পূজা অন্তে ধ্যান করি দেখে হনুমান। বৃন্দাবনে কৃষ্ণরূপে রাম শোভা পান ॥ সীতা হয়েছেন রাধা এই শ্রীবৃন্দাবনে। সদত বিরাজমান যুগল মিলনে ॥ সেই সে যুগল মূর্ত্তি করিতে দর্শন। আইলেন হনুমান শ্রীবৃন্দাবন ॥ নিকুঞ্জ কানন যবে উত্তীর্ণ হইল। সজ্জীভূত রথ এক নয়নে হেরিল ॥ হেরিয়া সে রথ হনু সন্দ করে মনে। কেবা হেন রথ সাজি এল বৃন্দাবনে ॥ রাবণ প্রভৃতি করি যত যত জন। সকলের রথ

আমি চিনি বিলক্ষণ ॥ কোথাকার রথ এই এলো বৃন্দাবনে। ইহা চিন্তি বৃক্ষে হনু উঠে ততক্ষণে ॥ স্বীয় লেজে সেই রথ করিল বন্ধন। তদন্ত জানিতে রয় হইয়া গোপন ॥ নানারূপ হনুমান চিন্তা করে মনে। তদন্তে হঠাৎ তার পড়ি গেল মনে ॥ যুগে যুগে মহাকষ্ট অদৃষ্টের ফের। কংসসহ শত্রুভাব শুনেছি কৃষ্ণের ॥ শ্রীকৃষ্ণ আপন শত্রু জানি কংসরায়। কৃষ্ণমাতা দেবকীরে রেখেছে কারায় ॥ লৌহের শৃঙ্খল তার হস্ত পদে দিয়ে। পাথর বুকেতে দিয়ে রেখেছে ফেলিয়ে ॥ কংসের ভগিনী হয় দেবকী সুন্দরী। শত্রুভাবে হেন কষ্ট তাহার উপরি ॥ অনুমান করি কৃষ্ণে করিতে হরণ। এখানে রেখেছে রথ করিয়া গোপন ॥ নিকুঞ্জ-কাননে হরি যেমন আসিবে। অমনই রথে তুলি হরিরে লইবে ॥ রাম অবতারে যেন লঙ্কার রাবণ। পঞ্চবটীবনে কৈল সীতারে হরণ ॥ সেইরূপে কংস আজ মম কৃষ্ণধনে। হরণ করিবে বলি করিয়াছে মনে ॥ যাই হোক হরি যদি করয়ে হরণ। যমুনায় জলে রথ করিব মগন ॥ রাবণের দশ মুণ্ড ছিল বিদ্যমান। এক মুণ্ড এ কংসের কিসের বাখান ॥ এ নিকুঞ্জে রাধারূপে সীতা বর্ত্তমান। সেই সীতা দশস্কন্ধে দিলা যমস্থান ॥ এক মাথা সামান্য সে কংসরাজ হয়ে। কৃষ্ণকে হরিবে বলি এল রথ লয়ে ॥ নিতান্তই আয়ু শেষ জানিলাম মনে। নতুবা এমন বুদ্ধি হইবে বা কেনে। রাবণের ভাই যেই বিভীষণ হয়। যথার্থ-ই ভক্ত সেই নাহিক সংশয় ॥ দারা সুত আপনার দিয়া বিসর্জ্জন। শ্রীরামের পদে আসি লইল শরণ ॥ মায়া ত্যজি রামপদে মন মজাইল। যবে সে রাবণ বলে অতি হীন হৈল ॥ বিভীষণ-পুত্র সে তরণীসেন হয়। তারে পাঠাইল রণে করিবারে জয় ॥ যুক্তি দিয়া সেই পুত্রে করিল সংহার। তার চেয়ে আর ভক্ত কেবা এ সংসার ॥ আশ্চর্য্য মানিতে হয় বিভীষণ-ক্রিয়া। কিবা দৃঢ় ভক্তি সেই হিয়াতে বান্ধিয়া ॥ দেবের অবধ্য যেই ভাই দশানন। দশ মুণ্ড কুড়ি বাহু বিংশতি নয়ন ॥ অমর কিন্নর হয় যার আজ্ঞাকারী। যার বাসস্থান হয় স্বর্ণ লঙ্কাপুরী ॥ যার পুত্র এক লক্ষ সওয়া লক্ষ নাতি। রতনে মণ্ডিত গৃহ ধরে নানা ভাতি ॥ যাহার ঘেসেড়া ছিল

আপনি শমন। চন্দ্র যার হার গাঁথি দিত সর্ব্বক্ষণ॥ যে ভায়ের মাথে চন্দ্র ছত্র ধরেছিল। যার পুত্র কাছে ইন্দ্র স্বয়ং হারিল॥ পুষ্পরথে যাহার সতত হয় গতি। যার প্রতি শ্রীদুর্গার ছিল অতি প্রীতি॥ এমন প্রতাপশালী ভ্রাতাকে ত্যজিয়া। সকল ঐশ্বর্য্য সুখ জলাঞ্জলি দিয়া॥ লয়েছিল শ্রীরামের চরণে শরণ। সাধুর গরিষ্ঠ সে রাক্ষস বিভীষণ॥ যদি সেইরূপ কোন থাকে সাধুজন। কংসচর হ'য়ে লয় কৃষ্ণের শরণ॥ রথখান শোভে দেখি হরিনাম লেখা। হরিনাম দেখে আমি হই মনে ভেকা॥ আবার দূরেতে দেখি আসে এক জন। সর্ব্বগাত্রে হরিনাম পরম শোভন॥ এই কি হইবে এই রথের সারথি। হরিনামে দেখি ওর অতিশয় প্রীতি॥ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে। আসিতেছে এই দিকে অতি হরষিতে॥ এইরূপ হনুমান করে চিন্তা মনে। হেনকালে সে অক্রূর আইল সেখানে॥ রথোপরি ভর করি বসিয়া যতনে। রথ চালাইয়া দিল হরি চিন্তি মনে॥ হনুমান লেজে বাঁধা আছে সেই রথ। নাহি চলে এক পা বুদ্ধি হইল হত॥ রথ পানে অক্রূর যে তখনি হেরিল। হনু লেজে বাঁধা দেখি ভয় অতি হৈল॥ হনুমান সেইকালে মনে বিচারিল। আর কেন এর পরিচয় লৈতে হৈল॥ এ হয় হরির ভক্ত ভাবে বোঝা যায়। এর সনে প্রীতি করা আমার যুয়ায়॥ যাই হোক অগ্রে এরে পরীক্ষা করিব। তদন্তরে এরে আমি পথ ছাড়ি দিব॥ কিরূপ এ হরিভক্ত জানি যথাযথ। আছে হরিনাম লেখা তরণীর মত॥ সেইমত হয় যদি ইহার প্রবৃত্তি। এক চড়ে পাঠাইব যমের বসতি॥ এত চিন্তি হনুমান কহে দর্প করি। কে তুমি হে এই ব্রজে বসি রথোপরি॥ সারথির মত তোমা করি নিরীক্ষণ। কার রথে এলে তুমি এই বৃন্দাবন॥ যথার্থ-ই হও যদি তুমি হরিদাস। কোলাকুলি করি দোঁহে পূরাইব আশ॥ তব পদরজ লয়ে মস্তকে ধরিব। যতেক মন-বেদনা সব দূরে দিব॥ এবে সেই বৃন্দাবনে নন্দের কুমার। তিনি মম ইষ্টদেব রাম গুণাধার॥ বলদেব সাক্ষাৎ লক্ষ্মণ মূর্ত্তি হন। রাধারূপে সীতা দেবী হরি প্রাণধন॥ হনুমান-বচনে অক্রূরের মনে ভয়।

কৃতাঞ্জলি হয়ে দেন নিজ পরিচয় ॥ অক্রূর আমার নাম হরি-ভৃত্য হই। এসেছি দর্শনে হরি মথুরাতে রই ॥ সত্য করি কহ গো আপনি কেবা হও। কপিরূপে বৃন্দাবনে আনন্দেতে রও ॥ প্রণাম করি যে আমি তোমার চরণে। দেহ সত্য পরিচয় আত্ম-ভাবি মনে ॥ ইহা ভাবি অক্রূর সে রথ হৈতে নামি। নমস্কারে হনুমানে লোটাইয়া ভূমি ॥ হনুমান বৃক্ষ হৈতে তখনি নামিয়া। অক্রূরের পদধূলি মস্তকেতে দিয়া ॥ কোলাকুলি করি দোঁহে মানসে মোহিয়া। প্রেমে উভয়ের নেত্র যায় বরষিয়া ॥ উভয়ে উভয় বাহু করিয়া ধারণ। উভয়েই আরম্ভিল করিতে নর্ত্তন ॥ সে দোঁহার পদরজে বৃন্দাবন ধাম। হইল পবিত্রময় কৃষ্ণভক্তি কাম ॥ হেনমতে হনুমান আর শ্রীঅক্রূর। হরিপ্রেমে মগ্ন হন ভক্তিতে প্রচুর ॥ তদন্তেতে হনুমান অক্রূরে কহিল। আমার মনেতে বড় সন্দ উপজিল ॥ বল বল অক্রূর হে ভক্ত চূড়ামণি। কার রথ বৃন্দাবনে শোভার মোহনি ॥ অক্রূর বলেন, শুন বীর হনুমান। মথুরায় কংসরাজ দৈত্যের প্রধান ॥ কৃষ্ণ সহ শত্রু-ভাবে তার জন্ম হয়। দেবকীর জ্যেষ্ঠ ভাই সংসারে দুর্জ্জয় ॥ স্বভাগিনা কৃষ্ণহস্তে তাহার নিধন। এই কথা নিজ কর্ণে করিয়া শ্রবণ ॥ দেবকীরে কারাগারে রেখেছে বন্ধনে। গলে শিলা চাপা তার সহ্য নয় প্রাণে ॥ এবে শ্রীনারদ আসি সুমন্ত্রণা দিল। তাহার কথায় এক যজ্ঞ আরম্ভিল ॥ সেই যজ্ঞে রাম কৃষ্ণ লয়ে দুই জনে। বধিব প্রাণেতে বলি আকিঞ্চন মনে ॥ সেই হেতু রথ সহ মোরে যশোধন। পাঠাইল কংসরায় শ্রীবৃন্দাবন ॥ হরি লইবারে আমি এনু বৃন্দাবনে। সকল কহিনু আমি তোমার সদনে ॥ কংসরাজ রথ হয় অতি শোভাময়। একে একে কহিলাম সকল বিষয় ॥ হনু বলে, এ কেমন শুনি হে ভারতী। হরিকে হরিতে এলে সাজিয়া সারথি ॥ হরি-নিধনের যজ্ঞ কৈল কংসরায়। সেখানে লইতে হরি আইলে হেথায় ॥ এ বড় দারুণ কথা না বুঝি মরম। শত্রুস্থলে হরি লবে কেমন ধরম ॥

হনুমানের সহিত অক্রুরের মিলন

বিনয়ে অক্রূর কন, শুন হনুমন্ত। তুমি রুদ্র অবতার পরম মহান্ত॥ দেব-অংশে ধরাধামে তব অবতার। তব তুল্য রাম-ভক্ত কেহ নাহি আর॥ শ্রীমতীর অহঙ্কার যবে চূর্ণ কৈলে। অস্থি ভেদী রাম নাম তখন দেখালে॥ পরম সন্তোষ মানি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। করিলেন বরদান সব আমি জানি॥ তুমি হনুমান রামভক্তের প্রধান। তোমার সদৃশ ভক্ত নাহি কোন স্থান॥ শুক সনাতন শিব নারদাদি করি। প্রভুর যতেক ভক্ত ব্রহ্মাণ্ড উপরি॥ সকলেই হরিনাম করে অনুক্ষণ। রামনাম কার' নাই অস্থিতে গ্রন্থন॥ পঞ্চমুখে পঞ্চানন গান হরিনাম। নাম জপি মৃত্যুঞ্জয় হলো তাঁর নাম॥ তথাপি তাহার নাই অস্থির মধ্যেতে। রামনাম মহামন্ত্র ভব-নিস্তারিতে॥ নারদ গোস্বামী কৃষ্ণনামেতে বৈরাগী। তথাচ অস্থির মধ্যে নহে নাম ভাগী॥ প্রহ্লাদ যে হেন ভক্ত কৃষ্ণের প্রধান। অস্থিভেদী হরিনাম তিনি নাহি পান॥ বৈষ্ণবের চূড়ামণি তুমিই হে হও। রাবণে বধিয়া তুমি সীতা উদ্ধারও॥ তোমার সহায়ে রাম জলধি অপার। বন্ধন করিয়া হেলে হইলেন পার॥ তব গুণে লক্ষ্মণের রক্ষা হইল প্রাণ। তুমিই করিয়া দিলে সীতার সন্ধান॥ কি আর বলিব তোমা ওহে হনুমান। তব তুল্য প্রভুভক্ত নাহি কোন স্থান॥ সত্য ত্রেতা আদি প্রভুভক্ত কত শত। কাহা হৈতে প্রভু-কার্য্য না হইল এত॥ তুমি যত প্রভু-কার্য্য করিলে সাধন। ভক্তদ্বারা হেন কার্য্য না হয় কখন॥ অতএব কি আর কহিব তোমা প্রতি। সকলি বিদিত তুমি প্রভুর যে রীতি॥ শত্রুভাবে রাবণেরে ত্রেতায় তারিলা। দ্বাপরেতে কংস তাই স্বয়ং বাছিলা॥ সেই হেতু কংস কৈল যজ্ঞ আরম্ভণ। মরিবে শ্রীকৃষ্ণ-করে এই আকিঞ্চন॥ ইথে কংস দোষ কিছু নাহি হনুমান। পূর্ব্বে এই বর কৃষ্ণ করেছেন দান॥ শত্রুভাবে কংস প্রতি হবেন সদন। তাই

কংস হেন কার্য্য এখন সাধয় ॥ তাই সে আপন ভগ্নী দেখ দেবকীরে। দেয় কারাগারে কষ্ট ভাসে অশ্রুনীরে ॥ প্রকৃত সে কংস হয় শ্রীহরির ভক্ত। যজ্ঞ করে পাব বলে নির্ব্বাণ যে মুক্ত ॥ হরির করেতে সেই নিজ প্রাণ দিয়া। পুলকে গোলোকে যাবে অবনী ত্যজিয়া ॥ শত্রুভাবে কংস রায় মুক্তি বাঞ্ছা করি। পাঠাইল আমাকে যে লইবারে হরি ॥ আমি রথ আনিলাম হরি হরিবারে। হরিকে লইব আমি যমুনার পারে ॥ বুঝে দেখ হনুমান তুমি সাধুজন। ইথে কংস কত ভক্তি কৈল প্রকাশন ॥ কৃষ্ণ পাদপদ্মে করি যজ্ঞ সমর্পণ। পুলকে গোলোকে যাবে কৈল আকিঞ্চন ॥ নিশ্চয় সে নিজ মৃত্যু চিন্তি মনে মনে। পথের সম্বল কৃষ্ণ পতিত পাবনে ॥ যজ্ঞস্থলে হৃষ্টান্তরে করি দরশন। করিবে মানবলীলা নিজে সম্বরণ ॥ কংসতুল্য জ্ঞানী আর নাহি হনুমান। মহাতত্ত্ব জ্ঞানী হয় সে কংস মহান্ ॥ দু আঁখি মুদিলে জানি সব অন্ধকার। তাই কৈল হেন যুক্তি তরিতে সংসার ॥ কৃষ্ণপদে এই রাজ্য করিয়া প্রদান। মহারাজ্য লবে গিয়া গোলোকের স্থান ॥ দানেতে দুর্গতি যায় জানি কংস মনে। তাই দিয়ে রাজ্য দান শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ॥ গূঢ়মর্ম্ম এর যদি আমি হে জানিব। তবে কেন আমি কৃষ্ণে লইতে আসিব ॥ ইহার বিশেষ তত্ত্ব বুঝ হনুমান। বধিবারে কার সাধ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ ॥ সংগ্রামের শূর হেন লঙ্কার রাবণ। দেব দৈত্যগণ আদি জয়ী ত্রিভুবন ॥ সেই সে রামের শরে প্রাণ বিসর্জ্জিল। তব মনে হনুমান কিসে সন্দ হৈল ॥ তুমি মহাজ্ঞানী হও বীর হনুমান। বুঝ এর গূঢ়মর্ম্ম করিয়া সন্ধান ॥ হরিকে মারিবে কংস এবা কোন কথা। হরিই মারিবে কংসে যাবে হৃদি ব্যথা ॥ হনুমান এই কথা করিয়া শ্রবণ। আর কিছু নাহি বলি অক্রূরে তখন ॥ আপন অভীষ্ট কার্য্য করিতে সাধন। তথা হৈতে তখনই করিল গমন ॥ অক্রূর মনের সুখে রথে করি ভর। ভ্রমেন শ্রীবৃন্দাবনে হয়ে রথোপর ॥ কবিবর [illegible]

অক্রূর-মিলন ॥

অক্রূরের শ্রীকৃষ্ণ দর্শন

মুনি বলে, নৃপমণি করহ শ্রবণ। অক্রূর করিল নন্দপুরে প্রবেশন॥ নন্দ-দ্বারদেশে রথ রাখিয়া যতনে। নামিলেন শুদ্ধচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে॥ হর্ষচিত্তে প্রবেশিলা পুরের মধ্যেতে। হেরিলেন কৃষ্ণচন্দ্রে নয়ন পথেতে॥ হাসি হাসি কৃষ্ণচন্দ্র দিলেন দর্শন। রূপ দেখি অক্রূরের প্রফুল্লিত মন॥ হেরিয়া অক্রূরে তথা নন্দ যশোমতী। আর যত তথা সব পুরুষ প্রকৃতি॥ রাধা বৃন্দে আদি করি গোপিনীর দল। হেরিলেন অক্রূরেরে হয়ে কুতূহল॥ অক্রূর এ সবাকারে করিয়া দর্শন। মনে মনে হইলেন চিন্তায় মগন॥ জ্ঞানীর প্রধান সে অক্রূর মুনি হন। অগ্রে কারে প্রণমিব করেন চিন্তন॥ জগতের নাথ হরি দাঁড়ায়ে সম্মুখে। এরে রাখি কেমনেতে প্রণমি নন্দকে॥ কিন্তু নন্দ এবে হন শ্রীকৃষ্ণের পিতা। জগতের পিতা কৃষ্ণ পরম শোভিতা॥ যে কালে নন্দে তিনি পিতা বলে ডাকে। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলি আমি মানি এ নন্দকে॥ কেমনেতে কি করিব স্থির নহে মন। প্রত্যক্ষে বিরাজমান দেব নারায়ণ॥ যদি অগ্রে করি আমি কৃষ্ণকে বন্দন। মনে কি করিবে তবে নন্দ যশোধন॥ নন্দ মনে করিবেক অক্রূর এমন। পিতা রাখি পুত্রে অগ্রে করয়ে বন্দন॥ লোকাচার কর্ম্ম বড় বিষম যে হয়। কারে অগ্রে করি নতি প্রাণে হয় ভয়॥ ইহা চিন্তি অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের বদন। করিলেন নিরীক্ষণ লভিয়া বেদন॥ শ্রীকৃষ্ণ অক্রূর ভাব করি সন্দর্শন। ইঙ্গিতে করিলা কর নন্দকে বন্দন॥ তাহাতে অক্রূর এই ভাবিলেন মনে। আপনি হয়েন ক্ষুদ্র ভক্তের কারণে॥ রাখিবারে ভক্ত-মান দেব দয়াময়। আপনি হইলা ক্ষুদ্র বুঝিনু নিশ্চয়॥ এত চিন্তা করি সে অক্রূর জ্ঞানবান। নন্দের চরণে পড়ি প্রণাম জানান॥ তদন্তরে গোপ গোপী যত যত জনে। সকলের রাখে মান প্রণাম বন্দনে॥

নন্দের সহিত অক্রুরের পরিচয়

নন্দ কন কেবা তুমি এলে বৃন্দাবনে। কিবা নাম কোথা ধাম কহ সে আপনে॥ শূন্য রথ লয়ে তুমি আইলে হেথায়। রথসজ্জা দেখি মুনি মন ভুলে যায়॥ কাহার সারথি তুমি কার রথবর। সত্য করি কহ তুমি আমার গোচর॥ অক্রূর বলেন, মম মথুরায় ধাম। অক্রূর আমার নাম শুন গুণধাম॥ এই রথ হয় কংস রাজার সুমতি। আমাকে জানিবে রাজা কংসের সারথি॥ মথুরার পতি হন সে কংস রাজন। তিনি করেছেন এক যজ্ঞ আরম্ভণ॥ তিনি দিয়াছেন পত্র তোমার সদন। পত্র পাঠ করি হও বিশেষ জ্ঞাপন॥ রথ লয়ে আসিয়াছি যেই দেখ তুমি। এই রথে কৃষ্ণচন্দ্রে লয়ে যাব আমি॥ এ কথা শ্রবণে নন্দ হাস্য করি কন। কিবা কথা কহিলে অক্রূর যশোধন॥ মথুরার রাজা হন কংস সে আপনি। তাঁর সহ কভু মোর নাহি চেনাচেনি॥ তিনি হন রাজচক্রবর্ত্তী মহাশয়। আমি নন্দ গোপজাতি অতি মন্দাশয়॥ করিলেন আমা প্রতি তিনি নিমন্ত্রণ। ইহাতে আশ্চর্য্য আমি মানি সর্ব্বক্ষণ॥ নামমাত্র তাঁহার যে শুনেছি শ্রবণে। কভু তাঁরে দেখি নাই প্রত্যক্ষ নয়নে॥ কেন অনুরোধ করি তিনি নিমন্ত্রিলা। শ্রবণেতে মম মন হইল উতলা॥ নিমন্ত্রণ ছলে সন্দ মম মনে হয়। রথে লবে গোপ-পুত্রে মনেতে সংশয়॥ বোধ হয় ইথে কোন আছে মর্ম্মকথা। নতুবা এমন আর ঘটিয়াছে কোথা॥ গোপ-পুত্র লৈতে রথ করিলা প্রেরণ। মাঠে ঘাটে যারা করে সদা গোচারণ॥ বল হে অক্রূর বল ইহার কারণ। এ কথাতে আমি পাই মনেতে বেদন॥ যশোদা বলেন, অদ্য দেখেছি স্বপন। অক্রূর নামেতে যেন আসি একজন॥ যজ্ঞ নিমন্ত্রণ লয়ে কহিয়া বারতা। লয়ে গেল কৃষ্ণচন্দ্রে খেয়ে মোর মাথা॥ কংস-নিমন্ত্রণে যেন কৃষ্ণ মোর গিয়ে। দুর্জ্জয় সে কংসরাজে হেলায় বধিয়ে॥ বসেছেন সেই কৃষ্ণ সিংহাসনোপরি। কত লোক করিতেছে কৃষ্ণকে গোহারী॥ অদ্য নিশিমধ্যে যাহা স্বপ্নে

নিরখিনু। তাহাইতো এই আমি প্রত্যক্ষে দেখিনু॥ শুন শুন মম বাক্য ওহে নন্দরায়। কৃষ্ণকে দিব না যেতে কভু মথুরায়॥ শুনেছি সে কংসরাজ বড়ই নিষ্ঠুর। কি জানি কি ঘটাবে যে বিপদ প্রচুর॥ হেন বাক্য যেই কালে যশোদা কহিল। অক্রূর সে কথা শুনি হাসিয়া উঠিল॥ অক্রূরের হাস্যেতে যশোদা ক্রোধে কন। গোপনেতে কিবা ফল বুঝিনু এখন॥ বুঝিনু অক্রূর তুমি মহা ক্রূরমতি। আসিয়াছ কংসরাজ হইয়া সারথি॥ অক্রূর বলেন, রাণী আমি ক্রূর নই! হাসিলাম যেই হেতু তাই তোমা কই॥ সুস্বপ্নে কুস্বপ্ন বলি তুমি কর জ্ঞান। তাই হাস্য করিলাম তব বিদ্যমান॥ দেখিয়াছ স্বপ্নে তুমি কংসরাজে মারি। তব কৃষ্ণ বসেছেন সিংহাসনোপরি॥ তুমি তাহে রাজমাতা নন্দরাজ পিতে। এর চেয়ে সুখ আর আছে কি জগতে॥ সুস্বপ্নে দুঃস্বপ্ন বলি কেন চিন্ত রাণী। মথুরার রাজা হবে তব নীলমণি॥ নন্দ কন, অসম্ভব এ হয় কখন। দ্বাদশ বর্ষীয় মম হয় কৃষ্ণধন॥ সেই কৃষ্ণ বধ করি কংসের জীবন। বসেছেন সিংহাসনে প্রফুল্লিত মন॥ যাহোক তাহাকে আমি এই নিমন্ত্রণে। কখন দিব না যেতে প্রাণ কৃষ্ণধনে॥ নন্দ অক্রূরের হয় এরূপ কথন। হেনকালে শ্রীনারদ দেব তপোধন॥ বীণায় শ্রীকৃষ্ণ গান গাহিয়া কৌতুকে। করিলেন বৃন্দাবনে গমন পুলকে॥ সম্মুখেতে রথসজ্জা করি নিরীক্ষণ। বলে, কার রথ এল এই বৃন্দাবন॥ গোপ গোপী সব আছে রথেরে বেষ্টিয়া। মধ্যেতে সারথি দেখি আছে দাণ্ডাইয়া॥ মানস গমনে ঋষি তথায় আইল। নিকট মাত্রেতে তিনি অক্রূরে চিনিল॥ তখন বুঝিল মুনি আপনার মনে। কংসের এ রথখান শোভে বৃন্দাবনে॥ তখনি জানিল ঋষি আপনার মনে। এতদিনে কংস মৃত্যু হইল ভুবনে॥ নিকট মরণ কংস তাই সে আপনে। আনিতে পাঠায় রথ লইতে শমনে॥ ক্রমেতে নিকট দেশে আসি উত্তরিলা। অক্রুর পার্শ্বেতে হরি দর্শন করিলা॥ হাস্য করি শ্রীনারদ ভক্তির সহিতে। ধরণী লোটায়ে পদ লাগিল বন্দিতে॥ তদন্তে যশোদা

নন্দ আর গোপীগণে। দণ্ডবৎ করিলেন ভক্তিযুত মনে॥ পরে কহিলেন ঋষি অক্রূরের প্রতি। কেন হে অক্রূর আজ ব্রজেতে বসতি॥ সকলই জানে ঋষি আদি বিবরণ। তথাচ কহেন কিছু কপট বচন॥ কার রথ লয়ে অক্রূর হেথায় আইলে। আহা মরি রথ কি সুন্দর সাজাইলে॥ রথের শোভায় মম হেন হয় জ্ঞান। কংসরাজ পাঠাইল এই রথখান॥ না হইলে কংস রথ এ হেন সুন্দর। আশ্চর্য্য এ রথ হয় পৃথিবী ভিতর॥ কহ হে অক্রূর কহ আমার গোচর। কংস-রথ লয়ে কেন ব্রজের উপর॥ বল হে অক্রূর বল করিয়া বর্ণন। কেন কংস রথ লয়ে এলে বৃন্দাবন॥ কি কার্য্য সাধন তরে কংস মহারাজ। রথ পাঠাইল এই ব্রজের সমাজ॥ ঋষির বাক্যেতে সে অক্রূর জ্ঞান-বান। হাস্য করি কহিলেন ঋষি বিদ্যমান॥ কংসরাজ কৈল এক যজ্ঞ আরম্ভণ। তার নিমন্ত্রণ জন্য শুন তপোধন॥ আগমন করিলাম মধু বৃন্দাবনে। নিমন্ত্রণ করিলাম সর্ব্ব গোপগণে॥ লয়ে যেতে রামকৃষ্ণে মথুরা ভুবন। আনিলাম রথখান করিয়া সাজন॥ এ কথা শুনিয়া ঋষি কহিলা তখন। সম্ভব বলিয়া ইহা মানি লয় মন॥ কংস মহারাজ, নন্দ হন গোপজাতি। গোপে নিমন্ত্রণ কোথা রাজার পদ্ধতি॥ শ্রীকৃষ্ণ গোপের পুত্র ব্যক্ত জগৎময়। গোপপুত্র রথে যাবে সম্ভব এ নয়॥ এই কথা হয় মাত্র হাস্যের কারণ। গোপপুত্র রথে যাবে পেয়ে নিমন্ত্রণ॥ বল হে অক্রূর বল বিশেষ কথন। রাজা হয়ে গোপ ভক্তি এই বা কেমন॥ নারদের হেন বাক্য শুনি জনার্দ্দন। মনে মনে হাস্য করি হইলা মগন॥ এইরূপে কত কথা কন ঋষিবর। হেনকালে সৃষ্টিপতি হংসের উপর॥ আগমন করিলেন সেই বৃন্দাবনে। তাঁরে হেরি নন্দ আদি যত গোপগণে॥ কৃতাঞ্জলি করি মহা ভক্তি প্রকাশিয়া। পড়িল চরণে সবে ভূমি লোটাইয়া॥ কৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মা-মুখ করি দরশন। করিলেন অভ্যর্থনা উচিত মতন॥ নারদ অক্রূর এরা হেরিয়া ব্রহ্মারে। ভক্তি করি প্রণমিলা পাদপদ্মোপরে॥ কৃষ্ণকে সম্মানে ব্রহ্মা আসি কৃষ্ণ পাশে। বন্দিলেন কৃষ্ণপদ পরম উল্লাসে॥ নন্দ সে ব্রহ্মাকে মহা করিয়া যতন। বসিতে দিলেন

এক দিব্য সিংহাসন ॥ ব্রহ্মা কন, কৃষ্ণচন্দ্র রয়েছে দাণ্ডায়ে। এক দৃষ্টে চেয়ে রন কৃষ্ণ রাঙ্গা পায়ে ॥ কৃষ্ণপদ হেরে ব্রহ্মা মানসে মোহিলা। চারি মুখে বিষ্ণুস্তব আরম্ভ করিলা ॥ ব্রহ্মার সে স্তব শুনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। কান্দিয়া আকুল হন রাণী যশোমতী ॥ নন্দ কহে, একি কার্য্য দেব পদ্মযোনি। সামান্য আমার পুত্র হয় নীলমণি ॥ তুমি দেব সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বের কারণ। তব মুখে চতুর্ব্বেদ হয় প্রকটন ॥ তুমি কর আমার এ পুত্রেরে প্রণাম। ইহাতে বড়ই দোষ মানি পরিণাম ॥ অতি শিশুমতি কৃষ্ণ গোপের নন্দন। তুমি ব্রহ্মা হয়ে কর ভূমিতে বন্দন ॥ যে কার্য্য করিলে তুমি ওহে সৃষ্টিনাথ। এই অপরাধে কৃষ্ণ হারাব সাক্ষাৎ ॥ ব্রহ্মা কন, ওহে নন্দ সন্দ কেন কর। তোমাকে প্রণাম করা মম যোগ্যপর ॥ যেইকালে সৃষ্টিপতি এ কথা কহিল। নারদের মনে বড় হাস্য উপজিল ॥ নারদ বলেন, পিতঃ করোনাকো গোল। আজ নন্দ যশোদার বড় অমঙ্গল ॥ শ্রীকৃষ্ণ গোপের পুত্র তুমি সৃষ্টিপতি। তোমার প্রণাম করা নহে ভাল নীতি ॥ কৃষ্ণে লইবারে কংস পাঠায়েছে রথ। শ্রীনন্দ যশোদা আছে যেন মৃত্যুবৎ ॥ অসম্ভব নিমন্ত্রণ সে কংস করিল। মনেতে বেদনা লাগি কাতর হইল ॥ কংস হয় মহারাজ এইতো ভুবনে। গোপপুত্রে যজ্ঞে লবে রথ আরোহণে ॥ না জানি সে দুষ্ট কংস করেছে কি ছল। গোপে কৈল নিমন্ত্রণ ভয়েতে বিকল ॥ পূর্ণ অলক্ষণ এই ভাবে বুঝা যায়। তাতে রাণী স্বপ্ন দেখি আছে নিরুপায় ॥ ব্রহ্মা কন, কহ কহ নারদ হে তুমি। কি স্বপন দেখিয়াছে তাই শুনি আমি ॥ নারদ কন, যশোদা দেখেছে স্বপন। কংস বধি কৃষ্ণ যেন হয়েছে রাজন ॥ বলেতে কংসের করি জীবন সংহার। হইয়া মথুরাপতি দিয়াছেন বার ॥ এ হেন স্বপন রাণী দেখিলা শয়নে। তার জন্য সুখ আর নাহি কিছু মনে ॥ ব্রহ্মা এই স্বপ্ন কথা করিয়া শ্রবণ। বলে, ভাল স্বপ্ন রাণী করিল দর্শন ॥ এর জন্য হেন কষ্ট রাণী পায় মনে। আমাকে লাগিল ভয় যাই কোন খানে ॥ এত বলি সৃষ্টিপতি হাসিতে লাগিল। কবিবর আনন্দেতে পয়ার রচিল ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল যৎ।

কি স্বপ্ন দেখিলে রাণী আজি শয্যাতে শয়নে।
কংস ধ্বংস করি কৃষ্ণ বসেছেন রাজ-সিংহাসনে॥
রথে আসি অক্রূর মণি, লয়ে তব নীলমণি,
ম্লান কংস-রাজধানী, নিরানন্দ বৃন্দাবনে॥

দেবগণের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে বৃন্দাবনে আগমন

বৃন্দাবন লীলা শেষ করিয়া শ্রীহরি। যাইবেন মহানন্দে সেই মধুপুরী॥ এই কথা স্বর্গে জানি যত দেবগণ। পাতালে বাসুকি শুনি হয়ে হৃষ্টমন॥ যমলোক তপলোক ব্রহ্মলোক করি। ধ্রুবলোক আদি সব মিলি সারি সারি॥ আইলেন বৃন্দাবনে কৃষ্ণ দরশনে। শ্রীকৃষ্ণ করুণাসিন্ধু মানস মোহনে॥ হেরিয়া হলেন সবে পুলকিত মন। নয়নেতে অশ্রুধারা বহে অনুক্ষণ॥ কেহ বলে, হরি যাবে বৃন্দাবন ছাড়ি। কেমনে থাকিবে রাধা শূন্য ব্রজপুরী॥ কেহ বলে, কৃষ্ণ লয়ে সুখ বৃন্দাবন। কৃষ্ণ যদি ছাড়িলেন তবে হবে বন॥ কেহ বলে, রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা হয়। রাধাকে ছাড়িবে হরি মনে নাহি লয়॥ যদিও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মথুরায় যান। কৃষ্ণাত্মিকা রাধা জুড়াইবে কৃষ্ণ প্রাণ॥ রাধা-অঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র করিবে বিরাজ। মাহাত্ম্য রহিবে বৃন্দাবনের সমাজ॥ এইরূপে ঋষি দেব যত যত জন। মনের মধ্যেতে সবে চিন্তে অনুক্ষণ॥ এখানেতে বিভীষণ লঙ্কায় থাকিয়া। শুনিলা কৃষ্ণের কথা স্বকর্ণ পাতিয়া॥ হরি যাবে মধুপুরী ছাড়ি বৃন্দাবন। হেরিতে উচিত এবে মধু বৃন্দাবন॥ এত চিন্তি বিভীষণ মানসে আপন। যাইবারে বৃন্দাবন স্থির কৈল মন॥ লঙ্কাপুরে ঘরে ঘরে হৈল জনরব। হরি দরশনে সবে হইলা উৎসব॥ অধম কান্দিয়া কয় হরি কোথা পাব। সতত হেরি হে যেন ও রাঙ্গা শ্রীপদ॥

বিভীষণের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে বৃন্দাবনে আগমন

ত্রিপদী। কৃষ্ণ দরশন লাগি, মনে হয়ে অনুরাগী, সাজিলেন লঙ্কা-অধিকারী। কৃষ্ণনাম লিখি অঙ্গে, মন্দোদরী রাণী সঙ্গে, উঠিলেন রথের উপরি॥ রাবণের পুষ্পরথ, মণি আর মরকত, চারিভিতে শোভার মাধুরী। সারথি পবন তায়, পলকে যোজন ধায়, হেন রথ ভুবনে না হেরি॥ হরি দরশনে গতি, করে শুনি লঙ্কাপতি, অন্তঃপুরে যত নারীগণ। কেহ বা দেবের নারী, কেহ গন্ধর্ব্ব-কুমারী, কেহ বা দৈত্যের বালা হন॥ রাবণ তাদের ঘরে, এনেছিল বলে ধরে, সবে তারা হরিভক্ত হয়। বৃন্দাবন হরি যবে, হরিকে দেখিতে পাবে, মানি সবে আনন্দ হৃদয়॥ হরি দরশন তরে, তারা সবে পরস্পরে, উঠিলেন রথের উপর। ঋষিকন্যা মুনিকন্যা, যত ছিল রূপে ধন্যা, তারা সব শুনি পরস্পর॥ সকলে উঠিল রথে, হেরিবারে জগন্নাথে, চিন্তা করি স্বীয় পরকাল। রাবণের দর্পে তারা, ছিল সতত কাতরা, এবে তারা পায় শুভকাল॥ আর আর যত সব, হয়ে মনেতে উৎসব, কত উঠে রথের উপরে। পূর্ণ হৈল রথোপর, বিভীষণ হয়ে সত্বর, আজ্ঞা দিল রথ ছাড়িবারে॥ পবন সারথি হয়, রথ আর স্থির নয়, উত্তরিল আসি বৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণ অক্রূর সনে, ছিলেন আনন্দ মনে, বিভীষণ হেরে শুভক্ষণে॥ অধম কাতরে কয়, মন স্থির নাহি রয়, কিসে পাবে কৃষ্ণ দরশন। থাকি অনাথার প্রায়, যা করেন দয়াময়, সার করি আছি শ্রীচরণ॥

পয়ার। বিভীষণ-রথ যবে আইল বৃন্দাবনে। নামিল রাক্ষসগণ কৃষ্ণ দরশনে॥ রাক্ষসগণেরে হেরি যত গোপগণ। কেবা কোথা পলাইল নাহি নিরূপণ॥ দেবগণ ছিল সব ব্রহ্মার সহিত। হেরিয়া রাক্ষসগণে হারায় সম্বিত॥ মনে মনে সকলেতে করেন চিন্তন। রাক্ষসেতে পূর্ণ এবে হৈল বৃন্দাবন॥ বড় কুলক্ষণ ইহা অনুমানে হয়। এখানে থাকিতে কভু উপযুক্ত নয়॥ এই চিন্তা দেবগণ করে মনে মনে। পুষ্পরথে বিভীষণে পড়িল নয়নে॥ বামে শোভে মন্দোদরী রূপেতে মোহিনী।

ময়দানবের কন্যা সুচন্দ্র বদনী ॥ বিভীষণে হেরি ইন্দ্র চিন্তা কৈল মনে। যদিও ধাম্মিক বলি জানি বিভীষণে ॥ কিন্তু রাক্ষসের জাতি হিংসা পূর্ণ হয়। কিসে কি করিবে আমি না পাই প্রত্যয় ॥ ত্রেতাযুগে ওর ভাই আছিল রাবণ। যত কষ্ট দিল সেই আছয়ে স্মরণ ॥ বলেতে দেবতাগণে কিঙ্কর করিল। অশেষ বিশেষে কস্ট সবাকারে দিল ॥ আমি ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য করি পরিহার। নিত্য নিত্য তার জন্য গাঁথিতাম হার ॥ পবন আছিল তার দ্বারের দুয়ারী। চন্দ্রদেব শিরে ছত্র থাকিতেন ধরি ॥ শমন ঘোড়ার ঘাস কাটিত যতনে। কাপড় কাচিত শনি রাবণ শাসনে ॥ তাই ভাবি রাক্ষসের মায়া বোঝা ভার। ধাম্মিক হইলে তবু জাতি নিশাচর ॥ কি জানি কি ছল করি আইল বৃন্দাবনে। রাক্ষসে বিশ্বাস কভু নাহি হয় মনে ॥ ইহা চিন্তি দেবরায় লয়ে দেবগণে। স্বস্থানে প্রস্থান কৈলা ভয় ভীত মনে ॥ তথামাত্র রহিলেন ব্রহ্মা একেশ্বর। রাক্ষস-ঈশ্বর দেব ব্যক্ত চরাচর ॥ সেইকালে রথ হৈতে নামি বিভীষণ। ভক্তিভাবে বন্দিলেন শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥ তদন্তরে আর যত সব এসেছিল। দেবকন্যা মুনিকন্যা সকলে নামিল ॥ সকলেই মহাভক্তি করি প্রদর্শন। বন্দনা করিল কৃষ্ণের যুগল চরণ ॥ অবশেষে সূর্পণখা নামি রথ হৈতে। বন্দনা করিল কৃষ্ণ-চরণ পদ্মেতে ॥ সূর্পণখা বন্দনে হাসিল নারায়ণ। সূর্পণখা বলে, কৃষ্ণ এ হ'ল কেমন ॥ যষ্ঠী সহস্র কন্যা তোমাকে বন্দিল। তাদের রূপেতে বৃন্দাবন উজলিল ॥ তাদের দেখিয়া হাস্য নাহি উপজিল। আমার বন্দনে তব মুখে হাস্য আইল ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন, শুন নারী গুণবতী। হাসিলাম যে কারণ কহি সে ভারতী ॥ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তুমি রূপে গরবিনী। নাক কান কাটা দেখে হাস্য কৈনু ধনী ॥ কি-বা নাম ধর তুমি কিসের কারণ। এ হেন সুন্দরী নারী হইলে এমন ॥ সূর্পণখা বলে, শুন দেব নারায়ণ। মম নাম সূর্পণখা বিখ্যাত ভুবন ॥ রাবণের ভগ্নী আমি বিধবা হইয়া। পূজিবারে হরগৌরী বাসনা করিয়া ॥ পঞ্চবটী বনে যাই পুষ্প চয়নেতে। তথা বাসা বান্ধি রহে রাম

আর সীতে ॥ রামের কনিষ্ঠ ভাই লক্ষ্মণ নামেতে। আছিলেক দ্বারী হয়ে তাঁর কুটীরেতে ॥ সেই করিলেক মম এ দুর্দ্দশা যত। কাটি দিল নাক কাণ হেরিতে অদ্ভুত ॥ কৃষ্ণ কন, সূর্পণখা তুমি শুভাননা। আমি সেই রামচন্দ্র চিনিতে পার না ॥ যে লক্ষ্মণ তব নাক কাণ কাটি দিল। সেই সে লক্ষ্মণ এবে রামমূর্ত্তি হৈল ॥ এত বলি রামকৃষ্ণ একত্র হইয়া। উভয়েই উঠিলেন হাস্য যে করিয়া ॥ সূর্পণখা বলে, ইহা না করি বিশ্বাস। কিসে তুমি রামরূপ রাক্ষস বিনাশ ॥ করি হে বিশ্বাস আমি তোমার বচন। যদি হেরি সেই রূপ মানস মোহন ॥ সীতাকে লইয়া বামে কর বিরাজন। হেরি বৃন্দাবনে মানি কৃতার্থ জীবন ॥ আর কথা শুন হরি তুমি দয়াময়। লক্ষ্মণ যে বলবান বিক্রমে দুর্জ্জয় ॥ ধরিয়া লক্ষ্মণ রূপ ধনুর্ব্বাণ হাতে। হবেন দণ্ডায়মান এ বৃন্দাবনেতে ॥ প্রত্যক্ষেতে আমি হেরি সেই রূপখানি। বৃন্দাবন পঞ্চবটী বন বলি মানি ॥ আমিও হে যেই রূপে পঞ্চবটী বনে। গমন করিয়াছিনু পুষ্প অন্বেষণে ॥ সেই রূপ ধরি হই প্রত্যক্ষে উদয়। কর এই বাঞ্ছাপূর্ণ দেব দয়াময় ॥ দয়ার আধার হন দেব ভগবান। সূর্পণখা-বাক্যে তুষ্ট মানি সেই স্থান ॥ আপনি শ্রীরামরূপ প্রকাশ করিলা। রাধিকা হলেন সীতা পরম সুশীলা ॥ স্বয়ং অনন্তদেব বলরাম যিনি। হলেন লক্ষ্মণ বেশ প্রভু আজ্ঞা মানি ॥ হস্তে শোভে ধনুর্ব্বাণ বিক্রমে অপার। সদাকাল রক্ষা করে কুটীরের দ্বার ॥ রাম আর সীতা দোঁহে যুগল রূপেতে। পরম শোভিত হন কুটীর মধ্যেতে ॥ সূর্পণখা পূর্ব্ববেশ করিয়া ধারণ। সাজি হস্তে করি দাণ্ডাইল সেইক্ষণ ॥ যথার্থ-ই বৃন্দাবনে পঞ্চবটী বন। হইল শোভিতমান হেরি হরে মন ॥ দূর হতে বিভীষণ করি নিরীক্ষণ। আসিয়া শ্রীরামপদে করিল বন্দন ॥ মন্দোদরী সেই রামরূপ নিরখিয়া। কান্দিতে লাগিল অতি ব্যথিত হইয়া ॥ নিকষা সে রামরূপ করি নিরীক্ষণ। পুত্রশোকে কান্দি হৈল আকুল জীবন ॥ আর আর যত সব দেব দৈত্য নারী। হেরি তারা রামরূপ শোভার মাধুরী ॥ রাবণের শোকে সবে হইয়া কাতর। কান্দিতে

লাগিল করি মহা উচ্চৈঃস্বরে ॥ তাদের নয়ন জলে ভাসে বৃন্দাবন। বিভীষণ চক্ষে তাহা করি নিরীক্ষণ ॥ উদিত হইল তাঁর পূর্ব্ব শোক যত। কান্দিতে লাগিল তথা হইয়া ব্যথিত ॥ শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ। কান্দি ব্যাকুল হৈলে কিসের কারণ ॥ বিভীষণ বলে, প্রভু করি নিবেদন। হৈলে বৃন্দাবনে রাম রূপের মোহন ॥ প্রত্যক্ষে হেরিয়া আমি রামরূপ হরি। মনের বেদনা আর সহিতে না পারি ॥ পূর্ব্বে সেই রাবণের শোকের অনল। এবে সে দ্বিগুণ হৈল পরম প্রবল ॥ ত্রেতায় আমি হে ঐ রূপ নিরীখিয়া। করিয়াছি বংশ ধ্বংস সুমন্ত্রণা দিয়া ॥ তোমারে মন্ত্রণা হরি করিয়া প্রদান। আনিলাম রাবণের মৃত্যুরূপ বাণ ॥ আমার মন্ত্রণা বলে রাবণ মরিল। এবে সেই রূপ হেরি শোক উথলিল ॥ বৃন্দাবনে রামরূপ হেরি ওহে হরি। উদয় হইল শোক হৃদয় উপরি ॥ ত্রিলোক বিজয়ী ভাই রাজা সে রাবণ। সুমন্ত্রণা দিয়া কৈনু তাহার নিধন ॥ মারিলাম কুম্ভকর্ণে দিয়া যে মন্ত্রণা। ভাঙ্গিনু অকাল নিদ্রা করিয়া ছলনা ॥ ইন্দ্রজিতে বধিলাম যজ্ঞ ভঙ্গ করি। বধিলাম নিজ পুত্রে কি কহিব হরি ॥ যুক্তি দিয়া করিলাম শূন্য লঙ্কাপুরী। এখন ক্রন্দন করে বীরভোগ্যা নারী ॥ বিবেচনা করি হরি দেখুন আপনি। জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃতুল্য গরিষ্ঠেতে মানি ॥ বধিলাম তার প্রাণ তব হিত লাগি। তব হিতে বধিলাম পুত্র স্নেহভাগী ॥ তোমার আজ্ঞায় হরি জ্যেষ্ঠের রমণী। অধর্ম্ম করিনু আমি হয়ে মহাজ্ঞানী ॥ যে কর্ম্ম করেছি আমি সকলি অন্যায়। সংখ্যাতীত পাপ তাহে নাহিক উপায় ॥ রাজা হইলাম সত্য লঙ্কায় হে আমি। পোড়া সে লঙ্কার রাজা বড় বদনামি ॥ যে দিকে নিরখি সেই দিকে সব পোড়া। হেরিয়া অন্তর হয় সদাই কাতরা ॥ স্বর্ণলঙ্কা একেবারে দিনু ছারখারে। কিসে প্রাণ জুড়াইব কহ সে আমারে ॥ পোড়া লঙ্কা রাজা হরি করেছে আমায়। সতত দুঃখিত রই মন বেদনায় ॥

বিভীষণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ দান

রামরূপে কৃষ্ণচন্দ্র বিভীষণে কন। শুন বিভীষণ তুমি হয়ে একমন॥ তুমি ত ধাম্মিক আমি জানি বিধিমতে। ধাম্মিকের শোক কোথা আছে এ জগতে॥ যে হয় আমার ভক্ত বিশ্বের উপর। রোগ শোক হীন সেই হয় নিরন্তর॥ তাহাদের মায়া মোহ না রয় সংসারে। একমাত্র আমাকেই চিন্তয়ে অন্তরে॥ রাবণ আপন দোষে মজিল সবংশে। আমার মহিষী সীতা হরে যোগীবেশে॥ লক্ষ্মী হরণের পাপে সে হ'ল সংহার। তার লাগি শোক বল কি জন্যেতে আর॥ বিভীষণ বলে, হরি কি কথা কহিলে। নির্ব্বাণ মনের অগ্নি জ্বালিয়া যে দিলে॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের আদি সে আপনি। তোমার মহিষী সীতা শক্তি স্বরূপিণী॥ যাঁর কোপ-কটাক্ষেতে বিশ্ব দগ্ধ হয়। তাঁরে কি হরিতে কভু রাবণ পারয়॥ কেন হরি মিথ্যা বাক্য কর প্রকাশন। রাবণে নিদয় হলে ইচ্ছায় আপন॥ করিলেন তাঁহার সে বংশের নির্ম্মূল। কেন হরি মিছে এবে স্থূলে হলে ভুল॥ মম যুক্তি বলে হরি রাম অবতারে। বিনা দোষে মনো-কষ্ট দিলে অনেকেরে॥ বিনা দোষে রাবণের বংশ সংহারিলে। বিনা দোষে রত্নাকরে বন্ধন করিলে॥ বিনা দোষে সূর্পণখা নারীর নাসিকা। কাটিল লক্ষ্মণ যে এবে যায় দেখা॥ বিনা দোষে রক্ষঃকুল সকল বধিলে। বিনা দোষে রামরূপে মহাদুঃখ দিলে॥ এবে এই পদে হরি করি নিবেদন। না চাই অমর বর করহ মরণ॥ প্রাণ ত্যজি সুখী হই এই বৃন্দাবনে। পোড়া লঙ্কা আর নাহি দেখিব নয়নে॥ এত কহি বিভীষণ শ্রীহরির পায়। অশ্রু বিসর্জ্জন করি ধরণী লোটায়॥ বিভীণের সেই ভাব হরি নিরখিয়া। মনোমধ্যে অতিশয় বেদনা লভিয়া॥ করিলেন সেই রামরূপ সম্বরণ। বৃন্দাবনে কৃষ্ণরূপ শোভার মোহন॥ কৃষ্ণরূপে কহিলেন বিভীষণ প্রতি। শুন মিত্র বিভীষণ আমার ভারতী॥ আর রাবণের শোকে দগ্ধ নাহি হও। সত্বরে আপনা চিত্ত ধৈর্য্যকে ধরাও॥ চতুর্যুগ তুমি

মিত্র রবে বর্ত্তমান। কলির আগেতে পাবে মম পদ স্থান॥ হরি মুখে হেন বাক্য বিভীষণ শুনি। রথেতে করিয়া গতি চলিলা তখনি॥ কবিবর ভণে মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-চরণ। লিখিল ভাষায় গ্রন্থ করিয়া রচন॥ অদ্ভুত ভাগবত এই মহা গ্রন্থ হয়। আমি ক্ষুদ্র কত তার লিখিব বিষয়॥

অক্রূরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রথারোহণ

মুনি কন, শুন শুন রাজা জন্মেজয়। অতঃপর কহি কৃষ্ণ-চরিত্র বিষয়॥ বিভীষণ আইল কৃষ্ণ দর্শনের তরে। সে হেতু বিলম্বে বড় ঘটিল অক্রূরে॥ তদন্তরে যশোমতী গমন কারণ। সাজাইল কত মত কৃষ্ণকে তখন॥ তাহার বিশেষ করে লিখিবারে গেলে। গ্রন্থের বিস্তৃতি হয় বুঝিবে সকলে॥ তদন্তরে প্রাণকৃষ্ণে রাণী যশোমতী। দিলেন বিদায় দান মনে হয়ে প্রীতি॥ কৃষ্ণচন্দ্র করিলেন রথে আরোহণ। হেরিয়া গোপিকা সবে যুড়িল ক্রন্দন॥ কেহ রথচক্রে পড়ে কেহ আশে পাশে। নয়নের নীরে তথাকার স্থান ভাসে॥ যতেক বিলাপ কৈল কেমনে লিখিব। সদা বলে, কভু কৃষ্ণে ছাড়িয়া না দিব॥ কত মতে দেবহরি মায়ার আধার। সান্ত্বনা করিয়া প্রাণ যত সবাকার॥ বসিলেন রাম সহ অক্রূরের রথে। অক্রূর মানসে পূর্ণ হয়ে মনোরথে॥ বৃন্দাবন হতে রথ দিল চালাইয়া। যমুনার তটে রথ উত্তরিল গিয়া॥ মধ্যখানে যবে রথ উত্তীর্ণ হইল। সেই কালে সে যমুনা কহিতে লাগিল॥ রাখ হে অক্রূর রথ কৃষ্ণ-পদ হেরি। আজি মম সুপ্রভাত ধরার উপরি॥ অক্রূর বলেন, কেবা জলের মধ্যেতে। রাখিবারে কহ রথ এই অকূলেতে॥ পবন বেগেতে রথ করয়ে গমন। কেমনেতে রথ রাখি পূরাইব মন॥ যমুনা বলেন, শুন অক্রূর সুমতি। কিছুক্ষণ রাখ রথ আমার ভারতী॥ যদি নাহি রথ রাখ আমার কথায়। রথ সহ তোমারে ডুবাব যমুনায়॥ যমুনার হেন বাক্য শুনিয়া অক্রূর। হাস্য করি কহিলেন ভক্তিতে প্রচুর॥ ইচ্ছা হয় কর তুমি কৃষ্ণ দরশন। আমি না পারিব রথ করিতে বারণ॥

অক্রূরের মুখে শুনি এ হেন বচন। যমুনা হইল অতি ক্রোধযুক্ত মন॥ বেগবতী মহাবেগ ধারণ করিল। মহাবেগ ধারণেতে রথ ডুবাইল॥ সেই জলে ডুবাইয়া অক্রূরের রথ। সাধিলেন আপনার পূর্ণ মনোরথ॥ শ্রীকৃষ্ণ-পদারবৃন্দ করি দরশন। নিভাইল আপনার মনের বেদন॥ যমুনার হেন ভক্তি অক্রূর হেরিয়া। কহিতে লাগিল অতি ভক্তি প্রকাশিয়া॥ ধন্য ধন্য তুমি কৃষ্ণ ধন্য তব ভক্ত। তোমার ভক্ত-মহিমা সদাই অব্যক্ত॥ জলরূপা তরঙ্গিণী এ যমুনা হয়। তব দরশন ইচ্ছা একান্তে বাঞ্ছয়॥ তব ভক্তিহীন যেই সে হয় চণ্ডাল। আজন্ম তাহারে ধ্বংস করেন যে কাল॥ হরিভক্তি বলে যায় যম-অধিকার। হরিভক্ত যেই সেই সকলের সার॥ তাহার প্রমাণ অদ্য হেরিনু নয়নে। জলরূপা ইচ্ছা কৈল তব দরশনে॥ তোমার প্রভাবে হরি সেই জলময়ী। নিরখিল তব পাদপদ্ম ভবজয়ী॥ এই কথা বলিয়া অক্রূর সাধুবর। চালাইল নিজ রথ হইয়া সত্বর॥ মথুরার প্রান্তভাগে রথ উত্তরিল। ডাকিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অক্রূরে কহিল॥ রাখ রাখ অক্রূর হে শুন মম বাণী। সে মথুরা কত দূরে তাই কহ শুনি॥ অক্রূর বলেন, হরি কি বলিব আর। এইতো কংসের রাজ্য যমুনার পার॥ ইহারই নাম হয় মথুরা নগর। হেথাকার রাজা কংস দুষ্ট নিরন্তর॥ দেখ হরি দৃশ্য করি দেব-দয়াময়। রাজধামে সারি সারি পতাকা উড়য়॥ সোনার কলস সব করে ঝলমল। তুরী ভেরি বাদ্যভাণ্ডে সদা কোলাহল॥ দেখহ নয়নে সব প্রজাদের ঘর। কংসের নগর এই পরম সুন্দর॥ এত কহি সে অক্রূর মানসে মোহিয়া। একে একে কৃষ্ণে সব দিলা দেখাইয়া॥ মথুরা মণ্ডলে হৈল হরি আগমন। হরিধ্বনি করিতে লাগিল সর্ব্বজন॥ কবিবর ভণে গ্রন্থ পয়ার রচনে। যেন ভক্তি থাকে মম ও রাঙ্গা চরণে॥

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

প্রভাস খণ্ড

—— ০ঃ৹৹ঃ০ ——

তৃতীয় খণ্ড

—ঃ৹ঃ—

মথুরানগরীং প্রাপ্য কংসারি মধুসূদনঃ।
নগরকান্তিং দর্শনেচ্ছুঃ পরিত্যজ্য বিমানকম্॥
বহু গোপ সমন্বিতং অক্রূরদর্শিত মার্গঃ।
জগাম রাজবর্ত্মনা দৈবকীনন্দনবীর॥
কচিৎ দর্শন প্রভু শূন্যোপর নৈষধমালম্।
কচিদ্ বললেকিরামাস কুসুমকাননোদ্যানম্॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুর সন্দর্শন

কৃষ্ণচন্দ্র মথুরার শোভা নিরখিয়া। কহিলেন বলদেবে মানসে মোহিয়া॥ দেখ দেখ কিবা শোভা দাদা বলরাম। সর্ব্ব গুণে শ্রেষ্ঠ এই কংস রাজধাম॥ ইন্দ্রের অমরাবতী যেন এ মথুরা। স্থানে স্থানে দেবালয় প্রাণ মনোহরা॥ সুবর্ণ পতাকা কত সতত উড়িছে। সোণার কলসে কত শোভা বিকাশিছে॥ উচ্চাকারে শোভে সব দেউল প্রাচীর। রতনে গঠিত সব হেরি নেত্র স্থির॥ বোধ করি বিশ্বকর্ম্মা করেছে নির্ম্মাণ। মর্ত্ত্যলোক মধ্যে এই সুদুর্ল্লভ স্থান॥ কত বন উপবন শোভার ভাণ্ডার। হেরিয়া উদ্যান শোভা মানি চমৎকার॥ সারি সারি সরোবর সদা স্বচ্ছ নীর। কুমুদ কহ্লার পুষ্প হেরি মন স্থির॥ সরোবর তীরে শোভে পুষ্পের কানন। মধুর ডাকিছে সদা বিহঙ্গমগণ॥ মধুলোভে অলিগণ ধায় অনিবার। পুষ্পগন্ধে মদমত্ত গুঞ্জে বারম্বার॥ সৌরভে প্রফুল্ল মন করে সর্ব্বক্ষণে। মানসে মোহয়ে

সদা কোকিল কূজনে ॥ ময়ূর ময়ূরীগণ পেখম ধরিয়া। আনন্দেতে নৃত্য করে মানসে মোহিয়া ॥ অনিবার শুক শারী পুরীর সম্মুখে। আনন্দে করিছে কেলি ভাসি মনোসুখে ॥ কিবা ঘাট কিবা বাট কিবা রাজপথ। হেরে এ মথুরাপুর পূর্ণ মনোরথ ॥ রাবণের স্বর্ণলঙ্কা তুল্য এই স্থান। এ স্থান হেরিয়া মম তৃপ্ত হৈল প্রাণ ॥ এইরূপে কৃষ্ণচন্দ্র মথুরা বর্ণিয়া। প্রবেশে মথুরাপুরে আনন্দিত হৈয়া ॥ রামকৃষ্ণ রূপে আলো হইল মথুরা। যেই হেরে সেই হয় অন্তরে কাতরা ॥

মথুরাবাসিগণের রামকৃষ্ণ দর্শন

মথুরা পুরেতে রামকৃষ্ণ প্রবেশিয়া। পথে যান দুই ভাই আনন্দিত হৈয়া ॥ রূপেতে মথুরা পথ হয় আলোকিত। হেরিতে সে রূপ সবে হয়েন ধাবিত ॥ জগাই নামেতে তথা এক ভক্ত ছিল। প্রত্যক্ষ নয়নে রামকৃষ্ণকে হেরিল ॥ কৃষ্ণভক্ত হয় সেই মুখে ডাকে কৃষ্ট। কেমন মূরতি কৃষ্ণ নাহি ছিল দৃষ্ট ॥ শুনে ছিল ব্রজধামে কৃষ্ণচন্দ্র রন। কিরূপ মূরতি কৃষ্ণ না ছিল দর্শন ॥ দর্শন মাত্রেতে আসি পদে প্রণমিল। নেত্র বরিষণ করি পদসিক্ত কৈল ॥ কহিলেন কৃষ্ণচন্দ্র, তুমি কোন জন। সহসা বন্দিলে কেন আমার চরণ ॥ জগাই বলিল, দেব করি নিবেদন। আমি অতি মূঢ়মতি ভক্তিতে বঞ্চন ॥ মম নাম জগাই বলিয়া সবে কয়। সদা ডাকি কোথা কৃষ্ণ দেব দয়াময় ॥ কৃষ্ণ-ভক্ত কিন্তু কভু কৃষ্ণে নাহি চিনি। শুনিয়াছি বৃন্দাবন ধামে রন তিনি ॥ ব্রজে করে ব্রজলীলা হরষিত মনে। না হেরি সে কৃষ্ণমূর্ত্তি আপন নয়নে ॥ কৃষ্ণ অভিপ্রায়ে কৈনু তোমাকে প্রণাম। যদি কৃষ্ণ হও কর পূর্ণ মনস্কাম ॥ শুনিয়াছি কৃষ্ণচন্দ্র গুণের সাগর। ভক্তে মুক্তি দেন হরি চরণ উপর ॥ বাঞ্ছা ছিল ব্রজে গিয়া করিব দর্শন। রত্ন নাই কিসে তরি যমুনা-জীবন ॥ এবে বুঝি মনোবাঞ্ছা সম্পূর্ণ করিতে। আইলেন দেব হরি এই মথুরাতে ॥ জগাই এতেক যদি কহিল বচন। কহিলেন কৃষ্ণচন্দ্র তাহারে তখন ॥ কভু যদি দেখ নাই কৃষ্ণ সে কেমন। কিসে কৃষ্ণ বলি মোরে হৈল

হৃষ্ট মন॥ প্রণাম বন্দনা আসি ভক্তিতে করিলে। আমি কৃষ্ণচন্দ্র তুমি কেমনে চিনিলে॥

জগাইয়ের আত্মতত্ত্ব নিবেদন

জগাই বলেন, প্রভু করি নিবেদন। কিরূপে চিনিনু তুমি মম ইষ্ট ধন॥ যবে গুরু উপদেশ করিলেন দান। সেইকালে কহিলেন এই মহাজ্ঞান॥ যেই কৃষ্ণ ইষ্ট তব হৈল বাছাধন। তাঁহার রূপের কথা করহ শ্রবণ॥ নবজলধর বর্ণ তাঁহার যে হয়। ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন চরণে শোভয়॥ মস্তকে মোহন চূড়া বামে অর্দ্ধ হেলা। করেতে শোভিত বাঁশী মানস উজলা॥ বক্ষে বিরাজিত সদা ভৃগুপদ-চিহ্ন। পদেতে নূপুর ধ্বনি মুক্তি-পদ চিহ্ন॥ বুঝ বাছা এই রূপ মূরতি মোহন। স্নান করি শুদ্ধ চিত্ত হ'য়ে অনুক্ষণ॥ হৃদি পদ্মাসনে তাঁরে করিয়া স্থাপন। বীজ মন্ত্রে কর সদা তাঁহারে অর্চ্চন॥ মম এই উপদেশ মানি ভক্তিভরে। সতত পূজন কর হৃদয় উপরে॥ মনের নৈবেদ্য মনে যত্নে সাজাইয়া। 'কৃষ্ণায় নমঃ' বলি পূজ ভক্তি মিশাইয়া॥ যশোদা সজ্জিত বেশে মানস মোহন। সেই চূড়া ধড়া পরা করিলে শ্রবণ॥ মানস ভক্তিতে সেই রূপ সাজাইয়া। জ্ঞানচক্ষে হের সদা কৃতার্থ মানিয়া॥ নয়নে প্রেমের ধারা বিগলিত করি। ভাবিবে সে ভক্তিভরে ত্রিভঙ্গ মুরারি॥ স্বীয় মন-মঞ্চ মধ্যে সে ধনে স্থাপিয়া। প্রকৃতি ভাবেতে রতি দিবে হরষিয়া॥ লোভ মোহ কাম ক্রোধ দিয়া বিসর্জ্জন। তার প্রেমনীরে হবে সতত মগন॥ মানসে শ্রীকৃষ্ণপদ করিবে সেবন। মনেতে করিবে সদা চামর ব্যজন॥ আপনার জঠরে আপনি প্রবেশিয়া। করিবে যত্নেতে স্তব ভক্তি মিশাইয়া॥ সতত কুণ্ঠিত রবে ভক্তি করি দান। ভয় ভীত বিনা ভক্তি নাহি মুক্তি স্থান॥ ভক্তিতে যে কাল-ভয় হবে নিবারণ। সেইকালে মুক্তি লাভ জান বাছাধন॥ ভক্তিতে ভাবনা কর মুক্তির লাগিয়া। ক্রমেতে জানিবে, হবে প্রফুল্লিত হিয়া॥ সেই গুরু উপদেশ মানি সর্ব্বক্ষণ। ভক্তিভরে করি হরি সদত সেবন॥ সেই গুরু উপদেশ করিয়া শ্রবণ। বিদিত

ছিলাম রূপ মানস মোহন ॥ কৃষ্ণ নবজলধর সদৃশ বরণ। হেরিয়া তোমাকে এবে ওহে নারায়ণ ॥ সেই গুরুদেব বাক্য ঐক্যতা করিয়া। আপনার হৃদিপদ্ম সঙ্গে মিলাইয়া ॥ তুমি সেই ইষ্ট দেব জগদীষ্ট হরি। নিশ্চয় মনের মধ্যে অনুমান করি ॥ বন্দনা করিনু তব অভয় চরণ। যা কর হে দীনবন্ধু অন্তিমের ধন ॥ জগাই-বাক্যেতে হরি দয়ার সাগর। কহিলেন হাস্য করি এই সে উত্তর ॥ আমিই হে সেই কৃষ্ণ নন্দের নন্দন। কর দৃষ্ট আঁখি ভরি লভিবে মোচন ॥ জগাই এ কথা শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। ধূলা ধুসরিত হ'য়ে পড়ে পদতলে ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ওরে প্রাণের জগাই। তোমা চেয়ে মম ভক্ত আর কেহ নাই ॥ ব্রজেতে সুবল যেন মম ভক্ত হয়। তেন ভক্ত তুমি হৈলে আর নাহি ভয় ॥ জগাই বলেন, প্রভু আমি নরাধম। কিসেতে হইব আমি সুবলের সম ॥ ব্রজের সুবল-পদে আমি করি নতি। শুনিয়াছি গুরুমুখে সকল ভারতী ॥ সুবল শ্রীদাম করি রাখালের গণ। ব্রজে হন কৃষ্ণসখা এরা কয়জন ॥ কৃষ্ণ সঙ্গে নানা রঙ্গে গোষ্ঠেতে বিরাজে। সুবলের তুল্য ভক্ত নাহি আর ব্রজে ॥ আমি কি তাঁহার সম হইবারে পারি। তাঁর যদি দাস হই বহু ভাগ্য ধরি ॥ যদি দয়া হয় এই কর দয়াময়। সুবলে মিলায়ে দিয়া জুড়াও হৃদয় ॥ ইহা বলি জগাই সে আনন্দের ভরে। প্রণাম করিলা কৃষ্ণ পাদপদ্ম'পরে ॥ যতেক মথুরাবাসী মথুরায় রয়। সবারে সংবাদ দিতে গমন করয় ॥ অধমে বলয়ে শুন যত ভক্তগণ। মথুরাবাসীর এবে কৃষ্ণ দরশন ॥

জগাইয়ের মথুরাবাসীদের কৃষ্ণদর্শনে আহ্বান

জগাই বলে, সবে আয় হয়ে হৃষ্টমন। প্রত্যক্ষে দেখিবি যদি নন্দের নন্দন ॥ এসো হে মথুরাবাসী কৃষ্ণ দরশনে। কিবা শোভা করে কৃষ্ণ বলরাম সনে ॥ শ্বেত আর কৃষ্ণবর্ণ যান দুজনায়। হেরি সে রূপ মাধুরী পাপ দূরে যায় ॥ আহা তাঁরা দুইজনে যেখানে দাঁড়ান। হেরি সে যুগলরূপ তৃপ্ত হয় প্রাণ ॥ কে আছয়ে কৃষ্ণভক্ত মথুরার দেশে। কালোরূপে কৃষ্ণ আলো

করিলেন এসে ॥ কি দিব উপমা আর নাহিক তেমন। নবজলধর যেন ভূতলে শোভন ॥ জগাই-মুখে এই কথা শুনিয়া সবাই। নর নারী সবে ধায় করি ধাওয়া ধাই ॥ বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র ধায় চারি জাতি। মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি সদানন্দ মতি ॥ কুলবতী নারী ধায় ত্যজি কুলভয়। কৃষ্ণরূপ হেরি সবে মানসে মোহয় ॥ কৃষ্ণ দরশনে সবে উন্মত্ত হইল। ভূমি ধরি বৃদ্ধগণ ধাইয়া চলিল ॥ যুবতী রমণীগণ ঊর্দ্ধমুখে যায়। অঙ্গে বাস নাই তবু ফিরে না তাকায় ॥ কাণা খোঁড়া সবে ধায় কৃষ্ণ দরশনে। বৈকুণ্ঠ নগর যেন হইল সেখানে ॥ মহা গোল উত্তরিল শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে। হেরিয়াও কেহ নাহি ফিরে স্বভবনে ॥ যত দেখে তত বাড়ে দর্শনের আশা। কিছুতেই নাহি মিটে দর্শন পিপাসা ॥ মধ্যস্থলে বিরাজেন কৃষ্ণ বলরাম। নাহি জানে কেবা কারে করয়ে প্রণাম ॥ বৈকুণ্ঠ নগর যেন সে মথুরা ধাম। সকলের প্রেম অশ্রু ঝরে অবিরাম ॥ বহয়ে প্রেমের নদী বেগ অতিশয়। পুলকে পূর্ণিত তনু কহে উভরায় ॥ সবে বলে, এই কৃষ্ণ ছিল ব্রজধামে। এবে আমাদের বাঞ্ছা পূরণের কামে ॥ দয়া করি নিজগুণে দিলেন দর্শন। বাঞ্ছা থাকে শীঘ্র এসে নিরখ চরণ ॥ বলরাম সঙ্গে কৃষ্ণ করেন বিরাজ। শ্বেত নীল দুই বর্ণ সুন্দর সুসাজ ॥ মেঘের কোলেতে যেন শোভে সৌদামিনী। শোভিতেছে স্থির ভাবে হেরি মোহ মানি ॥ কেহ বলে, ইহাদের মাতা পিতা ধন্য। ধন্য ধন্য মানি এবে সে কংস রাজন ॥ তাহার কল্যাণে হেরি এ অমূল্য ধন। কেহ বলে, অক্রূরের দয়ার কারণ ॥ দেখিলাম পূর্ণব্রহ্ম নন্দের নন্দন। পাপী তাপী তরাইতে মর্ত্ত্যে আগমন ॥ যেন পূর্ব্বে ভগীরথ আনি ভাগীরথী। যত পাপী তাপীগণে করিলা নিষ্কৃতি ॥ তেন রূপে কৃষ্ণে আনি অক্রূর মথুরা। সকলে নিস্তার কৈহ পাপী তাপী যারা ॥ ধন্য ধন্য অক্রূরের মহিমা অপার। তাহার কৃপাতে হৈনু সকলে নিস্তার ॥ এত বলি সকলেতে কৃষ্ণকে বন্দিয়া। যে যাহার গৃহে গেল মানসে মোহিয়া ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রজক বধ

রাগিণী খাম্বাজ—তাল যৎ।

ঐটি জানিবে নাটে গুরু।
যার ভঙ্গি বাঁকা, নয়ন বাঁকা,
বাঁকা দুটি যোড়া ভুরু॥
নটবর বেশ ধরি; বাজায় মোহন বাঁশরী।
ভুলাইলে ব্রজনারী, এমনি রসিক কল্পতরু॥

মথুরা নিবাসীগণ ঘরে সবে গেল। রামমুখ হেরি কৃষ্ণ কহিতে লাগিল॥ গোপ বেশ আমাদের বৃন্দাবনে হয়। এবে মথুরায় এনু দেখ মহাশয়॥ সিংহাসনে কংসরাজ সদা শোভা করে! আমরা এ বেশে তথা যাই কি প্রকারে॥ এ বেশেতে সভা মধ্যে করিলে প্রবেশ। সকলে করিবে হাস্য দেখিলে এ বেশ॥ চূড়া ধড়া পরা এই রাখালের সাজ। এই বেশে সদা মান্য গোপের সমাজ॥ এ বেশে সবার মাঝে করিলে গমন। সকলে করিবে নিন্দা সভাসদ্‌গণ॥ বিশেষ মাতুল হন কংস মহারাজ। যাইতে তাঁহার কাছে মনে বাসি লাজ॥ উত্তম বসন চাই তথায় যাইতে। কোথা পাব দিব্য বাস তাই চিন্তি চিতে॥ বেদাচারে কংস শত্রু লোকাচারে মামা। যাহাতে বজায় রয় দুইদিকে সমা॥ লোকাচারে বেদাচার করিয়া গোপন। গমন করিবে সেই কংসের ভবন॥ কংস-ভগ্নীপুত্র মোরা বিদিত সংসারে। তথায় যাইতে হবে রাজ ব্যবহারে॥ বল বল বলদেব দাদা মহাশয়। কোথায় উত্তম বাস এখন মিলয়॥ এই কথা কৃষ্ণচন্দ্র কহেন বলায়ে। দৈবের অধীন দেখ এ হেন সময়ে॥ কংসের রজক সেই কাপড় কাচিয়া। লয়ে যায় রাজ-বস্ত্র মস্তকে করিয়া॥ কৃষ্ণ হেরি সে রজকে অতি যত্ন করে। ডাকিলেন আসিবারে আপন গোচরে॥ কংসের রজক সেই কারে নাহি মানে। যতেক ডাকেন কৃষ্ণ নাহি শুনে কাণে॥ রজকের হেন ভাব শ্রীহরি হেরিয়া। তার মাথা হৈতে বস্ত্র নিলেন কাড়িয়া॥ রজক তাহাতে হয়ে অতি ক্রোধমতি। কহিতে

লাগিল বাক্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥ কোথাকার শিশু তোরা হোস দুই জন। নাহি জান কংসরাজ দ্বিতীয় শমন ॥ কংসের রজক আমি নাহি ভাব মনে। বলে বস্ত্র কাড়ি লও আসিয়া এখানে ॥ অজ্ঞান বালক তোরা নাহি কিছু জ্ঞান। এখনি শুনিলে কংস লইবেক প্রাণ ॥ কটীতটে ধড়া আঁটা রাখালের বেশ। মাথায় ময়ূর পাখা ঘৃণিত বিশেষ ॥ অবশ্যই হবে তুমি নীচ বংশজাত। ডাকাতের কুলে জাত ডাকাত সাক্ষাৎ ॥ এখানে এসেছ দস্যু-বৃত্তি যে করিতে। কংসরাজ রাজা ইহা নাহি ভাব চিতে ॥ এইরূপে কোথা বুঝি করিলি ডাকাতি। তাই দেখি বক্ষ মধ্যে কে মেরেছে লাথি ॥ বক্ষমাঝে পদচিহ্ন হতেছে শোভন। তবু নাহি ক্ষান্ত হও এমনি দুর্জ্জন ॥ বামনের সাধ যেন চন্দ্র ধরিবারে। তেমনি তোদের আশা হৃদয় মাঝারে ॥ হইয়া রাখাল তোরা ভাই দুই জন। পরিবারে চাও রাজবস্ত্র সুশোভন ॥ এতেক বলিল যদি রজক দুর্ম্মতি। শ্রবণ করিয়া তাহা জগতের পতি ॥ বাম করে রজকেরে করিয়া ধারণ। দক্ষিণ করেতে কৈলা চপেটা ঘাতন ॥ চপেটা আঘাতে তার মুণ্ড উড়ে গেল। তাহার সঙ্গেতে আর যারা সব ছিল ॥ কেবা কোথা পলাইল ভয় পেয়ে মনে। 'হা মা কা' এই শব্দ সতত বদনে ॥ কৃষ্ণচন্দ্র হেনমতে রজকে সংহারি। লইয়া উত্তম বাস হস্তের উপরি ॥ মনেতে চিন্তেন এই উত্তম বসন। কেবা পরাইয়া দিয়া করিবে শোভন ॥

তন্তুবায় কর্ত্তৃক রামকৃষ্ণের বস্ত্র পরিধান

ত্রিপদী। দেখি তন্তুবায়, হলধর রায়, রামকৃষ্ণ রূপ হেরি। করি যোড়কর, দাণ্ডায় সত্বর, স্তব করে ভূমে পড়ি ॥ নমঃ নমঃ হরি, মুকুন্দ মুরারি, পদ্ম-পলাশলোচন। বৈকুণ্ঠের নাথ, ওহে জগন্নাথ, কি জানি তব স্তবন ॥ আমি মূর্খ অতি, নাহি জানি স্তুতি, ক্ষুদ্র আমি দুরাচার। তুমি হে ঈশ্বর, ব্যক্ত চরাচর, এই ত্রৈলোক্য মাঝার ॥ শুনিয়া স্তবন, কহে নারায়ণ, বলি বাছা লও বর। বিমান উপরে, বৈকুণ্ঠ নগরে, যাহ বৎস

শীঘ্রতর ॥ শুনি তন্তুবায়, কৃষ্ণেরে শুধায়, বলি শুন গদাধর। হাটের কারণ, করিব গমন, সূতা আনিব তৎপর ॥ যদি দিলে বর, বৈকুণ্ঠ নগর, করিতে মোরে পয়ান। যদি হাট পাই, তবে তথা যাই, এই কহি তব স্থান ॥ শুনি হরি কন, শুন বাছাধন, তুমি মম ভক্ত অতি। বস্ত্র বেচিবারে, না হবে তোমারে, বৈকুণ্ঠেতে কর গতি ॥ শুনি তন্তুবায়, আনন্দিত কায়, বস্ত্র দোঁহে পরাইল। ক্ষণকাল পরে, বিমান উপরে, তন্তুবায় চলে গেল ॥ রাম নারায়ণ, করেন গমন, নগরের মধ্যখানে। তথা মালাকার, গাঁথে পুষ্পহার, যায় দোঁহে আনন্দ মনে ॥ বলে মালাকার, বাক্য রাখ মোর, মাল্য দেহ গলে পরি। কংসের সভায়, যাইব ত্বরায়, তোরে আশীর্ব্বাদ করি ॥ রামকৃষ্ণে হেরি, যুগল মাধুরী, রূপ দেখি গেল ভুলে। যত মালা ছিল, সকলি লইল, দোঁহা গলে দিল তুলে ॥ পুষ্পহার পরি, কহিছেন হরি, শুন ওহে মালাকার। আমার বচন, না হবে খণ্ডন, জন্ম না হবে তোমার ॥ বলিতে বলিতে, এক আচম্বিতে, সুবর্ণের রথখান। মালির কুমারে, ল'য়ে রথোপরে, স্বর্গেতে করে পয়াণ ॥

রামকৃষ্ণের মালাকারালয়ে গমন

তন্তুবায় দিব্য বাসে করিল সজ্জিত। রামকৃষ্ণ হয়ে তাহে পরম হর্ষিত ॥ পরিবারে পুষ্পহার চিন্তি মনে মন। মালাকার গৃহে দোঁহে দিল দরশন ॥ মাথায় পাগড়ি বাঁধা চূড়া বাঁশী হীন। রাজার নন্দন প্রায় শোভার অধীন ॥ মালাকার বলে, কহ সত্য পরিচয়। কে তোমরা এলে দোঁহে আমার আলয় ॥ তোমা দোঁহে হেরে মম সন্দ হয় মনে। উভয়ের রণবেশ আছে পরি-ধানে ॥ কোন রাজপুত্র হও তোমরা দুজন। কহ নাম শুনি তব জুড়াই জীবন ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন মালাকার সুত। মম নাম কৃষ্ণচন্দ্র জগতে বিখ্যাত ॥ মম জ্যেষ্ঠ ইনি বলদেব নাম ধরে। উভয়ে বসতি করি গোকুল নগরে ॥ নন্দ গোপ আমাদের জনক যে হন। পাঠাইল কংসরাজ করি নিমন্ত্রণ ॥ সম্বন্ধে মাতুল কংস আমাদের হয়। যজ্ঞার্থে আইনু মাত্র জানিবে

হেথায় ॥ সাধ হৈল পুষ্পমালা পরিবার তরে। তাই এনু তব গৃহে জানিবে অন্তরে ॥ প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব শুনি মালাকার। করিতে লাগিল স্তব তথা দোঁহাকার ॥ গলেতে বসন দিয়া মালাকার বলে। ধন্য ধন্য আজ আমি হৈনু ধরাতলে ॥ করি হে প্রণতি নতি দেব নারায়ণ। নিজগুণে নিস্তারিলে আমার জীবন ॥ আমি মালাকার হই নীচ বংশজাত। আমারে দিলেন দেখা ত্রৈলোক্যের নাথ ॥ দয়াময় নাম হরি বুঝিনু এখন। দয়া করি দেখা দিয়া করিলে মোচন ॥ তব ঐ পাদপদ্ম তরিবার তরি। হেরিনু নয়নে আমি আর নাহি ডরি ॥ কি আছে আসন হরি বসাতে তোমারে। বোস বোস হরি মম হৃদয় মাঝারে ॥ হৃদিপদ্মাসনে মম কর অধিষ্ঠান। ভক্তিবারি দিয়া পদে তৃপ্ত করি প্রাণ ॥ শ্রীহরি বলেন, শুন ওহে মালাকার। তোমার ভক্তিতে আমি তুষ্ট আনিবার ॥ না কর বিলম্ব শুন আমার বচন। শীঘ্র পুষ্পমাল্যে কর আমারে শোভন ॥ যজ্ঞস্থানে যেতে হবে অতি ত্বরা করি। কিছুতে বিলম্ব আর করিতে না পারি ॥ মালাকার ভক্তি অশ্রু বিসর্জ্জন করি। করিলেক নিবেদন কৃষ্ণপদোপরি ॥ ওহে হরি হেন সাধ্য আমার কোথায়। তব গলে মালা দিব পরম শ্রদ্ধায় ॥ তুমি হে মালার মালা হও জপমালা। ভুলালে আয়ানে তুমি প'রে মুণ্ডমালা ॥ অস্থিমালা গলে দিয়া তুমি নারায়ণ। ভাঙ্গিলে রাধার মান শ্রীরাধারমণ ॥ এবারে হে কার মান ভাঙ্গিবার তরে। পরিতে আইলে মালা আমার গোচরে ॥ এত কহি মালাকার পরম যতনে। পরাইয়া দিল মালা ভক্তিতে দুজনে ॥ পুষ্পমাল্যে রামকৃষ্ণ শোভিত হইয়া। কংস-যজ্ঞে যাত্রা কৈলা মনে হরষিয়া ॥

কুব্জার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ

মুনি বলে, শুন রাজা পুরাণ কথন। মথুরাতে রামকৃষ্ণ করেন ভ্রমণ ॥ কতদূরে দেখিলেন কুব্জা বরনারী। চন্দন লইয়া চলে কংসের কিঙ্করী ॥ অতি বৃদ্ধা কুরূপ কুচ্ছিত অতিশয়। রাজপথে চলিতেছে ত্রিভঙ্গ হৃদয় ॥ কুব্জা কুব্জা বলি তারে ডাকেন বলাই।

বিদ্রূপ বচন কুব্জা শুনে শুনি নাই ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন দাদা মহাশয়। বিদ্রূপ বচনে কেন ডাকহ উহায় ॥ সুন্দরী সুন্দরী বলি ডাকে নারায়ণ। শুনি কথা পুলকিত কুবুজার মন ॥ বলে, আহা মরে যাই লইয়া বালাই। রাজপথে চলেছে কেমন দুটি ভাই ॥ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ গলে বনমালা। আলো করিয়াছে দেখ আঁধার উজ্জ্বলা ॥ ডাকিয়া বলেন কুব্জা শ্রীকৃষ্ণের তরে। বিদ্রূপ বচন কেন বলিছ আমারে ॥ ত্রিবঙ্ক আমার নাম কংসের কিঙ্করী। চন্দন যোগাই কংসরাজ বরবরী ॥ রাজ উপযুক্ত হয় এই গন্ধ মাত্র। তোমা সবা বিনে আর কেবা যোগ্য পাত্র ॥ মধুর বচনে কৃষ্ণ কন কুব্জা প্রতি। শ্রবণে মোহিত হইল কুবুজা যুবতী ॥ শ্যাম-অঙ্গে দিল তবে সুগন্ধি চন্দন। দু'ভায়ের অঙ্গে করে সুগন্ধি লেপন ॥ যার যেই যোগ্য গন্ধ দিল শিশুগণে। রাম কৃষ্ণে হেরি কুব্জা মোহিত মদনে ॥ কৃষ্ণ বলে, সুন্দরী হে ক্ষণেক দাণ্ডাও। একবার মম সঙ্গে হেসে কথা কও ॥ কুব্জা বলে, কেন কহ বিদ্রূপ বচন। কুৎসিত আমার সম নাহি কোন জন ॥ শুনি হরি হাসি কন, করিব সুন্দরী। যাহা বলিয়াছি তোমায় খণ্ডিতে না পারি ॥ এত বলি পদযুগ চাপি দুই পায়। চিবুক ধরিয়া টানি তোলে উভরায় ॥ কটী উরু গ্রীবায় আছিল তিন বঙ্ক। হইলা কুবুজা নারী যেন নিষ্কলঙ্ক ॥ দিব্য রূপ হইল তাহার পরশনে। প্রণাম করিয়া কৃষ্ণে কহে ততক্ষণে ॥ কুব্জা বলে, যদি মোরে করিলে সুন্দরী। তবে প্রভু মম গৃহে এস দয়া করি ॥ হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ, শুনহ বচন। কংস ধ্বংস করে যাব তোমার ভবন ॥ এত বলি দুই ভাই করেন গমন। নিকটেতে দেখিলেন কংসের ভবন ॥ হেনকালে ধনু-গৃহ করি দরশন। দুই ভাই তথাকারে করেন গমন ॥ দেখেন বিবিধ ধনু প্রভু যদুরায়। বাম করে ধরি ধনু তুলেন হেলায় ॥ গুণ চড়াইতে হরি ধনু দুইখান। শব্দেতে উঠিল তার ভূমি কম্পমান ॥ ধনুখান ভাঙ্গিলেন শব্দ গেল দূর। সপ্তদ্বীপ পৃথিবী কম্পিত সুরাসুর ॥ শব্দ শ্রবণেতে কংস পাইল তরাস। যতেক রক্ষকগণ বেড়ি চারি পাশ ॥

অস্ত্রধারী অস্ত্র ধরে কোপে প্রজ্জ্বলিত। ধর মার বলিয়া বেড়িল চারিভিত॥ ভঙ্গন ধনুকখান ধরি দুই ভাই। সকল রক্ষকগণে মারিলা তথাই॥ আর যত সৈন্য পাঠাইল কংসাসুর। ধনুক প্রহারে সবার অঙ্গ কৈল চূর॥ বাহিরে আসিয়া কৃষ্ণ ভ্রমেন নগরে। নগরের শোভা দেখে দুই সহোদরে॥ দেখিয়া কৃষ্ণের তেজ বল বীর্য্য যত। লীলাতে ভাঙ্গিল ধনু দেখিতে অদ্ভুত॥ দেবের উত্তম রাম কৃষ্ণ দুই ভাই। পুরজনে এই কথা কহে ঠাঁই ঠাঁই॥ এইরূপে বিহার করেন হৃষীকেশ। দিনমণি অস্ত গেল রজনী প্রবেশ॥ তথায় আছিল এক নন্দের আবাস। তথা গিয়া গোপগণ করিয়াছে বাস॥ রাম কৃষ্ণ দুই ভাই শিশুগণ সঙ্গে। রজনীতে দুই জন আইলেন রঙ্গে॥ পদযুগ পাখালিয়া অঙ্গের মার্জ্জন। অমৃত ভোজন করি করেন শয়ন॥ সুখে নিদ্রা রজনী বঞ্চিলা গোপগণে। ধনু ভঙ্গ হৈল কংস শুনে নিজ কাণে॥ রাম কৃষ্ণ যত সৈন্য কৈল নিপাতন। কংসরাজ শুনিয়া চিন্তয়ে মনে মন॥ প্রমাদ গণিল কংস হেরি ব্যবহার। যম সম রাম কৃষ্ণ জানিলেন সার॥ আকুল হইয়া কংস ভাবে নিরন্তর। মৃত্যুর কারণ মম জানিনু সত্বর॥ তবে রাজা সেনাগণে ডাকিল তখন। রাজারে বেড়িয়া রহে যত বীরগণ॥ মল্লকেলী রচনা করয়ে স্থানে স্থানে। রঙ্গভূমি পূজে কংস বিবিধ বিধানে॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি। রাজমঞ্চে বসিল যতেক ক্ষিতিপতি॥ মহামঞ্চে আপনি বসিলা কংসরায়। পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ চৌদিকে দাণ্ডায়॥ বসিলা মণ্ডলেশ্বর চিন্তিত অন্তরে। শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বাজায় থরে থরে॥ গুরু শিষ্য যে যে মল্ল আছে যত জন। মল্লবেশ কৈল তারা অঙ্গের সাজন॥ প্রবেশ করিল তবে দিয়া করতালি। রঙ্গ-ভূমি দেখি যেন পড়িল ধামালি॥ নন্দ আদি গোপগণে আনিল ডাকিয়া। রাজারে ভেটিল তারা উপহার দিয়া॥ এক দিক হয়ে তারা বসিল সম্ভ্রমে। রাম কৃষ্ণ উঠিল রজনী অবসানে॥ নিত্য কর্ম্ম সমাপি আছেন দুই ভাই। মল্লগণ শুনিয়া চলিল ধাওয়া ধাই॥

কুবলয় হস্তী বধ

দুয়ারেতে করিবর, হেরি তবে দামোদর, কবরী বান্ধেন দৃঢ় করে। কুটিল যে কুন্তল, বান্ধিলেন শীঘ্রতর, বীরগণ দেখি ভয়ে মরে॥ সিংহনাদ শব্দ করি, ডাকিয়া বলেন হরি, পলাও রে মাহুত যে ঝাট। যাবৎ রে যমকরে, পাঠাইতে নারি তোরে, তাবৎ ছাড়িয়া দেহ বাট॥ শ্রীকৃষ্ণের কটুবাণী, মাহুত শ্রবণে শুনি, ক্রোধেতে চলিল ধরিবারে। গজ টোয়াইয়া দিল, হস্তী কোপেতে চলিল, দ্রুতগতি বিযুক সঞ্চারে॥ অঙ্কুশ আঘাত করি, রাম কৃষ্ণ কোপে ধরি, আরোপিলা তাহার উপরে। খসাইয়া করিবন্দ, মুটকী হানে প্রচণ্ড, গজবর পড়ে ভূমিপরে॥ উঠি পুনঃ গজরাজ, ধাইল তার সমাজ, দন্ত বিদারিল ক্ষিতিতলে। প্রচণ্ড করির বল, ধরা করে টলমল, ঘন ঘন ফেলে আর তুলে॥ দেখি রাম কৃষ্ণ'পরে, মুষ্টাঘাত হানি শিরে, শুণ্ড তার ধরিলেন হাতে। ফেলিলা ধরণী'পরে দশন উপাড়ি করে, সেই দন্ত মারে তার মাথে॥ পড়িল সে গজবর, দেখিয়াই দামোদর, ভাসিলেন আনন্দের মাঝে। রুধির হয় পতন, দেখি রাম নারায়ণ, সভামাঝে সুখেতে বিরাজে॥ সঘনেতে ঘর্ম্ম ঝরে, রুধির সে কলেবরে, গোপ বালকগণ সঙ্গে। রাম কৃষ্ণ দামোদরে, করি দন্ত ধরি করে, প্রবেশ করেন মল্ল রঙ্গে॥

কংস বধ

কুবলয় পড়িল শুনিল কংসরায়। রাম কৃষ্ণে দেখিল সভায় ব্রহ্মকায়॥ চিন্তে কংস কি আজ করিব প্রতিকার। আজি যে ঘটিল মৃত্যু নাহিক নিস্তার॥ রঙ্গভূমে দুই ভাই ফিরয়ে আনন্দে। দিব্যরূপ দুই ভাই মৃতগজ স্কন্ধে॥ বিচিত্র বসন বেশ দিব্য অলঙ্কারে। দুই ভাই চলে যেন বিযুক সঞ্চারে॥ কত লীলা জানে দোঁহে নারি পরিচ্ছেদ। দুই ভাই সম রূপ নাহি ভেদাভেদ॥ এই কৃষ্ণ পূতনারে করিল সংহার। এই তৃণাবর্ত্তে যারে করি চক্রাকার॥ যদুবংশ ধ্বংস করি এই নারায়ণ। রাম কৃষ্ণ গুণ তবে গায় সর্ব্বজন॥ এই যে কৃষ্ণের ভাই জ্যেষ্ঠ সহোদর।

নয়ন কমলে শ্বেত মণি কলেবর॥ এই সে মারিল দুই প্রলয় অসুর। ধেনুকে মারিয়া তাল খাইল প্রচুর॥ এইরূপে সাত পাঁচ ভাবে নারীগণে। কহিছে কৃষ্ণের গুণ হরষিত মনে॥ তবে কৃষ্ণ ডাকিয়া আনিল শিশুগণে। রঙ্গভূমি মধ্যখানে নন্দের নন্দনে॥ রাম কৃষ্ণ দুই ভাই বিহরেন রঙ্গে। চরণে নূপুর বাজে গোপ-শিশু সঙ্গে॥ শঙ্খ ভেরী বীর ঢাক বাজিছে বাজনে। নানা রঙ্গে রাজে শিশু হরষিত মনে॥ আনন্দিত সর্ব্ব লোক করে জয় জয়। আশীর্ব্বাদ আসিয়া করয়ে বিপ্রচয়॥ সাধু সাধু বলিয়া বাখানে দেবগণ। কংস রাজা ব্যাকুলিত চিন্তে মনে মন॥ উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়া বলে কংসরাজ। হেথা হৈতে ঘুচাও বাজনা নাহি কাজ॥ দুষ্ট বসুদেবে লয়ে শীঘ্রগতি মার। যত বাদ্যকরগণে সবে দূর কর॥ উগ্রসেন পিতারে মারহ শীঘ্র করি। নিরবধি থাকে সদা রিপু লক্ষ্য করি॥ এইরূপে আজ্ঞা করে কংস দুরাচারে। কেহ না জানিবে যেন কোনহ প্রকারে॥ গোবিন্দ দেখিল কংস মঞ্চের উপরে। থাবা দিবা কৃষ্ণ তার কেশ মুষ্টি ধরে॥ হেলাতে গরুড় যেন ধরে ফণীবর। সেইমত কেশ ধরে দিয়া বামকর॥ আচম্বিতে ঠেলিয়া ফেলিল ভূমিতলে। আপনি উঠিল গিয়া তার বক্ষঃস্থলে॥ প্রাণত্যাগ কালে কংস দিব্য জ্ঞান পায়। যোড়হাতে স্তব করে পড়িয়া ধরায়॥ কংস বলে, সত্য-যুগে আছিলাম দ্বারী। মুনিগণ শাপেতে হইনু তব অরি॥ এবে ইহা তিন জন্ম শুন নারায়ণ। এইবার দয়া করি দেহ শ্রীচরণ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, বৎস শুন তোমা কই। এইক্ষণে সংসারেতে হইলে বিজয়ী॥ পাপে মুক্ত হৈলে তুমি শুন বাছাধন। এক্ষণে গমন কর বৈকুণ্ঠ ভুবন॥ এতেক আশ্বাস পেয়ে কংস নরপতি। আপনার দেহ ত্যাগ করে শীঘ্রগতি॥ কংসের বচনে নাচে যত দেবগণ। মহানন্দে করে সবে পুষ্প বরিষণ॥

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

প্রভাস খণ্ড

———— ০ঃ*ঃ*ঃ০ ————

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দেবকীর কারা-মোচন

হেনমতে কংস ধ্বংস করি নারায়ণ। বলদেব সহ হ'য়ে আনন্দে মগন ॥ নিজ মাতা দেবকীরে করিতে উদ্ধার। সত্বরে গমন কৈল কংস-কারাগার ॥ কারাগার মধ্যে হরি করি প্রবেশন। করিলেন দেবকীরে প্রত্যক্ষ দর্শন ॥ বক্ষঃদেশে শোভে তা'র ভীষণ প্রস্তর। শৃঙ্খলেতে হস্ত পদ বান্ধা নিরন্তর ॥ সেই সে যন্ত্রণা ঘোর জীবনে সহিয়া। আছেন ধরায় পড়ি অচেতন হৈয়া ॥ কেন্দে কেন্দে দুই নেত্র অন্ধ হয়ে গেছে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি মাত্র দেহে প্রাণ আছে ॥ যখন চেতন হয় তখনই কয়। এলি কিরে প্রাণকৃষ্ণ দুঃখিনী-তনয় ॥ আর যে যন্ত্রণা বাপ সহিতে না পারি। দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ নতুবা যে মরি ॥ শুনেছি রে কৃষ্ণ নামে ভববন্ধ যায়। তবে কেন এত কষ্ট ঘটে রে আমায় ॥ স্বরভঙ্গ হৈল কৃষ্ণ তব নাম স্মরি। আর যে তোমার নাম ডাকিতে না পারি ॥ আয় বাপ কোলে করি অন্ধের নয়ন। তোর মুখ হেরি ত্যজি এ পাপ জীবন ॥ থাকি থাকি দেবকিনী এইরূপ কন। আবার নীরব হন হারায়ে চেতন ॥ হেন সে দেবকী-দুঃখ হেরি নারায়ণ। একেবারে হৃদে লাগে দারুণ বেদন ॥ কান্দিয়া অস্থির হৈলা জননী সাক্ষাতে। কহিতে লাগিল বাক্য নিন্দি আপনাতে ॥ হায় হায় একি কষ্ট দৃষ্ট নাহি হয়। হেন-রূপ কষ্ট কি মনুষ্য-প্রাণে সয় ॥ কেন আমি হইলাম এত বিস্মরণ। কেন না অগ্রেতে কৈনু কংসকে নিধন ॥ অগ্রে যদি

কারাগারে আসিতাম আমি। এরূপ মাতাকে কষ্ট দিল দুষ্ট-কামী ॥ হেরিলে অবশ্য তার বিধি করিতাম। এ প্রস্তর গলে তার স্বহস্তে বান্ধিতাম ॥ বধিলাম আমি সত্য কংসের জীবন। ইহাতে রহিল মম বড়ই বেদন ॥ যদি মাতা দেখিতেন প্রত্যক্ষ নিধন। তবে হৈত কিছুমাত্র তাপ নিবারণ ॥ কংসের সংহার মাতা না কৈল দর্শন। রহিল মনের দুঃখ মনেতে আপন ॥ হায় হায় এত কষ্ট জননী সহিল। কংসের নিধন স্বীয় নেত্রে না দেখিল ॥ এত কহি মহাদুঃখী হয়ে ভগবান। ঘুচাইল দেবকীর বক্ষের পাষাণ ॥ কৃষ্ণ-অঙ্গ স্পর্শে হৈল পাষাণ মোচন। চেতন লভিয়া দেবী সুস্থ হয়ে মন ॥ তখনই গাত্রোত্থান করিয়া বসিল। হেরি কৃষ্ণ-মুখশশী আনন্দে পূরিল ॥ কৃষ্ণচন্দ্র তখনই সুধার বচনে। ডাকিলেন মা মা বলি আপন বদনে ॥ দেবী বলে, কে তুমি রে নীরোদ বরণ। কারাগারে কৈলে মম বন্ধন মোচন ॥ কৃষ্ণ কন, ওগো মাতা হৈলে বিস্মরণ। আমারই নাম কৃষ্ণ তোমার নন্দন ॥ তব গর্ভে জন্ম মম শুনি হও হৃষ্ট। আছিলাম বৃন্দাবনে ধরি নাম কৃষ্ণ ॥ তোমারই দুঃখ মাতা করিতে মোচন। এবে আসি সে কংসের বধিনু জীবন ॥ এত দিনে দুষ্ট কংস ধ্বংস গো হইল। এত দিনে তব দুঃখ সব দূরে গেল ॥ শুনিয়া দেবকী দেবী কহিলা বচন। শুন শুন কৃষ্ণচন্দ্র প্রাণের নন্দন ॥ একা মাত্র জন্মেছিলে আমার উদরে। শ্বেতবর্ণ সঙ্গে শিশু পেলে কোথাকারে ॥ কৃষ্ণ কন, শুন মাতা সেই পরিচয়। এবে নাম বলরাম রোহিণী-তনয় ॥ কংস নিমন্ত্রণে ইনি এলেন হেথায়। রোহিণী-নন্দন রাম অতি গুণময় ॥ দেবকী বলেন, কৃষ্ণ কি কব তোমারে। দয়াময় নাম তোর হয় এ সংসারে ॥ আমার পক্ষেতে কেন এতেক নিদয়। দেখ দেখি মম প্রাণে কত কষ্ট সয় ॥ তুই রে ভক্তবৎসল ভক্তির অধীন। আমার ভাগ্যের ফলে এতই কঠিন ॥ তুই রে জগৎকর্ত্তা জগতের নাথ। তোরে গর্ভে ধরে মোর এতেক ব্যাঘাত ॥ তুই রে থাকিতে পুত্র দেব ভগবান। আমার বক্ষেতে কিনা দুর্জ্জয় পাষাণ ॥ কংস-শত্রু হ'য়ে মম গর্ভে জনমিলে। তার লাগি মম ভাগ্যে এত দুঃখ দিলে ॥ ত্রিজগতে

নাম তোর হয় দয়াময়। মম হেতু হলি কেন এতেক নিদয়॥ তোর নামে কত শত পাপী মুক্ত হয়। কেন রে আমার হেন দুর্দ্দশা ঘটয়॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তব দোষ কিছু ছিল। নতুবা তোমার কেন এ হেন ঘটিল॥ ত্রেতাযুগের কথা কি গো ভুলিলে এখন। পুত্রে শত্রুভাবে কৈলে কাননে প্রেরণ॥ ত্রেতাযুগে ছিলে তুমি দশরথ-জায়া। আমার বিমাতা হয়ে হইলে নির্দ্দয়া॥ দশরথ রাজপুত্র আমিই গো ছিনু। তোমার কারণে বহু যন্ত্রণা সহিনু॥ তব নাম কৈকেয়ী আমার নাম রাম। স্মরণ করগো মাতা আপনার কাম॥ লক্ষ্মণ নামেতে যেই ছিল গো ত্রেতায়। এবে বলরাম রূপে শোভিছে হেথায়॥ মনে করি দেখ মাতা সে কালের কথা। কাল রাজা হব আমি সবে হর্ষযুতা॥ সেই কালে পুত্র আমি শত্রুভাব করি। পাঠাইলে বনবাসে মায়া পরিহরি॥ আমার অঙ্গেতে ছিল রাজ-আভরণ। সবে কাড়ি নিলে তুমি বলেতে আপন॥ অবশেষে জটা আর বাকল পরায়ে। দীন হীন মত দিলে বনে পাঠাইয়ে॥ কত দুঃখ পেনু আমি তোমার কারণ। রাজপুত্র হয়ে বনে ভ্রমি সর্ব্বক্ষণ॥ চৌদ্দ বর্ষ বনে বনে ফল মূল খাই। কত দিন অনাহারে জীবন কাটাই॥ তার পর মম নারী হরিল রাক্ষসে। কত কষ্ট পেনু আমি তাহার উদ্দেশে॥ প্রাণপণে করিলাম সে নারী উদ্ধার। কত কষ্ট দিল প্রাণে রাক্ষস দুর্ব্বার॥ রাক্ষসের জাতি তারা মনুষ্য জ্ঞানেতে। কত কষ্ট দিল তাহা না পারি কহিতে॥ সঙ্গেতে আছিল ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ। অতি শিশুমতি হিত করিতে সাধন॥ তার বক্ষে শক্তিশেল রাক্ষসে হানিল। মম লাগি লক্ষ্মণের তাহে প্রাণ গেল॥ হনুমান দিল তার প্রাণ বাঁচাইয়া। সে দুঃখ কহিতে সদা বিদরয়ে হিয়া॥ তদন্তরে নাগপাশে দারুণ বন্ধন। স্মরণ করিলে হৃদি হয় বিদারণ॥ কতই বলিব আর সেই দুঃখ আমি। একে একে বলে যাই সব শুন তুমি॥ সীতাকে অশোক বনে রাবণ রাখিল। চেড়ী ঠেকাইয়া তারে কত কষ্ট দিল॥ সে কষ্টের কথা এবে করিতে বর্ণন। নয়নের নীরে বক্ষ ভাসে সর্ব্বক্ষণ॥ তোমার কারণে এই কষ্ট সবে পাই। এবে কি ভুলিলে

সব মনে কিছু নাই ॥ সেই অপরাধে তুমি হয়ে অপরাধী। ভুঞ্জিলে এ কারা-কষ্ট জান নিরবধি ॥ কেন মিছে বারম্বার নির্দ্দোষী জানাও। নির্দ্দোষীর দণ্ড কোথা শুনেছ তা কও ॥ যেন কর্ম্ম তেন ফল আছয়ে বিধান। কার সাধ্য আছে তাহা করিবারে আন ॥ দেবকী বলেন, বাছা না হয় স্মরণ। দয়া করি সেই রূপ করাও দর্শন ॥ কেমনে সে রামরূপ ধরেছিল হরি। কেমনে সে বনে গেলে শিরে জটা পরি ॥ কেমনে বা আমি বলে হরি আভরণ। করিয়া দিলাম শিরে জটার বন্ধন ॥ লক্ষ্মণ বা কেমনেতে তব সঙ্গে গেল। এবে বলরাম রূপ কেমনে হইল ॥ তব সঙ্গে বর্ত্তমান দেখি সে নয়নে। কেমনে বনেতে গেলে দেখাও এক্ষণে ॥ প্রত্যক্ষ রূপেতে আমি করিয়া দর্শন। নিজ কার্য্য মানি তুঃখ করি নিবারণ ॥ বিলম্ব করোনা আর রাম নারায়ণ। ধনু ধরি উভয়ে দাঁড়াও এইক্ষণ ॥ হোক এ মথুরাপুরী অযোধ্যা সমান। হেরিয়া শীতল করি এ তাপিত প্রাণ ॥ দ্বাপরেতে হোক ত্রেতাযুগ বাছাধন। হেরিয়া সার্থক করি তৃষিত নয়ন ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন মাতা যদি গো হেরিবে। ক্ষণেক মুদ্রিত আঁখি করিতে হইবে ॥ দেবকী কৃষ্ণের বাক্যে হয়ে হর্ষ মন। তখনই করিলেন মুদ্রিত নয়ন ॥ কৃষ্ণ হইলেন রাম রূপের মোহন। বলরাম হইলেন স্বয়ং লক্ষ্মণ ॥ ধনুক ধরিয়া উভয়েতে দাণ্ডাইলা। দেবকীরে কৈকেয়ীর বেশে সাজাইলা ॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ রূপে দোঁহে দাণ্ডাইল। রাজ-আভরণ যত তাঁর হস্তে দিল ॥ তদন্তে নয়ন-পদ্ম করি উন্মীলন। প্রত্যক্ষ রূপেতে তথা করিলা দর্শন ॥ হইয়াছে কৃষ্ণচন্দ্র রাম গুণমণি। বলরাম লক্ষ্মণ সে হয়েছে আপনি ॥ আপনি কৈকেয়ী লয়ে রাজ-আভরণ। পরাইল জটা বল্ক শ্রীরামে তখন ॥ দ্বাপরেতে ত্রেতাযুগ সম্পূর্ণ রূপেতে। হেরিলেন দেবকিনী নেত্র-নিমীলিতে ॥ হেরিয়া দেবকী মনে বিস্ময় মানিয়া। আরম্ভ করিল স্তব মনেতে মোহিয়া ॥

দেবকীর রামরূপ নিরীক্ষণান্তর স্তব

ধন্য হে ভুবন স্বামী, তোমা গর্ভে ধরি আমি, অপরূপ করিনু দর্শন। এবে সে দ্বাপর কাল, কিবা তব মায়াজাল,

মথুরা হৈল আজি অযোধ্যা ভুবন ॥ দেখাইলে গুণধাম, তারক ব্রহ্ম যেই রাম, লক্ষ্মণের সহ সমুদিয়া। আহা কিবা রূপরাশি, ভূতলে যেন পূর্ণশশী, পড়িয়াছে হেলায় খসিয়া ॥ কে জানে তোমার মায়া, তুমি হে মায়ার মায়া, যাহা ইচ্ছা তাহাই যে হও। কভু কৃষ্ণ কভু রাম, তুমি হও আত্মরাম, ভক্ত কাছে আজ্ঞাকারী রও ॥ ভকতের বাঞ্ছা যাহা, পূরাইতে তুমি তাহা, রামরূপ কৃষ্ণ-রূপ ধর। কভু কৃষ্ণরূপে রাম, হও তুমি গুণধাম, মহিমার নাহি সীমান্তর ॥ রামায়ণে আছে শোনা, কাষ্ঠতরী করি সোণা, ধীবরের বাঞ্ছা পূরাইলে। আর শুনি অসম্ভব, পাষাণ হয় মানব, পদে কত পাপী উদ্ধারিলে ॥ রামরূপে তুমি হরি, দুর্জ্জয় রাক্ষস মারি, দেবগণে কৈলে পরিত্রাণ। দিয়ে আমাকে কুমতি, তুমি রাম রঘুপতি, জগতে রাখিলে কলঙ্ক নিশান ॥ তুমি হে জগদীশ্বর, জীবের মানস কর, সর্ব্বজীবে সম দয়াবান। যে তোমারে ভাবে পর, তুমি তার হও পর, অন্তিমকালে কর দণ্ড-দান ॥ তুমি অগতির গতি, কি হবে আমার গতি, আমি তব কাছে অপরাধী। দয়া করি ভগবান্, করি মম স্তন্যপান, নিবারণ কর পাপ ব্যাধি ॥ ধ্বংসি মম কর্ম্মসূত্র, আমারে কর পবিত্র, পুত্ররূপে কর স্তন্যপান। ত্যজি রাম রূপরাশি, হয়ে কৃষ্ণ বাঁকা শশী, করে মোরে এ সংসারে ত্রাণ ॥ অধিনীর আকিঞ্চন, পূর্ণ কর নারায়ণ, শ্রীচরণে থাকে যেন মতি। অপার কাণ্ডারী হরি, দিয়ে ঐ পদতরী, দয়া করো এ অধম প্রতি ॥

কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের রামরূপ সম্বরণ

দেবকী স্তবেতে তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ। সেইক্ষণে রামরূপ করে সম্বরণ ॥ দেবকীর প্রতি অতি প্রসন্ন হইয়া। দেহস্থিত পাপ তাপ দিলা খণ্ডাইয়া ॥ দেবকী বলেন, কৃষ্ণ করি নিবেদন। পূর্ব্ব অপরাধ লাগি আমি সর্ব্বক্ষণ ॥ সহিলাম যে যন্ত্রণা কংস কারাগারে। শরীর ধরিয়া কেহ সহিতে না পারে ॥ বক্ষেতে দুর্জ্জয় শিলা সদা সর্ব্বক্ষণ। হস্ত আর পদ সদা শৃঙ্খলে বন্ধন ॥ যে কষ্ট পেলাম আমি কহিবার নয়। নারী হ'য়ে এত কষ্ট

কেহ নাহি সয় ॥ এবে আজ্ঞা কর হরি হইয়া সদয়। আর মর্ত্ত্য-ভূমে যেন জনম না হয় ॥ বিধিমতে কর্ম্মভোগ ভুগিলাম আমি। কি আর বলিব হরি তুমি বিশ্বস্বামী ॥ যেই জন তব দাস হয় নারায়ণ। তাহারা সতত করে বৈকুণ্ঠে গমন ॥ তব কাছে যেই তুচ্ছ হয় ওহে হরি। তারে উচ্চ পদ তুমি দেহ হে মুরারি ॥ আমি উচ্চ হয়ে হরি তোমার সদন। সমুচিত ফল তার ভুগিনু এখন ॥ কি আর কহিব হরি তব বরাবরে। পেলাম বিশেষ কষ্ট কংস কারাগারে ॥ আর তুমি মা বলিয়ে আমারে ডেকো না। দেবকী বলিয়া ডাক ঘুচুক যন্ত্রণা ॥ তুমি মাতা পিতা বলি যারে ডাক হরি। এইতো দুর্গতি তার দেখিনু মুরারি ॥ শুভ দৃষ্টে এক-বার হের বসুদেবে। কি ভাবে আছেন তিনি এই দুঃখার্ণবে ॥ কটিদেশ বদ্ধ হের লৌহের শৃঙ্খলে। বৃহৎ পাষাণখণ্ড চাপা আছে গলে ॥ তব পিতা মাতা হয়ে হেন কষ্ট হরি। এত কি যন্ত্রণা দেয় মনুষ্য উপরি ॥ ক্ষম, আর মা বলিয়ে ডেকো নাকো হরি। দাসী বলে ডাক, যাই বৈকুণ্ঠনগরী ॥ নির্ব্বাক ও নির্ব্বিকার তুমি নারায়ণ। লীলার কারণ মাত্র আকার ধারণ ॥ ভোজবাজী প্রায় তব লীলা হয় হরি। কেবা কার মাতা পিতা কেবা গর্ভ-ধারী ॥ মথুরায় রাজা ছিল কংস মহাজন। তার দর্পে প্রকম্পিত হতো ত্রিভুবন ॥ কোথায় বা গেল সেই প্রাণ পরিহরি। এই তার রাজ্যদেশ সব আছে পড়ি ॥ সকলি তোমার মায়া ওহে নারায়ণ। তাই বলি ক্ষমা কর লইনু শরণ ॥ আর কর্ম্মভোগ জ্বালা সহিতে না পারি। ক্ষমা কর নিজগুণে দেব বংশীধারী ॥ দেবকীর বাক্য শুনি শ্রীমধুসূদন। কহিলেন হাস্য করি তাঁহার সদন ॥ যে কথা কহিলে দেবী সব সত্য হয়। সে ত্রেতাযুগের কথা স্মরহ হৃদয় ॥ আমি যবে বনবাসে করিলাম গতি। শুনিয়া কৌশল্যা হয়ে অতি দুঃখমতি ॥ কান্দিতে কান্দিতে আসি কহিলা তোমারে। তিন জন্ম পুত্রশোক পাবে এ সংসারে ॥ যেইরূপ আমি পুত্র-শোকের কারণ। জ্বলিতেছি অবিরত নহে নিবারণ ॥ এইরূপ পুত্রশোকে তুমি অনিবার। ভুগিবেক তিন জন্ম আসি এ সংসার ॥ সে তিন জন্মের এই এক জন্ম হয়। দ্বাপর হইলে

শেষ পুনঃ গো নিশ্চয় ॥ কলিতে হইবে জন্ম তোমার আমার। তোমার গর্ভেতে হব গৌর অবতার ॥ তব নাম শচীমাতা সে কালে হইবে। নদীয়া পরেতে তুমি জনম লইবে ॥ তব গর্ভে জন্মিবেন দেবতা নিমাই। সন্ন্যাসী হইয়া তিনি যাইবে পলাই ॥ তাতেও পাইবে তুমি বড়ই বেদনা। কৌশল্যা রাণীর শাপ অসংখ্য যন্ত্রণা ॥ পুনঃ তব আর জন্ম হইবে কলিতে। হবে ইন্দ্রদ্যুম্ন-রাণী উৎকল দেশেতে ॥ শেষ কষ্টভোগ সেই জান কর্ম্মসূত্র। অংশরূপে হবে তব আঠারটি পুত্র ॥ সেই আঠার পুত্র হইবে বিনাশ। হইবে আঠার নালা জগতে প্রকাশ ॥ আঠার পুত্রের শোকে তুমি গো দহিবে। তবে সে কৌশল্যার শাপে মুকতি লভিবে ॥ জগন্নাথ অবতার আমি গো হইয়া। করিব নিস্তার তোমা দয়া প্রকাশিয়া ॥ কবিবর ভণে গ্রন্থ পয়ারে রচন। অন্তিমেতে পায় যেন তব শ্রীচরণ ॥

কারামুক্ত দেবকী ও বসুদেবের অন্তঃপুরে প্রবেশ

এতেক কহিয়া কৃষ্ণ হইয়া সদয়। আপনার মাতা পিতা লয়ে দোঁহাকায় ॥ পাঠাইল অন্তঃপুরে কারাগার হৈতে। মহা আনন্দিত সবে হইল তাহাতে ॥ কৃষ্ণ-মাতা দেবকিনী সেই সে কালেতে। করিলেন প্রবেশন সে অন্তঃপুরেতে ॥ কংসরাজ-রাণী হেরি তাহার বদন। ভক্তি করি আরম্ভিলা করিতে সেবন ॥ মাথায়ে সৌগন্ধ তৈল করাইল স্নান। বিচিত্র বসন পরাইল বিগ্যমান ॥ নানাবিধ অলঙ্কারে করিয়া ভূষিত। করিলেন দেবকীর দুঃখ তিরোহিত ॥ তাহাতে দেবকী হ'য়ে অতি হরষিতা। বসিলেন সিংহাসনে যেন রাজমাতা ॥ ইষ্ট বন্ধু কুটুম্বেরে কত ভুঞ্জাইল। তাহে নন্দ উপানন্দ সবে হৃষ্ট হৈল ॥ কেহ না রহিল তাহে নিরানন্দ মন। হেনমতে সেই দিন হইল যাপন ॥ হইলে তৎপরদিন প্রভাত সময়। আনন্দে মথুরাবাসী যত সমুদয় ॥ সকলেই যজ্ঞস্থলে হৈল উপনীত। নন্দ নিরানন্দ হৈল হেরে সেই নীত ॥ সেইকালে নন্দরাজা জানিলেন মনে। দেবকী কৃষ্ণের মাতা মথুরা ভুবনে ॥ হরিষে বিষাদ তাহে হৈল নন্দ মন। জানিল

যাবে না কৃষ্ণ আর বৃন্দাবন ॥ মধুর বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আর তো যাবে না। মা বলে সে যশোদারে আর ডাকিবে না ॥ এত দিন নাহি ছিল এই পরিচয় । এখন কৃষ্ণকে পেয়ে আনন্দ হৃদয় ॥ কৃষ্ণও ওদের এবে হৈল অনুগত। হেরিয়া আমার প্রাণ হৈল কণ্ঠাগত ॥ এরূপেতে নন্দ করে কত সন্দ মনে। হেথা কৃষ্ণ রাজা হৈয়া বসি সিংহাসনে ॥ উগ্রসেনের রাজ্য মথুরাপুরী ছিল। বলে কংস রাজা তথা হ'য়ে বসেছিল ॥ এবে কৃষ্ণচন্দ্র করি কংসকে নিধন। বসিলেন রাজাসনে হয়ে হৃষ্ট মন ॥ বামভিতে শোভে তাঁর কুবুজা সুন্দরী। কিবা শোভা মনোলোভা হেরে যাই মরি ॥ এত যদি কহিলেন মুনি মহাশয়। সেইখানে জিজ্ঞাসিল রাজা জন্মেজয় ॥ কহ ঋষি কিবা কথা করালে শ্রবর্ণ। কুবুজা কৃষ্ণের রাণী এ কথা কেমন ॥ কুবুজা কংসের দাসী ব্যক্ত ত্রিভুবনে। তারে কৃষ্ণ রাণী কৈল কেমন বিধানে ॥ মুনি কন, নৃপমণি করহ শ্রবণ। পূর্ব্বের বৃত্তান্ত যাহা করি সে কীর্ত্তন ॥ ত্রেতায় হরিল যবে রাবণ সীতারে। রাখে অশোকের বনে দুষ্টতা আচারে ॥ কত শত চেড়ী দিল ঠেকাইয়া তায়। বিষম যন্ত্রণা দেয় যার যে ইচ্ছায় ॥ কুব্জা নামে এক চেড়ী তার মধ্যে ছিল। সেই কিছু সীতা পক্ষে হিত আচরিল ॥ যবে প্রভু রামচন্দ্র সাগর বান্ধিয়া। উপস্থিত হইলেন লঙ্কায় যাইয়া ॥ সেই সুসম্বাদ কুব্জা সীতাকে যে দিল। না কান্দ গো সীতা তব রাম হেথা এল ॥ চিন্তা নাই চিন্তামণি তব পতি হন। আইলেন লঙ্কাপুরে হও হৃষ্ট মন ॥ এত দিনে তব দুঃখ হইল অবসান। উদ্ধার করিবে রাম করিয়া বিধান ॥ কুব্জা যদি এই শুভ সংবাদ যতনে। কহিলেন সীতা প্রতি যাইয়া গোপনে ॥ সীতাদেবী কুব্জা-মুখে হেন কথা শুনি। আপন মনেতে মহা সন্তোষ যে মানি ॥ কহিলেন কুব্জা প্রতি, শুন গো হিতাষী। ইচ্ছামত বর মাগো হ'য়ে অভিলাষী ॥ তোমাকে করিব আমি শুভ বর দান। করিব সে রাঘবের কল্যাণ বিধান ॥ কুব্জা বলে, যদি বর করিবে প্রদান। অন্য বর নাহি মাগি তোমার গো স্থান ॥ যাহাতে শ্রীরাম পদ মম লাভ হয়। দেহ সেই বর দেবী হইয়া সদয় ॥ সীতা কন রামপদে তব আছে

মন। অবশ্য হইবে তব স্ববাঞ্ছা পূরণ ॥ দ্বাপরেতে পাবে তুমি রামপদে স্থান। তুষিবেন রামচন্দ্র তোমার গো প্রাণ ॥ তব সহ দ্বাপরেতে করিয়া মিলন। তুষিবেন তোমায় গো প্রভু নারায়ণ ॥ কুব্জা বলয়ে মম দাসী হৈতে মন। দিলেন মিলন বর সে আর কেমন ॥ সীতা কন, দাসী হৈতে তব আকিঞ্চন। সেই দাসী রূপে পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥ দ্বাপরেতে কৃষ্ণরূপ ধরিবেন রাম। সেই কালে পূর্ণ হবে তব মনস্কাম ॥ এই হেতু ওহে রায় জান নিজ মনে। কুব্জা কৃষ্ণের রাণী হইবে এক্ষণে ॥ ত্রেতায়ও কুব্জা নাম কুবলয় ছিল। দ্বাপরেতে কুব্জা রাণী মথুরায় হৈল ॥ সংক্ষেপে কহিনু এই কুব্জা পরিচয়। বিশেষ কহিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় ॥ এবে মথুরার লীলা শুন নৃপমণি। যা করিলা কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং আপনি ॥ অধমে কান্দিয়া কয় কৃষ্ণ দয়াময়। দিও শ্রীচরণে স্থান অন্তিম সময় ॥

নন্দ বিদায় প্রসঙ্গ

এখানে শ্রীনন্দ সন্দ মনেতে মানিয়া। যাইবারে ব্রজধামে সত্বর হইয়া। মরুয়া নামেতে এক শিশু সুকুমার। ব্রজ গোপ-শিশু সেই সুন্দর আকার ॥ তাহারে ডাকিয়া এই কহিলেন বাণী। শুন শুন মরুয়া রে শিশু শিরোমণি ॥ অতি শিশুমতি তুমি যাও অন্তঃপুরে। যথায় সে প্রাণকৃষ্ণ আনন্দে বিহরে ॥ বল গিয়া এই কথা করিয়া যতন। শুন শুন কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজের জীবন ॥ যজ্ঞ তো হইল শেষ চল ব্রজে যাই। আর কেন এখানে বিলম্ব হে কানাই ॥ ব্রজে চল ব্রজপতি করি ব্রজবেশ। শীঘ্র পর চূড়া ধড়া যাহে কৃষ্ণ বেশ ॥ আর কহ বলরামে করিয়া যতন। বসুদেব দেবকিনী যেখানেতে রন ॥ কিসের বিলম্ব আর শুন হে বলাই। যজ্ঞ তো হইল শেষ চল ব্রজে যাই ॥ যত্ন করি সঙ্গে লও কৃষ্ণ গুণমণি। কৃষ্ণ লাগি যশোদার ব্যাকুল পরাণী ॥ শুভযাত্রা কর শীঘ্র চল ব্রজপথে। না কর বিলম্ব আর তুমি কোন মতে ॥ এইরূপে জনে জনে কহিয়া মরুয়া। আন মম কৃষ্ণধনে সঙ্গেতে করিয়া ॥ বসুদেব দেবকিনী আর উগ্রসেনে।

কংসের মহিষী আদি শোভে যে যেখানে ॥ সকলেরে জানাইবা আমার বারতা। যেন কৃষ্ণধনে দিয়ে তোষেন সর্ব্বথা ॥ সঙ্গেতে লইয়া কৃষ্ণ তারা যেন আসে। আমি রহিলাম মাত্র তোমার আশ্বাসে ॥ এত বলি মরুয়ারে নিজে গোপপতি। পাঠাইল অন্তঃপুরে হয়ে দুঃখমতি ॥

মরুয়ার অন্তঃপুরে শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে গমন

এখানেতে অন্তঃপুরে কৃষ্ণ বলরাম। আছেন দেবকী কাছে সুখে অবিরাম ॥ বসুদেব উগ্রসেন আর কংসরাণী। সকলেই আছে তথা মহানন্দ মানি ॥ যার যেই কষ্ট ছিল নিজ নিজ মনে। দূরে গেছে সব কষ্ট কৃষ্ণ দরশনে ॥ সকলেই পূর্ণানন্দে ভাসে সর্ব্বক্ষণ। কারো মনে দুঃখ নাহি তিলেক কারণ ॥ পতি শোকে কংসরাণী এত যে কাতর! তিল তরে নেত্রনীর না হতো অন্তর ॥ সে রাণীও সেই রাধাকান্ত মুখ হেরি। একেবারে সব দুঃখ দূরে পরিহরি ॥ মহানন্দে করে কৃষ্ণমুখ দরশন। কালরূপে আলো করে কংসের ভবন ॥ দেবকিনী হেরি কৃষ্ণ রূপের মোহন। কোলে করি চুম্বদানে জুড়ান জীবন॥ এইরূপে আনন্দেতে আছেন শ্রীকৃষ্ণ। হেনকালে সে মরুয়া গিয়া কৈল দৃষ্ট ॥ মরুয়া বলেন, শুন প্রাণের কানাই। যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল এবে চল ব্রজে যাই ॥ ব্রজপুর শূন্য সদা তোমার বিহনে। কাঁদিতেছে ধেনু বৎস তোমার কারণে ॥ চল যাই ব্রজধামে প্রাণের শ্রীকৃষ্ণ। তোমা বিনে মা যশোদা প্রাণে পায় কষ্ট ॥ তুমি যে রে যশোদার অঞ্চলের ধন। তোমার বিহনে এবে বৃন্দাবন বন ॥ তব আশা-পথ নিরীক্ষণ করি রাণী। আছেন কাতরা হে অঞ্চলে বেঁধে ননী ॥ কতক্ষণে হেরিবেক তোমার বদন। হেরি তব সুধামুখ জুড়াবে জীবন ॥ কাল যে আসিব বলে আইলে কানাই। চল শীঘ্র আর বিলম্বেতে কার্য্য নাই ॥ তিন দিন হৈল আজ মথুরাপুরেতে। আছে কি মরেছে রাণী তাই ভাবি চিতে ॥ বৃন্দাবন চন্দ্র তুমি ওহে সারাৎসার। তোমা বিনা বৃন্দাবন দিবসে আঁধার ॥ সাজ সাজ সাজ রে মস্তকে বাঁধ চূড়া। যাহে কৃষ্ণরূপ তব সর্ব্ব

মনোহরা ॥ শ্রীপদে নূপুর দাও হস্তে ধর বাঁশী। ব্রজে চল ব্রজনাথ মুখে মৃদু হাসি ॥ চল চল প্রাণকৃষ্ণ চল ব্রজে যাই। মথুরাতে আর কেন বিলম্ব বৃথাই ॥ চূড়াতে আঁটিয়া বাঁধ ধড়ার অঞ্চল। ব্রজচন্দ্র ব্রজে চল পরাণ চঞ্চল ॥ না পারি বুঝিতে হরি পেতেছ কি ছল। কেন এ কথায় তোর চক্ষু ছল ছল ॥ কিবা তব মন কথা বুঝিতে না পারি। নাহি কহ কোন কথা নেত্রে বহে বারি ॥ মথুরায় এসে কি ব্রজকে নাই মনে। তাই কান্দি নিরানন্দ হতেছ আপনে ॥ তুমি যে আনন্দময় শুন প্রাণ কানাই। তোরে নিরানন্দ হেরে প্রাণে ব্যথা পাই ॥ বল বল বল কৃষ্ণ মোরে তেয়াগিয়া। কি কহ মনের কথা হেথায় আসিয়া ॥ কৃষ্ণ কন, শুন শুন মরুয়া বচন। কালি যাব আজি তোমরা করহ গমন ॥ মরুয়া কহিল, হরি কহ মম কাছে। কালের মধ্যেতে তব কত কাল আছে ॥ এম্নি কোরে কাল আসি বলে যশোদায়। সত্য করি এলে ভাই এই মথুরায় ॥ আবার করহে সত্য আমার সদন। না জানি এ তব সত্য হয় বা কেমন ॥ ভক্ত পাশে এত সত্য করে ওহে হরি। ত্যজিয়া গোলোকধাম ভ্রম মর্ত্ত্যপুরী ॥ আর এক সত্য করি রাবণের সনে। কত কষ্ট লাভ কৈলে বিদিত পুরাণে ॥ বানর সুগ্রীব সনে করিলে মৈত্রতা। রাক্ষসে কহিল কত তোমারে কুকথা ॥ সে সকল কৈতে হরি লজ্জা হয় মনে। ইন্দ্রজিত নাগপাশে রাখিলা বন্ধনে ॥ শুদ্ধ মাত্র সত্য-বদ্ধ হয়ে নারায়ণ। এত কষ্ট সয়ে কৈলে রাবণে মোচন ॥ আর এক সত্য আয়ানের সনে করি। ভার্য্যা দিয়া বৃন্দাবনে ভ্রম ফিরি ফিরি ॥ আর এক সত্য করি যশোদার স্থানে। কালি আসিব বলি এলে অক্রূরের সনে ॥ পুনঃ সত্য কর তুমি আমার গোচর। আমি যাব কালি তোমরা হও অগ্রসর ॥ তোমার যে কালি হরি জানি চিরদিন। তোমার কালিতে সে ব্রহ্মার একদিন ॥ সর্ব্বদাই কর সত্য লয়ে তার কাছে। তোমার স্বভাব ভাই এটা খুব আছে ॥ এখন দাণ্ডায়ে নন্দ তব অপেক্ষায়। যাবে কি থাকিবে হেথা কহ সে তাঁহায় ॥ অধম কহয়ে হরি এসো নন্দ কাছে। তুমি দয়াময় তব চিন্তা কিসে আছে ॥

নন্দ সহ শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন

মরুয়া কহিল যদি এতেক বচন। চিন্তাযুক্ত হ'য়ে তবে দেব নারায়ণ॥ যেখানে দাণ্ডায়ে ছিল নন্দ গোপরাজ। সেইখানে আইলেন নাহি করি ব্যাজ॥ অগ্রেতে বন্দনা করি শ্রীনন্দ চরণে। কহিলেন, কেন পিতা ডাকিলে এক্ষণে॥ নন্দ বলে, প্রাণকৃষ্ণ কি বলিব আর। শীঘ্র চল ব্রজপুরে ব্রজ অন্ধকার॥ কালি আসিবে বলি তুমি এলেরে গোপাল। অতীত হইল আজ তিন দিন কাল॥ হেথা আর বিলম্বেতে কিবা আছে কাজ। চল চল শীঘ্র চল করি ব্রজসাজ॥ চূড়া ধড়া শীঘ্র তুমি কর পরিধান। পথেতে গমন কর করি বংশী গান॥ ব্রজসাজ চূড়া ধড়া আর যে বাঁশরী। বৃন্দাবন চন্দ্র বলি তাহাতে বিচারি॥ তোমা বিনা ব্রজপুর আছে অন্ধকার। বৃন্দাবন বন প্রায় সদা হাহাকার॥ তোমা বিনে গাভীগণ নাহি খায় তৃণ। তোমা বিনে সকলেই আছে অতি দীন॥ তোমার জননী যিনি রাণী যশোমতী। কৃষ্ণ বলে, কেন্দে কেন্দে আছে শবাকৃতি॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ এলি কৃষ্ণ এই কথা মুখে। কেমনে থাকিবি বাপ হেথা তুই সুখে॥ অঞ্চলে বান্ধিয়ে ননী যেন চাতকিনী। সদা বলে, এলি কিরে মম নীলমণি॥ কি আর বলিব কৃষ্ণ আমি রে তোমায়। তোমা বিনে গোপ গোপী যত সমুদয়॥ অবিরত করিতেছে বিরহে ক্রন্দন। চল ব্রজে প্রাণকৃষ্ণ ব্রজের জীবন॥ তিন দিন ব্রজের সংবাদ নাহি জানি। আছে কি মরেছে তাই চিন্তি নীলমণি॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, পিতা করি নিবেদন। আমি যাব কিছুদিন পরে বৃন্দাবন॥ সম্প্রতি আপনি অগ্র হন অগ্রসর। মা যশোদায় জানাইও প্রণাম আমার॥ আর সবে বিনয়েতে ব'লো এই কথা। আসিবেক কল্য কৃষ্ণ ঘুচাইবে ব্যথা॥ নন্দ কন কি কথা কহ রে নীলমণি। এ কথায় তোর কৃষ্ণ বজ্র সম মানি॥ বিনা মেঘে বজ্র তুল্য তোর এই কথা। শ্রবণে আমার বক্ষ বিদরে সর্ব্বথা॥ কহিলে যাব না ব্রজে মনে হ'য়ে হৃষ্ট। কিবা ল'য়ে আমি ব্রজে যাব ওরে কৃষ্ণ॥ তুই যে আমার হোস দেহের জীবন। তোরে রাখি আমি কিরে

যাই বৃন্দাবন॥ যখন যশোদা রাণী মোরে জিজ্ঞাসিবে। প্রাণকৃষ্ণ কোথা মম তাই কহ এবে॥ কোথা রেখে এলে কৃষ্ণ দেহের জীবন। এত বলি কান্দিয়া সে হারাবে চেতন॥ তার সে ক্রন্দন আমি ওরে কৃষ্ণধন। কিছুতেই না পারিব করিতে বারণ॥ তব কাছে রব কৃষ্ণ আমি রে হেথায়। আর ব্রজে নাহি যাব কহিনু তোমায়॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন, পিতা করি নিবেদন। কেন হেন পরিতাপে হও গো মগন॥ কর পিতা শোক ত্যাগ আমার বচনে। শুভযাত্রা কর তুমি শ্রীবৃন্দাবনে॥ যথা বৃন্দাবন তথা আমি সর্ব্বক্ষণ। এক পদ ছাড়া আমি নহি বৃন্দাবন॥ তব কাছে মন প্রাণ আমার গো বাঁধা। যাও তুমি বৃন্দাবনে নাহি মান বাধা॥ যখন আমাকে তব পড়িবে গো মনে। ডেকো কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে মানসে আপনে॥ সেই বৃন্দাবন তব হৃদি পদ্মা-সনে। দেখিতে পাইবে আমা কহিনু এক্ষণে॥ তব কাছে এই সত্য রহিল আমার। ডাকিলেই দেখা পাবে হৃদয় মাঝার॥ যখন ডাকিবে তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। তখনই দেখা পাবে হৃদয়-কমলে॥ আর কথা শুন ওগো পিতা নন্দরায়। বলো তুমি এই কথা মাতা যশোদায়॥ চিরদিন বাঁধা আমি তাঁহার চরণে। তাঁর পালনেতে আমি সুখী সর্ব্বক্ষণে॥ সন্তান রূপেতে তিনি করিল পালন। মম মতি গতি তাঁর পদে সর্ব্বক্ষণ॥ বলো বলো তাঁরে বলো আমার এ কথা। ডাকিলেই দেখা দিয়া ঘুচাইব ব্যথা॥ তাঁর হৃদি ছাড়া আমি এক তিল নই। স্নেহে বন্দী আছি আমি খণ্ডিবার নই॥ এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র আপন বদনে। করিলা বিদায় দান নন্দকে যতনে॥ শোকে নন্দ অন্ধপ্রায় হইয়া তখন। করিলেন বৃন্দাবন মুখেতে গমন॥ নন্দের নেত্রের জলে বক্ষ যায় ভাসি। পথেতে নারদ ঋষি দেখা দিল আসি॥ অধম বলেয়ে, ঋষি তুমি রসময়। এবে কোন রস নন্দ সঙ্গে তব হয়॥

পথিমধ্যে শ্রীনন্দের সহ নারদের সাক্ষাৎ ও নন্দ বসুদেবের প্রসঙ্গ কথন

নন্দ নিরানন্দ মনে বৃন্দাবনে যায়। আইল নারদ মুনি গাইয়া বীণায় ॥ নন্দ করে কেন্দে কেন্দে ব্রজেতে গমন। নারদের সনে হৈল পথে দরশন ॥ নারদ বলেন, নন্দ একি সন্দ মনে ॥ কৃষ্ণ বলি কান্দি গতি কর বৃন্দাবনে ॥ সুমঙ্গলে কেন হেন কর অমঙ্গল। কৃষ্ণ নাম মুখে স্মরি চক্ষে ফেল জল ॥ নন্দ বলে, নারদ হে কি বলিব আর। কেন সে নির্ব্বাণ অগ্নি জ্বালাও আমার ॥ কি আর কহিব আমি তোমার সদনে। কৃষ্ণ ফিরে নাহি আর এলো বৃন্দাবনে ॥ মম সঙ্গে আর নাহি এলো কৃষ্ণ-ধন। তাই যাই নিরানন্দে করিয়া রোদন ॥ হাস্য করি শ্রীনারদ নন্দপ্রতি কন। ব্রজেতে এলোনা কৃষ্ণ এ কথা কেমন ॥ তোমার নন্দন কৃষ্ণ বিদিত সংসারে। এক দিবসের ছেলে পালিলে তাহারে ॥ অগ্রে ঐ কংস ভয়ে তোমার আলয়। রহিল লুকায়ে এসে লইয়ে আশ্রয় ॥ এখন সে কংসরাজ মরিল বলিয়া। না আইসে তব সঙ্গে গোকুলে ফিরিয়া ॥ এতদিন এত যত্নে করিলে পালন। কংস মৈল ব'লে দিন পাইল এখন ॥ কংস ভয় গেল বলি তাই সে এখন। আর বৃন্দাবনে নাহি করিল গমন ॥ আহা মরি পুণ্যবতী রাণী যশোমতী। সন্তানের সম তারে যত্নে পালে অতি ॥ ক্ষীর সর নবমী খাওয়ায়ে প্রতিদিন। দেহ পুষ্টি করিলেন স্নেহেন অধীন ॥ এখনি পাইয়ে দিন সেই দিনমণি। ভুলিয়া রহিল কিনা সেই ব্রজভূমি ॥ এই কি তাহার ধর্ম্ম ও নন্দ রাজন। তুমি কিনা কর ব্রজে একাকী গমন ॥ এসো এসো নন্দ তুমি আমার সঙ্গেতে। কি বিচারে নাহি যাবে শ্রীবৃন্দাবনেতে ॥ দেখিব দেখিব আজি তাঁহার বিচার। কেমনেতে রয় সেই মথুরা বাজার ॥ স্থির করি শুন নন্দ [illegible]র বচন। তোমারই পুত্র সেই নন্দের নন্দন ॥ কেন সে আপিন পুত্র ছেড়ে তুমি যাবে। বিচারের স্থলে সেই কৃষ্ণ তুমি পাবে ॥ আর কথা বলি দিই তোমারে এখন। ধরিবে সে কৃষ্ণকর করিয়া যতন ॥ কর ধরি লয়ে যাবে সেই বৃন্দাবনে। তব

পক্ষে আমি আছি কিবা চিন্তা মনে ॥ এত বলি ঋষিবর নন্দকে লইয়া। উপস্থিত হইলেন মথুরা যাইয়া ॥ বাহির প্রদেশে রাখি নন্দকে তখন। কহিলেন এই বাক্য করিয়া যতন ॥ শুন নন্দ আমি যাই কৃষ্ণকে আনিতে। তুমি থাক বসি হেথা হয়ে আনন্দিতে ॥ কৃষ্ণচন্দ্র যেইকালে এখানে আসিবে। তখনই ধরি করে লইয়া যাইবে ॥ এত বলি নন্দে তথা রাখি ঋষিবর। চলিলেন অন্তঃপুরে হইয়া সত্বর ॥ এখানেতে বসুদেব অন্তঃপুর মাঝে। মনেতে আনন্দ মানি সুখেতে বিরাজে ॥ আসিয়া নারদ ঋষি দিল দরশন। ঋষিরে হেরিয়া বসু করিল বন্দন ॥ ঋষি বলে, বসুদেব করহ শ্রবণ। ঘটিল অনর্থ আজ তোমার কারণ ॥ নন্দ বলে, সন্দ মানি আপনার মনে। পথ হৈতে ফিরে এল তোমার ভবনে ॥ বাহিরে বসিয়া নন্দ আছেন এখন। সাবধানে শুন তুমি আমার বচন ॥ তোমার ঔরস-পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র হয়। নাহি যেতে দিবে ব্রজে সে নন্দ-আলয় ॥ নন্দের সে পৌষ্যপুত্র বৈত নয় হরি। তাহার কি অধিকার কৃষ্ণের উপরি ॥ যেমন যতনে সেই করিল পালন। তেম্নি শোধ দেছে কৃষ্ণ করি গোচারণ ॥ তব পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র জগতে বিখ্যাত। তুমি না ছাড়িবে কৃষ্ণ করি দৃঢ়ব্রত ॥ আজ হতে নন্দঘোষে বেদখল কর। কণ্টক ঘুচাতে তুমি হও হর্ষান্তর ॥ এইরূপ বসুদেবে শিক্ষা করি দান। নন্দঘোষে রাখি আসি বহির্দ্দেশ স্থান ॥ কৃষ্ণের কাছেতে গিয়া হ'য়ে হর্ষ মন। বন্দনা করিয়া এই কহিল বচন ॥ ওহে কৃষ্ণচন্দ্র তুমি জগত জীবন। গগনে অধিক বলা করি নিরীক্ষণ ॥ এখনো ভোজন ক্রিয়া নাহি কর কেন। কেন হেরি চিন্তাযুক্ত তোমার বদন ॥ কৃষ্ণ কন, কি কহিব ঋষি হে তোমায়। বেলা হইল পিতারে যে করিতে বিদায় ঋষি কন, শুন হরি করি নিবেদন। তবে কেন পুনঃ নন্দে করি দরশন ॥ বহির্দ্দেশে বসে আছে বি[illegible]রে কি আইল তবে হেরিতে তোমারে ॥ ঋষিবাক্যে কৃষ্ণচন্দ্র [illegible]ন পিতা নন্দ পুনঃ ফিরিয়া আইল ॥ কহিলেন নারদেরে, শুন ঋষিবর। শীঘ্র করি যাও তুমি পিতার গোচর ॥ কেন তিনি

পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইল। তাহার তদন্ত জানি আমা প্রতি বল॥ ঋষি কন, জিজ্ঞাসিয়া কহিয়াছি আমি। সহজে এবার যদি নাহি যাও তুমি॥ বল করি ল'য়ে যাবে তোমারে ধরিয়া। তাই ভাবি এলো নন্দ হেথায় ফিরিয়া॥ কৃষ্ণ কন, ঘোর দায়ে পড়িনু এখন। কহ ঋষি এর করি বিধান কেমন॥ ঋষি কন, তার জন্য চিন্তা কেন মনে। নন্দকে বিদায় কর কর্কশ বচনে॥ গোয়ালার জাতি নন্দ ঘৃণিত আকার। তারে তাড়াইয়া দিতে ভাবনা কি আর॥ ঋষি-মুখে হেন বাক্য শুনি রাধানাথ। দশনেতে জিহ্বা কাটি কর্ণে দিয়া হাত॥ কহিলেন, হেন কথা নাহি কহ মুনি। নন্দ বসুদেব দোঁহে এক ভাবি জানি॥ করিলাম কত লীলা থাকি বৃন্দাবনে। দেহ পুষ্ট কৈল নন্দ ক্ষীর সর দানে॥ সকল বিদিত তুমি কি বলিব আর। নন্দ বসুদেব মম একই প্রকার॥ এত কহি কৃষ্ণচন্দ্র হ'য়ে উতরলি। আইলেন বাহিরেতে শীঘ্রগতি চলি॥ সঙ্গে সঙ্গে বসুদেব আর তো নারদ। দুইজনে আইলেন ভাঙ্গিতে বিরোধ॥ শ্রীনন্দ দেখিয়া কৃষ্ণে হ'য়ে হরষিত। ধরিল দক্ষিণ কর স্নেহের সহিত॥ বসুদেব বিপরীত হেরিয়া তখন। ধরিলেন বামকর করিয়া যতন॥ নন্দ কর ধরি কন, ওরে যাদুধন। চল বাপ শীঘ্র করে যাই বৃন্দাবন॥ বসুদেব কন, নন্দ কিবা কহ কথা। মম পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রে ল'য়ে যাবে কোথা॥ এইরূপে উভয়েতে কৃষ্ণ কর ধরি। বিবাদ আরম্ভ কৈল নহে ছাড়াছাড়ি॥ কৃষ্ণচন্দ্র এই ভাব করি নিরীক্ষণ। করিবারে উভয়ের বিবাদ ভঞ্জন॥ দেব ঋষি নারদের বীণার মধ্যেতে। মায়া করি প্রবেশিলা তথা অলক্ষিতে॥ উভয়েই আর কৃষ্ণে না দেখি নয়নে। মূর্চ্ছিত হইয়া তথা পড়িল দুজনে॥ কতক্ষণে নন্দ স্বীয় চেতনা লভিয়া। করিলেন ব্রজে গতি দুঃখিত হইয়া॥ বুঝিলেন নন্দ আমার বচন। [illegible] মোরে প্রবঞ্চিতে কৃষ্ণ হইল গোপন॥ এইরূপে মনে চিন্তা করিতে করিতে। নন্দ এল বৃন্দাবনে অতি দুঃখ চিতে॥ গৃহে আসি সব কথা করিল জ্ঞাপন। শ্রবণেতে যশোমতী হৈল অচেতন॥ পরেতে কৃষ্ণের মায়া প্রভাব কারণ। কিছু ধৈর্য্য হৈল রাণী অন্তরে আপন॥

ক্রমে ক্রমে ব্রজে সবে করিলা শ্রবণ। নন্দ আইল নিরানন্দে গোকুল ভবন॥ কৃষ্ণচন্দ্র মধুপুরে করিলেন স্থিতি। শ্রবণে রাধার মনে দুঃখ হৈল অতি॥ হা কৃষ্ণ বলিয়া রাধা হৈল অচেতন। রাধারে প্রবোধ দেন যত সখীগণ॥ এইরূপে মথুরায় রহে বাঁকা হরি। শুন মথুরার লীলা কহি সবিস্তারি॥ কবিবর ভণে গ্রন্থ পয়ার বচন। কৃষ্ণপদে মতি থাকে এই আকিঞ্চন॥ আমি অতি অভাজন না জানি ভজন। অন্তিমেতে পদতরি দিও নারায়ণ॥

শ্রীকৃষ্ণরাজ্যে মথুরাবাসীগণের স্বর্গ দর্শন

মথুরায় কৃষ্ণচন্দ্র হইলেন রাজা। পরস্পর কহে তথা যত সব প্রজা॥ ওরে ভাই শুন সবে হয়ে এক মন। আমাদের রাজা এবে দেব নারায়ণ॥ শুনিয়াছি এই হরি থাকি বৃন্দাবনে। কত লীলা করিলেন ল'য়ে গোপগণে॥ জগতের কর্ত্তা সেই শ্রীমধুসূদন। দয়ায় পাতকী কত করিলা মোচন॥ পুরাণেতে শুনিয়াছি এ হরির গুণ। প্রহ্লাদ নামেতে এক ভক্ত মহাজন॥ ইহারই পাদপদ্ম করিয়া সাধন। সশরীরে গেল সেই বৈকুণ্ঠ-ভবন॥ আর শুনিয়াছি ধ্রুব নামে একজন। উত্তানপাদ নৃপতির হয় সে নন্দন॥ পঞ্চম বর্ষেতে করি শ্রীহরি সাধন। ধ্রুবলোকে কৈল বাস হ'য়ে হৃষ্টমন॥ সেই হরি এবে হৈল আমাদের রাজা। করিতেছি কত সেবা হ'য়ে তাঁর প্রজা॥ আমাদের ভাগ্যতুল্য হেন ভাগ্য কার। যে হরির পাদপদ্ম হৃদে করি সার॥ যোগিগণ যোগেতেও না পায় দর্শন। আমরা সে হরি করি সতত বন্দন॥ কিন্তু ভাই এই এক দুঃখ বড় মনে। ঘুচয়ে সকল কষ্ট হরি দরশনে॥ আমাদের সে সকল ফল নাহি ফলে। মনেতে বড়ই দুঃখ কি জানাব বলে॥ তার সাক্ষী দেখ কংস রাজার সময়। ছিলাম হে যেই সুখে এবে তাই হয়॥ তবে আর কৃষ্ণে কংসে ভিন্নতা কি বল। কৃষ্ণ রাজা হৈতে হৈল কিবা সে মঙ্গল॥ কৃষ্ণ কংস সম হৈল অদৃষ্টের দোষে। না ফলে দর্শন ফল প্রাণ পাবে কিসে॥ এইরূপ প্রজাগণ মনে আক্ষেপিল। অন্তর্য্যামী হরি তাহা অন্তরে জানিল॥

পরদিন যবে হৈল সূর্য্যের উদয়। অমনি অক্রুরে ডাকি দেব দয়াময় ॥ এই কথা কহিলেন, শুনহ অক্রুর। মম রাজ্যে এ মথুরা হয় যতদূর ॥ দ্বিজ শূদ্র আদি করি যত প্রজাগণ। নীচ কিম্বা চণ্ডালাদি করিয়া গণন ॥ সকলেরে কংস-রথে যত্নে চড়াইয়া। আনহ স্বর্গের ধাম সব দেখাইয়া ॥ গোলোকে বৈকুণ্ঠ আদি সব দেখাইবে। যেই যাহা বাঞ্ছে তাহা সব পূরাইবে ॥ তথা থাকিবারে যদি করে অভিলাষ। তথায় রাখিয়া তার পূরাইবে আশ ॥ শীঘ্র এই আজ্ঞা মম করহ পালন। না কর বিলম্ব এই আমার বচন ॥ হেন আজ্ঞা কৃষ্ণ-মুখে অক্রূর শুনিয়া। তখনই কহিলেন প্রজাগণে গিয়া ॥ শুন সব প্রজাগণ হয়ে একমন। রথে চড়ি কর সবে স্বর্গেতে ভ্রমণ ॥ কৃষ্ণচন্দ্র করিলেন এই আজ্ঞা দান। যার যেই স্বর্গে থাকিবারে চায় প্রাণ ॥ সেই স্বর্গে থাকিবেক সপরিবারেতে। রথে লয়ে যাব আমি তাঁহার আজ্ঞাতে ॥ উচ্চস্থান গোলোক বৈকুণ্ঠধাম হয়। ইচ্ছা হৈলে তথাকারে রহিবে অভয় ॥ এসো এসো সবে এসো হইয়ে আনন্দ। হাড়ী মুচী চণ্ডালের নাহি নিরানন্দ ॥ সকলেতে এই রথে করি আরোহণ। চল সবে স্বর্গধামে করিতে ভ্রমণ ॥ হেন দিন আর তো না পাবে প্রজাগণ। জয় কৃষ্ণ বলি রথে কর আরোহণ ॥ কি আর কহিব আমি করিয়ে বর্ণন। যেই স্বর্গ প্রাপ্ত আশে যোগী ঋষিগণ ॥ অবিরত তপাসনে আছেন মগন। লভিবে হে সেই স্বর্গ ইচ্ছায় আপন ॥ কিসের অভাব আর শুন সব প্রজা। আমাদের হইলেন কৃষ্ণচন্দ্র রাজা ॥ দেখ দেখ প্রজাগণ কত দয়া তাঁর। রথে করি ল'য়ে যাবে স্বর্গের মাঝার ॥ যে কালেতে মথুরায় কংস রাজা ছিল। স্বর্গের কেমন নাম কেহ না শুনিল ॥ এই কথা বলিয়া অক্রূর গুণমণি। লয়ে রথ প্রজা দ্বারে ভ্রমেণ আপনি ॥ এক স্থানে বিজ্ঞ ভদ্র ছিল কয় জন। তাহারা কহিল এই অক্রূরে বচন ॥ এ কেমন আজ্ঞা দিল হরি দয়াময়। নীচ ভদ্র আদি করি যত সমুদয় ॥ সকলেই এক রথে করি আরোহণ। দেখিবে স্বর্গের স্থান করিয়া যতন ॥ এতো তার সুবিচার না হইল এতে। ইতর সঙ্গেতে ভদ্র পারে কি যাইতে ॥ অক্রূর

বলেন, শুন বিজ্ঞ যত জন। ইহার বিধান কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ যখন॥ অবিধানে সুবিধান জানিবে নিশ্চয়। তাঁহার করুণাবলে কিবা নাহি হয়॥ এক সে প্রমাণ শুন যত বিজ্ঞজন। হরি যবে রামরূপ করিলা ধারণ॥ রাবণে মারিয়া করি সীতার উদ্ধার। করিলেন অযোধ্যার মুখে অগ্রসর॥ সেইকালে দেখ রাবণের পুষ্পরথে। বানর কটক আর প্রভু রঘুনাথে॥ চাপিয়া করিলা গতি অযোধ্যা ভুবন। নীচ উচ্চ না করিলা বিচার তখন॥ সেই রথে লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী ছিল। হরি কার্য্য বুঝি তারা কিছু না কহিল॥ সকলই হরির ইচ্ছা হরি দয়াময়। বানরেতে পুষ্পরথে সুখে আরোহয়॥ অতএব বিজ্ঞগণ কি কহিব আর। হরি কাছে উচ্চ নীচ নাহিক বিচার॥ হরি কাছে নীচ হৈলে উচ্চপদ পায়। হরি কাছে উচ্চ হৈল মজে আপনায়॥ অতএব হরি আজ্ঞা করিলেন দান। এক রথে আরোহণ চিন্তা কর আন॥ জগতের কর্ত্তা হরি শ্রীমধুসূদন। তাঁর আজ্ঞা কেবা পারে করিতে লঙ্ঘন॥ এ হেন প্রকারে সে অক্রূর মহাশয়। বুঝাইল বিধিমতে খণ্ডায়ে সংশয়॥ তবু সেই বিজ্ঞগণ হয়ে অভিমানী। না শুনিল অক্রূরের সর্ব্বসার বাণী॥ অক্রূর তাহাতে হয়ে অতি ক্ষুণ্ণ মন। শ্রীকৃষ্ণ-পদেতে সব করিল জ্ঞাপন॥ হরি সেই সব কথা করিয়া শ্রবণ। এই আজ্ঞা করিলেন তাদের কারণ॥ তবে এক কাজ কর অক্রূর সুমতি। যাহারা এরূপ বাক্য কহিল সংপ্রতি॥ তাহাদের লয়ে এই কংস রথোপরে। দেখাইয়া আন স্বর্গ অতীব সত্বরে॥ নীচ শূদ্র আদি করি হাড়ী মুচিগণ। তাহাদের কর তুমি অতীব যতন॥ পুষ্পক বিমান'পরে শীঘ্র চাপাইয়া। দেখাইয়া আন স্বর্গ সত্বর হইয়া॥ কৃষ্ণ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অক্রূর। আনাইল পুষ্পরথ সে মথুরাপুর॥ দারুক সারথি তাহে করয়ে শোভন। না করিলেন পুনঃগতি যথা বিজ্ঞজন॥ অক্রূর সে কংস রথে থাকিয়া তখন। কহিলেন এই কথা যত বিজ্ঞজন॥ যত সব নীচলোক স্বর্গের ভ্রমণে। এই পুষ্পরথ দেখ দিলেন আপনে॥ তোমরা এ কংস রথে কর আরোহণ। ল'য়ে যাই স্বর্গে সবে করিতে ভ্রমণ॥ এত শুনি কহিলেন যত বিজ্ঞজন।

এই কি করিলা হরি বিচার এখন॥ শূদ্র আদি যত সব চণ্ডালের গণ। তারা করিবেক পুষ্পরথেতে ভ্রমণ॥ আমরা ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ যত যত জন। কংস-কাষ্ঠরথে যাব করিতে ভ্রমণ॥ আমাদের কার্য্য নাই স্বর্গের ভ্রমণে। বলগে কৃষ্ণের স্থানে তুমি হে এক্ষণে॥ অক্রূর সে কথা শুনি ঈষৎ হাসিয়া। কহিলেন কৃষ্ণ কাছে সকল আসিয়া॥ কৃষ্ণচন্দ্র এই কথা করিয়া শ্রবণ। কহিলেন অক্রূরেরে এই সে বচন॥ ডাকিয়া আনহ সব যত বিজ্ঞজনে। এতেক তাদের ঘৃণা কেন নীচ জনে॥ আপনে মহৎভাব পরে ভাবে হীন। এই কি বিজ্ঞের কার্য্য গৌরবে প্রবীণ॥ আপনাকে উচ্চ ভাবি পরে দেয় লাজ। এই তো অবিজ্ঞ কার্য্য নরকের কাজ॥ তুচ্ছ নৈলে উচ্চ পদ না মিলে কখন। কিবা রূপ বিজ্ঞ তারা বুঝিব এখন॥ আন আন অক্রূর হে সেই বিজ্ঞজনে। তাহাদের বিজ্ঞ কথা শুনিব শ্রবণে॥ হরির আদেশ পেয়ে অক্রূর সুজন। আনিলেন শীঘ্র করি যত বিজ্ঞজন॥ বিজ্ঞজনে হেরি কৃষ্ণ কহিলেন বাণী। কহ কহ বিজ্ঞজন সবা মুখে শুনি॥ আদেশ করিনু আমি স্বর্গ ভ্রমিবারে। তাহাতে অনিচ্ছা কেন কর আপনারে॥ বিজ্ঞ ভদ্র বলে, হরি করি নিবেদন। শূদ্র আদি হীন জাতি যত যত জন॥ পুষ্পরথে তারা চলে স্বর্গ ভ্রমিবারে। কাষ্ঠরথ আমাদের কৈলে কি বিচারে॥ তুমি দীনবন্ধু হরি দেব নারায়ণ। এই কি বিচার তব মোদের কারণ॥ কৃষ্ণ কন, কি কহিলে তোমরা সকলে। আমি তো না চিনি নীচ জাতি কারে বলে॥ সকল জীবেতে আমি আছি বর্ত্তমান। কর্ম্মেতে পতিত হ'য়ে হীনতা বিধান॥ সেই জীবগণ এবে আমার আজ্ঞায়। পুষ্পরথে স্বর্গে যায় আনন্দিত কায়॥ তোমা সবে নীচ বল তাহাদের তরে। ইহার বিচার আমি করিব কি করে॥ আমার কাছেতে নাই জাতির বিচার। মম কাছে জাতিভেদ বিষম ব্যাপার॥ যেই জন জীবে উচ্চ সদা করে জ্ঞান। সেই জন মম কাছে লভে পরিত্রাণ॥ তাহারাই উচ্চপদ মম কাছে লয়। অহঙ্কারী হৈলে সেই নরকে মজয়॥ নীচ না হইল উচ্চ পদ নাহি মিলে। সাধুর বচন ইহা মানিবে

সকলে ॥ যেই জীব সেই কৃষ্ণ জানে সর্ব্বক্ষণ। হেনরূপ যেই জন চিন্তে অনুক্ষণ ॥ তাহারাই অন্তে পায় আমার চরণ। আমি তাহাদের করি যতনে পালন ॥ পুষ্পরথে আরোহিয়া সেই জীবচয়ে। স্বর্গেতে ভ্রমিবে তারা মম বাক্য লয়ে ॥ তোমরা তাদের বল নীচ জাতি হয়। তাহাদের সঙ্গে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয় ॥ এতে মাত্র শত্রুভাব হয় প্রদর্শন। এই কি বিজ্ঞের রীতি হয় আচরণ ॥ আমাকে দেখিয়া জীব স্বর্গে করে গতি। তাহাদের হীন বল এ কোন ভারতী ॥ জাতি বিদ্যা অহঙ্কারে মত্ত যেই জন। সেই জন নাহি হয় স্বর্গের ভাজন ॥ ইহা বলি কৃষ্ণচন্দ্র যত নীচ জনে। তখনই আজ্ঞা দিল রথ আরোহণে ॥ হীনজন পুষ্পরথে করি আরোহণ। চলিলেক স্বর্গধাম করিতে দর্শন ॥ তাই বলি শুন সবে কৃষ্ণ-ভক্তগণ। তুচ্ছ না হইলে উচ্চ না মিলে কখন ॥ এ কারণে তুচ্ছ বলি ভাবিবে আপনে। অবশ্য রাখিবে কৃষ্ণ নিজ শ্রীচরণে ॥ লোকেতে কলঙ্ক কেন করুক না শত। কৃষ্ণ বলি ডাক মুখে স্থির করি চিত ॥ অবশ্যই কৃষ্ণ দয়া করিবেন দান। বাঞ্ছা কল্পতরু হরি ভব পরিত্রাণ ॥

যমপুরে হরিনামের মাহাত্ম্য বর্ণন

মুনি কন, শুন শুন রাজা জন্মেজয়। অতঃপর কহি কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য বিষয় ॥ কৃষ্ণাজ্ঞায় পুষ্পরথে চড়ি নীচ জাতি। ভ্রময়ে সকল স্বর্গ বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ॥ ব্রহ্মলোক ত্যজি কৈল গোলোকে গমন। ধ্রুবলোক তার পার্শ্বে করি নিরীক্ষণ ॥ জনলোক তপো-লোক আর মহালোক। তৎপরে দর্শন করি ইন্দ্র সুরলোক ॥ উত্তীর্ণ হইল আসি রবিসুত লোকে। সে লোক দেখিয়া সবে অন্তরে চমকে ॥ চৌরাশি নরক কুণ্ড শোভে সারি সারি। করে সব পাপীগণে দণ্ড তদুপরি ॥ কাহার মাথায় মারে লৌহের মুদ্গর। কার' মাথে তপ্ত তৈল ঢালে নিরন্তর ॥ কাহার বা গলদেশে লইয়া বঁড়শী। তুলিতেছে উচ্চস্থানে বান্ধি তায় রশি ॥

কত সে কহিব যমপুরের শাসন। হেরি সব যত পাপী কম্পয়ে সঘন॥ জিজ্ঞাসিল সেই স্থানে সারথির প্রতি। কোথা এ আনিলে রথ কহ হে সম্প্রতি॥ অতি ভয়ঙ্কর স্থান দেখিতে প্রচণ্ড। শোভিতেছে সারি সারি নরকের কুণ্ড॥ সারথি বলয়ে, এই যমের ভবন। ঐ দেখ পাপীগণে দণ্ডে অনুক্ষণ॥ যমের দক্ষিণ দ্বার এই স্থান হয়। এইখানে যমদূতে পাপীকে শাসয়॥ দেখ দেখ কিবা দণ্ড ভোগে পাপিগণ। হস্ত পদ বান্ধা আছে কান্দে সর্ব্বক্ষণ॥ কারে বা ফেলিছে ল'য়ে নরকের কুণ্ডে। কারে বা তুলিতে মাথা গদা মারে তুণ্ডে॥ কোন পাপী-মস্তকেতে বসায় করাত। টানিতেছে অবিরত কষি দুই হাত॥ এইরূপে রথোপরি যত লোক ছিল। যমের দারুণ দণ্ড সবে দেখাইল॥ তৎপরে দারুক সেই শ্রীকৃষ্ণ-সারথি। দেখি পাপীদের দণ্ড হ'য়ে দুঃখমতি॥ চিন্তা করে ইহাদের না দেখি নিষ্কৃতি। কিসে করি ইহাদের এ পাপে মুকতি॥ অবিরত ভুগিতেছে নরক-যন্ত্রণা। ইহাদের উদ্ধারের কি করি মন্ত্রণা॥ এত চিন্তি দারুক সে পাপী নিস্তারিতে। ডাকিতে লাগিল হরি কৃপাসিন্ধুনাথে॥ এসো হরি পুষ্পরথে দেব দয়াময়। অনাথ পাপীর পক্ষে হইয়া সদয়॥ এত বলি কৃষ্ণনাম স্মরিয়া বদনে। দেখাইল পুষ্পরথ সেই পাপীগণে॥ শূন্য হৈতে ক্রমে ক্রমে করিয়া চালিত। নরকের কুণ্ড কাছে করিল আনীত॥ সেইকালে রথে ছিল যত রথিগণ। মথুরানিবাসী সবে পুণ্যবান জন॥ দারুক তাদের ডাকি এ কথা কহিল। কর সবে হরি নাম রথ স্থির হৈল॥ না কর বিলম্ব আর শুন যত জন। এক মন হ'য়ে কর নাম সঙ্কীর্ত্তন॥ সপ্ত স্বর্গ ভ্রমণ করিলে সর্ব্বজনে। এবেতে মজিবে কেন যমের ভবনে॥ হরিনাম এক চিত্তে কর বারম্বার। হরিনামে হয়ে যাবে সকল উদ্ধার॥ এতেক বলিল যদি দারুক সারথি। ভয়ে ভীত হয়ে সব যত ছিল রথী॥ রথে বসি হরি বলি ডাকিতে লাগিল। হরিনাম শব্দে যমপুরী পূর্ণ হৈল॥ সেই হরিনাম কর্ণে শুনি পাপিগণ। একেবারে সর্ব্বপাপে লভিয়া মোচন॥ নরকের কুণ্ড হৈতে করিয়া উত্থান। দেবযানে চড়ি সবে স্বর্গে চলি যান॥

বৃন্দাবনে রাধাযজ্ঞ

এত যদি কহিলেন মুনি মহাশয়। শুনি মহা হৃষ্টমনে রাজা জন্মেজয় ॥ কহিলেন এই কথা মুনির গোচরে। কহ কহ ঋষিবর শুনি তদন্তরে ॥ মথুরায় কৃষ্ণচন্দ্র কৈল আগমন। রাধিকার প্রাণধন মদনমোহন ॥ কৃষ্ণের বিচ্ছেদে তিনি থাকি বৃন্দাবনে। করিলেন কিবা কার্য্য কহ সে এক্ষণে ॥ মুনি কন, নৃপমণি করুন শ্রবণ। বৃন্দাবনে রাধা কৈল যজ্ঞ আরম্ভণ ॥ যজ্ঞ কৈলা নিবারিতে বিরহ অনল। আর বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আনিবার ছল ॥ নিকুঞ্জ কানন হয় অতীব নির্জ্জন। সখী সনে তথা বসি রহে ক্ষুণ্ণ মন ॥ কহিলেন বিনোদিনী রাধা গুণবতী। শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রাণে না বাঁচি সম্প্রতি ॥ বল সুমন্ত্রণা কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ বেদন। কিসে নিবারণ করি জুড়াই জীবন ॥ যে অবধি গেছে কৃষ্ণ সে মধুভুবন। দারুণ বিচ্ছেদানলে দহি সর্ব্বক্ষণ ॥ দহিছে জীবন কৃষ্ণ বিচ্ছেদ আগুনে। কি করিলে কৃষ্ণ পাই এই বৃন্দাবনে ॥ বৃন্দে কয়, কেন কেন্দে রাই হও সারা। বলি শুন শুভ যুক্তি না হও কাতরা। কংসযজ্ঞ ছলে কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। করিলেন মধুপুরে যেমন গমন ॥ তেমনই তুমি রাধে এই বৃন্দাবনে। কর এক যজ্ঞারম্ভ অতি সযতনে ॥ নিমন্ত্রণ পত্র কর আমাকে প্রদান। আমি আনি কৃষ্ণচন্দ্রে এ নিকুঞ্জ স্থান ॥ পত্র ল'য়ে মধুপুরে করিয়া গমন। আনি বৃন্দাবন-চন্দ্রে এই বৃন্দাবন ॥ মধুযজ্ঞ করি রাই মধু বৃন্দাবনে। মধুযজ্ঞে আন্তে যাই শ্রীমধুসূদনে ॥ গোবিন্দ-বল্লভা দেবী বৃন্দে গুণবতী। হেন যুক্তি দিল যদি শ্রীমতীর প্রতি ॥ নিকুঞ্জ কাননে রাধা যজ্ঞ আরম্ভিল। রাধাযজ্ঞ বলি নাম তাহার রাখিল ॥ রাধাযজ্ঞ রাধাসতী রাখিলেন নাম। গোপীগণ সেই যজ্ঞে পূর্ণ করে কাম ॥ নানাজাতি ফল পুষ্প আনে হর্ষ মনে। রাধা কৈল যজ্ঞকুণ্ড নিকুঞ্জ কাননে ॥ যজ্ঞের কুণ্ডেতে অগ্নি জ্বালিয়া শ্রীমতী। কৃষ্ণ বোলে প্রাণ দিবে তাহাতে আহুতি ॥ শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে পেয়ে দারুণ সন্তাপ। কৃষ্ণ বলি দিবে রাধা

যজ্ঞকুণ্ডে ঝাঁপ ॥ যজ্ঞ নিমন্ত্রণ পত্র লিখি এই সব। দিলেন শ্রীবৃন্দা-হস্তে হইয়া উৎসব ॥ বৃন্দে কৈল মধুপুরে কৃষ্ণ বলি যাত্রা। জানাইতে কৃষ্ণচন্দ্রে সে যজ্ঞ-বারতা ॥ ক্রমে উপনীত হৈল যমুনার তটে। হেরিল সে যমুনার নৌকা নাহি ঘাটে ॥ নিরুপায় হ'য়ে বৃন্দে চিন্তিতে লাগিল। আনিবারে কৃষ্ণ দেখি বিঘ্ন উপজিল ॥ আনিবারে যাই কৃষ্ণ মথুরানগরী। অপার কাণ্ডারী হরি ঘাটে নাই তরী ॥ ভবের কাণ্ডারী হরি আনিবারে যাই। ঘাটেতে আসিয়া তরী দেখিতে না পাই ॥ কোথা ওহে দীনবন্ধু অকূল কাণ্ডারী। কিসে পার হই আমি ঘাটে নাই তরী ॥ অপারেতে তুমি হরি হও কর্ণধার। অপারে পড়েছি এতে এ যমুনা পার ॥ শ্রীচরণ-তরী দিয়ে কর হরি পার। দীনবন্ধু দীননাথ দুস্তরে নিস্তার ॥ অপার কাণ্ডারী হরি হও বংশীধারী। না পারি হইতে পার সামান্যা যে নারী ॥ শুনেছি অপারে হরি তোমায় যে ডাকে। শ্রীচরণ-তরী দিয়ে পার কর তাকে ॥ গোপের রমণী আমি নাহি কিছু জ্ঞান। কেমনেতে পাব আমি চরণেতে স্থান ॥ এই যমুনায় হরি হও কর্ণধার। মানস পূরাতে যাই আমি শ্রীরাধার ॥ এসো হরি দীননাথ অপার কাণ্ডারী। এ যমুনা পার কর দিয়ে পদতরী ॥ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ দুর্ল্লভা বৃন্দে নারী। অবিরত ডাকিতেছে ভবের কাণ্ডারী ॥ আর না থাকিতে পারি কৃষ্ণ দয়াময়। বৃন্দে প্রতি অন্তরেতে হইয়া সদয় ॥ তখনই চূড়া ধড়া বান্ধি নটরাজ। আসি দেখা দিল যমুনার জলমাঝ ॥ কৃষ্ণকে জলের মধ্যে হেরি বৃন্দে নারী। কহেন রাধার কথা বিশেষ বিস্তারি ॥ অগ্রেতে বন্দনা করি শ্রীগোবিন্দ পায়। পড়িয়া যমুনা তটে ধরণী লোটায় ॥ এই কথা মুখে বলে ধন্য আমি নারী। দিলে হে যমুনা-জলে দেখা তুমি হরি ॥ জলধর জলমধ্যে নিলে দরশন। তুমি হরি যোগীধ্যায় ব্রহ্ম সনাতন ॥ ব্রহ্মা শিব নাহি পায় তোমাকে হে ধ্যানে। এমন দুর্ল্লভ ধন তুমি নিজ গুণে ॥ সামান্য গোপিকা ভক্তি করিয়া গ্রহণ। দেখা দিলে জলমধ্যে জলদ-বরণ ॥ কৃষ্ণচন্দ্র হাস্যমুখে কহিলেন বাণী। কহ গো গোপিকা-শ্রেষ্ঠ বৃন্দে সুরমণী ॥ কি হেতু যমুনা-তীরে আসিয়া এখন।

লভিলে মনের মধ্যে দারুণ বেদন ॥ কেমন আছেন নন্দ আর যশোমতী। কেমন আছেন মম রাধা গুণবতী ॥ কেন্দে কেন্দে কয় বৃন্দে শুনহ শ্রীহরি। সকলে আছেন ভাল তব নাম করি ॥ সম্প্রতি হে শ্রীমতীর শুন বিবরণ। করেছে নিকুঞ্জে এক যজ্ঞ আরম্ভণ ॥ রাধা-যজ্ঞ নাম তার শুন বংশীধারী। সে যজ্ঞ সৌন্দর্য্য কত বর্ণিতে না পারি ॥ আমি সেই যজ্ঞের হে নিমন্ত্রণ পত্র। লইয়া করেছি যাত্রা তুমি ধর পত্র ॥ ধর ধর ধর পত্র তুমি যজ্ঞেশ্বর। পত্র দৃষ্টি করি মর্ম্ম বুঝুন সত্বর ॥ বৃন্দে-বাক্যে শ্রীগোবিন্দ হইয়ে আনন্দ। করে লয়ে পড়েন সে পত্রের সুছন্দ ॥ আগে পাঠ কৈলা হরি মনে হর্ষ মানি। সেবকানু সেবকী শ্রীরাধা বিনোদিনী ॥ অসংখ্য প্রণাম তব পাদপদ্ম'পরে। দাসীরে করোনা ঘৃণা রাখিও অন্তরে ॥ নিকুঞ্জ কাননে যজ্ঞ কল্য হে হইবে। আপনি হইয়ে কর্ত্তা সব সমাধিবে ॥ রাধাযজ্ঞে রাধানাথ করিবে গমন। পত্র দ্বারা তব পদে কৈনু নিমন্ত্রণ ॥ তুমি অন্তর্য্যামী হরি কি বলিব আর। যে কারণ মম যজ্ঞ সব জান তার ॥ পত্র পাঠে দিবে দেখা নিকুঞ্জ কাননে। তুমি বৃন্দাবনচন্দ্র এসো বৃন্দাবনে ॥ অধিক কি কব তোমা তুমি চিন্তামণি। যাগ যজ্ঞ তব সেই চরণ দুখানি ॥ তোমার চরণে গঙ্গা সদা সুশোভিত। নিকুঞ্জেতে বিল্বদল আছয়ে রাজিত ॥ গঙ্গাজল বিল্বদল করে একত্রিত। শ্রীদুর্গা বলিয়া যজ্ঞে করিব অর্পিত ॥ যজ্ঞেশ্বরী ক্ষেমঙ্করী যজ্ঞে অধিষ্ঠান। এসো হে নিকুঞ্জারণ্যে দেব ভগবান ॥ তুমি হরি সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর নারায়ণ। দাসীর পত্রিকা কর যতনে গ্রহণ ॥ পত্রিকায় কি জানাব আর আমি ব'লে। এসো হে কমলাকান্ত হৃদয়-কমলে ॥ দর্শনার্থে দরশন এই আকিঞ্চন। নিমন্ত্রণ পত্রে ইতি জানিবে কারণ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-আজ্ঞায় উদ্ধবের বৃন্দাবন যাত্রা

শুন জন্মেজয় রাজা হ'য়ে একমন। অতঃপর কহি কৃষ্ণ-লীলার কথন ॥ জলমধ্যে জলধর বরণ শ্রীহরি। রাধাযজ্ঞে নিমন্ত্রণ গ্রহণ সে করি ॥ মথুরার সিংহাসনে করি আরোহণ। রাখিতে সে রাধিকার যজ্ঞ নিমন্ত্রণ ॥ মনে মনে সুমন্ত্রণা করিয়ে তখন। কহিলেন উদ্ধবেরে করিয়া যতন ॥ নিকুঞ্জ কাননে রাধা যজ্ঞ আরম্ভিল। অদ্য যাইবারে মোরে বিশেষ লিখিল ॥ যাও হে উদ্ধব তুমি মধু বৃন্দাবনে। রাধা-যজ্ঞ হের গিয়া নিকুঞ্জ কাননে ॥ এত বলি দেব হরি উদ্ধবের প্রতি। বৃন্দাবন যাইবারে দিলা অনু-মতি ॥ পাইয়া মাধব-আজ্ঞা উদ্ধব তখন। রথে করি কৈল যাত্রা মধু-বৃন্দাবন ॥ নিকুঞ্জ কাননে যথা যজ্ঞ করে রাধা। তথা উপনীত হৈল জ্ঞান বিশারদা ॥ রথোপরে রন সে উদ্ধব গুণমণি। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ বর্ণ নীলকান্ত মণি ॥ ভেদ মাত্র চূড়া ধড়া আর বংশী নাই। ভৃগুপদ বক্ষে হীন আর সমুদাই ॥ রথে আসি দেখা দিল নিকুঞ্জ কাননে। হেরি সব গোপীগণ আনন্দিত মনে ॥ আইলেন কৃষ্ণ-চন্দ্র এই মনে মানি। ছুটিল নিকুঞ্জ বনে যতেক গোপিনী ॥ কৃষ্ণ এলো কৃষ্ণ এলো গোপীগণ কয়। দর্শনার্থে ব্রজবাসী চলে সমুদায় ॥ উদ্ধব রথেতে বসি ভাবেন তখন। কৃষ্ণ ভাবি আইসে গোপী করিতে দর্শন ॥ আর তো আমার এই রথে থাকা নয়। হইল বিপদ ঘোর আসিয়া হেথায় ॥ কোথা হে বিপদহারী শ্রীমধুসূদন। উপায় কি করি এবে রক্ষ নারায়ণ ॥ এত বলি কৃষ্ণ নাম স্মরিয়া বদনে। রথ হৈতে নামি সেই নিকুঞ্জ কাননে ॥ শ্রীমতীর পাদ-পদ্মে করিয়া প্রণতি। দাণ্ডাইল মধ্যস্থলে হ'য়ে নম্রমতি ॥ শ্রীমতী বলেন, কৃষ্ণ একি তব ভাব। কোন্ ভাবে দেখি তব ভাবের অভাব ॥ কোন্ ভাবে চূড়া ধড়া করিয়া গোপন। আসিয়া নিকুঞ্জ-বনে দিলে দরশন ॥ কোন্ ভাব প্রকাশিলে ওহে ঘনশ্যাম। আসিয়ে দাসীর পদে করিলে প্রণাম ॥ রাধার বিষম ভক্তি হেরিয়া উদ্ধব। মনেতে হইয়া তিনি মহা নিরুৎসব ॥ গলেতে বসন দিয়া করি কৃতাঞ্জলি। বলিতে লাগিল বাক্য ভক্তিরসে গলি ॥ শুন গো

শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণ-ভামিনী। তুমি হও ব্রহ্মময়ী চৈতন্যরূপিণী॥ কেন এত ভ্রান্ত হৈলে মনেতে আপন। কাহারে শ্রীকৃষ্ণ বলি কর সম্বোধন॥ কৃষ্ণ নই আমি হই শ্রীকৃষ্ণের দাস। আইলাম তব পদ করি অভিলাষ॥ উদ্ধব আমার নাম মথুরায় রই। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা সদা মস্তকেতে বই॥ কৃষ্ণাজ্ঞায় আইলাম এ নিকুঞ্জ বনে। তুমি গো করেছ যজ্ঞ শুনিয়া শ্রবণে॥ নিমন্ত্রণ কৈলে তুমি শ্রীহরির প্রতি। তিনি পাঠালেন মোরে এ ব্রজ বসতি॥ তুমি কৈলে নিমন্ত্রণ যজ্ঞের কারণ। কৈ গো নিকুঞ্জে যজ্ঞ করি নিরীক্ষণ॥ প্রভু করেছেন আজ্ঞা এ দাসের প্রতি। রথে করি আনিবে হে আমার শ্রীমতী॥ শীঘ্র চড় ব্রজেশ্বরী মম পুষ্পরথে। শীঘ্রগতি করি গতি মথুরার পথে॥ রাধা কন, কে তুমি হে রথ-আরোহণে। উদ্ধব নামেতে এলে নিকুঞ্জ কাননে॥ উদ্ধব কি কৃষ্ণ তুমি কেমনে চিনিব। কি ভাবে এমন ভাব কিসে বা জানিব॥ কোথা রাখি চূড়া ধড়া ওহে হৃষীকেশ। এলে এ নিকুঞ্জে ধরি উদ্ধবের বেশ॥ আর সন্দ মনে বড় হইল এখন। রথ আরোহণে এলে নিকুঞ্জ কানন॥ ত্রেতাযুগে এইরূপ রথ সুশোভিয়া। বনবাসে দিয়াছিলে ছলনা করিয়া॥ পঞ্চমাস গর্ভবতী ছিলাম যখন। লক্ষ্মণ দেখাতে ল'য়ে বাল্মীকির বন॥ তথায় রাখিয়া দুঃখে করিলে প্রস্থান। হরিষে বিষাদ হ'য়ে কণ্ঠাগত প্রাণ॥ দ্বাপরেতে এ আবার কিবা ছল করি। রথসজ্জা করি এলে তাই ভেবে মরি॥ পুনঃ বুঝি শ্রীরাধারে দিতে বনবাস। অভিলাষ করেছেন দেব শ্রীনিবাস॥ আবার হে কেন বনে আমাকে পাঠায়ে। পূরাবেন মনোসাধ আনন্দে বসিয়ে॥ একবার পঞ্চবটী কানন মধ্যেতে। রথে আরোহণ করি দুঃখের জন্যেতে॥ রাবণ হরিয়া ল'য়ে কত কষ্ট দিল। অদ্যাপি স্মরণ হৈলে জীবন বিকল॥ তাই বলি হে উদ্ধব থাকিতে জীবন। আর না করিব আমি রথে আরোহণ॥ প্রথমেতে পঞ্চবটী তৎপরে অশোক। তদন্তেতে বাল্মীকি বন হৃদে মহাশোক॥ এবে এই নিকুঞ্জ বনেতে করি বাস। চিরকাল আমার ভাগ্যেতে বনবাস॥ জন্ম গেল বনে বনে কি বলিব আর। আর না চড়িব আমি রথে পুনর্ব্বার॥ উদ্ধব বলেন, রাধে জনক নন্দিনী।

বাল্মীকির তপোবন কহিলে কাহিনী ॥ কহ সেই রাম অবতারের কথন। তব মুখে শুনে কর্ণ জুড়াই এখন ॥ সে বাল্মীকি বনে তুমি কত কষ্ট পেলে। কেমনে বা রথে করি তথাকারে গেলে ॥ কহ কহ রাধা সতী করিয়া প্রকাশ। তোমার মুখেতে শুনি পূর্ণ করি আশ ॥ মুনিগণ স্থানে আমি করেছি শ্রবণ। রামায়ণ হয় সর্ব্ব পাপের মোচন ॥ দস্যুর প্রধান অগ্রে রত্নাকর ছিল। রামায়ণ শুনি মুনি বাল্মীকি লিখিল ॥ তুমি বৃন্দাবনে রাধে সীতা ঠাকুরাণী। কহ নারায়ণী শুনি তৃপ্ত করি প্রাণী ॥ কিরূপেতে তুমি দেবী সীতা-রূপী হৈয়া। উঠিলে রাবণ-রথে কহ প্রকাশিয়া ॥ সেই সীতা রূপ এবে করিয়া ধারণ। বৃন্দাবনে কর রাম গুণের কীর্ত্তন ॥ একে রামায়ণ তায় তুমি হবে সীতে। বৃন্দাবন মাঝে হেরি এ পাপ আঁখিতে ॥ দেহস্থিত পাপ তাপ সব করি আন। মনেতে সদাই হই আনন্দ বিধান ॥ উদ্ধব পরম সাধু শ্রীকৃষ্ণের দাস। এত বলি করিলেন মনে অভিলাষ ॥ উদ্ধবের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে শ্রীমতী। হইলেন বৃন্দাবনে সীতা গুণবতী ॥ যেমন রামের সীতা হলেন শ্রীমতী। আপনি নিকুঞ্জবন শোভার প্রকৃতি ॥ পঞ্চবটী তুল্য বন হইল শোভন। প্রত্যক্ষেতে দেখা গেল কুটীর রচন ॥ লক্ষ্মণের গণ্ডীরেখা হয় বর্ত্তমান। বসে রন সীতাদেবী তার মধ্য-খান ॥ বৃন্দাবনে হেন যবে হইল ঘটন। আচম্বিতে যোগী সেজে আইল রাবণ ॥ উদ্ধব নিকুঞ্জ বনে থাকি বর্ত্তমান। ভোজবাজী প্রায় সব করে দরশন ॥ মায়া-যোগী সেজে সে রাবণ দুরাচার। কক্ষে ভিক্ষাঝুলি করি ডাকে বারম্বার ॥ কোথা ওগো সীতা সতী রামের বনিতা। বড়ই অন্তরে আমি হয়েছি ক্ষুধিতা ॥ দয়া করি কিছু মোরে ভিক্ষা কর দান। তোমার প্রসাদে আমি রক্ষা করি প্রাণ ॥ অতিথি দেখিয়া সীতা হইয়া চিন্তিতা। কুটীর বাহিরে আসি হ'য়ে শ্রদ্ধান্বিতা ॥ যোগীবরে করিলেন ভক্তিতে প্রণাম। কহিলেন, ক্ষণকাল করহ বিশ্রাম ॥ একামাত্র আছি আমি পঞ্চবটী বনে। গিয়াছেন রামচন্দ্র ফল অন্বেষণে ॥ দেবর লক্ষ্মণ তাঁর সঙ্গে অনুগত। একা কুলবধূ গৃহে আছি গো নিয়ত ॥ কুলবধূ গৃহ হৈতে বাহিরে না যাই। কেমনেতে দিব ভিক্ষা কহি

আমি তাই ॥ মায়া-যোগী বলে, শুন সীতা ঠাকুরাণী। গৃহেতে আইনু আমি অতিথি আপনি ॥ বিমুখ হইয়া যদি আমি যাই ফিরে। বড় অমঙ্গল হবে তব সে পতিরে ॥ সীতা বলে, শুন শুন অতিথি ব্রাহ্মণ। গণ্ডীর ভিতরে ভিক্ষা করহ গ্রহণ ॥ হস্ত বাড়াইয়া দাও গণ্ডীর ভিতর। ভিক্ষা দিয়া তুষ্ট করি তোমার অন্তর ॥ মায়া-যোগী বলে, শুন শ্রীরামের নারী। গণ্ডীর ভিতরে ভিক্ষা লইবারে নারি ॥ গৃহস্থের ধর্ম্ম যদি রাখিবারে চাও। গণ্ডীর বাহিরে আসি তুমি ভিক্ষা দাও ॥ এত বলি ক্রোধযুক্ত হয়ে ঋষিবর। কিছু দূর চলে গেল হইয়া অন্তর ॥ অতিথি বিমুখ হয় দেখিয়া তখন। সীতাদেবী অমঙ্গল চিন্তি মনে মন ॥ যোগীরে ডাকিয়া ভিক্ষা করে ধরি ল'য়ে। গণ্ডীর বাহিরে এলো ভক্তিযুত হ'য়ে ॥ যোগীবর হেরি সীতা গণ্ডীর বাহিরে। মনেতে পরমানন্দ গিয়া ধীরে ধীরে ॥ যোগীবেশ তখনই করি পরিহার। ধরিয়া বিকট মূর্ত্তি রাবণ-আকার ॥ ধরিলেন বল করি সীতাদেবী-কেশে। দশ মুণ্ড প্রকাশিয়া ঘন ঘন হাসে ॥ সেই সে রাবণ মূর্ত্তি উদ্ধব দেখিয়া। পলান নিকুঞ্জবন ভয়েতে ছাড়িয়া ॥ উদ্ধবের সেই ভাব হেরিয়া শ্রীমতী। মায়া সম্বরণ করি হ'য়ে সুস্থমতি ॥ পূর্ব্বেতে যেমন রাধা নিকুঞ্জ কাননে। সেইভাবে বসিলেন বিরস বদনে ॥ ডাকিয়া বলেন, কোথা বৈষ্ণব উদ্ধব। রথ ছাড়ি কোথা গেলে শ্রীকৃষ্ণ বান্ধব ॥ উদ্ধব বলেন, দেবী কি কহিব আর। প্রত্যক্ষেতে দেখি দুষ্ট রাবণ আকার ॥ এখনও মম প্রাণ হয় কম্পমান। আছে কি গিয়াছে অগ্রে কহ সে সন্ধান ॥ তার সে দুর্জ্জয় মূর্ত্তি করি নিরীক্ষণ। ভয়েতে ছাড়িয়া যাই নিকুঞ্জ কানন ॥ শ্রীমতী বলেন, কহ উদ্ধব কেমন। নিকুঞ্জ কাননে কোথা হেরিলে রাবণ ॥ শুনিয়াছি ত্রেতাযুগে রাবণ দুর্জ্জন। পঞ্চবটী বনে কৈল সীতাকে হরণ ॥ শ্রীরামের হাতে সে রাবণ গেল মরি। আবার সে রাবণেরে দেখিলে নেহারী ॥ ত্রেতায় আছিল কোথা জনক-নন্দিনী। দ্বাপরেতে বৃন্দাবনে রাধা বিরহিণী ॥ কেমনে নিকুঞ্জ বনে সীতা সতী বল। রাবণ আসিয়া তারে হরণ করিল ॥ কিবা অসম্ভব কথা কহ হে উদ্ধব। পরম বৈষ্ণব তুমি শ্রীকৃষ্ণ-বান্ধব ॥ নিকুঞ্জেতে

সীতা আর রাবণ দর্শন। তব কথা শুনে পাই মনেতে বেদন॥ সে যা হোক আর কথা বলি হে উদ্ধব। তুমি শ্রীকৃষ্ণের হও পরম বান্ধব॥ রাবণে তোমার কেন এত ভয় মনে। রাবণে দেখেছ বলে পলাও ভবনে॥ এত যদি কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীমতী কহিল। উদ্ধবের মনে কিছু ভরসা হইল॥ বসিলেন শ্রীমতীর নিকটেতে গিয়া। না দেখে রাবণ সীতা ফিরিয়া ঘুরিয়া॥ নিকুঞ্জেতে যেন রাধা তেন শোভা পান। কোথা সেই পঞ্চবটী না পান সন্ধান॥ এক দৃষ্টে উদ্ধব যে রাধামুখ হেরে। মুখে বাস দিয়া রাধা হাসেন অন্তরে॥ শ্রীমতী মুচকী হাসে উদ্ধব হেরিয়া। তাহাতে মনেতে কিছু আতঙ্ক মানিয়া॥ মনে মনে এই তাঁর হৈল অনুমান। বুঝি সে রাবণ সীতা আছে গুপ্তস্থান॥ নিকুঞ্জেতে গুপ্তস্থানে রাধা রাখিয়াছে। মনে ভয় বাহির করিয়া দেন পাছে॥ অদ্ভুত ভাগবতে এই লীলার কথন। নিকুঞ্জে উদ্ধব হেরে সীতার হরণ॥

রাধা স্থানে উদ্ধবের বিদায় গ্রহণ

উদ্ধব যে বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ কাননে। দুর্জ্জয় রাবণ রূপ হেরিয়া নয়নে॥ আর না থাকিতে ইচ্ছা করিয়া তথায়। কহিলেন, শ্রীমতীরে প্রণমিয়া পায়॥ শুন ওগো সারাৎসারা রাধে ব্রহ্মময়ী। সাঙ্গ হলো রাধাযজ্ঞ দেখি সমুদায়ী॥ এবে আর কি কহিব তোমার চরণে। সাধ ছিল তোমা ল'য়ে যাব কৃষ্ণ-স্থানে॥ রথের প্রমাণ যাহা দেখালে সম্প্রতি। একেবারে নিবারিলা সেই সে প্রবৃত্তি॥ ধন্য ধন্য যজ্ঞ তুমি করিলে এক্ষণে। সীতারূপ দেখিলাম নিকুঞ্জ কাননে॥ তব যজ্ঞ তুল্য যজ্ঞ আর কোথা নাই। যা না দেখি ত্রিলোকেতে দেখালে তাহাই॥ তোমার অদ্ভুত যজ্ঞ হেরিয়া নয়নে। কৃতার্থ হইনু আমি নিজ প্রাণে মনে॥ ধন্য ধন্য হইলাম আমি গো এখন। নিকুঞ্জেতে রাধা-যজ্ঞ করিনু দর্শন॥ হেন যজ্ঞ কেবা কোথা করেছে দর্শন। রাবণ ও সীতা রাধাকৃষ্ণের মিলন॥ ইহা বলি উদ্ধব সে শ্রীমতী চরণে। করিয়া প্রণাম অতি ভক্তিযুত মনে॥ শুভযাত্রা

করিলেন রাধার চরণে। রথ চালাইয়া দিলা শ্রীমধুভবনে
রাধাযজ্ঞ বর্ণনেতে অধিক বিষয়। কহিনু সংক্ষেপে আমি সা
সমুদয়॥ রাধাযজ্ঞ এইরূপে সম্পূর্ণ হইল। ভক্তগণ মুে
সদা হরি হরি বল॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম অন্তে যেন পাই
কর এই আশীর্ব্বাদ সকলে জানাই॥

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

প্রভাস খণ্ড

পঞ্চম খণ্ড

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলা প্রসঙ্গে অতিথি শালার বিবরণ কথন

দীননাথ দীনবন্ধু করুণা-সাগর। লীলা হেতু উদিলেন ধরণী উপর ॥ অগ্রে বৃন্দাবনলীলা করিয়া যতনে। তদন্তে মথুরা লীলা কংসের নিধনে ॥ অন্তে জরাসন্ধ-ত্রাসে জগবন্ধু হরি। সুনির্ম্মাণ করিলেন নামে দ্বারাপুরী ॥ সমুদ্রের মধ্যে সে দ্বারকাপুরী শোভে। সে পুরী দর্শনে দেবগণ সদা লোভে ॥ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল সে দ্বারকাপুরী। অদ্ভুত প্রণালী তার কহিবারে নারি ॥ সেই সে দ্বারকাপুরে দেব-নারায়ণ। বসিলেন সিংহাসনে কাঙ্গালের ধন ॥ ব্রহ্মা আসি স্তুতি পাঠ আরম্ভ করিল। দেব হরি দেব সব তাহে মন দিল ॥ এ হেন সময়ে ঋষি সৌতিক প্রবর। উপস্থিত হইলেন সভার ভিতর ॥ তাঁরে হেরি কৃষ্ণচন্দ্র করুণাসাগর। করিলেন তাঁর প্রতি অতি সমাদর ॥ বসিতে দিলেন স্থান সভার ভিতরে। কত মিষ্ট আলাপন হয় পরস্পরে ॥ কহিলেন কৃষ্ণ-চন্দ্র সৌতি ঋষি প্রতি। দেখ হে দ্বারকাপুর শোভার প্রকৃতি ॥ বিশ্বকর্ম্মা বিরচিল এ দ্বারকাপুরী। সতত প্রফুল্ল মন সুসৌন্দর্য্য হেরি ॥ স্থানে স্থানে দেবালয় পরম সুন্দর। উড়িছে পতাকা সব অতি মনোহর ॥ কিবা অট্টালিকা সব করেছে নির্ম্মাণ। হেরিয়া সদাই সুশীতল মন প্রাণ ॥ এত যদি কহিলা শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। বিনয়েতে সৌতি কন তাঁর বিদ্যমান ॥ ওহে দয়াময় হরি কাঙ্গাল ঠাকুর। হয়েছে দ্বারকাপুর সুন্দর প্রচুর ॥ যেন তব নাম হরি হয়

দয়াময়। তেনরূপ কার্য্য কই দেখি মহাশয়॥ আত্মসুখী হৈলে তারে সুখী নাহি বলি। পরসুখে সুখী হৈলে তারে সুখী বলি॥ কাঙ্গালে যে দয়া করে হ'য়ে দয়াবান। কাঙ্গাল ঠাকুর তাঁরে কহি বিদ্যমান॥ তুমি যত দয়াবান ওহে দয়াময়। প্রকাশিয়া কহি আমি সে সব বিষয়॥ জন্ম নিলে রাজকুলে দৈবকী উদরে। যশোদারে মা বলিলে গোকুল-নগরে॥ কিছুদিন ব্রজপুরে করি অবস্থান। করিলে হে কত লীলা তুমি ভগবান॥ যশোদা-তুলাল হৈলে সুখের কারণ। ক্ষীর সর ননী ভুঞ্জি 'কাটালে জীবন॥ আর কথা বলি ওহে শ্রীমধুসূদন। চরাইলে ধেনু বৎস থাকি বৃন্দাবন॥ তাহাতেও মহাসুখ তুমি হে ভুঞ্জিলে। কাননের মিষ্ট ফল কিছু না রাখিলে॥ রাখালের গণ সব বনে প্রবেশিয়া। তব লাগি মিষ্ট ফল যত্নে আহরিয়া॥ দিত হে বদনে তব দেব নারায়ণ। খাইয়ে হইতে সুখী তাহে সর্ব্বক্ষণ॥ আর হে বাজায়ে বাঁশী নিকুঞ্জ কাননে। কত লীলা কৈলে তাহা ভেবে দেখ মনে॥ গোপীগণে ল'য়ে রাস কৈলে হে মুরারি। সে সুখের কথা আমি বর্ণিতে না পারি॥ আত্মসুখে সুখী হৈলে থাকি ব্রজপুর। নাম খ্যাত কৈলে তুমি কাঙ্গাল ঠাকুর॥ কাঙ্গাল ঠাকুর যদি কাঙ্গাল কারণ। কিবা কার্য্য কৈলে হরি কহ সে এখন॥ আত্মসুখী হ'য়ে তুমি ব্রজে কাটাইলে। তারপর ছল করি কংসে নিপাতিলে॥ কংস ধ্বংস করি ওহে শ্রীমধুসূদন! বার দিলে সিংহাসনে সুখের কারণ॥ মথুরায় সুখে কাল করিয়া ক্ষেপণ। এবে দ্বারকায় আসি সুখেতে মগন॥ বিশ্বকর্ম্মা বিরচিল সুখের আগার। দর্শন করিয়া হও আনন্দ অপার॥ তাই বলি এই কথা ওহে নারায়ণ। কাঙ্গাল ঠাকুর তুমি শ্রীমধুসূদন॥ কাঙ্গালের উপকার কিছু নাহি দেখি। মনে মনে হৈনু আমি অতিশয় দুঃখী॥ এবে এই নিবেদন হরি দয়াময়। কাঙ্গালের পক্ষে যেন শুভদৃষ্টি হয়॥ তব নামে সকল কাঙ্গাল তরে যায়। তাদের সাহায্য কিছু কর আপনায়॥ এইকালে কাঙ্গালেরা দুঃখেতে মগন। করহে করুণা দানে তাদের তারণ॥ কাঙ্গাল সাহায্য হেতু এই সে উচিত। সত্বরে অতিথিশালা করুন প্রস্তুত॥ কাঙ্গাল

ঠাকুর তুমি কাঙ্গাল কারণ। দ্বারকায় কর এক কাঙ্গাল-ভবন॥ দেশ ও বিদেশে আছে কাঙ্গাল যতদূর। কাঙ্গালের কর সেবা কাঙ্গাল-ঠাকুর॥ কাঙ্গাল-ঠাকুর তোমা কহে সর্ব্বজন। কিছু দয়া কর এবে কাঙ্গাল কারণ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া তাদের প্রাণ গেল। অন্নাভাবে শীর্ণ তনু গায়ে নাহি তৈল॥ বস্ত্রাভাবে বৃক্ষ ছাল করে পরিধান। শয্যাভাবে করি রয় ধূলায় শয়ন॥ কেহ বা তোমার নাম করিয়া হে সার। গৃহ ছাড়ি করিয়াছে গাছতলা সার॥ কেহ আত্মসুখ একেবারে পরিহরি। কৌপীন আঁটিয়া স্বীয় কুটীর উপরি॥ হরে কৃষ্ণ হরে রাম সদাকাল ডাকে। তব পাকে পাকে তারা পড়িছে বিপাকে॥ ইহকালে কর কিছু তাহাদের হিত। কাঙ্গাল-ঠাকুর তুমি ধরায় বিদিত॥ একে একে সেই সব কাঙ্গালে আনিয়া। কর তুমি সেবা দান আপন ভাবিয়া॥ কাঙ্গালের সেবা কর কাঙ্গাল-ঠাকুর। আনন্দেতে পূর্ণ হৌক এ দ্বারকাপুর॥ কাঙ্গাল-ঠাকুর তুমি কাঙ্গালেই চিনে। কাঙ্গাল চতুর বড় ডাকে দিনে দিনে॥ কাঙ্গাল-ঠাকুর নাম রাখ ওহে হরি। তবে মহা শোভাময় হবে দ্বারাপুরী॥ এত বলি সৌতিক সে মুনি মহাশয়। করিল প্রস্থান যথা হয় নিজাশ্রয়॥ অধম কাঙ্গাল কয় শ্রীকৃষ্ণ চরণে। ভুলোনা ভুলোনা হরি আছি এক কোণে॥ এই আশা পূর্ণ হয় ওহে নারায়ণ। নিদানেতে পাই যেন ও রাঙ্গা চরণ॥

শ্রীকৃষ্ণের কাঙ্গাল আলয় নির্ম্মাণ

এত যদি সৌতি ঋষি বলিল প্রচুর। কাঙ্গালে করিয়া দয়া কাঙ্গাল-ঠাকুর॥ দ্বারকায় নির্ম্মাইতে কাঙ্গাল-আলয়। ডাকিলেন বিশ্বকর্ম্মে হইয়া সদয়॥ বিশ্বকর্ম্মা আসি হরিপদে প্রণমিল। আজ্ঞার অপেক্ষা করি দাঁড়ায়ে রহিল॥ সেই কালে ভক্তবাঞ্ছা পূরাইতে হরি। কহিল বিশাই প্রতি সকল বিস্তারি॥ শুন ওহে বিশ্বকর্ম্মা আমার বচন। দ্বারকায় কর এক কাঙ্গাল-ভবন॥ দ্বারকায় যা করেছ গৃহ মনোহর। তদপেক্ষা কর গৃহ পরম সুন্দর॥ আমি নির্ম্মাইনু নিজে ধ্রুবের আলয়। গোলোক

বৈকুণ্ঠ হ'তে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় ॥ তদপেক্ষা কর তুমি কাঙ্গাল আলয়। বিছাইয়া দেও মণি হীরা সমুদয় ॥ স্বর্ণ ও রূপায় কর ভিতরে গঠন। তার পরে কর মণি মাণিক্য শোভন ॥ মণির আলোকে পুরী হবে দীপ্তমান। তেন স্থান যেন কোথা না হয় প্রমাণ ॥ রত্নের ভৃঙ্গার আর রত্ন সিঁড়ি পিঁড়ি। বিরচিয়া কর তেন কাঙ্গালের পুরী ॥ দেখিবা মাত্রেতে যেন মুনি-মন হরে। হেরিয়া সন্তুষ্ট আমি করিব তোমারে ॥ কৃষ্ণচন্দ্র হেন যদি কৈল আজ্ঞা-দান। তদন্তে বিশাই যায় করিতে নির্ম্মাণ ॥ তখনই দ্বারকার মধ্যস্থলে গিয়া। গৃহের পত্তন কৈল মনে আনন্দিয়া ॥ আড়ে দীর্ঘে বারো ক্রোশ করিল পত্তন। চৌদিকে প্রাচীর তোলে করি সুশোভন ॥ তার মধ্যে কত গৃহ করিল রচিত। শোভা তার কত কব রতনে গঠিত ॥ সারি সারি ঘর সব পুরের মধ্যেতে। দ্বারে শোভে দ্বারবান অস্ত্র করি হাতে ॥ হইল অসংখ্য গৃহ পরম সুন্দর। সবেতে উড়িছে ধ্বজা অতি মনোহর ॥ খাট ও আসন পিঁড়ি তৈজসাদি করি। সর্ব্ব গৃহে শোভা পায় শোভার মাধুরী ॥ রতনে গঠিত সব কত কারু কাজ। হেরিলে দেবের রাজ মনে পায় লাজ ॥ সূর্য্যকান্ত-চন্দ্রকান্ত গৃহে মণি জ্বলে। সদাকাল দীপ্তিমান তার প্রভাবলে ॥ মধ্যে মধ্যে দেবালয় করিল সুন্দর। মণিতে গঠিল কান্তি দেব মনোহর ॥ মন্দিরের ঊর্দ্ধদেশে উড়য়ে পতাকা। পতাকায় কত কাজ শোভে মনোলোভা ॥ কাঙ্গালগণেতে সব করিবে পূজন। যাহাতে উপজে ভক্তি করিল এমন ॥ তদন্তে বিশাই নিজে হয়ে সাবধান। করিলেন অতিথির ভোজন বিধান ॥ লক্ষ মণ তণ্ডুল যাহাতে হবে পাক। তার মত আহরিল ব্যঞ্জনাদি শাক ॥ দধি ক্ষীর ছানা ননী দুগ্ধ আদি করি। কত যে রাখিল আনি কহিতে না পারি ॥ ভারে ভারে রাখি দিল মিষ্টান্ন সকল। দেবের দুর্ল্লভ বস্তু অতীব রসাল ॥ তদন্তে রাখিল ফল করিয়া যতন। কত তার কব নাম নাহিক তেমন ॥ গোছা গোছা স্বর্ণথাল আশে পাশে শোভে। যাহাতে অতিথি-মন সদাকাল লোভে ॥ বসন রাখিল সব করি স্তূপাকার। রেশমী পশমী করি বিবিধ প্রকার ॥ যাহে যার হবে মন সে

পরিবে তাই। কোনরূপ বসনের অভাব যে নাই॥ পরিবার সহ আসি কাঙ্গালের গণ। তথায় করিবে বাস চিন্তি মনে মন॥ নানাবিধ আভরণ রাখিল তথায়। ইচ্ছামত তুষিবেক আসিয়া হেথায়॥ কতেক কহিব আর না হয় বর্ণন। কোনরূপে কোন বস্তু নহে অঘটন॥ এরূপ কাঙ্গাল-গৃহ রচিয়া বিশাই। যাইলেন কৃষ্ণ কাছে লইতে বিদায়॥ হেরি কৃষ্ণচন্দ্র হয়ে মহা পুলকিত। রাখিল বিশাই-মান যেমন উচিত॥ তদন্তে লিখিয়া পত্র কাঙ্গালের প্রতি। করিতে কাঙ্গালগণে তথায় বসতি॥ অধম আশ্বাসি সদা শ্রীকৃষ্ণ-চরণ। লিখিলেন এই গ্রন্থ করিয়া রচন॥

শ্রীকৃষ্ণের দারুক সারথি কর্তৃক কাঙ্গালগণকে নিমন্ত্রণ পত্র প্রদান পূর্ব্বক আনয়ন

এরূপে কাঙ্গাল-গৃহ হইলে নির্ম্মাণ। কাঙ্গালেরে দয়াবান হয়ে ভগবান॥ আপনি সারথি শুভ দারুকে ডাকিয়া। পত্র লিখি এই কথা দিলেন কহিয়া॥ রথে করি যাও ওহে দারুক চতুর। দেশ দেশান্তরেতে নিবসে যত দূর॥ যে জনে দেখিবে কৃষ্ণ নাম উচ্চারিয়া। করিতেছে সদা ভিক্ষা ভক্তিতে মোহিয়া॥ তাহারে তুলিয়া রথে করিয়া যতন। আনিবে হে এই মম কাঙ্গাল-ভবন॥ আর সেই কোথা কৃষ্ণ কাঙ্গাল-ঠাকুর। বলিয়া করয়ে ভিক্ষা গিয়া সব পুর॥ তাকেও আনিবে তুমি রথ আরোহণে। রাখিবে যতন করি কাঙ্গাল-ভবনে॥ কিন্তু যারা তুচ্ছ মাত্র পেটের লাগিয়া। দ্বারে দ্বারে করে ভিক্ষা মহাতুষ্টি দিয়া॥ তাদের কহিবে পদব্রজেতে আসিতে। যেন কর্ম্ম তেন ফল পাবে দ্বারকাতে॥ ইহা বলি কৃষ্ণচন্দ্র দারুকের প্রতি। আনিতে কাঙ্গালগণে দিলেন আরতি॥ শ্রীকৃষ্ণ-আজ্ঞায় রথ দারুক ছাড়িল। দেশ দেশান্তরে গিয়া ভ্রমিতে লাগিল॥ যেখানে যতেক পাইল শ্রীকৃষ্ণ-কাঙ্গাল। তুলিল সকলে রথে হইয়া দয়াল॥ তাহা হেরি পেটার্থীক

কাঙ্গালের গণ। কহিল দারুক প্রতি এই সে বচন॥ আমা সবে তুলি লও রথের উপর। যাই সে দ্বারকাপুর শ্রীকৃষ্ণ-গোচর॥ শুনিয়া দারুক কয়, শুনহ বচন। সামান্য পেটের জন্য তোমরা এমন॥ কি আর বলিব আমি তোমাদের ভাই। তোমা সবে লৈতে রথে কৃষ্ণ-আজ্ঞা নাই॥ পদব্রজে এস সবে কৃষ্ণের গোচর। যেন কর্ম্ম তেন ফল হইবে গোচর॥ ইহা বলি তাহা সবে দারুক সারথি। শ্রীকৃষ্ণ-কাঙ্গাল লয়ে করিলেক গতি॥ শ্রীকৃষ্ণ-কাঙ্গাল আনি কাঙ্গাল ভবনে। নিবেদন কৈল আসি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে॥ কাঙ্গাল ঠাকুর কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। আইল কৃষ্ণ-কাঙ্গাল শুনিয়া তখন॥ দরশন দিয়া সব কাঙ্গালের গণে। করিলেন সন্তোষিত মধুর বচনে॥ শ্রীকৃষ্ণ-কাঙ্গাল পেয়ে কৃষ্ণ দরশন। একেবারে সুখার্ণবে হইয়া মগন॥ গলায় বসন দিয়া করি যোড়হাত। হেরেন সে কৃষ্ণচন্দ্র জগতের নাথ॥ কৃষ্ণের কাঙ্গাল তারা পেয়ে কৃষ্ণধন। জুড়াইল মন প্রাণ হর্ষ সর্ব্বক্ষণ॥ কাঙ্গাল ঠাকুর হরি কাঙ্গালে পাইয়া। নিযুক্ত হলেন নিজে সেবার লাগিয়া॥ স্বর্ণপীঠে কাঙ্গালে বসায়ে শ্রেণী মত। স্বর্ণ ভৃঙ্গারের বারি ঢালিয়া নিয়ত॥ কাঙ্গালের পদধৌত যতনে করিয়া। পরালেন পট্টবস্ত্র অতি শোভনীয়া॥ তদন্তরে স্বর্ণথালে অন্নাদি ব্যঞ্জন। ঘৃতকুল্য মধুকুল্য রসনা রঞ্জন॥ দিব্য রূপে সাজাইয়া করিয়া যতন। একে একে করালেন সকলে ভোজন॥ ভোজনের পরে রত্ন-পালঙ্ক উপরে। শোয়ালেন একে একে সব কাঙ্গালেরে। সুখের অবধি নাই কাঙ্গাল-আলয়। এইরূপে নিত্য সেবা কাঙ্গালের হয়॥ দেশে দেশে এই কথা হৈল জনরব। দ্বারকায় হয় মহা কাঙ্গাল-উৎসব॥ সকল কাঙ্গাল আসি তথায় জুটিল। কাঙ্গাল-ঠাকুর কৃষ্ণ কাঙ্গালে তুষিল॥ নিত্য হয় লক্ষ মণ তণ্ডুল রন্ধন। ভোজনে কাঙ্গালগণ সদা হৃষ্ট মন॥ বৃন্দাবনে এই কথা যতেক গোপিনী। শুনিলেক তারা সেই আতিথ্য কাহিনী॥ কৃষ্ণের কাঙ্গালী যত দেশে দেশে ছিল। সকলে আনিয়া কৃষ্ণ যতনে রাখিল॥ শ্রীনন্দ যশোদা আদি যতেক গোপিনী। ব্রজে এরা সকলেই কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী॥ যে কালে এ কথা সবে করিল

শ্রবণ। কৃষ্ণ-কাঙ্গালের সেবা করে অনুক্ষণ॥ সকলেতে এই যুক্তি করিল তখন। কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী মোরা হই সর্ব্বজন॥ চল সবে আমরাও যাই রথোপরে। হেরিতে সে কালশশী নয়ন গোচরে॥ কাষ্ঠরথে চলি গেল কাঙ্গালের গণ। মনোরথে যাব সবে ব্রজবাসিগণ॥ বৃন্দে বলে, দেখিব দেখিব এই বার। কার আছে কৃষ্ণে মন কেমন প্রকার॥ কত কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী হও সর্ব্বজন। চল সবে করি গিয়া কৃষ্ণ দরশন॥ এত বলি বৃন্দে সতী মুদিল নয়ন। মনে মনে মনোরথে কৈল আরোহণ॥ কৃষ্ণ বলি মনোরথে বৃন্দে আরোহিল। পবন সারথি হয়ে শূন্যেতে তুলিল॥ বৃন্দে মনোরথে গেল হেরিয়া শ্রীমতী। শ্রীকৃষ্ণে চিন্তিয়া চিতে মনে হয়ে প্রীতি॥ শ্রীমতিও মনোরথে কৈল আরোহণ। শূন্যোপরে তুলি লয়ে চলয়ে পবন॥ তদন্তে গোপিনী গোপ নন্দ যশোমতী। সকলেই মনোরথে স্থির কৈল মতি॥ মনোরথে যবে সবে কৈল আরোহণ। পবন শূন্যেতে লয়ে করিল গমন॥ ক্রমে শূন্যপথে আসি পবন বেগেতে। দ্বারকার দ্বারদেশে উতরে সবেতে॥ ব্রজের রমণী সব শূন্যের উপরে। বিনা রথে উত্তরিল শ্রীকৃষ্ণের দ্বারে॥ তাহা হেরি কৃষ্ণদ্বারে যত দ্বারিগণ। একেবারে মহাভয়ে হইল মগন॥ দ্বারকা নিবাসী যত একথা শুনিয়া। হেরিতে আইল বড় আশ্চর্য্য মানিয়া॥ নর নারী সবে হেরি সে হেন ব্যাপার। ধন্য ধন্য বলি সবে মানে চমৎকার॥ দ্বারিগণ গিয়া সব শ্রীকৃষ্ণ গোচরে। জানাইল সমাচার ভয়ার্ত্ত অন্তরে॥ অন্ত-র্য্যামী হরি সব অন্তরে জানিল। মনোরথে চড়ি ব্রজ-রমণী আইল॥ যথার্থ-ই তারা হয় কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী। এল সবে মনোরথে মম রাজধানী॥ অন্তর্য্যামী হরি জানি অন্তরে আপন। তখনই দ্বারে আসি দিল দরশন॥ প্রত্যক্ষেতে মনোরথে সবে নিরখিয়া। সমাদরে আহ্বানিলা যতন করিয়া॥ আসুন আসুন বলি করি সম্বোধন। ডাকিলেন নিজস্থানে করিয়া যতন॥ যত গোপ গোপীগণ মনোরথে ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র হেন যদি আহ্বান করিল॥ সকলেই আসি তথা কাঙ্গাল-ভবনে। বসিলেন কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত আসনে॥ বসিলেন নন্দ আদি যত গোপনারী। কৃষ্ণ দেন সবা-

কারে ভৃঙ্গারের বারি ॥ স্বর্ণ ভৃঙ্গারের বারি দেন সবা পদে। বিপদ ভঞ্জন হরি রাখিতে স্বপদে ॥ হেরিয়া বৃন্দে রমণী হাস্য করি কন। এই কি বিচার তব হলো কৃষ্ণধন ॥ মোরা কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী শুনহ শ্রীহরি। আমা সবে দেও স্বর্ণ ভৃঙ্গারের বারি ॥ কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী বলে, ওহে নারায়ণ। আইলাম তব এই কাঙ্গাল-ভবন ॥ কাঙ্গালিকে এই ভক্তি কেবা কোথা করে। কে দেয় কাঙ্গালে জল স্বর্ণের ভৃঙ্গারে ॥ এত কেন কাঙ্গালেরে ভক্তি তব হয়। কহ কহ কৃষ্ণচন্দ্র করুণ-হৃদয় ॥ কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী মোরা চিরদিন হই। কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী হয়ে ব্রজপুরে রই ॥ কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী প্রতি এত দয়া কেন। কহ দেখি সেই কথা শ্রীমধু-সূদন ॥ কৃষ্ণ কন, শুন তবে যত ব্রজনারী। তোমাদের তুলনায় নাহি আর নারী ॥ তোমরাতো কভু নও কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী। কৃষ্ণ-ধনে ধনী বলি চিরকাল জানি ॥ তোমারা হে কৃষ্ণধন দাতা সর্ব্ব-ক্ষণ। সকলেরে কর কৃষ্ণধন বিতরণ ॥ তোমাদের হৃদয় [illegible]ার হৈতে আনি। মথুরায় স্থাপিলেন কংস নৃপমণি ॥ কৃষ্ণ-[illegible] করিয়া তোমরা সর্ব্বজন। একেবারে কংস রাজে করিলে মোচন ॥ তোমাদের পুণ্যবলে কংস নৃপমণি। বৈকুণ্ঠে গমন কৈল স্বয়ং আপনি ॥ তোমাদের কৃষ্ণধন পেয়ে কংসরায়। করিলেন স্বর্গলাভ নির্ব্বাণ যথায় ॥ তোমাদের কৃষ্ণধন দ্বারায় হে জান। মথুরায় দ্বারকায় আর যত স্থান ॥ সকলেই কৃষ্ণধনে হৈল ধন-বান। বিচারিয়া দেখ সবে লভে পরিত্রাণ ॥ এবে তোমাদের সেই হৃদি কৃষ্ণধন। দ্বারকায় দীন-গৃহে করি বিচরণ ॥ সকল কাঙ্গালগণে করে বিতরণ। সকলেই কৃষ্ণধনে ধনী সে এখন ॥ কেন বৃন্দে বল মোরা কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী। তোমরা যথার্থ হও কৃষ্ণ ধনে ধনী ॥ ইহা বলি কৃষ্ণচন্দ্র সবে শান্ত করি। গোপ গোপী-গণে ল’য়ে অতি সমাদরি ॥ গৃহের ভিতরে সবে বসায়ে যতনে। করিতে লাগিলা সেবা আনন্দিত মনে ॥ নন্দ আর যশোদার বন্দি শ্রীচরণ। নানা উপচারে কৈল বিবিধ পূজন ॥ আর নাহি যেতে কারে দিল বৃন্দাবনে। রহিলেন ভক্তগণ পরম যতনে ॥ ভাণ্ডরীর মতে এই লিখিনু এক্ষণে। শুনিবেক যতনেতে হয়ে

এক মনে ॥ অদ্ভুত ভাগবত কথা অদ্ভুত কথন। অধমেতে বিরচিল করিয়া যতন ॥ বিশ্বাস করিবে সবে পুরাণের মতে। মতি গতি থাকে যেন মম নিদানেতে ॥

কাঙ্গাল-ভবনে হনুমানের আগমন ও ভোজন

কাঙ্গাল-ভবন কৈল দেব ভগবান। শুনিল কদলী বনে বীর হনুমান ॥ নিত্য নিত্য লক্ষ মণ তণ্ডুলের অন্ন। রসুই হইয়া থাকে কাঙ্গালের জন্য ॥ ক্ষীর সর ছানা ননী প্রভৃতি করিয়া। ভুঞ্জান কাঙ্গালগণে তুষ্টির লাগিয়া ॥ কত শত বৈসে তথা কাঙ্গালের গণ। ভোজন করিয়া মনসুখে সর্ব্বজন ॥ ইহা জানি যুক্তি কৈল পবন-নন্দন। আমি যাব অদ্য সেই কাঙ্গাল-ভবন ॥ সামান্য কাঙ্গাল বেশে করিয়া গমন। ভক্ষণ করিব তাঁর যত আয়োজন ॥ লক্ষ মণ তণ্ডুলের অন্ন যত হয়। সকল খাইব রামচন্দ্রের দয়ায় ॥ ক্ষুদ্র হয়ে অন্ন তাঁর খাইব প্রচুর। দে[illegible] কেমন তিনি কাঙ্গাল-ঠাকুর ॥ গ্রাসে গ্রাসে সব অন্ন ক[illegible] ভক্ষণ। কাঙ্গাল-সেবায় বিঘ্ন করিব ঘটন ॥ এত বলি হনুমা[illegible] পবন-নন্দন। হইলেন অতি বৃদ্ধ আকারে আপন ॥ অন্তহীন দন্ত-হীন পক্ক সর্ব্ব কেশ। দাড়ি গোপ সব পক্ক অতি বৃদ্ধ বেশ ॥ যষ্টিতে করিয়া ভর কাঁপিতে কাঁপিতে। উপনীত হইলেন দ্বারকা পুরেতে ॥ যথায় কাঙ্গাল-গৃহ কৈল দয়াময়। তথায় যাইয়া হনু উপস্থিত হয় ॥ হেরিলেন লক্ষ মণ তণ্ডুলের অন্ন। রান্ধি সব করিয়াছে গৃহ পরিপূর্ণ ॥ রাশিকৃত অন্ন সেই দেখি হনুমান। মনে মনে রামচন্দ্রে করিতে প্রদান ॥ বলে কোথা রঘুপতি কাঙ্গাল-ঠাকুর। আইলাম দ্বারকায় মানসে প্রচুর ॥ তুমি দয়া-ময় দেব জগতের হৃষ্ট। কাঙ্গাল ভোজনে একবার কর দৃষ্ট ॥ ত্রেতায় রাঘব রূপে আমারে প্রসন্ন। কৃষ্ণরূপে দ্বারকায় এবে অবতীর্ণ ॥ সর্ব্ব জীবে সম দয়া তব রঘুপতি। এবে কাঙ্গালেরে দয়া প্রকাশিলে অতি ॥ ত্রেতাযুগে মোরে হরি হৈলে দয়াবান। নিমিষেতে ভস্ম কৈনু স্বর্ণ লঙ্কাখান ॥ ইন্দ্রজিতে মারিলাম যজ্ঞ ধ্বংস করি। দুর্জ্জয় রাবণে দিনু যমের নগরী ॥ সকলি

তোমার দয়াগুণে ভগবান। অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি করি লম্ফদান॥ কি আর কহিব হরি তোমার চরণে। সীতা উদ্ধারিয়া এসে অযোধ্যা ভুবনে॥ যেই দিন করিলেন লক্ষ্মণ-ভোজন। যত কৈলা যজ্ঞদ্রব্য যত আয়োজন॥ সকল ভুঞ্জিনু আমি হেলায় রাঘব। সীতাদেবী মানিলেন নিজে পরাভব॥ এবে যদি সেই দয়া থাকে তব হরি। লক্ষ মণ তণ্ডুলের অন্ন খাব কাড়ি॥ গ্রাসে গ্রাসে সব অন্ন করিব ভোজন। না রাখিব একজন করিতে ভক্ষণ॥ এত বলি হনুমান মায়া প্রকাশিয়া। রান্ধনীগণেরে কন মিনতি করিয়া॥ শুনহ পাচক বিপ্র আছ যত জন। আমাকে কিঞ্চিৎ অন্নে করহ তোষণ॥ অতি বৃদ্ধ হই আমি অন্ত দন্ত হীন। কিছু না খাইতে পারি তনু দেখ ক্ষীণ॥ চলিতে উছটী পড়ি ক্ষুধায় কাতর। এক মুষ্টি অন্ন দিয়া পূরাও উদর॥ যদ্যপি খাইতে পারি লইব চাহিয়া। মুষ্টি অন্ন দিয়া মম তুষ্ট কর হিয়া॥ ছলে হনুমান এল ইহা না বুঝিল। সূপকারগণে মহা দয়া উপজিল॥ এক মুষ্টি অন্ন লয়ে করিয়া যতন। হনুমানে প্রদানিল ভক্ষণ কারণ॥ হনুমান মনে মনে বলেন তখন। অগ্রেই করেছি অন্ন শ্রীরামে অর্পণ॥ এক্ষণে প্রসাদ অন্ন করিব ভক্ষণ। কর হরি আজ্ঞা দান দাসের কারণ॥ তোমার প্রসাদে যেন এই অন্ন কাড়ি। হেলা করি ভুঞ্জিবারে গ্রাসে গ্রাসে পারি॥ এত কহি হনুমান পবন-নন্দন। ছদ্মবেশে আরম্ভিল করিতে ভোজন॥ অগ্রেতে শ্রীরাম বলি অন্নে দিলা হাত। তদন্তে বদনে তুলি শূন্য কৈলা পাত॥ হাসিতে হাসিতে হনু তখন কহিল। বড়ই উত্তম খেয়ে মুখ জুড়াইল॥ আর কিছু অন্ন মোরে দেহ দ্বিজগণ। খাইয়া উদর করি সম্পূর্ণ পূরণ॥ অরুচির রুচি অন্ন করিয়াছ পাক। দিব্য রুচি হল মম খেয়ে এই পাক॥ শুনিয়া পাচক বিপ্র যত জন ছিল। আর কিছু অন্ন ল'য়ে হনু-পাতে দিল॥ যেমন পাতেতে অন্ন করিল প্রদান। অমনি বদনে দিয়া কহে হনুমান॥ সুমিষ্ট লেগেছে অন্ন আমার বদনে। দেও অন্ন শীঘ্র করে খাই তুষ্ট মনে॥ স্বর্ণ থাল হ'তে অন্ন দুটী দুটী দাও। ইহাতে আমার শুধু বিরক্ত জন্মাও॥

ঝুড়ি করে স্তূপাকারে অন্ন দেও পাতে। ভুঞ্জিয়া সন্তুষ্ট হ'য়ে চলি যাই পথে ॥ সুধা সম এই অন্ন হয়েছে রন্ধন। ইহা বলি হনু করে বিক্রম আপন ॥ বিপ্রগণ বলে তুমি কেমন কাঙ্গাল। এসেছ কৃষ্ণকে বুঝি করিতে কাঙ্গাল ॥ পূর্ব্বেতে কহিলে তুমি রুচি মম নাই। মুষ্টি অন্ন দিলে খেয়ে গৃহে চলে যাই ॥ দুই বার আনি অন্ন দিনু তব পাতে। তবু বল এত ক্ষুধা না পারি দাঁড়াতে ॥ দশ কুড়ি ঝুড়ি অন্ন দেও শীঘ্র করি। খাইয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবারণ করি ॥ কেমন কাঙ্গাল তুমি এলে বৃদ্ধ বেশ। চিনিতে না পারি তুমি থাক কোন দেশ ॥ পবন-নন্দন কন, শুন বিপ্রগণ। দাতব্য অন্নেতে হও কেন হে কৃপণ ॥ রেখেছ সকল অন্ন করিয়া প্রচুর। ঢালিয়া ঢালিয়া সব করিয়াছ চূড় ॥ এতে যদি নাহি কর মম ক্ষুধা দূর। তবে কিসে হবে কৃষ্ণ কাঙ্গাল-ঠাকুর। কাঙ্গাল-ঠাকুর বলি কাঙ্গাল এসেছি। এক দিন মাত্র আমি খাইতে বসেছি ॥ এতে যদি মম ক্ষুধা নাহি হয় দূর। কেমনে জানিব কৃষ্ণ কাঙ্গাল ঠাকুর ॥ আন আন শীঘ্র অন্ন আন বিপ্রগণ। কাঙ্গাল-ভোজনে বিঘ্ন করো না এখন ॥ ইহা শুনি বিপ্রগণ ক্রোধিত হইয়া। দশ কুড়ি ঝুড়ি অন্ন দিলেক আনিয়া ॥ নিমেষ মধ্যেতে হনু সে অন্ন খাইয়া। অন্ন আন অন্ন আন কহেন ডাকিয়া ॥ বৃদ্ধ বাক্যে বিপ্রগণ হয়ে ক্রোধ মন। বলে, বেটা দেখি করে কতেক ভোজন ॥ এত বলি সকলেই মিলি বিপ্রগণ। অন্ন আনিবারে কৈল আরম্ভ তখন ॥ বিংশতি জনেতে অন্ন বহি বহি আনে মাথে। করয়ে প্রদান সেই হনুমান-পাতে ॥ ঝুড়ি ঝুড়ি অন্ন আনি দেয় বিপ্রগণ। পেছু না হইতে হনু করয়ে ভক্ষণ ॥ শেষেতে অভাবে অন্ন ক্ষীর সর করে। যেখানে যতেক ছিল সে কাঙ্গাল-পুরে ॥ সকল আনিয়া দিল হনুর ভক্ষণে। রামের কৃপায় হনু ভুঞ্জি তুষ্ট মনে ॥ অবশেষে ফল মূল যাহা কিছু ছিল। হনুর কাছেতে আনি সব ধরি দিল ॥ হনুমান ইচ্ছা সুখে সকলি ভুঞ্জিল। হনুর ভোজনে সবে পরাস্ত মানিল ॥ তখন সে পরস্পরে বলয়ে বচন। লক্ষ মণ চাল কৈনু সকলে রন্ধন ॥ আর যত দ্রব্য কৃষ্ণ-ভাণ্ডারেতে ছিল।

একা ঐ বৃদ্ধ বেটা সকলি খাইল ॥ হনুমান বলে, কোথা গেলে বিপ্রগণ। আর কি ভাণ্ডারে আছে কহ হে এখন ॥ ক্রোধে বলে বিপ্রগণ হনুমান কাছে। দশ লক্ষ মণ চাল রন্ধনের আছে ॥ হনুমান বলে, ক্ষুধা না হইলে দূর। এতে কি হবেন কৃষ্ণ কাঙ্গাল-ঠাকুর ॥ শীঘ্র করি লক্ষ মণ তণ্ডুল হে আন। চর্ব্বণ করিয়া ক্ষুধা নাশিব এখন ॥ এক কাঙ্গালের ক্ষুধা না হইল দূর। এতেই হবেন কৃষ্ণ কাঙ্গাল-ঠাকুর ॥ আন আন শীঘ্র আন তণ্ডুল সকল। চর্ব্বণ করিয়া নাশি এ ক্ষুধা অনল ॥ বৃদ্ধ কাঙ্গালের কথা শুনি বিপ্রগণ। ভয়েতে কৃষ্ণের কাছে করিয়া গমন ॥ কহিলেক, শুন হরি দেব দয়াময়। কোথা হৈতে হৈল এক কাঙ্গাল উদয় ॥ দেখিবারে অতিবৃদ্ধ অন্ত দন্ত হীন। এমন দেখিনা হরি ভোজনে প্রবীণ ॥ লক্ষ মণ চাউলের অন্ন সে খাইল। অবশেষে ভাণ্ডারেতে যত চাল ছিল ॥ চর্ব্বণ করিয়া সব উদরে পূরিল। ক্ষীর সর ছানা ননী সব খেয়ে দিল ॥ ভাণ্ডার করিল খালি আর কিছু নাই। তবু বলে ক্ষুধানলে পুড়ে মৈনু ভাই ॥ এক কাঙ্গালের ক্ষুধা না হৈল দূর। এতেই কি কৃষ্ণ নাম কাঙ্গাল-ঠাকুর ॥ কোথা হৈতে এল হরি এমন কাঙ্গাল। একাই করিয়া দিল তোমাকে কাঙ্গাল ॥ হেন কথা কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া শ্রবণ। আইলেন শীঘ্র যথা পবন-নন্দন ॥ হেরিয়া কৃষ্ণকে হনু লজ্জা পেয়ে মনে। ভক্তিতে বন্দনা করি অভয় চরণে ॥ কহিলেন, শুন কৃষ্ণ দেব দয়াময়। শুনিলাম দ্বারকায় কাঙ্গাল-আলয় ॥ করিলেন দয়া দান কাঙ্গালে প্রচুর। বাড়াইতে নিজ নাম কাঙ্গাল-ঠাকুর ॥ নিত্য হয় লক্ষ মণ তণ্ডুলের অন্ন। খাইয়া কাঙ্গাল সব ত্যজিয়াছে ক্ষুণ্ণ ॥ কহ কৃষ্ণ দয়াময় আমাকে বিরলে। লক্ষ মণ চালে কি কাঙ্গাল সেবা চলে ॥ সামান্য আমার ক্ষুধা না হইলে দূর। লক্ষ মণে কিসে হবে কাঙ্গাল-ঠাকুর ॥ অর্দ্ধ ক্ষুধা মম মাত্র লক্ষ মণে গেল। এবে কি উপায় করি সেই কথা বল ॥ হনুর বাক্যেতে হরি লজ্জায় মগন। অন্তরেতে করিলেন লক্ষ্মীকে স্মরণ ॥ শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে লক্ষ্মী থাকিতে না পারি। সত্বরে দিলেন দেখা কাঙ্গালের পুরী ॥ সেই কালে কৃষ্ণচন্দ্র হনুমানে কন। ভোজন করহ পুনঃ

হে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ॥ তব ক্ষুধা যদি পারি করিবারে দূর। তবে তো হইব আমি কাঙ্গাল-ঠাকুর ॥ কৃষ্ণচন্দ্র এই কথা যেমন বদনে। নিঃসরণ করিলেন পবন-নন্দনে ॥ অমনই লক্ষ্মীমাতা স্বর্ণ থাল ধরি। নানাবিধ ব্যঞ্জনেতে পাত্র পূর্ণ করি ॥ বলিলেন হনুমানে, করহ ভোজন। যত খাবে তত দিব তোমার কারণ ॥ হাস্য করি হনু কন, শুন গো জননী। লক্ষ্মণ ভোজন আমি সে সকল জানি ॥ যোগাইতে না পারিলে আমার ভোজন। সেই হনুমান আমি করুন স্মরণ ॥ এবে স্বর্ণ থাল ধরি দ্বারকা পুরেতে। এলেন আমার জন্যে কাঙ্গাল-গৃহেতে ॥ লক্ষ্মী কন শুন শুন পবন কুমার। আনিয়াছি অন্ন তুমি করহ আহার ॥ হনুমান রামচন্দ্রে করিয়া স্মরণ। আরম্ভ করিল পুনঃ করিতে ভোজন ॥ অন্তরেতে লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রতি বলে। মম ভক্তি থাকে যদি চরণ কমলে ॥ যত অন্ন প্রদানিবে এ দাসের পাতে। চক্ষের নিমিষে খাব সব আনন্দেতে ॥ এত বলি হনুমান অন্ন খায় বসি। যত খায় তত বাড়ে না ফুরায় বেশী ॥ ক্ষুদ্র অবতার হনু পবন-নন্দন। জঠরে প্রদীপ্ত ব্রহ্ম-অগ্নি সর্ব্বক্ষণ ॥ গ্রাসে গ্রাসে সব অন্ন খায় বীর দাপে। সব ভস্ম হয় ব্রহ্ম-অগ্নির উত্তাপে ॥ জঠরেতে যার ব্রহ্ম-অগ্নি দীপ্তমান। সে কি কভু আহার করিয়ে ক্ষান্ত পান ॥ বিশেষ হনুর আছে দেবতার বর। চতুর্যুগে ধরামাঝে রহিবে অমর ॥ ভোজনে হইল ক্রমে দিবা অবসান। দেখি হনুমানে স্তব করে ভগবান ॥ যথার্থ গৌরব তব পবন-নন্দন। তব কাছে পরাভব লক্ষ্মীর এখন ॥ হনু বলে, ওহে কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। তব ঐ পাদপদ্মে যার থাকে মন ॥ তাহার কোথায় পরাভব এ সংসারে। ও চরণ জোরে তার কাছে সবে হারে ॥ আমি তব চরণের দাস হই দাস। তোমার প্রসাদে মম বীরত্ব প্রকাশ ॥ কদলী কাননে রই অতি ক্ষুদ্র মতি। তোমার ভাণ্ডার লুঠি মম কি শকতি ॥ বন ফল মূলে যার উদর সংপূর্ণ। সে কি খেতে পারে লক্ষ মণ চাল-অন্ন ॥ আমার বীরত্ব বল তব শ্রীচরণ। তুমি অন্তর্য্যামী হরি জ্ঞাত আত্মা মন ॥ তব পাদপদ্মে যার মন বান্ধা হয়। তার কাছে ইন্দ্র চন্দ্র সবে পরাজয় ॥ তাহার

প্রমাণ প্রভু করুন শ্রবণ। বলি সে সামান্য কথা তোমার সদন ॥ দাতাকর্ণে পরাভব করিবারে হরি। গেলেন স্বয়ং বিপ্রবেশ ভূষা করি ॥ ছলে কর্ণে সত্যপাশে করিয়া বন্ধন। কহিলেন তব পুত্রে করিব ভক্ষণ ॥ তারা ঐ পদ জোরে ওহে নারায়ণ। স্ত্রী পুরুষ মিলে করে পুত্রকে ছেদন ॥ তব সত্য রক্ষা করি ওহে নারায়ণ। মরা পুত্রে বাঁচাইলে বিখ্যাত ভুবন ॥ তোমার পদের দাস সেই কর্ণ হয়। তাহাকে মারিলে প্রভু করিবারে জয় ॥ বলিরাজ ঐ পদ চিনিতে না পেরে। রহিল যাইয়া কোথা রসাতল পুরে ॥ বলি যদি তব পদ চিনিতে পারিত। তবে কি তাহারে সে পাতালে যেতে হৈত ॥ যে জন জেনেছে প্রভু ও পদ বৈভব। তাঁর কাছে সদা তব জানি পরাভব ॥ তাই বলি ওহে কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। আমি পশুজাতি হই অতি অভাজন ॥ আমার হৃদয়পদ্মে তুমি কর বাস। আপনা ভাণ্ডার কৈলে আপনই গ্রাস ॥ তব শ্রীচরণদাস হয় যেই জন। কটাক্ষে গ্রাসিতে পারে এই ত্রিভুবন ॥ একারণ এইমাত্র নিবেদন হরি। মন যেন থাকে ঐ চরণ উপরি ॥ কেবা জানে তব তত্ত্ব তুমি তত্ত্বময়। ব্রহ্মাণ্ড তোমার ভাণ্ডে তুমি নিরাশ্রয় ॥ সকলে অর্পিয়া ভার নিজে ভার লও। দোষ কৈলে বৈরী হ'য়ে তারে সংহারও ॥ দেহ ধরি যেই জীব তোমা না চিনিল। তবে তো জনম সেই বৃথাই লইল ॥ কি আর বলিব হরি তোমার চরণে। নিজে পশুজাতি স্তব জানিব কেমনে ॥ যেরূপ আমার পরে তব আছে দয়া। যুগে যুগে সেইরূপ দিও পদছায়া ॥ অধম কাঙ্গাল কয় শ্রীকৃষ্ণ চরণে। ভুলোনা ভুলোনা হরি আছি এক কোণে ॥

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত

———

প্রভাস খণ্ড

ষষ্ঠ খণ্ড

নরমেধ-যজ্ঞ কথন

এত যদি কহিলেন মুনি মহাশয়। ভক্তি করি কহিলেন রাজা জন্মেজয় ॥ ওহে ঋষি কিবা কথা করালে শ্রবণ। শ্রবণ করিয়া মম জুড়াল জীবন ॥ এবে কৃপা করি ঋষি এ দাসের প্রতি। কহ নরমেধ যজ্ঞ সুন্দর ভারতী ॥ নরমেধ-যজ্ঞ কথা করিতে শ্রবণ। বড়ই আগ্রহ চিত্ত শুন তপোধন ॥ কোন রাজা করিলেন নরমেধ-যজ্ঞ। কেবা হেন ভূমণ্ডলে ছিল মহা প্রাজ্ঞ ॥ কোন হেতু হেন যজ্ঞ তিনি আচরিল। নরমেধ-যজ্ঞ করি এ ভব তরিল ॥ মুনি কন' নৃপমণি করুন শ্রবণ। কহি সেই কথা আমি করিয়া কীর্ত্তন ॥ নহুষ নামেতে ছিল নৃপ চূড়ামণি। বলদর্পে জয়ী হৈল ত্রিভুবনে তিনি ॥ ঋষি অপমান করে সেই সে রাজন। হইলেন সর্পযোনি পাপের কারণ ॥ যযাতি নামেতে তার আছিল তনয়। তাহারে কহিল এই যজ্ঞের বিষয় ॥ আজ্ঞা দিলা নরমেধ-যজ্ঞ করিবারে। তিনি আচরেন যজ্ঞ এ-বিশ্ব সংসারে ॥ বিশ্বকর্ম্মে আনি যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাইল। মনোহর করি এক বেদী বিরচিল ॥ কত শত পতাকা তাহাতে উড়াইল। যজ্ঞ পার্শ্বে আম্র শাখা কদলী রোপিল ॥ পুষ্প গঙ্গাজল আর অগুরু চন্দন। বিল্বদল পট্টবস্ত্র বিবিধ রতন ॥ বড়ই করিল সেই যজ্ঞ আয়োজন। কিছুতেই নাই কোন দ্রব্য অনটন ॥ আতপ তণ্ডুল আর ঘৃতের কলসী রাখিলেক স্থানে স্থানে করি রাশি রাশি ॥ এইরূপ যজ্ঞ দ্রব্য করি আয়োজন। করিলেক এক রথ উত্তম শোভন ॥ রত্নে

বিভূষিত করি তাহাতে সারথি। করিলেন নিয়োজিত মনে হ'য়ে প্রীতি ॥ তৎপরে রাজার পুত্র সে রথ উপর। তুলিলেন বহু রত্ন হয়ে যত্নপর ॥ ধন রত্ন তুলি সেই রথের উপর। করিলেন সারথিকে এই সে উত্তর ॥ শুন শুন সারথি হে আমার বচন। তোমার রথেতে এই দিলাম যে ধন ॥ এই ধন দিয়ে এক দ্বিজের নন্দন। আন তুমি ক্রয় করি করিয়া যতন ॥ পঞ্চম বর্ষের শিশু বয়সেতে হবে। লাগে ধন আরো দিব বিমুখ না হবে ॥ যথা পাও তথা যাও ভ্রমি দেশে দেশে। আনিবে যতন করি মম আজ্ঞা বশে ॥ যত দিন না পাইব দ্বিজের নন্দন। না করিবে গতি হেন আমার বচন ॥ রহিলাম তবাশ্বাসে শুন হে সারথি। আনিয়া দ্বিজের পুত্র কর মম প্রীতি ॥ যত দিন তুমি নাহি ফিরিয়া আসিবে। ততদিন মম যজ্ঞ সম্পূর্ণ না হবে ॥ এত বলি সারথিরে রাজার নন্দন। রথ চালাবারে আজ্ঞা করিল তখন ॥ শিরে ধরি রাজ-আজ্ঞা সারথি সত্বর। চালাইয়া দিল রথ গমনে তৎপর ॥

সারথির দ্বিজপুত্র অন্বেষণ

মুনি বলে, শুন ওহে রাজা জন্মেজয়। সারথি সে রথ ল'য়ে ভ্রমণ করয় ॥ এড়াইল কত দেশ রথে করি ভর। সম্মুখেতে প্রাপ্ত হলো একটি নগর ॥ তথায় হেরিল দ্বিজ অনেকের বাস। সারথি হইয়া মনে পরম উল্লাস ॥ এই কথা করিলেক তথায় প্রচার। দেখ মম সঙ্গে ধন আছয়ে অপার ॥ যদি কোন তেজবন্ত দ্বিজ মহাশয়। এই সে অগাধ ধন লয়ে সমুদয় ॥ ইচ্ছায় করেন নিজ পুত্রকে বিক্রয়। সব অর্থ দিয়ে লয়ে যাই সে তনয় ॥ ইহা শুনি তথাকার যত বিপ্রগণ। হাস্য করি কহিলেন এই সে বচন ॥ কাহার সারথি এই নির্ব্বোধ পাগল। কোন্ রাজা পাঠাইল এরে করি ছল ॥ এমন নিষ্ঠুর কেহ আছয়ে জগতে ॥ ধনলোভে পুত্র দিবে হৃদয় হইতে ॥ দূর রে সারথি তোর মুখেতে আগুন। ধন দিয়ে লবে তুমি পুত্ররত্ন ধন ॥ এমন দরিদ্র নাই আমাদের দেশে। ধন লয়ে পুত্র দিবে সুখ অভিলাষে ॥ দূর

দূর দূর বেটা পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন। এখানে ওরূপ কথা না বল কখন॥ এত বলি সারথিরে দিল তাড়াইয়া। সারথি চলিয়া গেল রথ চালাইয়া॥ পুনর্ব্বার সে সারথি অতি বুদ্ধিমান। রথ ফিরাইয়া আনি হ'য়ে সাবধান॥ জনার্দ্দন নামে এক দ্বিজ দুঃখী ছিল। তাঁহার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হৈল॥ পাঁচটী পুত্রের পিতা সেই জনার্দ্দন। এমন সম্বল নাই করিতে ভক্ষণ॥ দরিদ্রের শেষ বিপ্র পেটে অন্ন নাই। তৈলাভাবে গাত্রে তার উড়ে সদা ছাই॥ সহস্রেক গ্রন্থি বস্ত্র পরিধান করে। সদা জল খান বিপ্র ঘাটে কিম্বা ভাঁড়ে॥ পত্রের কুটীরে বিপ্র করে অবস্থান। সারথি উত্তীর্ণ হৈল তাঁর বিদ্যমান॥

সারথি সহ জনার্দ্দন বিপ্রের কথোপকথন

সারথি থামায়ে রথ তথায় নামিল। বিপ্রপদে প্রণমিয়া এই সে কহিল॥ মহাশয় শুনি তব পাঁচটী নন্দন। একটী কি বেচিবেন আমার কারণ॥ অপ্রমিত পেয়ে ধন দুঃখ হবে আন। বিবেচনা করি কহ তুমি মম স্থান॥ বিপ্র কহে, কেবা তুমি কোথায় বসতি। কোথা হ'তে এলে কোন্ রাজার সারথি॥ কহ মর্ম্মকথা আমি করিব শ্রবণ। পুত্র ল'য়ে কিবা কার্য্য করিবে রাজন॥ সারথি কহিল, শুন বিপ্র গুণমণি। নরমেধ-যজ্ঞ কৈল রাজপুত্র যিনি॥ ধন দিয়া দ্বিজপুত্র করিয়া গ্রহণ। যজ্ঞেতে আহুতি দিয়া পূরাইবে মন॥ ইচ্ছা হয় পুত্র দিয়ে লও বহু ধন। সুখে ঘর কর হ'য়ে দ্বিতীয় রাজন॥ ইহা বলি সারথি সে নিজ রথদ্বার। বিমোচন করি অর্থ দেখায় অপার॥ হীরা মতি চুণি পান্না সোণার মোহর রাশি রাশি শোভে সেই রথের উপর॥ একে একে সেই বিপ্রে দেখায় সকল। হেরিয়া দ্বিজের মন হইল চঞ্চল॥ হরিদ্রা জিনিয়া সব সোণার বরণ। হেরি বিপ্র একেবারে হইলা মগন॥ ধন-লোভে বিপ্র মায়া সব ভুলে গেল। বেচিব বলিয়া পুত্র স্বীকার করিল॥ উন্মত্ত হইয়া বিপ্র কহিল বচন। রহ হে সারথি তুমি না কর গমন॥ ব্রাহ্মণীকে একবার জিজ্ঞাসিয়া আসি॥ ভয় না করিহ দেরি না হইবে বেশী॥ এত বলি বিপ্রবর হ'য়ে হৃষ্টমন। সত্বরে

ব্রাহ্মণী কাছে করিল গমন ॥ ডাকিয়া ব্রাহ্মণ কয় ব্রাহ্মণীর প্রতি। কি কর ব্রাহ্মণী তুমি হয়ে স্থির মতি ॥ বিধি মিলাইল নিধি আনি কুঁড়ে দ্বারে। দেখ দেখ কিবা রথ দীপ্ত মণি হীরে ॥ আমাদের দয়া করি যযাতি রাজন। রথে পূরি পাঠাইল বিপুল যে ধন ॥ হের প্রাণ জুড়াইবে কি কহিব আর। দেখ হে ব্রাহ্মণী গিয়ে রথের দুয়ার ॥ এত দিনে নিধি দিয়ে বিধি গুণনিধি। ঘুচালেন যত দুঃখ ছিল নিরবধি ॥ রাশি রাশি শোভে সব সুবর্ণ মোহর। হরিদ্রা জিনিয়া বর্ণ শোভা মনোহর ॥ চল চল শীঘ্র চল দেখিবে কেমন। দেখিলে হে জুড়াইবে প্রাণ আর মন ॥ ব্রাহ্মণী কহেন, প্রভু কহ দেখি শুনি। কি কারণে দিলা অর্থ নৃপ গুণমণি ॥ আমরা দরিদ্র অতি বিখ্যাত ভুবনে। তোমার কি সখ্যভাব ছিল রাজা সনে। আশ্চর্য্য একথা প্রভু করালে শ্রবণ। শুনিয়া আমার মনে সন্দ সর্ব্বক্ষণ ॥ কহ কহ এর তত্ত্ব খুলিয়া হে তুমি। ইহার কারণে বড় চিন্তাযুক্ত আমি ॥ তুমি যে কহিলে বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। শক্তিশেল সম হয়ে বাজিল পরাণ ॥ অর্থের কি অর্থ বল শুনি দ্বিজমণি। অনর্থের মূল বলি আমি মনে মানি ॥ সদা মম বামনেত্র করে যে স্পন্দন। বিপদ ঘটিল বলি লয় মম মন ॥

ব্রাহ্মণের অর্থের অর্থ প্রকাশ

ত্রিপদী। দ্বিজ বলে হে ব্রাহ্মণী, শুনহ অর্থের বাণী, অর্থের অর্থ করি যে প্রকাশ। যযাতি মহারাজন, নিজ শুভের কারণ, যজ্ঞে ব্রতী পূরাইতে আশ ॥ কৈল নরমেধ-যজ্ঞ, বিধি দিল সব প্রাজ্ঞ, সে কারণে নিজ সারথিরে। অর্থ সহ পাঠাইল, তাই রথ ল'য়ে এল, খুঁজে ভ্রমে দ্বিজের কুমারে ॥ লইয়ে দ্বিজের শিশু, যজ্ঞাহুতি দিবে আশু, তাই বলি শুনহ ব্রাহ্মণী। আছে মম পঞ্চ পুত্র, একটীকে দিয়ে অত্র, ধন লয়ে জুড়াই পরাণী ॥ নিত্য উপ-বাসে মরি, আর না সহিতে পারি, কত কষ্ট প্রাণে আর সয়। লইয়ে বিপুল ধন, হ'য়ে দ্বিতীয় রাজন, সুখে ভোগ করি হে বিষয় ॥ দিয়ে কনিষ্ঠ তনয়, লয়ে অর্থ সমুদয়, কুঁড়ে ঘর অগ্য হে ভাঙ্গিয়া।

দিব্য ইমারত করি, নিবসিয়া তদুপরি, তোমা তুষি অলঙ্কার দিয়া ॥ দিব্য দিব্য অলঙ্কার, অতি শোভা চন্দ্রহার, তব দুঃখ না রাখিব আর। আমার বচন শুন, দিয়া পুত্র এইক্ষণ, সুখে কর সুখের সংসার।

ব্রাহ্মণীর খেদোক্তি

দ্বিজের রমণী শুনি পতির সে বাণী। কর্ণেতে দিলেন হস্ত আর নাহি শুনি ॥ কি কথা কহিলে বল ওহে প্রাণনাথ। হৃদয়ে বাজিল যেন বজ্রের আঘাত ॥ রমণীর পতি গুরু শাস্ত্রের বচন। এ কারণ ধর্ম্মভয়ে ভীত সর্ব্বক্ষণ ॥ সমস্ত জনম একে গেল হে দুঃখেতে। পতিনিন্দা পাপে কেন মজিব শেষেতে ॥ যে কথা কহিলে তুমি হইয়া হে পতি। ইতর রমণী হ'লে জানিতে সম্প্রতি ॥ কখন সে এই কথা সহ্য না করিত। এ কথার মত শাস্তি এখনই দিত ॥ আমি পতিব্রতা সতী পতির অধীন। পতিবাক্য রক্ষা করি আমি চিরদিন ॥ সতী রমণীর কথা শুন প্রাণপতি। কর্ণের রমণী সতী নামে পদ্মাবতী ॥ বৃষকেতু পুত্র সেই পতির কথায়। স্বহস্তে কাটিয়া দিল ব্রাহ্মণের পায় ॥ আর দেখ কুন্তীসতী পতির কথায়। উপপতি করি পুত্র দিলেন রাজায় ॥ আর দেখ হরিশ্চন্দ্র নারী শৈব্যা সতী। পতিবাক্যে রহিলেন পরের বসতি ॥ পুত্র সহ দাস্যবৃত্তি করি নিরন্তর। সুধিলেক পতি-ঋণ কষ্টে বহুতর ॥ আর দেখ পতিবাক্যে কৌশল্যা সুন্দরী। প্রাণপুত্র রামচন্দ্রে কৈল বনচারী ॥ আর দেখ সীতা শুনি পতির বচন। জ্বলন্ত অনল মধ্যে কৈল প্রবেশন ॥ সেইরূপ তুমি পতি আমার হে হও। হেন কথা বলি কেন মনে দুঃখ দেও ॥ তব পুত্র তব ইচ্ছা যাহা সুনিশ্চয়। তাহাই করিয়া সুখী হোন মহাশয় ॥ আমি সতী পতিবাক্য করিতে হেলন। কখনই না পারিব থাকিতে জীবন ॥ পুত্র হেতু পতি বাক্য করিয়া হেলন। চিরদিন নরকেতে হইব মগন ॥ ইহা বলি সে ব্রাহ্মণী নিরস্ত হইল। ব্রাহ্মণ সে

পুত্রধনে বিক্রয় করিল ॥ পুত্রেরে বিক্রয় করি কুঁড়ের ভিতর। রথ হৈতে আনে ধন পরশ পাথর ॥ অধম বলয়ে ধন এমনই হয়। ধনলোভে দ্বিজ দিল হৃদয়-তনয় ॥

সারথিকে ব্রাহ্মণের পুত্রদান

হেনরূপে শিশুপুত্রে বেচি জনার্দ্দন। লইল বিপুল অর্থ সারথি সদন ॥ সারথি কহিল তবে বিপ্রবর প্রতি। শীঘ্র করি আনি দেও পুত্রে মহামতি ॥ যজ্ঞের আহুতি দিতে হইল সময়। বিলম্বের কার্য্য আর নহে মহাশয় ॥ বিপ্র বলে, পঞ্চ পুত্র একত্রেতে মিলি। খেলিবার হেতু কোথা গিয়াছে হে চলি ॥ ক্ষণেক বিলম্ব কর আমার বচনে। ডাকি আনি কোথা তারা খেলে পঞ্চ জনে ॥ এত বলি দ্বিজবর হয়ে ত্বরান্বিত। ডাকিতে চলেন পুত্রে হ'য়ে হর্ষান্বিত ॥ হেথা পঞ্চ শিশু মেলি খেলার কারণ। নগরের শিশু সহ হইয়া মিলন ॥ খেলেন বিবিধ খেলা মনের হরিষে। কোন শিশু খেলে কোন শিশু রয় ব'সে ॥ কুশধ্বজ নামে সেই কনিষ্ঠ সন্তান। পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণপদে মন প্রাণ ॥ গলায় তুলসী মালা পরম সুন্দর। সেই শিশু বেচে বিপ্র সারথি গোচর ॥ শিশু সঙ্গে খেলে সেই শিশু গুণমণি। খেলাতে মনেতে বড় আনন্দ যে মানি ॥ ক্রমে প্রবেশিল গিয়া অতি দূর বন। শিশুর মনেতে সদা গোবিন্দ-চরণ ॥ কুশধ্বজ কহিলেন সর্ব্ব শিশুগণে। রাধাকৃষ্ণ খেলা আজি খেলিব কাননে ॥ কেহ রাধা সাজ আর কেহ কৃষ্ণ হও। কেহ ধেনু সাজি ভাই গোষ্ঠ মধ্যে রও ॥ কেহ হও বলরাম রোহিণী-নন্দন। আমি ভক্তি করি পূজি শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥ এ বড় রসের খেলা শুন শিশুগণ। রাধাকৃষ্ণ-লীলা খেলা রসের কারণ ॥ আর আর যত খেলা দেখ ভাই হয়। সবে আছ হরি জ্ঞাত করহ বিদায় ॥ ভব মাঝে সার খেলা একা কৃষ্ণ হন। খেলিতে কৃষ্ণের খেলা যার হয় মন ॥ সার খেলা খেলি সেই তরে যায় ভবে। তারে না পড়িতে হয় কভু দুঃখার্ণবে। শিশুকালে বাল্য খেলা ধূলি ধূসরিত। যুবাকালে নারী সহ রমণে মোহিত ॥ হ'লে বৃদ্ধকাল ওহে যত শিশুগণ। ফুরায়

সকল খেলা স্বভাবে আপন ॥ তাই বলি শিশুগণ শুন মম বাণী। এসো সে কৃষ্ণ খেলায় সঁপি নিজ প্রাণী ॥ ইহা বলি কুশধ্বজ কৃষ্ণ নাম ল'য়ে। অপর বালকে রাধাকৃষ্ণ সাজাইয়ে ॥ সেবিতে তাদের পদে এই সে প্রার্থয়। আশীর্ব্বাদ কর যেন কৃষ্ণ দেখা হয় ॥ শিশুগণ যত্নে লয়ে তার পদরজ। বলে, কৃষ্ণপ্রাপ্তি তুমি হও কুশধ্বজ ॥ হেন আশীর্ব্বাদ যবে কৈল শিশুগণ। সেই কালে তার পিতা ডাকে জনার্দ্দন ॥ কুশধ্বজ তখনই পিতৃ-আজ্ঞা মানি। আসিল পিতার কাছে জুড়ি দুই পাণি ॥ জনার্দ্দন নিকটেতে পুত্রকে পাইয়া। লইল সে শিশুপুত্রে কোলেতে তুলিয়া ॥ কোলে করি এই কথা কহিল পুত্রকে। ওরে কুশধ্বজ আমি বেচিয়াছি তোকে ॥ নরমেধ-যজ্ঞ কৈল যযাতি রাজন। তিনি পাঠাইয়া দিল বহুবিধ ধন ॥ সেই ধন করি আমি যতনে গ্রহণ। করেছি বিক্রয় তোরে ইহার কারণ ॥ এখনি রে তোরে লয়ে করিবে গমন। দিয়ে তোরে যজ্ঞাহুতি পূরাবে মনন। ধন ল'য়ে মুগ্ধ হ'য়ে আমি রে ব্রাহ্মণ। যযাতি রাজাকে তোরে করেছি অর্পণ ॥ এত বলি দ্বিজবর কান্দিতে লাগিল। কুশধ্বজ সেইকালে প্রণমি কহিল ॥ কেন পিতা নেত্রজল করি বরিষণ। দুঃখের সাগরে তুমি ভাস সর্ব্বক্ষণ ॥ যদি গো আমাকে বেচি অর্থ প্রাপ্ত হও। এ বৃদ্ধ বয়সে কাল সুখেতে কাটাও ॥ এর চেয়ে কিবা সুখ আর গো আমার। ইহাতে পূরিবে যশ সকল সংসার ॥ পুত্র হ'য়ে পিতৃ-দুঃখ সদা নিবারিবে। ইহাতে আমার ধর্ম্ম বজায় রহিবে ॥ করেছ উত্তম বিধি তুমি গো আপনি। এই কার্য্যে সুখ বই দুঃখ নাহি মানি ॥ মোরা পঞ্চজন পুত্র আছি আপনার। আমি যদি যাই তবে থাকিবেক চার ॥ পিতৃকুলে জলপিণ্ড হানি না হইবে। কেন পিতা কান্দ তুমি ভাসি দুঃখার্ণবে ॥ পুত্রেতে পিতার আজ্ঞা চিরকাল পালে। তাহার প্রমাণ কিছু কহি পদতলে ॥ পিতৃ-আজ্ঞা রক্ষা হেতু রাম নারায়ণ। করিলেন চৌদ্দ বর্ষ কাননে ভ্রমণ ॥ মানিয়া পিতার আজ্ঞা প্রহ্লাদ প্রবর। খাইলেন হলাহল হ'য়ে হর্ষান্তর ॥ পিতৃসুখে সুখীতে মনুষ্য সমুদয়। পিতাকে করিতে সুখী হয়েছি বিক্রয় ॥ এর চেয়ে ভাগ্য কিবা আছয়ে

ধরায়। পিতা স্বর্গ পিতা মোক্ষ পিতা তপোময়॥ এ কারণ কহি শুন পিতা মহাশয়। তুমি সুখী হতে মোরে করিলে বিক্রয়॥ ইহাতে সহস্র সুখী হইলাম আমি। সে কারণে চিন্তা আর নাহি কর তুমি॥ এত বলি কুশধ্বজ হ'য়ে হৃষ্টমন। জননী-চরণে আসি করিল বন্দন॥ প্রণাম করিয়া কুশধ্বজ শিশু কয়। একবার তব পদ দেহ গো মাথায়॥ রাজার যজ্ঞেতে আমি যাই শীঘ্রগতি। চারি পুত্রে নিয়ে সুখী হও যশোমতী॥ নরমেধ-যজ্ঞে আমি হইব আহুতি। ধন্য ধন্য ধরাধামে তুমি পুণ্যবতী॥ তোমার জঠরে জন্মলাভ গো করিয়া। নরমেধ-যজ্ঞে রথে যাই গো চড়িয়া॥ আশীর্ব্বাদ কর মাতা মনে হ'য়ে হৃষ্ট। যজ্ঞকুণ্ডে দেখি যেন জগদীষ্ট কৃষ্ণ॥ অগ্নিকুণ্ডে পড়ে যেন আমি গো জননী। দেখি সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপদ দুখানি॥ কর মাতা আশীর্ব্বাদ তুমি গো যতনে। পুনঃ যেন আসি বন্দি তোমার চরণে॥ মাতৃপদে এই সব নিবেদন করি। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া উঠি রথের উপরি॥ শ্রীকৃষ্ণের পদে দেহ করিয়া বিক্রয়। রথে চড়ি চলে শিশু হইয়া নির্ভয়॥ সারথি ছাড়িল রথ পবন গমনে। শীঘ্র আসি উত্তরিল যজ্ঞের ভবনে॥ আহুতি অভাবে যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হয়। পাইল বিপ্রের সুতে এমন সময়॥ যযাতি রাজন আর বিলম্ব না করি। আহুতি প্রদানে চলে বিপ্রসুতে ধরি॥ বিপ্রসুত বলে, রায় চিন্তা কি কারণ। ইচ্ছায় অগ্নির কুণ্ডে হইব পতন॥ এত বলি কৃষ্ণে স্মরি আপনার কায়। অগ্নিকুণ্ড মধ্যে শিশু ঝাঁপ দিতে যায়॥ এমন সময় কৃষ্ণ হইয়া সদয়। দেখা দিয়া রক্ষিলেন বিপ্রের তনয়॥ সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি যদি দেখা দিল। নরমেধ যজ্ঞ তাহে সম্পূর্ণ হইল॥ রাজার দেহের পাপ সব খণ্ডাইল। দ্বিজপুত্র রথে চড়ি গৃহে ফিরি আইল॥

প্রভাস-যজ্ঞ কথন

এত যদি কহিলেন মুনি মহাশয়। কহিলেন বিনয়েতে রাজা জন্মেজয়॥ কহ ঋষি কৃপা করি হইয়া সদয়। করিয়া দ্বারকা-লীলা কৃষ্ণ দয়াময়॥ করিলেন কোন লীলা সর্ব্ব লীলা সার। কহ

ঋষি সেই লীলা করিয়া বিস্তার ॥ শুনিলাম ব্রজলীলা ও মথুরা-লীলা। তদন্তে কহিলা তুমি দ্বারকার লীলা॥ দ্বারকা লীলায় যদুবংশের বিস্তার। হইল ছাপান্ন কোটী বংশ সর্ব্ব সার॥ তদন্তরে কিবা লীলা কৈল বংশীধারী। কহ ঋষি সেই কথা দয়ায় বিস্তারি॥ মধুর শ্রীকৃষ্ণ-লীলা সুধার সমান। যেই জন শুনে সেই মহাপুণ্যবান॥ কহ ঋষি সেই কথা, পাপ কর দূর। হরি-লীলা কথা হয় পরম মধুর॥ মুনি কন, শুন শুন রাজা পুণ্যবান। কহি সেই হরি-লীলা তোমার এ স্থান॥ দ্বারকা-লীলার অন্তে প্রভু নারায়ণ। করিলেন প্রভাসেতে যজ্ঞ আরম্ভণ॥ যে হেতু প্রভাস যজ্ঞ করিলেন তিনি। তার তত্ত্বকথা তুমি শুন নৃপমণি॥ একে একে সব কর্ম্ম জানিতে পারিবে। শ্রবণ করিলে সব সন্দেহ খণ্ডিবে॥ কুরুক্ষেত্রের প্রান্তভাগ প্রভাস তীর্থেতে। করিলেন যজ্ঞারম্ভ হরি মানসেতে॥ তাই সে প্রভাস যজ্ঞ নাম হৈল তার। বিশ্বকর্ম্মা আসি কৈল সেই যজ্ঞাগার॥ যথায় করিল বিশ্ব কুণ্ডের নির্ম্মাণ। করিল উত্তম পুরী স্বর্গ তুল্য স্থান॥ দেবলোক নরলোক থাকিবার তরে। রচিল উত্তম গৃহ হেরে প্রাণ হরে॥ সুবর্ণে নির্ম্মিত পুরী মধ্যে সিংহদ্বার। দ্বারে দ্বারে দ্বারপাল ভীমের আকার॥ কি দিব তুলনা তার যেন আর নাই। ত্রিলোক দুর্ল্লভ রচিলেন সেই ঠাঁই॥ কুবেরে করিলা আজ্ঞা দেব ভগবান। কুবের প্রচুর অর্থ করিলা প্রদান॥ উত্তম রূপেতে হৈল যজ্ঞ আয়োজন। কোন্ দ্রব্যের কত নাম করিব বর্ণন॥ শুক্লসূত্রে পট্টবস্ত্র কত যে আনিল। দধি দুগ্ধ আনি তথা নদীবৎ কৈল॥ খাদ্য দ্রব্য কত আনে বর্ণিতে না পারি। ঘৃতের কলসী রাখে করি সারি সারি॥ আতপ তণ্ডুল করে পর্ব্বত আকার। আনে পুষ্প নানা জাতি সুন্দর আকার॥ তুলসী চন্দনে-যজ্ঞস্থান পূর্ণ কৈল। কদলীর বৃক্ষ দ্বারে দ্বারে রোপি দিল॥ চতুর্দ্দিকে আম্রশাখা সুন্দর আকারে। চন্দ্রাতপে চন্দ্রচিহ্ন শোভে শূন্যোপরে॥ করিল মঙ্গলঘট দ্বারেতে স্থাপন। তদুপরি পুষ্পমালা পরম শোভন॥ সুবর্ণ পতাকা সব উড়ে সারি সারি। স্তূপাকারে ফল ফুল কত ছড়াছড়ি॥ স্থানে স্থানে নহবত বাজনা সুমিষ্ট। আর বাজে কত বাদ্য কে করে

নির্দ্দিষ্ট॥ নানাবিধ নৃত্য গীত সুমধুর শব্দ। বীণায় তুলিয়া তান নাচয়ে নারদ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু বিশ্বনাথ আর দেবগণ। আইল প্রভাস যজ্ঞে মিলি সর্ব্বজন॥ যোগিগণ ঋষিগণ আর মুনিগণ। সকলে আইল তথা হয়ে হর্ষমন॥ জনলোক তপোলোক আর মহালোক। সর্ব্বলোক আইলেন হইয়া পুলক॥ পৃথিবীর রাজ-রাজেশ্বর যত ছিল। পেয়ে নিমন্ত্রণ পত্র সকলে আইল॥ দেব-সভায় বসিলেন আসি দেবগণ। মুনিসভায় বসিলেন ঋষি মুনিগণ॥ রাজসভায় বসিলেন যত রাজগণ। সভা সজ্জা দেখি সবে আনন্দে মগন॥ কতক্ষণে কৃষ্ণচন্দ্র শোভিবে সভায়। সকলেই মগ্ন রহে সেই সে চিন্তায়॥ এরূপে প্রভাস যজ্ঞে হইল উৎসব। আইলেন যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং মাধব॥ সভামধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র হন অধিষ্ঠান। বৃন্দাবন-বাসিগণে করিতে আহ্বান॥ কহিলেন উদ্ধবেরে মধুর বচনে। রথ লয়ে যাও সখা তুমি বৃন্দাবনে॥ বৃন্দাবনে তুমি সখা করিয়ে গমন। করে এসো জনে জনে সবে নিমন্ত্রণ॥ অগ্রেতে যাইবে যথা নন্দ যশোমতী। তাদের জানাবে মম সহস্র প্রণতি॥ কহিবেক এই শুভ কার্য্যের কথন। করেন প্রভাসে যজ্ঞ তব কৃষ্ণধন॥ প্রভাসেতে করে যজ্ঞ তব নীলমণি॥ রথে করি চলো মাগো নন্দ-রাজরাণী॥ যদুকুল বধূগণ তব মুখ চেয়ে। নিরানন্দে সকলেই আছেন বসিয়ে॥ তব আগমন হৈলে ওমা যশোমতী। সকলেই করিবেন যজ্ঞস্থলে গতি॥ তদন্তে কহিবে পিতা নন্দ গোপেশ্বরে। শীঘ্রগতি উঠ পিতা রথের উপরে॥ তোমার বিহনে যজ্ঞ নহে আরম্ভণ। আপনিই সে যজ্ঞের কর্ত্তা সর্ব্বক্ষণ॥ আপনি করিলে আজ্ঞা সেই যজ্ঞ হবে। তব অপেক্ষায় পিতা বসে আছে সবে॥ তদন্তরে শ্রীমতীরে মধুর বচনে। কহিবে উদ্ধব গিয়া সেই মধুবনে॥ সতত ভাসিছে রাধা নয়নের নীরে। তাহাকে কহিবে বাক্য অতি ধীরে ধীরে॥ চলো রাধে যজ্ঞেশ্বরী প্রভাসের তীরে। আর না ভাসহ তুমি নয়নের নীরে॥ মাধব করিছে যজ্ঞ প্রভাসের তীরে। উঠ এই পুষ্পরথে তুমি ধীরে ধীরে॥ যজ্ঞেশ্বরী গিয়া কর যজ্ঞ সমাধান। শীঘ্র করি রথ মধ্যে হও অধিষ্ঠান॥ তদন্তে মম বল্লভা বৃন্দাকে কহিবে। প্রভাসের তীরে যজ্ঞ কৃষ্ণ

করে এবে ॥ শীঘ্রগতি কর পুষ্পরথে আরোহণ। দেখি দেব ঋষি-গণে জুড়াবে নয়ন ॥ আর হে ষোলসহস্র যত গোপী আছে। কহিবে বিনীত হয়ে তাহাদের কাছে ॥ শ্রীকৃষ্ণ করিলা যজ্ঞ প্রভাসের তীরে। দেখিবে গো শীঘ্র রথে উঠ ধীরে ধীরে ॥ তদন্তে আমার যত বয়স্যের গণে। কহিবে যজ্ঞের কথা অতীব যতনে ॥ রথে করি আনিবে হে উদ্ধব আপনে। আমার বচন এই সদা রেখো মনে ॥ এত যদি কহিলেন কৃষ্ণ দয়াময়। উদ্ধব হইলা তাহে প্রসন্ন হৃদয় ॥ তখনই দিব্য রথ করিয়া সাজন। অবিলম্বে বৃন্দাবনে করিল গমন ॥

উদ্ধবের বৃন্দাবনে আগমন

উদ্ধব করিল পুষ্পরথের সাজন। শীঘ্র করি বৃন্দাবনে কৈল আগমন ॥ বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া দেখেন উদ্ধব। কৃষ্ণহীন বৃন্দাবনে যেন সবে শব ॥ কৃষ্ণচন্দ্র বিহনেতে সেই বৃন্দাবন। হইয়াছে একে-বারে যথার্থই বন ॥ দীননাথ বিহনেতে দিনে অন্ধকার। সকলেই নিরানন্দ বহে আঁখিধার ॥ সারা শুক তমালেতে বসি সারি সারি। কৃষ্ণসুখ বিনা দুঃখে জেন্তে রহে মরি ॥ আর নাহি করে তারা কৃষ্ণ কৃষ্ণ রব। কৃষ্ণের বিহনে সব হয়েছে নীরব ॥ কোকিলের নাই রব কোকিলার সনে। কৃষ্ণ বিনে সবে সদা দুঃখ পায় মনে ॥ ভ্রমরেরা গুঞ্জরব নাহি করে আর। সকলেই অধোমুখে রহে অনিবার ॥ ছিন্নভিন্ন বৃন্দাবন কৃষ্ণের বিহনে। প্রত্যক্ষে উদ্ধব সেই হেরিলা নয়নে ॥ অগ্রে প্রবেশিল গিয়া শ্রীনন্দের পুর। যথা যশোমতী নন্দ দুঃখেতে প্রচুর ॥ সতত বদনে বলে এলিরে গোপাল। বেলা হলো বৃন্দাবনে নিয়ে যা গো-পাল ॥ আয় বাপ আয় কৃষ্ণ আয় বৃন্দাবনে। তোমার বিহনে অন্ধ না দেখি নয়নে ॥ এইরূপে কত শোক করেন বসিয়া। অবিরত ঝরে জল দুনেত্র বহিয়া ॥ উদ্ধব প্রত্যক্ষে সব করিয়া দর্শন। বন্দিলেন দোঁহাকার যুগল চরণ ॥ নন্দ কন, কেবা তুমি চিনিতে না পারি। দিয়ে পরিচয় বার্ত্তা কহ সে প্রচারি ॥ উদ্ধব বলেন, পিতঃ শুন নন্দ-রাজ। নিবাস আমার হয় দ্বারকা সমাজ ॥ তব প্রাণকৃষ্ণ ধন

প্রভাসে এক্ষণে। করিছেন মহাযজ্ঞ ব্যক্ত ত্রিভুবনে ॥ লইবারে তোমা আর মাতা যশোদারে। আনিলাম পুষ্পরথ দেখ সমাদরে ॥ উঠ উঠ শীঘ্র উঠ রথের উপর। প্রভাসেতে যেতে হবে করিয়া সত্বর ॥ তুমিই করিবে সেই যজ্ঞ মহাশয়। তোমা বিনে নহে যজ্ঞ আছে তবাশায়। মম নাম উদ্ধব গো কৃষ্ণে রতি মতি। তোমা দোঁহে লইবারে করিলাম গতি ॥ এত বলি সে উদ্ধব পরম বৈষ্ণব। আছিলেন যথা রাধা সদা নিরুৎসব ॥ প্রবেশিলা রাধাকুঞ্জে উদ্ধব সুমতি। দেখে রাধা পড়ে আছে যেন শবাকৃতি ॥ বৃন্দে আদি গোপীগণ বসি চারিধারে। করিছে ব্যজনী-ক্রিয়া বিষণ্ণ আকারে ॥ কেহ বলে বেঁচে আছে কেহ বলে নাই। নাকে তূলা ধরি কেহ দেখে এক যাই ॥ এ হেন কালেতে গিয়ে উদ্ধব সুমতি। করিলে শ্রীমতি-পদে ভক্তিতে প্রণতি ॥ বৃন্দে বলে, কেন হে উদ্ধব গুণ-মণি। এলে এই বৃন্দাবনে বার্ত্তা কহ শুনি ॥ ভালতো আছেন কৃষ্ণ দেব দয়াময়। দ্বারকার কুশাল তো হয় সমুদয় ॥ উদ্ধব বলেন, শুন বৃন্দে গুণবতী। শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে যজ্ঞ করেন সম্প্রতি ॥ মোরে আজ্ঞা করিলেন তাহার কারণ। রথে লয়ে আন যত গোপ-গোপীগণ ॥ তাই রথ ল'য়ে এনু এই বৃন্দাবনে। চল সে প্রভাস যজ্ঞে আনন্দিত মনে ॥ দেখ দিব্য পুষ্পরথ রহে বিদ্যমান। রথে উঠ শীঘ্র করি করিতে প্রয়াণ ॥ এত বলি পত্র ল'য়ে শ্রীবৃন্দের করে। উদ্ধব দিলেন যত্নে সানন্দ অন্তরে ॥ বঙ্কিম হস্তের লেখা বৃন্দে নিরখিয়া। পূর্ণানন্দময় হ'য়ে কহিলা হাসিয়া ॥ কি সংবাদ দিলে হে উদ্ধব গুণমণি। মৃতদেহে প্রাণ যেন তুমি দিলে আনি ॥ যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞে ব্রতী হলেন প্রভাসে। বিকশিত হৃদি-পদ্ম হলো যে আশ্বাসে ॥ কিবা শুভ সমাচার দিলে হে উদ্ধব। নিরুৎসব বৃন্দা-বনে হইল উৎসব ॥ কৃষ্ণের এ হেন কথা করিয়ে শ্রবণ। সুমঙ্গল বৃন্দাবনে হেরি সর্ব্বক্ষণ ॥ শুন হে উদ্ধব কহি তুমি মহাজ্ঞানী। আমরা যতেক সব ব্রজের গোপিনী ॥ এ সামান্য পুষ্পরথে নাহিক হে যাব। মনোরথে গিয়া সবে হেরিব মাধব ॥ আমাদের মনোরথ শোভে সর্ব্বক্ষণ। সে রথে সারথি হরি শ্রীমধুসূদন ॥ দিলে যে পুষ্পক রথ আমাদের তরে। ঐ রথে পাপীগণ ভবনদী তরে ॥

হরিনাম জপি যেই পাপী বাঞ্ছে ত্রাণ। এই রথে হরি তারে করেন হে ত্রাণ॥ এই রথ ভবসিন্ধু পারের তরণী। আমরা ও রথ কভু মনে নাহি গণি॥ আমরা কৃষ্ণভামিনী রই বৃন্দাবনে। পারেতে অভয় হরি দেছেন আপনে॥ মনোরথে আমাদের কৃষ্ণ-চন্দ্র রন। কেন পুষ্পরথে হে করিব আরোহণ॥ রিপু ষট্ চক্রে সেই রথ হে উদ্ধব। তাহাতে বিরাজ করে আপনি মাধব॥ সে মাধব আমাদের জানে মনোরথ। আমরা যাইব সাজাইয়ে সেই রথ॥ বলগে উদ্ধব তুমি গিয়ে কৃষ্ণধনে। আসিতেছে মনোরথে যত গোপীগণে॥ তাহা শুনি উদ্ধবের হৃৎকম্প হৈল। জনে জনে বৃন্দাবনে সবে নিমন্ত্রিল॥ আর পুষ্পরথ কথা না কৈল জ্ঞাপন। জানিল শ্রীকৃষ্ণ-আত্মা সর্ব্ব বৃন্দাবন॥ এত বলি নিমন্ত্রণ উদ্ধব করিয়া। শূন্যরথে প্রভাসেতে এলেন চলিয়া॥ অন্তর্য্যামী নারায়ণ অন্তরে জানিল। উদ্ধব নির্ম্মল জ্ঞান এবে সে পাইল॥ অধম বলিয়া হরি ঠেলোনা চরণে। তুমি অগতির গতি জানে সর্ব্বজনে॥

ব্রজবাসিগণের মনোরথে প্রভাস যাত্রা

হেনমতে শ্রীউদ্ধব শ্রীবৃন্দাবনে। জনে জনে নিমন্ত্রণ করিয়া যতনে॥ রথ ল'য়ে প্রভাসেতে করিল গমন। নন্দ যশোমতী করি গোপ গোপীগণ॥ কৃষ্ণ-নিমন্ত্রণে সেই প্রভাসে যাইতে। সাজালেন মনোরথ ভক্তি দেখাইতে॥ গোপীগণ বলে' হও মনোরথ মন। ষড়্ রিপু ষটচক্র হও সুশোভন॥ কৃষ্ণ নামে, বান্ধ চূড়া অতি উচ্চ করি। ভক্তির পতাকা দাও শোভার মাধুরী॥ প্রেমের রজ্জুতে রথ হউক বহন। ভয় কি রথ সারথি শ্রীমধুসূদন॥ এত বলি জনে জনে বসি এক স্থানে। সাজাইল দিব্য রথ মানস গমনে॥ তূলাবৎ দেহ সব ত্যজি পাপ মতি। ছাড়ি দিল মনোরথ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি॥ আশা পবনেতে রথ তুলিল শূন্যেতে। সারি সারি রথ চলে আশ্চর্য্য হেরিতে॥ সকলে কুম্ভক যোগ কৈল আচরণ। নাহি নড়ে হস্ত পদ স্থির সর্ব্বক্ষণ॥ মন প্রাণ একেবারে শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত। প্রভাসের পথে সবে চলেন ত্বরিত॥ শ্রীমতী যশোদা

নন্দ আর ব্রজাঙ্গনা। যাঁরা যাঁরা বৃন্দাবনে ছিল কৃষ্ণপ্রাণা॥ সকলেই মনোরথে যান প্রভাসেতে। গাভীদল লয়ে যান ব্রজ বালকেতে॥ ব্রজধামে না রহিল আর একজন। হইল সে গোপী-শূন্য নিধু-কুঞ্জবন॥ কোকিলা কোকিল শুক সারি পক্ষিগণ। সকলেই কৈল সেই প্রভাসে গমন॥ হেনমতে গোকুলেতে যত সব ছিল। প্রভাসেতে মনোরথে সকলে আইল॥ এখানেতে কৃষ্ণচন্দ্র প্রভাস যজ্ঞেতে। বসেছিলা বৃন্দাবনবাসী অপেক্ষাতে॥ এ হেন সময়ে বৃন্দাবনবাসিগণ। মনোরথে প্রভাসেতে দিল দরশন॥ যজ্ঞপুরী সিংহদ্বারে শোভা সবে পান। রূপের ছটায় সর্ব্বদিক দীপ্তমান॥ আছিল অসংখ্য সেই সিংহদ্বারে দ্বারী। পশু পক্ষী নর নারী শূন্যে সারি সারি॥ আসি সব শূন্যস্থান সবে আবরিল। হেরি সব দ্বারিগণ বিস্ময়ে পূরিল॥ সকলের স্থির ভাব মুদ্রিত নয়ন। মুখে মাত্র কৃষ্ণনাম হয় উচ্চারণ॥ পুনঃ পুনঃ কৈল এক আশ্চর্য্য দর্শন। তাদের পশ্চাতে ধেনুপাল অগণন॥ কম নহে ধেনুগণ নব লক্ষ পাল। রহ রহ বাক্য সদা ডাকিছে গোপাল॥ ধেনু ব্যাঘ্র একত্রেতে আইসে সারি সারি। হেরি দ্বারিগণ সবে কম্পে থরহরি॥ মনোহর বিমানেতে আইল গোপনারী। সূর্য্য আবরণ জাল লইব সম্বরি॥ পাছে সে গোপীর অঙ্গে আসে ধূলি বালি। দেব সব সাবধান হয়ে কুতূহলী। অগ্রে অগ্রে করে সদা পুষ্প বরিষণ। তার কাছে মিলি সব বিদ্যা-ধরীগণ॥ দৃঢ় করি চামর ধরিয়া নিজ করে। ঢুলায় সে অবিরত গোপীর উপরে॥ কুসুম চন্দন আর তুলসী লইয়া। অবিরত গোপী-অঙ্গে দেয় ত সিঞ্চিয়া॥ হেনমতে বৃন্দাবনবাসী গোপীগণ। আইল প্রভাস তীর্থে শুনি সর্ব্বজন॥ ধাইল দ্বারকাবাসী ছিল যত জন। দেখিবারে সেই সব আশ্চর্য্য ঘটন॥ বৃদ্ধা যুবা কুলবধূ করি অগণন। সকলে চলিল গোপী করিতে দর্শন॥ প্রভাসেতে একেবারে লোকারণ্য হৈল। গোপিকা দর্শনে সবে আশ্চর্য্য মানিল॥ কেহ বা সুভক্তি করি গোপিকা-অঙ্গেতে। ধান্য দুর্ব্বা প্রদানিয়া লাগিল পূজিতে॥ কেহ কেহ স্বর্ণমুদ্রা করিল প্রদান। গোপিকাগণের সব হেরেন বয়ান॥ যদুগণ দিব্যাসন করিয়া

প্রদান। ভক্তি করি গোপীগণে সকল বসান॥ কেহ স্বর্ণ ভৃঙ্গারেতে পূরি আনি বারি। ধোয়ান গোপিকা-পদ মহা সমাদরী॥ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দিব্যাসন লয়ে। বসালেন পিতা নন্দে আনন্দে মজিয়ে॥ দিব্যাসনে বসালেন মাতা যশোদায়। স্বকরেতে ব্রহ্মা আসি চামর ঢুলায়॥ আইলেন ব্রজেশ্বরী নন্দরাজরাণী। একথা শুনিয়ে যত কৃষ্ণের রমণী॥ সকলেই মহাভক্তি করিয়া প্রদান। ধোয়ান যশোদা-পদ করি গুরুজ্ঞান॥ হেনমতে নন্দ আর মাতা যশোদার। রাখি কৃষ্ণচন্দ্র মান ভক্তি করি সার॥ তদন্তে গোপিকামন তোষেন যতনে। কহেন যে কথা তারা সনত্র বচনে॥ হেনমতে গোপিকার মান রাখি হরি। তুষিবারে ব্রজসখা পূর্ব্বভাব স্মরি॥ আইল ব্রজের সখা যত যত জন। যতনে করিল সবে কোলেতে ধারণ॥ স্মরিয়া পূর্ব্বের ভাব দেব নারায়ণ। সকলের করিলেন বদন চুম্বন॥ তদন্তরে কত কথা কহিয়া যতনে। তুষিলেন সবা মন হৃষ্ট হয়ে মনে॥ পরে সবে দিব্যাসনে বসায়ে শ্রীমতী। খাওয়ালেন ক্ষীর সর সমাদরে অতি॥ মুখে কন খাও খাও যত সখাগণ। এলে কত কষ্টে পথ করি পর্য্যটন॥ তোমরা করিলে সেবা কত বৃন্দাবনে। সতত রক্ষিলে প্রাণ পরম যতনে॥ তোমাদের সেবাগুণে রক্ষিলাম প্রাণ। গোঠে মাঠে পিপাসায় কৈলে জল দান॥ ক্ষুধাকালে মিষ্টফল তুলিয়া কাননে। দিতে হে তুলিয়া সদা আমার বদনে॥ এমন কি খেতে খেতে ওহে সখাগণ। যেই ফল অতি মিষ্ট হতো আস্বাদন॥ সেই ফল করে লয়ে হয়ে অতি হৃষ্ট। বদনে তুলিয়া দিতে খাও বলি কৃষ্ট॥ কাননে হইলে ঘোর রবির উত্তাপ। পল্লবের ছত্র ধরি ঘুচাতে সে তাপ॥ এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ব্বভাব স্মরি। অবিরত বহালেন নয়নের বারি॥ ব্রজ-বালকের প্রতি এইরূপ ভাব। প্রকাশ করিল তথা স্বয়ং শ্রীমাধব॥ যতেক ভূপতি ছিল সভার ভিতর। কহিলা নারদ প্রতি হয়ে ভক্তিপর॥ কহ কহ দেবঋষি করি কৃপাদান। এত ভক্তি কেন করে দেব ভগবান॥ রাখালের মত বেশ হেরি সবা-কার। রাখালে হরির দয়া এত কি প্রকার॥ ঋষি কন, শুন শুন যত রাজগণ। রাখালে এতেক দয়া [illegible] কারণ॥

শ্রীবৃন্দাবনেতে যবে কৃষ্ণচন্দ্র ছিল। গোষ্ঠমাঝে সখ্যভাব ইহারা করিল॥ এদের সঙ্গেতে হরি করিতেন খেলা। সেই প্রিয়সখা এরা এখানে আইলা॥ সেই পূর্ব্ব সখ্যভাব হরি চিন্তি মনে। করেন যতন হেন সন্তোষ কারণে॥ মাথায় বহিয়া যারে দিলেন আসন। এঁর নাম যশোমতী হের অনুক্ষণ॥ ইনিই করিলা যত্নে গোকুলে পালন। ইনিই হে রক্ষিলেন কৃষ্ণের জীবন॥ অবিরত ক্ষীর সর করিয়া প্রদান। সন্তোষিত করিতেন শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ॥ তাইতে মস্তকে রহি আসন আপনি। বসালেন যশোদারে দেব চক্রপাণি॥ ভকতির ভগবান জান সর্ব্বক্ষণ। ভক্তি কৈলে এইরূপ হয় হে ঘটন॥

শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞমঞ্চে অবস্থান ও বৃন্দের সহিত ব্রহ্মার বিবাদ কথন

এইরূপে ব্রজবাসী সকলে আইল। হেথা যজ্ঞ করিবার সময় হইল॥ যোড় হস্ত করি ব্রহ্মা কৃষ্ণ অগ্রে কন। সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি দেব নারায়ণ॥ সর্ব্ব অগ্রে তোমারই পূজাবিধি হয়। তুমি যজ্ঞেশ্বর হরি দেব দয়াময়॥ এবে যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি করিতে উদ্দীপ্ত। হও হে ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বগুণেতে লিপ্ত। যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি করিয়া যত হয়। সর্ব্ব অগ্রে তব পূজা দেবে সুনিশ্চয়॥ না করিলে তব পূজা ওহে নারায়ণ। বৃথা হয় যাগ যজ্ঞ জানি সর্ব্বক্ষণ। তুমি হে যজ্ঞের যজ্ঞ দেব হৃষিকেশ। তোমার এ যজ্ঞ করা অযোগ্য বিশেষ॥ তোমার নামেতে যজ্ঞ সদা হয় পূর্ণ। তুমি অখিলের পতি ধরা অবতীর্ণ॥ কি আর অধিক তোমা কহিব হে আমি। যাহা ইচ্ছা তাহা কর এবে হরি তুমি॥ ব্রহ্মাবাক্যে ঈষৎ হাসিয়া নারায়ণ। উঠিলেন যজ্ঞ মধ্যে হয়ে হৃষ্ট মন॥ যজ্ঞেশ্বরে যজ্ঞমঞ্চে হেরি বিধি-বর। করিলেন বসুদেবে এই সে উত্তর॥ শুন শুন বসুদেব আমার বচন। এখন ভেবো না আর কৃষ্ণে পুত্রধন॥ ভক্তিভাবে একচিত্তে ভাবি ভগবান। তুলসী চন্দন কর শ্রীপদে প্রদান॥ শুন শুন যদুকুল কৃষ্ণ বধূগণ। আর শুন ব্রজবাসী গোপ গোপীগণ॥ সকলে প্রকাশি ভক্তি এ হেন সময়ে। কৃষ্ণপদে দেও পুষ্প

ভক্তিতে মোহিয়ে ॥ কোথায় যশোদা আর কোথা দেবকিনী। ভক্তি করি শুন সবে মম মুখ বাণী ॥ তুলসী চন্দন লয়ে আপনার করে। ভক্তি করি দেও এই কৃষ্ণ-পদোপরে ॥ এখন সন্তান বলি না করিহ জ্ঞান। সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি দেখ ভগবান ॥ এত যদি কহিলেন বিধাতা আপনি। কহিলেন বৃন্দাসতী যুড়ি দুই পাণি ॥ জানাতে হবে না দেব মোরা সব জানি। ভক্তের অধীন হন দেব চক্রপাণি ॥ আমরা অনেক দিন ওহে বিধিবর। তুলসী চন্দন দিয়ে সঁপেছি অন্তর ॥ দেহ আর মন প্রাণ আমাদের যাহা। সকল সঁপেছি কৃষ্ণে কি কহিব তাহা ॥ বৃন্দাবনে তুলসী চন্দন করি দান। করিয়াছি হরি গত মন আর প্রাণ ॥ পুনঃ পুনঃ কহ তুমি ওহে বিধিবর। তুলসী চন্দন দেও কৃষ্ণ-পদোপর ॥ আমাদের দেহ প্রাণ কৈ আর আছে। আমাদের প্রাণ কৃষ্ণ প্রাণেতে শোভিছে ॥ কেমন এ প্রাণ আর করিয়া ধারণ। করিব এ কৃষ্ণপ্রাণ কৃষ্ণকে অর্পণ ॥ ব্রহ্মা কন, শুন বৃন্দে আমার বচন। যে কথা কহিলে তুমি সবার সদন ॥ সকল দেহেতে কৃষ্ণ আছে বিদ্যমান। কৃষ্ণহীন দেহ মধ্যে কার থাকে প্রাণ ॥ বৃন্দে বলে, ওহে বিধি যথার্থ বচন। কৃষ্ণহীন দেহ প্রাণ থাকে কি কখন ॥ সকল দেহেতে কৃষ্ণ সদা বর্ত্তমান। শুন কহি ওহে বিধি তাহার প্রমাণ। অচৈতন্য জীব সব প্রভাবে আপন ॥ চৈতন্য বিনা কোথা মিলে চৈতন্য ধন ॥ ভুলেও না করে কভু শ্রীকৃষ্ণ সেবন। সে দেহ কি কৃষ্ণদেহ হয় হে কখন ॥ অনিত্য সে দেহমাত্র হয় মহাশয়। দেহ ধরি লক্ষ যোনি সতত ভ্রময় ॥ কদর্য্য আচার আর কদর্য্য ভক্ষণ। সে দেহেতে নহে কভু কৃষ্ণের সাধন ॥ সাধনের অধিকার যেই দেহে রয়। কমলের তুল্য সেই দেহ সমুদয় ॥ অন্তরেতে তার সদা কৃষ্ণ বিরাজয়। কভু না চিন্তয়ে সেই সংসার বিষয় ॥ সংসারেতে রয় মাত্র আত্মজন সনে। বালিতে শর্করা যেন কেহ নাহি চিনে ॥ আত্রেতে স্মবর্ণ যথা হয় হে মিলন। দস্যুর সঙ্গেতে যেন রন সাধুজন ॥ সমুদ্রে মতির হার যেন হে পতিত। গরলে যেমন সুধা কিঞ্চিৎ সঞ্চিত ॥ এতেক প্রমাণ যদি বৃন্দে দিল তার। তাহে বিধি হইলেন কুপিত অপার ॥

ব্রহ্মা কন, শুন বৃন্দে বুঝিব এখন। কিরূপে দেখিলে কৃষ্ণে থাকি বৃন্দাবন॥ কিবা রূপ প্রেম কৃষ্ণে করি বিতরণ। কৃষ্ণেতেই মন প্রাণ করিলে অর্পণ॥ কৃষ্ণের কমল পদ কমলের দলে। কেমনে কমল হয়ে মিশালে কমলে॥ আমি হে কমলযোনি তুমি হে কমল। করিব পরীক্ষা দেহ কেমন কমল॥ আনিয়া কমল এক নিক্তি পরে দিয়া। ওজন করিয়া লব প্রত্যক্ষে বুঝিয়া॥ তোমা বলি নয় বৃন্দে আছে যত জন। সবের পরীক্ষা আজি করিব এখন॥ পদ্ম সহ হও তুমি ওজনে সমান। তবেই মানিব কৃষ্ণে সঁপিয়াছ প্রাণ॥ এত বলি পদ্মাসন পদ্মের কারণে। আজ্ঞাদান করিলেন পবন-নন্দনে॥ ব্রহ্মার বচনে হনু মহা বেগে ধায়। মান-সরোবরে যথা পদ্ম শোভা পায়॥ ইন্দ্রালয়ে ইন্দ্রের সে মান-সরোবরে। সদা শোভা পায় তথা পদ্ম শতো-ষ্টরে॥ পথে যেতে যেতে হনু মনেতে চিন্তিল। কপি বেশে তথা যেতে মোরে না শোভিল॥ সে হয় অমরাপুর ইন্দ্রের আলয়। কপি বেশে গেলে তথা হাসিবে নিশ্চয়। ইন্দ্রের নগর সেই অমর ভুবন। তথায় কি হয়ে থাকে হনুর শোভন॥ জঘন্য আকার মম মুখখানি পোড়া। দেখিলেই দেবগণ মোরে দিবে তাড়া॥ কেন এই বেশে গিয়া সকলে হাসাবো। এ বেশ ছাড়িয়া আমি দিব্য বেশে যাব॥ এত বলি হনুমান শ্রীরামে স্মরিয়া। চলিল মনুষ্য বেশে পদ্মের লাগিয়া॥ ক্ষণমাত্রে ইন্দ্রালয়ে করি প্রবেশন। মান-সরোবরে করে পদ্ম দরশন॥ অতি শোভাকর পদ্ম ফুটিয়া রয়েছে। পবন হিল্লোলে পদ্ম হেলিছে দুলিছে॥ কিন্তু সেই সরোবরে দেব হস্তীবর। বিচরণ করিতেছে সুখে নিরন্তর॥ হস্তীকে দেখিয়া হনু সরোবর তটে। মনে ভাবে আজি বুঝি পড়িনু সঙ্কটে॥ কুমুদে আমোদে মত্ত রয় করীবর। পদ্ম তুলিবারে গেলে হবে ক্রোধান্তর॥ হরিষে বিষাদ বুঝি ঘটিল এখন। বড়ই অনর্থ দেখি পদ্মের কারণ॥ যাহোক ইহাতে হেন উপায় করিব। বিষাদ না করি পদ্ম হেলায় তুলিব॥ হেন চিন্তি হনুমান মনে মনে কয়। শুনিয়াছি ভক্তি তুল্য কোন বল নয়॥ ভক্তিতে মদমাতঙ্গে সাধু বশ করে। ভক্তিতে করিব বশ দেব মাতঙ্গেরে॥ মাতঙ্গ দ্বিগুণ

বল রিপুর নিশ্চয়। ভক্তিবলে সেই রিপু বশ সমুদয়॥ হনুমান এই যুক্তি করি মনে মন। অন্তরে শ্রীরামপদ করিয়া স্মরণ॥ উপস্থিত হয়ে হনু সরোবর-তীরে। সুধাবাক্যে করীবরে কহে ধীরে ধীরে॥ শুন ওহে করীবর মম নিবেদন। তুমি সে সাধুর সাধু বিজ্ঞ মহাজন॥ প্রভাসে করেন যজ্ঞ দেব নারায়ণ। ধর নিমন্ত্রণ-পত্র করহ গ্রহণ॥ প্রভাসে প্রভাস-যজ্ঞ হবে করীবর। না কর বিলম্ব হও গমনে তৎপর॥ আর এক অনুরোধ করেছেন হরি। ভক্তি যদি হয় তবে শুন যত্ন করি॥ অনাথের নাথ সেই দেব নারায়ণ। পদ্ম কিছু চেয়েছেন তাহার কারণ॥ বিলম্বের কাল নহে যাব শীঘ্রগতি। ইচ্ছা হয় পদ্ম তুলি কর অনুমতি॥ পদ্ম অপেক্ষায় বসে আছেন শ্রীহরি। নাহিক সময় যেতে হবে ত্বরা করি॥ ব্রহ্মা করেছেন আজ্ঞা যজ্ঞে পদ্ম চাই। তাই হরি পাঠালেন তোমার হে ঠাঁই॥ কৃষ্ণের কার্য্যের লাগি হও হে তৎপর। কহ তুলিবারে পদ্ম হয়ে হর্ষান্তর॥ আর না এমন দিন পাবে করীবর। পদ্ম লয়ে চল সে পূজিতে দামোদর॥ কর হে সার্থক কর আপন নয়ন। শুঁড়ে ধরি কৃষ্ণে পদ্ম করহ অর্পণ॥ বারম্বার হনুমান এরূপ প্রকারে। করিল যে কত স্তব সেই করীবরে॥ করী সে কুমুদে মত্ত কথা নাহি শুনে। যত স্তব কৈল হনু গেল অকারণে॥ বিফল হইল স্তব পবন-নন্দন। তখন কহিল এই সগর্ব্বে বচন॥ সাক্ষী হও দেবগণ তোমরা সকলে। বড় অহঙ্কার করী করে নিজ বলে॥ আমি তুলি পদ্ম যদি রোষে এ কুঞ্জর। এক পদাঘাতে এর ভাঙ্গিব পঞ্জর॥ যেই পদ প্রহারিনু দশানন মুণ্ডে। সে পদ হানিব আজ এই করী-শুণ্ডে॥ দুই করে ওর শুণ্ড করিয়া ধারণ। আছাড় মারিয়া পরে বধিব জীবন॥ এত বলি হনুমান নিজ মূর্ত্তি ধরে। কমল তুলিতে নামে মান-সরোবরে॥ ক্রমে অষ্ট শত পদ্ম সকল তুলিল। পদ্ম তুলি রাশিকৃত তথায় করিল॥ করীবর তাহা করি প্রত্যক্ষ দর্শন। মহারুষ্ট হয়ে এই কহিল বচন॥ বল বল শীঘ্র বল তুই কোন্ জন। ছিলি নর হলি বানর মায়াবী দুর্জ্জন॥ এই হেরিলাম নর কক্ষে ফুল সাজি। ক্ষণেকে বানর হৈলি ন'স কম পাজি॥ রামায়ণে শুনিয়াছি হনুমান-কথা। মিথ্যা কথা

কহি কত লোকে দিলে ব্যথা ॥ রামের কিঙ্কর রামকার্য্য সাধিবারে। গেল রাবণের মৃত্যুশর আনিবারে ॥ ব্রাহ্মণের বেশে গেল মন্দোদরী স্থান। মিথ্যা কথা কহি সেই নিল মৃত্যুবাণ ॥ বানরের জাতি হয় বড় মিথ্যাবাদী। মুখপোড়া ঘরপোড়া নাম নিরবধি ॥ লেজের আগুনে স্বর্ণ লঙ্কা কৈল ছাই। কি কব বানরগুলো বড়ই বালাই ॥ বল তুই কোথাকার হ'সরে বানর। বানর হয়ে কৈলে কৃষ্ণ জগৎ ঈশ্বর ॥ সততই দেয় তারা রামের দোহাই। কৃষ্ণের দোহাই দিস কে তুই বালাই ॥ মিথ্যাবাদী তুই বেটা ভণ্ডামি নিপুণ। তাই তোদের পোড়া মুখে লাগিল আগুন ॥ প্রভুফল খেলি বেটা আপনাকে ভুলে। তাই বুকে বাধলো আঁটি সমুদ্রের কূলে ॥ দুর দূর দূর বেটা পেটুকের শেষ। খাবার লোভে এবে কৈলি প্রভাসে প্রবেশ ॥ তোর মত আর কেবা পেটুক আছয়। লক্ষ্মণ ভোজন কৈলি লক্ষ্মী পরাজয় ॥ এত যদি মাতঙ্গ সে কহিল হনুরে। হনুমান কহিলেক অতি ক্রোধভরে ॥ শুনরে মাতঙ্গ তুই পশু দুরাশয়। রাম আর কৃষ্ণে ভেদ কভু কি আছয় ॥ যেই রাম সেই কৃষ্ণ এক বস্তু ধন। অবতার ভেদমাত্র দেব নারায়ণ ॥ লীলার কারণ যুগে যুগে অবতার। ভজিতে কি রাম কৃষ্ণ বাধা আছে তার ॥ এত বলি হনুমান পদ্ম লয়ে করে। লম্ফদানে আসিলেন ব্রহ্মার গোচরে ॥ প্রভাস যজ্ঞের স্থানে রাখিল কমল। আইলেন দিব্য স্থানে মানি কুতূহল ॥

পদ্মসহ গোপীগণকে ব্রহ্মার ওজন ও বৃন্দে কর্ত্তৃক ব্রহ্মাদি দেবগণের পদ্মসহ পরীক্ষা

যজ্ঞস্থলে হনুমান পদ্ম আনি দিল। পদ্ম হেরি সৃষ্টি পতি আনন্দে মোহিল ॥ তখনই নিক্তি এক করি আনয়ন। একটি পদ্মেতে করি কৃষ্ণনাম লিখন ॥ নিক্তির সে এক দিকে দিল চড়াইয়া। ডাকিলেন বৃন্দে প্রতি ঈষৎ হাসিয়া ॥ এসো এসো এসো অগ্রে বৃন্দে সহচরী। পদ্মসহ অগ্রে তোমা পরীক্ষা হে করি ॥ পদ্মযোনি পদ্মসনে করিতে ওজন। যেই কালে ডাকিলেন বৃন্দের কারণ ॥ বৃন্দের তাহাতে ভয় অন্তরে হইল। হা কৃষ্ণ বলিয়া বৃন্দে কান্দিতে লাগিল। বৃন্দে বলে, কোথা হরি শ্রীমধুসূদন। লজ্জা নিবারণ

কর লজ্জা-নিবারণ ॥ ঘন ঘন পদ্মযোনি করিছে আহ্বান। হইতে হইবে মোর পদ্মের সমান ॥ হৃদিপদ্মে পাদপদ্মে দিয়া দয়া করে। পরিত্রাণ কর মোরে এ বিপদ ঘোরে ॥ এত বলি হরি স্মরি বৃন্দে গুণবতী। হইতে ওজন ধীরে ধীরে কৈল গতি ॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবারি নয়নেতে রয়। বসিল নিক্তির মধ্যে মনে ভাবি ভয় ॥ নিক্তিতে বসিয়া বৃন্দে পদ্ম প্রতি বলে। মান-সরোবরে তুমি জন্ম হে লইলে ॥ সাধু হনুমান সঙ্গ তোমার হইল। তাই দেখতে পেলে কৃষ্ণ পরম মঙ্গল ॥ মম সঙ্গে আজ তব ওজন হইবে। দেখো দেখো রেখো মান লজ্জা নাহি দিবে ॥ এত বলি বৃন্দে যবে পদ্মের সহিত। বসিলেন ওজনেতে হয়ে প্রফুল্লিত ॥ সেইকালে পদ্ম কয় আপনার মনে। ধন্য ধন্য সাধুসঙ্গ বুঝিনু এক্ষণে ॥ রামভক্ত হনুমান আমারে তুলিল। সেই পুণ্যে জগদীষ্ট কৃষ্ণ দেখা দিল ॥ পুনঃ বৃন্দে মহাসতী কৃষ্ণের সমান। ওজনে বসিল হয়ে আমার সমান ॥ গোবিন্দ বৃন্দেতে হয় একই যে প্রাণ। বৃন্দে আজ্ঞাকারী হরি দেব ভগবান ॥ সখীভাবে শ্রীগোবিন্দে সেবে বৃন্দে সতী। গোবিন্দ চাহিয়ে বৃন্দে উচ্চপদে স্থিতি ॥ গোবিন্দ রাখিয়া অগ্রে বৃন্দের পূজন। ব্রহ্মা করে মম সঙ্গে বৃন্দেকে ওজন ॥ এতেই জানিনু হরি ভকতের প্রাণ। নিজে ছোট হয়ে ভক্তে প্রধান দেখান ॥ মনে মনে পদ্ম স্তব এইরূপ করে। পদ্ম সহ বৃন্দে হৈল ওজন সত্বরে ॥ অগ্রে পদ্ম পরীক্ষায় বৃন্দে জয় হৈল। চন্দ্রাবলী বলি ব্রহ্মা তৎপরে ডাকিল ॥ ব্রহ্মা বলে, এসো এসো কোথা চন্দ্রাবলী। তুমি কৃষ্ণ-ভামিনী ডাকি তাই বলি ॥ তোমার কারণে রাধা মানময়ী হৈল। তোমার কারণে কৃষ্ণ সঙ্কটে পড়িল। অবশেষে রাধা পদ করিয়া ধারণ। সে দারুণ সঙ্কটেতে লভিলা মোচন ॥ তুমিতো সামান্য সতী নও চন্দ্রাবলী। তোমা জন্য নিল স্কন্ধে কৃষ্ণ ভিক্ষাঝুলি ॥ সত্বরে আইস চন্দ্রা করিয়ে সাজন। শীঘ্র করি হও পদ্ম সহিত ওজন ॥ চন্দ্রাবলী আর নাহি থাকিতে পারিল। স্মরি কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ওজনে চলিল ॥ বল হে কোঁথায় হরি শ্রীমধুসূদন। কর হে বিপদহারী বিপদ মোচন ॥ এসে হে প্রভাস যজ্ঞে তব দরশনে। বসিতে হইল পদ্ম সহিত ওজনে ॥

যা কর তা কর হরি তোমাকেই জানি। এত বলি নিক্তি'পরে বসিল আপনি॥ এমনি কৃষ্ণের নাম মাহাত্ম্যের গুণ। হইলেন পদ্ম সহ সমান ওজন॥ এইরূপে পদ্ম সহ যতেক গোপিনী। গণনায় ষোল শত রূপের মোহিনী॥ স্মরিয়া কৃষ্ণের নাম সবে জয়ী হৈল। পদ্মের সমান বপু পদ্মেতে মিলিল॥ এরূপে করিলে ব্রহ্মা পরীক্ষা সত্বর। ব্রহ্মারে করিল সবে এই সে উত্তর॥ বৃন্দে বলে, শুন ওহে দেব পদ্মাসন। দেখিলে তো পরীক্ষায় আমরা কেমন॥ এবে তোমা আদি করি যত দেবগণ। দেহ এ পদ্ম পরীক্ষা সবার সদন॥ এত বলি বৃন্দে সতী ধরি নিক্তি করে। অগ্রেতেই ডাকিলেন দেব সৃষ্টিধরে॥ বৃন্দের বচনে ব্রহ্মা থাকিতে নারিল। হাস্যমুখে নিক্তি'পরে যাইয়া বসিল॥ শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা বৃন্দে করেন ওজন। পদ্ম হৈতে কিছু ভারী হৈল পদ্মাসন॥ হাস্য করি বৃন্দে সতী শ্রীগোবিন্দে কয়। এই পরীক্ষায় সাক্ষী থাক দয়াময়॥ পদ্ম পরীক্ষায় হারিলেন পদ্মাসন। কোন পাপে পাপী ইহা না জানি কারণ॥ কহ হরি বংশীধারী ইহার প্রমাণ। শ্রবণে জুড়াই সদা মন আর প্রাণ॥ কৃষ্ণ কন, আমি বৃন্দে কিছু নাহি জানি। তুমি যদি জান কহ কর্ণ ভরি শুনি॥ বৃন্দে কয়, ব্রহ্মার আছয়ে অপরাধ। সন্ধ্যা সঙ্গে ব্রহ্মার হইল অপবাদ॥ সেই পাপ ব্রহ্মা-অঙ্গে সঞ্চারিত ছিল। পদ্ম পরীক্ষায় ব্রহ্মা তাই সে হারিল॥ বৃন্দের বচনে ব্রহ্মা লজ্জিত অপার। বসিলেন সেই সভায় গিয়ে একধার॥ তৎপরে ডাকিল বৃন্দে হয়ে হৃষ্ট মন। নিক্তি পরে এসো ওহে বিষ্ণু জনার্দ্দন॥ বৃন্দের কথায় বিষ্ণু রহিতে না পারি। সত্বরেতে বসিলেন নিক্তির উপরি॥ নিক্তি ধরি বৃন্দে সতী করিল ওজন। পদ্ম হতে কিছু হৈল ভারীর লক্ষণ॥ ক্ষণমাত্রে পুনঃ বৃন্দে ওজন করিল। পদ্মের সমান সেই কালেতে হইল। কৃষ্ণ কন, কহ বৃন্দে ইহার কারণ। ক্ষণমাত্রে বিষ্ণু হৈল সমান ওজন॥ বৃন্দে বলে, বিষ্ণু বৃন্দে মজে বৃন্দাবনে। তাহাতেই বিষ্ণু ভারি হইল এক্ষণে॥ ইহা বলি বৃন্দে আর না করি উত্তর। অমনিই ডাকিলেন দেব মহেশ্বর॥ বৃন্দেবাক্যে মহেশ্বর থাকিতে নারিল। দেবসভা হৈতে শিব গাত্রোত্থান কৈল॥ ওজনের ভয়ে শিব মনে মনে

কয়। এ বিপদে রক্ষা কর দেব দয়াময়॥ অন্তিমে হে বিপদ্‌বারি শ্রীমধুসূদন। দেখো হরি রেখো পদে করোনা বঞ্চন॥ এত বলি সদাশিব নিক্তিতে বসিল। বৃন্দে সতী নিক্তি ধরি তখনি তুলিল॥ অগ্রেতে হইল ভার পরেতে সমান। তাহা হেরি জিজ্ঞাসিল দেব ভগবান॥ কহ বৃন্দে এইবার শিবের কথন। কেন শিব হইলেন ওজনে এমন॥ বন্দে কন, শিবের হে কিছু দোষ ছিল। কুচনীর সহ শিব প্রণয়ে মজিল॥ সেই পাপে ভারী হৈয়া হইল সমান। কি আর কহিব তার অধিক প্রমাণ॥ এত বলি বৃন্দে সতী ইন্দ্রকে ডাকিল। ভয়ে ভীত হয়ে ইন্দ্র নিক্তিতে বসিল॥ নিক্তি ধরি তুলিলেন বৃন্দে গুণবতী। সমান না হৈল ইন্দ্র ভারি হৈল অতি॥ দর্পহারী হরি কৈল দর্পের সংহার। দেবগণ তাহা হেরি হাসয়ে অপার॥ নতমুখে ইন্দ্র বৈসে সভার ভিতর। বদনেতে নাহি আর করয়ে উত্তর॥ গোবিন্দ বলেন, বৃন্দে কহত কারণ। কেন ইন্দ্র হারিলেন হইতে ওজন॥ বৃন্দে কয় শ্রীগোবিন্দ কি বলিব আর। গুরুপত্নী হরে ইন্দ্র বনের মাঝার॥ অহল্য হরণে যাহা গাপ সঞ্চারিল। সেই পাপে ইন্দ্র পদ্ম সহ যে হারিল॥ পাপ ভক্ত দেহ কি সে পদ্মের ওজনে। সমান হইতে পারে বিভুর সদনে॥ নিষ্পাপী যে জন তব পদে মন স্থির। পদ্ম সহ সমান হয়েন সেই ধীর॥ ইহা বলি ডাকিলেন দেবতা পবনে। আইলা পবন দেব বৃন্দার বচনে॥ হাস্য করি নিক্তিপরে পবন বসিল। নিক্তি ধরি বৃন্দে সতী সত্বরে তুলিল॥ অগ্রে হৈল ভার পরে হইল সমান। তাহা হেরি সুধালেন দেব ভগবান॥ কহ বৃন্দে এ পবন কি দোষ কারণ। পদ্ম সহ না হইল সমান ওজন॥ বৃন্দে বলে প্রাণ গোবিন্দ করুন শ্রবণ। পবন হারিল পদ্মে যে দোষ কারণ॥ পবন প্রধান দেব মান্য সবাকার। বানরী হরণ কৈল পর্ব্বত মাঝার॥ অঞ্জনা হরণ পাপে দেবতা পবন। পদ্ম সহ না হইল সমান ওজন॥ কৃষ্ণচন্দ্র ইহা শুনি হাসিয়া উঠিল। হুতাশন বলি বৃন্দে সেকালে ডাকিল॥ হুতাশন আর নাহি থাকিতে পারিয়া। বসিলেন নিক্তিমধ্যে আপনি যাইয়া॥ পদ্ম সহ বৃন্দে সতী করিল ওজন। হইল অধিক ভারি দেব

হুতাশন ॥ নিক্তি না উঠিল দেখি লজ্জা পেয়ে মনে। বসিলেন সভা মধ্যে গিয়ে এক কোণে ॥ হাস্য করি কৃষ্ণচন্দ্র কহিল বচন। কহ বৃন্দে কিবা দোষে দোষী হুতাশন ॥ পদ্ম সহ ওজনেতে না হৈল সমান। কহ হুতাশন-কথা সভা বিদ্যমান ॥ বৃন্দে কহে, শ্রীগোবিন্দ করহ শ্রবণ। হুতাশন পরাভব হৈল যে কারণ ॥ সর্ব্ব ভক্ষ্য হুতাশন নাহিক বিচার। সেই পাপে পদ্ম সঙ্গে সম নহে ভার ॥ তাতেই হইল পরাভব এ সভায়। কি আর অধিক কব কৃষ্ণ হে তোমায় ॥ এত বলি বৃন্দে সতী দেবগণে ছাড়ি। যদুবধূ পরীক্ষিতে মন স্থির করি ॥ বারম্বার কৃষ্ণপদে প্রণাম করিয়া। নিক্তি ধরি যদুবধূ ডাকেন হর্ষিয়া ॥

বৃন্দে কর্ত্তৃক যদুবধূগণের পদ্মপরীক্ষা

প্রথমেতে বৃন্দে করে ধরিয়া নিকতি। ডাকিলেন কুব্জা বলি মনে হয়ে প্রীতি ॥ বৃন্দে বলে, এসো ওগো কুবুজা সুন্দরী। তোমার পরীক্ষা আমি করি যত্ন করি ॥ তুমি কৃষ্ণ বামে রও কৃষ্ণ সোহাগিনী। ছিলে কুব্জা হলে সোজা মহিমা এমনি ॥ কুবুজা সুন্দরী নাম তোমার এখন। তোমা হৃদে ধরি কৃষ্ণ জুড়ায় জীবন ॥ শ্রীমতী অপেক্ষা তোমা বেড়েছে সম্মান। কৃষ্ণ কণ্ঠহার তুমি হও কৃষ্ণ প্রাণ ॥ করগো পরীক্ষা দান আসি শীঘ্র করি। পরীক্ষায় জয়ী হৈলে তবে জানি নারী ॥ তবেত বুঝিব আমি সুন্দরী কুবুজা। লুটিলে হরির বামে যথার্থ যে মজা ॥ আছিলে কংসের দাসী হৈলে রাজরাণী। ভুলায়েছ রাধা নাম নিজ গুণমণি ॥ রাধা নাম কৃষ্ণ এবে যদি ভুলে গেল। কি নামে বাজিবে বাঁশী তাই মোরে বল ॥ বোধ হয় তোমারি ঐ কুব্জা নাম করি। বাজাবে বাঁশীতে সুখে আপনি মুরারী ॥ চূড়া পরে কুব্জা নাম করিয়া লিখন। রাধা নাম একেবারে করিবে বর্জ্জন ॥ কুব্জা কুব্জা বলি কৃষ্ণ বাঁশীতে ডাকিবে। শিরে কুব্জা নাম লিখে রাধাকে ত্যজিবে ॥ শ্রীরাধার প্রেমবারি করি পরিশোধ। লইবেন কুব্জা নাম স্বয়ং শ্রীমাধব ॥ কুব্জার খাতক কৃষ্ণ এখন হইবে। কুব্জাকান্তে রাধাকান্ত নাম নাহি দিবে ॥ বৃন্দাবনে রাধানাথ কৃষ্ণ নাম ছিল। মথুরায় কুব্জানাথ এখন হইল ॥

ব্রজলীলা অন্তে সব মথুরায় আসি। এখন কুবুজা হলো কৃষ্ণের মহিষী॥ আজি সব বুঝে লব পদ্ম সহ রণে। কুবুজা কি রাধা বড় নিক্তির ওজনে॥ রূপ গুণ নাম সব একত্রিত করি। পরীক্ষায় বুঝে লব কুবুজা সুন্দরী॥ যত্মপি কুবুজা নামে বাজিবে বাঁশরী। তবেই জানিবে ধন্য কুবুজা সুন্দরী॥ প্রভাস পরমতীর্থ বিখ্যাত ভুবনে। পদ্মের সহিত আজ বৈসহ ওজনে॥ হইনু হে পদ্মজয়ী মোরা সর্ব্বজন। বাড়াইব তব নাম করিয়া ওজন॥ প্রভাস পরম তীর্থ হবে পুণ্যবতী। নিক্তি মধ্যে বসো এসে শুনহ আরতী॥ কি করিবে বৃন্দে যবে এরূপে ডাকিল। গলে বাস দিয়া কুব্জা উঠি দাণ্ডাইল॥ নেত্রে অবিরত ধারা বৃন্দে প্রতি কয়। শুন বৃন্দে মহাসতী কহি গো তোমায়॥ শ্রীমতীর যোগ্য আমি কখন না হই। আমি যে কেমন রাধা জানে রসময়ী॥ আমি তো কংসের দাসী ব্যক্ত ত্রিভুবন। কুব্জা কুৎসতাকার জঘন্য দর্শন॥ দয়া করি দয়াময় করেন সুন্দরী। আমি কি পদ্মের সঙ্গে তুল্য হতে পারি॥ সুগন্ধ চন্দন মাত্র লইয়া হে করে। সদত প্রদান করি কৃষ্ণপদোপরে॥ দয়া করে কৃষ্ণ কন আমারে সুন্দরী। রাধাকৃষ্ণ দাসী আমি নহি রাজেশ্বরী॥ বারম্বার কেন বৃন্দে রাণী বলি কও। রাধাকৃষ্ণ দাসী বলে পরাণ জুড়াও। এত বলি সে কুবুজা ভয়ের কারণ। হৃদয়ে গোবিন্দ স্মরি করেন রোদন॥ কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন উচ্চৈঃস্বর করি। কেন হে রোদন কর কুবুজা সুন্দরী॥ পদ্মের পরীক্ষা দেও সভার ভিতরে। তব বান রক্ষিবেন দেব দামোদরে॥ অবশ্য হইবে তুমি পদ্মের সমান। তব মান রক্ষিবেন দেব ভগবান॥ কৃষ্ণ মুখে হেন কথা কুবুজা শুনিয়া। ভয়েতে অভয় কৃষ্ণ অন্তরে মানিয়া॥ বৃন্দের নিক্তির কাছে করিল গমন। মানয়ে করয়ে কৃষ্ণে আত্ম নিবেদন॥ অন্তরে অন্তর দাহ সজল নয়ন। বলে এবে যা করহে শ্রীমধুসূদন॥ দাসী বলে, যদি দয়া থাকে হে তোমার। পদ্মরণে মান রক্ষা কর হে আমার॥ তুমি হরি বৃন্দাবনে রাধার কলঙ্ক। শত ছিদ্রে বারি আনি কৈলে নিষ্কলঙ্ক॥ ভক্তের অধীন তুমি দেব ভগবান। ভক্তিতে রাখালোচ্ছিষ্টে তৃপ্ত কৈলে প্রাণ॥ নাশিতে আয়ান ভয় রাধার শ্রীপতি। বৃন্দাবনে হয়েছিলে কালিকা

মূরতি ॥ অপার মহিমা তব দেব নারায়ণ। তব পাদপদ্ম মাত্র করিয়া স্মরণ ॥ পদ্ম সহ ওজন হইতে কর গতি। রেখো হে দাসীর মান অগতির গতি ॥ যদি এই রণে লজ্জা পাই নারায়ণ। তব নাম স্মরি প্রাণ দিব বিসর্জ্জন ॥ প্রভাস-জীবনে করি এ জীবন দান। ঘুচাইতে অবনীতে কলঙ্ক নিশান ॥ আমি হে কংসের দাসী অধমা প্রকৃতি। তোমার করিতে স্তব কি আছে শকতি ॥ নিজগুণে দয়া করি দাসীর কারণ। রেখো হে সভার মাঝে চরণে আপন ॥ এইরূপে কুব্জ স্তব করিতে করিতে। বসিলেন গিয়া সেই নিক্তির মধ্যেতে ॥ কৃষ্ণের করুণাবলে কুবুজা সুন্দরী। পদ্মর সমান হৈল তুলের উপরি ॥ তুচ্ছ হৈলে উচ্চপদ হরি করে দান। কুব্জারে সদয় হয়ে দেব ভগবান ॥ পদ্মের সমান করি ওজনে রহিল। দেখিয়া সকলে কত প্রশংসা করিল ॥ সেই কালে বৃন্দে প্রতি কহিলা শ্রীহরি। দেখ হে কুবুজা এবে কেমন সুন্দরী ॥ পদ্মের সমান তব ওজনে হইল। কিছুতে কুবুজা মন না হৈল চঞ্চল ॥ কুবুজাকে এবে সবে দাও পুরস্কার। কুবুজা সামান্যা নারী না হয় আমার ॥ দেখ দেখ বৃন্দে সতী করিয়া বিচার। তোমার ও নিক্তি হয় বিষম ব্যাপার ॥ দেবগণ আদি সবে পরীক্ষা হে দিল। পদ্মের সমান কেহ হইতে নারিল ॥ এ কারণ বৃন্দে তুমি কর অনুমান। কুবুজা দেবের অধিক হইল মান ॥ কি আর বলিব বৃন্দে তোমারে হে আমি। না বুঝিয়া কুবুজায় উপহাস তুমি ॥ কুবুজার যদি নাহি থাকিবেক গুণ। কুৎসিতা কি হতে পারে সুন্দরী কখন ॥ বাঁকা ছিল সোজা হল আপন গুণেতে। তুমি বৃন্দে উপহাস নিজের গর্ব্বেতে ॥ হাস্য করি বৃন্দে কয় শুন বংশী-ধারী। তুমিই সবের মূল হও হে শ্রীহরি ॥ তুমি যাবে সুপ্রসন্ন হয় দয়াময়। তাহার আছয়ে কোথা বল ওহে ভয় ॥ তুমিই স্বয়ং জয় দিলে নারায়ণ। অনায়াসে কুবুজা জয় হৈল সে কারণ ॥ তাহার প্রমাণ হরি করহ শ্রবণ। নৃসিংহ-অবতার হইলেন যখন ॥ পিতাকে করিলে শত্রু পত্রে কৈলে মিত্র। হিরণ্যকশিপু চেয়ে প্রহ্লাদ পবিত্র ॥ তোমার সহায়ে সব হইল মাধব। তোমার ও জয় নামে সব পরাভব ॥ অগ্নি মধ্যে প্রহ্লাদেরে দৈত্য ফেলি দিল।

তব জয়নামে অগ্নি শীতল হইল ॥ তদন্তে প্রহ্লাদে দিল কুঞ্জরের পায়। তব জয়নামে হস্তি করিল মাথায় ॥ কিছুতে নারিল সে করিতে পরাভব। সঙ্কট মোচন তব নাম শ্রীমাধব ॥ অতএব নিবেদন করি বংশীধারী। তুমি মান অপমান ব্রহ্মাণ্ড উপরি ॥ তোমাকে যে ডাকে হরি শ্রীমধুসূদন। তব জয়নামে জয়ী সেই সর্ব্বক্ষণ ॥ সংসারের সার তুমি দেব দয়াময়। সকল জীবেতে তব সমান আশ্রয় ॥ এত বলি শ্রীগোবিন্দে বৃন্দে নিবর্ত্তিল। এসো হে রুক্মিণী বলি তখনি ডাকিল ॥ শুনহ রুক্মিণী তুমি কৃষ্ণের কামিনী। এই পদ্ম-তুলে সব হবে জানাজানি ॥ কেমনে মাধবে মতি তোমার আছয়। এই পদ্ম সঙ্গে জুঁখি বুঝিব নিশ্চয় ॥ এত বলি বৃন্দে যদি করিল আহ্বান। রুক্মিণী করিল গতি নিক্তি বিদ্যমান ॥ না করি কাল বিলম্ব নিক্তিতে বসিলা। বৃন্দে সতী নিক্তি ধরি তখনি তুলিলা ॥ অগ্রে ভারি হৈল পরে পশ্চাতে সমান। তাহা দেখি জিজ্ঞাসিলা দেব ভগবান ॥ কহ বৃন্দে সহচরি তুমি সে এখন। রুক্মিণী হইল হেন কিসের কারণ ॥ বৃন্দে বলে, প্রাণ-গোবিন্দ শুন বলি তাই। রুক্মিণী সমান আর কেহ পাপী নাই ॥ শিশুপালে মনে দুঃখ অতিশয় দিল। তাহার কারণ পদ্ম সম না হইল ॥ ইহা শুনি যদুনাথ হাসিতে লাগিল। যদুকুল নারীর পরীক্ষা সাঙ্গ হৈল ॥ তদন্তরে মুনি ঋষি পরীক্ষা কারণ। বসিলেন বৃন্দে সতী নিক্তির সদন ॥

বৃন্দে কর্ত্তৃক মুনিগণের পদ্ম-পরীক্ষা

বৃন্দে বলে, ঋষিগণ দেহ হে পরীক্ষা। কে কেমন কৃষ্ণভক্ত এবে যাক দেখা ॥ এত বলি নিক্তি ধরি বৃন্দে গুণবতী। ডাকিলেন পরাশরে ভক্তি করে অতি ॥ বৃন্দের কথায় পরাশর মুনিবর। অবিলম্বে আসিলেন নিক্তির উপর ॥ ক্ষণমাত্র থাকি হৈল পদ্মের সমান। হেরি বৃন্দে প্রতি কন দেব ভগবান ॥ বল বৃন্দে গুণবতী আমার সদন। পরাশর হৈল কেন ওজনে এমন ॥ বৃন্দে বলে, প্রাণ-গোবিন্দ করি নিবেদন। পরাশর পরাভব যাহার কারণ ॥ ঋষিশ্রেষ্ঠ পরাশর জ্ঞানে মহাজ্ঞানী। হরিলেন মৎস্যগন্ধা কৈবর্ত্ত-

নন্দিনী ॥ সেই দোষে মুনিবর এই পদ্মাসনে। হইলেন পরাভব আমার ওজনে ॥ তদন্তরে বৃন্দে সতী নিক্তি ধরি করে। ডাকিলেন তৎপুত্র ব্যাসে সমাদরে ॥ বৃন্দের কথায় ব্যাস নিক্তিতে বসিল। ক্ষণমাত্র থাকি পদ্ম সমান হইল ॥ হেরি হরি কহিলেন শ্রীবৃন্দের প্রতি। বল বৃন্দে এবে তুমি যথার্থ ভারতী ॥ কোন দোষে দোষী হৈয়া ব্যাস মুনিবর। হারিলেন পদ্মাসনে সভার ভিরত ॥ বৃন্দে বলে, প্রাণ-গোবিন্দ করহ শ্রবণ। ব্যাসদেব ভ্রাতৃ-বধূ করিল হরণ ॥ কেমনে হবেন আর পথের সমান। সে কারণ সভামধ্যে হৈলা অপমান ॥ এত বলে বৃন্দে সতী পুনঃ নিক্তি ধরি। যত মুনি বসেছিল সভার উপরি ॥ সকলের করিলেন পরীক্ষা গ্রহণ। কেহ নাহি হৈল পদ্ম সমান ওজন ॥ তবে সব মুনিগণ একত্র হইয়া। যুক্তি করে পরস্পর মাথা নোয়াইয়া ॥ অগস্ত্য বলেন, সবে চিন্তা কর কেন। দেখিব প্রভাস-যজ্ঞ কৃষ্ণের কেমন ॥ শুষিলাম সপ্তসিন্ধু একই গণ্ডুষে। মম কাছে এ প্রভাস লাগে বল কিসে ॥ এ যজ্ঞের ফল খাদ্যদ্রব্য হয় যত। এক গ্রাসে এখনি করিব সব হত ॥ দেখি হরি কিসে যজ্ঞ করেন এখন। কিসে লক্ষ মুনিগণে করান ভোজন ॥ এই কি হরির হৈল উচিত বিধান। গোপীর হস্তেতে কিনা ঋষি অপমান ॥ মুনিগণ এত যদি মন্ত্রণা করিল। অন্তর্য্যামী ভগবান অন্তরে জানিল ॥ হরি কন, আমি দর্পহারী নারায়ণ। আমার নিকটে আসি এই মুনিগণ ॥ দর্প করি করিবেক মম যজ্ঞ গ্রাস। এতো নয় সাধারণ মুনির প্রয়াস ॥ তখনি হইয়া বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি হরি। অন্ন মধ্যে প্রবেশিলা বিপদ-নিবারী ॥

যজ্ঞ উৎসর্গ ও শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান জ্ঞানে বসুদেব দেবকী ও গোপীগণের পূজা

প্রভাসে পরম যজ্ঞ তাহার সভাতে। কত শত শোভে দ্রব্য পরম প্রভাতে ॥ সুবর্ণ ভৃঙ্গারে পূর্ণ সুশীতল বারি। তুলসী চন্দন পুষ্প সৌগন্ধ মাধুরী ॥ রাশি রাশি পুষ্পমালা শঙ্খ ও ব্যজনী। নানাবিধ ফুল ফল হেরে হরে প্রাণী ॥ বিদ্যাধরীগণ সব চামর

ঢুলায়। অপ্সরী কিন্নরী নৃত্য করিয়া বেড়ায়॥ কি আর কহিব সেই সভার কথন। উচ্চমঞ্চে শোভে হরি দেব নারায়ণ॥ গোকুল-বাসিনী যত গোপিনীর গণ। ঈশ্বর জ্ঞানেতে পূজে শ্রীহরি-চরণ॥ তুলসী চন্দন আর ক্ষীর সর ননী। বদনে তুলিয়া দিয়া জুড়াল পরাণী॥ নন্দ যশোমতী পুত্রভাব দূরে গেলা। ভগবান জ্ঞানে কৃষ্ণে হইয়া বিভোলা॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর দেবগণ। সবে পূজে হরিপদ ভক্তিতে মগন॥ কেহ পুষ্পমালা দেয় কেহ বা চন্দন। কেহ বা ভক্তিতে করে বিবিধ স্তবন॥ মুনি ঋষিগণ হয়ে মনে আনন্দিত। জ্বালেন যজ্ঞের অগ্নি শাস্ত্রের বিহিত॥ সর্ব্ব দেবে আহ্বানিয়া মনের উল্লাসে। আহুতি প্রদান করে সেই সে প্রভাসে॥ সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি যথা বিদ্যমান। সে যজ্ঞেতে কিবা কব করিয়া প্রমাণ॥ বিধিমতে যজ্ঞকার্য্য সম্পূর্ণ হইল। দেব ঋষি মুনিগণ আনন্দে পূরিল॥

মুনি-ভোজন প্রসঙ্গ

যেমন যজ্ঞের কার্য্য হৈল সমাধান। ব্রাহ্মণ ভোজনে মন দিলা ভগবান॥ অগ্রেতেই মুনিগণে করিতে ভোজন। হইলেন শতোৎযুগী দেব নারায়ণ॥ এখানেতে মুনিগণ পদ্ম পরীক্ষায়। মহা অপমান পেয়ে সেই সে সভায়॥ মনে মনে যুক্তি স্থির করিয়া তখন। বসিলেন জনে জনে করিতে ভোজন॥ অগস্ত্য জহ্নু বা এই দুই মুনিবর। বসিলেন ক্রোধভরে দোঁহে একোত্তর॥ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হয়ে হৃষ্টমন। সুবর্ণ পাত্রেতে করি অন্ন ও ব্যঞ্জন॥ ভোজন আসন্ন স্থানে করিয়া প্রদান। মাগিলেন ভোজন করিতে আজ্ঞা দান॥ সেই কালে অগস্ত্য জহ্নু বা দুই মুনি। ছল করি কহিলেন কৃষ্ণে এই বাণী॥ ওহে কৃষ্ণচন্দ্র শুন করি নিবেদন। বারে বারে কত অন্ন করিবে অর্পণ॥ যাহা করিয়াছ এই যজ্ঞেতে রন্ধন। একেবারে সব আনি করহ অর্পণ॥ মনের সুখেতে দোঁহে ভোজন করিয়া। বিদায় হইয়া যাই দক্ষিণা লইয়া॥ জান না কি গোপী দিয়ে তুমি ভগবান। করিয়াছ আমাদের মহা অপমান॥

তার পরিশোধ এবে লব হে শ্রীহরি। দেখিব কেমন তুমি বাঁকা বংশীধারী ॥ আমি হে অগস্ত্য মুনি তুমি জান হরি। গণ্ডুষেতে শুষিলাম সপ্তসিন্ধু বারি ॥ আর এর নাম হয় জহ্নু বা হে মুনি। গণ্ডুষে করিলা পান গঙ্গা তরঙ্গিণী ॥ শুদ্ধ মাত্র ভগীরথে কারত দেখিয়া। জানু চিরি দিলা গঙ্গা বাহির করিয়া ॥ এখনও তার হেতু ওহে নারায়ণ। গঙ্গার জাহ্নবী নাম পুরাণে বর্ণন ॥ আমরা এমন মুনি হই দুই জন। গোপী নিয়ে কৈলে কেন মানের হরণ ॥ এবার দেখিব তোমা ওহে ভগবান। গোপিনী রাখয়ে কিসে তোমার এ মান ॥ নীচ জাতী হয় সেই ব্রজ-গোয়ালিনী। তার হাতে অপমান কর কিবা মুনি ॥ এমন কি ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু হুতাশন। সবা মান হয়ে সেই গোপিনী দুর্জ্জন ॥ তুমিই হে বল দেখি হয়ে গোপীপক্ষ। মুনি-অপমান কিসে দেখিলে প্রত্যক্ষ ॥ ভোজন করিব আজ হয়ে অভিমানী। দেখি কিসে রক্ষে সেই ব্রজের গেপিনী ॥ মনে মনে কৃষ্ণচন্দ্র কহিল তখন। দর্পহারী কাছে দর্প কেন মুনিগণ ॥ দর্পহারী নাম মোর জানে সর্ব্বজনে। ক্ষণে দর্প চূর্ণ আজ হইবে এক্ষণে ॥ অগ্রেতে জানি আমি ইহার কারণ। করিয়াছি অন্ন মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ ॥ এক গ্রাস অন্ন যদি ভুঞ্জিবারে পার। তবে তো জানিব ক্ষুধা আছয়ে তোমার ॥ তদন্তে প্রকাশ করি হরি দয়াময়। কহিলেন কেন রুষ্ট হন মহাশয় ॥ পাত্রেতে যা কিছু অন্ন শোভিত এখন। ইহাই মনের সুখে করুন ভোজন ॥ অকুলনে পুনঃ অন্ন আমি আনি দিব। পূর্ণ ভোজন না হৈলে আমি কি ছাড়িব ॥ দীন হীন কৃষ্ণ আমি নন্দের নন্দন। সাধ্য কি করাই তোমা সবার ভোজন ॥ তুমিই হে অগস্ত্য মুনি আমি ভাল চিনি। গণ্ডুষে গ্রাসিলে সপ্ত সমুদ্রের পানি ॥ আমার সামান্য যজ্ঞ তব যোগ্য নয়। তবে যে ভুঞ্জান মাত্র নিজের কৃপায় ॥ সামান্য গোপের পুত্র কোথা পাব ধন। কর ঋষি নিজগুণে লজ্জা নিবারণ ॥ যবে হরি বারম্বার এরূপ প্রকারে। কহিলেন দৈব বাক্য সেই ঋষিবরে ॥ ক্রোধভরে ঋষি তবে ভোজনে বসিল। দক্ষিণ হস্তেতে অন্ন সাপুটি ধরিল ॥ কিন্তু ঋষি বদনেতে করিতে

প্রদান। তুলিবারে নাহি পারে ভাবিয়া অজ্ঞান ॥ মহাভার অন্ন সেই তুলিতে না পারে। বিশ্বম্ভর রূপে হরি তার অভ্যন্তরে ॥ কেমন বদনে অন্ন করিবে প্রদান। হেরিয়া মুনির ভয়ে শুকাইল প্রাণ ॥ দর্পহারী হরি মনে দর্পের কারণ। আছেন সে অন্নে দর্প রয় কতক্ষণ ॥ মুনির কি সাধ্য তাহা তুলিয়া করেতে। প্রদান করিবে নিজ বদন মধ্যেতে ॥ অপমান পেয়ে মুনি অধোমুখে রন। হাস্য করি কৃষ্ণচন্দ্র সেইক্ষণে কন ॥ কেন হে অগস্ত্য ঋষি ভোজন কারণ। সহসাই হইলেন বিষণ্ণ বদন ॥ তোমার ভোজন গ্রাস হস্তেতেই রহে। বদনেতে দিতে আর মতি কেন নহে ॥ দর্প করি বসিলেন করিতে ভোজন। তোমার ভোজন-শক্তি অতীব ভীষণ ॥ গণ্ডুষেতে গ্রাসিলে হে সপ্তসিন্ধু বারি। গোটাকত খেতে অন্ন হৈল এত ভারি ॥ দর্প করি এইমাত্র কহিলে বদনে। আমার যজ্ঞের অন্ন রবে এক কোণে ॥ দেখিব কেমন সেই ব্রজ-গোয়ালিনী। সকল কি ভুলে গেলে এখন হে মুনি ॥ অতি দর্প ভাল নয় ওহে তপোধন। দর্প করি সবংশেতে মরিল রাবণ ॥ অতি দর্পে হিরণ্যকশিপু দৈত্যবর। সিংহমুখে চলি গেল যমের নগর ॥ অতি দর্পে বলির পাতালে হৈল ঠাঁই। অতি দর্প ভাল নয় তোমারে জানাই ॥ অতি দর্প করে সেই দক্ষ প্রজাপতি। করিল শিবের নিন্দা হয়ে ছন্ন মতি ॥ অবশেষে ছাগমুণ্ড তাহার হইল। অতি দর্প কৈলে তার ফলে এই ফল ॥ অতি দর্প করেছিল কৃষক রাজন। গন্ধমাদনেতে হৈল শূকর বদন ॥ অতি দর্পে হরিশ্চন্দ্র স্বর্গ না লভিল। চিরকাল জন্য মধ্যপথে রহি গেল ॥ তাদৃশ তোমার দর্প হৈল মুনিবর। গোটাকত অন্নে অপমান বহুতর ॥ তোমার সামান্য দর্প রয় কতক্ষণ। আমি দর্পহারী হরি শ্রীমধুসূদন ॥ আমার যজ্ঞের দর্প সম্ভব কি হয়। তোমার যতেক দর্প সব হৈল ক্ষয় ॥ এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র কহিলা মুনিরে। নিবেদন কৈল মুনি কৃষ্ণপদোপরে ॥ ওহে দর্পহারী হরি শ্রীমধুসূদন। তুমি হে জগৎকর্ত্তা জগত জীবন ॥ তুমি করিয়াছ যজ্ঞ প্রভাসের তীরে। কত দ্রব্য আয়োজন বর্ণিতে কে পারে ॥ কি সাধ্য আমার তব যজ্ঞ করি গ্রাস। জানিবে মনেতে সদা

মিথ্যা যে প্রয়াস ॥ এক্ষণে ভোজনে আজ্ঞা করুন প্রদান। তব আজ্ঞা বিনা নাহি করি জলপান ॥ তুমি যজ্ঞেশ্বর হরি দেব নারায়ণ। আজ্ঞা কর অন্ন ভুঞ্জি জুড়াই জীবন ॥ মুনি-বাক্যে কৃষ্ণচন্দ্র হইয়া প্রসন্ন। করিলেন আজ্ঞাদান ভুঞ্জিবারে অন্ন ॥ শ্রীকৃষ্ণের মুখে আজ্ঞা পেয়ে মুনিগণ। ভোজনে বসেন ঋষি সহস্র ব্রাহ্মণ ॥ বৈসেন ষাট সহস্র মুনি সুপ্রসন্ন। শ্রীকৃষ্ণ আনিয়া দেন রাশি রাশি অন্ন ॥ ঘৃতকুল্য মধুকুল্য যতেক ব্যঞ্জন। ইচ্ছায় করেন হরি সকলে অর্পণ ॥ বসি বসি খান সব মুনি ঋষিগণ। ইচ্ছামত সকলেই করেন ভোজন ॥ লক্ষ্মীর হস্তের পাক হয় সে প্রভাসে। যত পায় তত খায় মনের উল্লাসে ॥ ক্ষীর সর ছানা ননী আর দধি দুগ্ধ। ভুঞ্জন করয়ে তাহা হয়ে মহালুব্ধ ॥ লক্ষ্মীর হস্তের পাক সুধার সমান। সকলেই করে শব্দ বলি আন আন ॥ কেহ বলে, দধি আন, কেহ বলে মোণ্ডা। কেহ বলে, পেলে খাব আরও দশ গণ্ডা ॥ বসেছে বাছের বাছ যত সব ষণ্ডা। অবিরত ধ্বংসে তারা গণ্ডা গণ্ডা মোণ্ডা ॥ দেব দ্বিজ গোপ গোপা মিলিয়া একত্রে। মিষ্টান্ন আনিয়া দেয় ব্রাহ্মণের পাত্রে ॥ কে কারে খাওয়ায় দ্বিজ হাজার হাজার। প্রভাসে বসিল যেন ব্রাহ্মণ বাজার ॥ গলবাসে সদা ফিরে কৃষ্ণ মহাশয়। সকল মুনিরে কন করিরা বিনয় ॥ সেবা কর সেবা কর সবে আনন্দেতে। মনেতে রেখনা ক্ষুণ্ণ আমার যজ্ঞেতে ॥ এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র প্রফুল্লিত হয়ে। পারিজাত মালা দেন মুনিগণে লয়ে ॥ শত শত বিদ্যাধরী কৃষ্ণের আজ্ঞায়। সতত চামর হেলে মুনিগণ গায় ॥ এইরূপে হয় সব ব্রহ্মাণ ভোজন। হেনকালে শ্রীনারদ দিলেন দর্শন ॥ বীণায় তুলিয়া তান গান আরম্ভিল। দুইবাহু তুলি তথা নাচিতে লাগিল ॥ মুখে কন কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে। দুই নেত্র বহি সদা প্রেম ধারা ঝরে ॥ তাহা হেরি বিশ্বনাথ দেব পঞ্চানন। পঞ্চমুখে কৃষ্ণনাম করি উচ্চারণ ॥ ধরিয়া নারদ-বাহু নৃত্য আরম্ভিল। নাচিতে নাচিতে শিব জটা এলাইল ॥ জটা এলাইয়া তার বেড়ে গেল রঙ্গ। জটাতে উছলি উঠে গঙ্গার তরঙ্গ ॥ কুলকুল শব্দ সদা করেন আনন্দে। ক্ষেপিয়া উঠিল ভূত মহা প্রেমানন্দে ॥

শিবকে বেষ্টন করি নৃত্য আরম্ভিল। ভূত-নৃত্য দেখি কৃষ্ণ হাসিতে লাগিল ॥ দ্বিজগণ ভোজনান্তে করি আচমন। মহানৃত্য সে দুয়ের করেন দর্শন ॥ পঞ্চমুখে পঞ্চানন করে কৃষ্ণগান। ডম্বুরু বাদ্যেতে সর্ব্বভুতে মারে তান ॥ ভূতের নাচনি তানে দেব মহেশ্বর। একেবারে আনন্দেতে হইল বিভোর ॥ পদ্ম আনি হনুমান কোথায় আছিল। সহসা ভূতের সঙ্গে আসিয়া মিলিল ॥ ভূত সঙ্গে মিলি হনু নৃত্য আরম্ভিল। হনুর সে নৃত্য হেরি সবে স্তব্ধ হৈল ॥ সেইকালে ভূতগণ কৃষ্ণ প্রতি কয়। ক্ষুধায় কাতর হৈনু দেব দয়াময় ॥ নৃত্য করি বড় ক্ষুধা হইল সবার। দেও প্রভু দয়া করি কিঞ্চিত আহার ॥ হনুমান বলে, ওহে বৃন্দাবন-চাঁদ। এসেছি প্রভাসে তব পাইতে প্রসাদ ॥ হনুর বাক্যেতে প্রভু হন নিরুৎসব। একেবার খাওয়াইতে হন পরাভব ॥ হনু সে ভোজনে আর বিলম্ব না করি। তখনই বসিলেন নিজে পাতা করি ॥ শ্রীকৃষ্ণ করেন চিন্তা আপনার মনে। পরিতোষ কিসে করি পবন-নন্দনে ॥ একদিকে হনুমান আর দিকে ভূত। সকলেই রুদ্র অংশে ভোজনে অদ্ভুত ॥ বার বার হনুস্থানে হৈনু অপমান। এবার হারিলে আর না থাকিবে মান ॥ মুনিগণ দেবগণ সকলে হাসিবে। চিরকাল জন্য মহা কলঙ্ক রহিবে ॥ এত চিন্তি কৃষ্ণচন্দ্র মায়া সঞ্চারিয়া। প্রবেশ করিলা অন্নে হনুর লাগিয়া ॥ অন্তর্য্যামী হনুমান অন্তরেতে জানি। মনে মনে কৃষ্ণচন্দ্রে কহিলা এ বাণী ॥ রক্ষিতে আপন মান ওহে নারায়ণ। প্রবেশিলা অন্ন মধ্যে করিয়া যতন ॥ ভক্তাধীন হয়ে তব একি কার্য্য হৈল। হরিবারে ভক্তমন কৈলে হেন ছল ॥ আজি ভক্ত অপমান করিলে শ্রীহরি। রহিবে কলঙ্ক তব চিরদিন ধরি ॥ চিরদিন ভক্তাধীন নাম তব হয়। কেন ভক্তপ্রতি আজ হও হে নিদয় ॥ ভক্ত আজ্ঞাকারী তুমি শ্রীমধুসূদন। লক্ষ্মী দিয়ে রাখ তুমি ভকতের মন ॥ বৃন্দাবনে সে প্রমাণ অদ্যাপি হে আছে। আয়ানের লক্ষ্মীভার্য্যে শ্রীমতী শোভিছে ॥ বলি ভকতের প্রাণ রাখিতে শ্রীহরি। পাতালে রহিলে তার হয় দ্বারে দ্বারী ॥ এত বলি হনুমান করিল স্তবন। অন্ন হৈতে বাহিরিয়া দেবনারায়ণ ॥ কহিলেন, শুন ওহে পবন-

নন্দন। সদাকাল আমি ভীত ভক্তের কারণ॥ দেখ মম ভক্ত কংস তাহার কারণ। ভয়েতে গোকুলে রহি নন্দের ভবন॥ আর দশানন ভক্ত তাহার কারণ। ভয়েতে লইনু গিয়া কপির শরণ॥ ভক্ত মম মাতা পিতা ভক্তে বন্দি শিরে। ভক্তের কারণ এই প্রভাসের তীরে॥ ভয়েতে করিনু অন্ন মধ্যে প্রবেশন। তুমি হে পরম ভক্ত পবন-নন্দন॥ আর সে কথায় নাহি কোন প্রয়োজন। আনন্দেতে কর হনু প্রসাদ ভক্ষণ॥ খাও হে প্রসাদ হনু পবন-নন্দন। উভয়েতে থাকে মান করিহ এমন॥ এত বলি হনুমানে প্রসাদ স্বহাতে। দিলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চাপাইয়া পাতে॥ হনুমান কিছুমাত্র পাতায় রাখিয়া। ভুঞ্জিল প্রসাদ অন্ন আনন্দে বসিয়া॥ অবশিষ্ট সে প্রসাদ লয়ে তদন্তর। লাঙ্গুলে জড়ায়ে দিল মস্তক উপর॥ মনে মনে কৃষ্ণচন্দ্রে এই কথা কয়। প্রসাদের কিবা গুণ কহ দয়াময়॥ তোমার প্রসাদে যদি তুমি থাক হরি। উভয়ের উভ মান তবে রক্ষা করি॥ ইহা বলি হনু সে প্রসাদে দেয় টান। না পারি তুলিতে হনু কপটে অজ্ঞান॥ তদন্তেতে হনুমান দেব মুনিগণে। কহিলেন এই কথা সভা বিদ্যমানে॥ দয়া করি তোমরা হে সকলে মিলিয়া। যদি এ প্রসাদ দাও মস্তকে তুলিয়া। মনের সুখেতে তবে করি হে গমন। আমার মনের সাধ করি হে পূরণ॥ ইহা শুনি অগ্রে আসি যত মুনিগণ। সকলেতে সে প্রসাদ করিল ধারণ॥ তুলিতে না পারি সব পরাস্ত মানিলা। দেবগণ ছিল তথা অমনি ধরিলা॥ দেবগণও সে প্রসাদ তুলিতে নারিল। সকলেই লজ্জা পেয়ে নতমুখ কৈল॥ হনু বলে, জানিলাম দেব দ্বিজগণ। প্রসাদ তুলিতে নারি বিষণ্ণ বদন॥ এবে সেই সভা স্থানে আমি পরীক্ষিব। প্রসাদ কি কৃষ্ণ আর বড় সে বৈষ্ণব॥ তিনের মধ্যেতে বড় হয় কোন জন। পরীক্ষা করিয়া তবে পূর্ণানন্দ মন॥ ইহা বলি হনু অগ্রে কৃষ্ণকে ডাকিল। প্রসাদ তুলিয়া দেও এই সে কহিল॥ আপন প্রসাদ কৃষ্ণ আপনি ধরিল। তুলিতে না পারি প্রভু বিমুখ হইল॥ তদন্তরে হনুমান গভীর স্বরেতে। কহিল, কে আছ এই বৈষ্ণব সভাতে॥ শীঘ্র আসি দেও মোরে প্রসাদ তুলিয়া। আপনার স্থানে যাই সুখে হে

চলিয়া ॥ সভা মধ্যে পঞ্চানন ছিলেন বসিয়া। বৈষ্ণবের শিরোমণি ত্রিলোক জিনিয়া ॥ ভক্তি করি আসি সেই প্রসাদ ধরিল। ইচ্ছায় প্রসাদ ভূমি হইতে উঠিল ॥ প্রসাদ শূন্যেতে রয় বৈষ্ণব স্পর্শনে। হনুর মস্তক নাহি পায় সে কারণে ॥ বৈষ্ণবের কাছে কৃষ্ণ দর্প হৈল চুর। কৃষ্ণ হৈতে শ্রেষ্ঠ হৈল বৈষ্ণব ঠাকুর ॥ বৈষ্ণব হইতে শ্রেষ্ঠ প্রসাদ হইল। দিব্যরূপ হনুমান মনেতে বুঝিল ॥ প্রসাদ সর্ব্বের শ্রেষ্ঠ বুঝি হনুমান। করেন প্রসাদ স্তব সভা বিদ্যমান ॥ ধন্য ধন্য প্রসাদ হে তোমা মান্য করি। দয়া করি বসো মম মস্তক উপরি ॥ তোমাকে লইয়া যাই বৈকুণ্ঠ ভুবন। মস্তকে ধরিয়া খণ্ডি মনের বেদন ॥ প্রসাদ হনুর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া। আইলেন শূন্য হৈতে মস্তকে নামিয়া ॥ প্রসাদ মস্তকে করি পবন-কুমার। আপনার স্বধামেতে কৈল অগ্রসর। অপরে অনেক কথা না হৈল বর্ণন। হইল প্রভাস যজ্ঞ সুখে সমাপন ॥ অধমে করয়ে গ্রন্থ পয়ারে রচন। অন্তিমেতে পায় যেন ও রাঙ্গা চরণ ॥

রাগিনী ভৈরবী—তাল যৎ।

জয় গোবিন্দ শ্রীগোবিন্দ বল রে মন বদনে।
বিনা শ্রীগোবিন্দ নাম গতি নাই এ জীবনে ॥
শ্রীগোবিন্দ গদাধর, গোলোকেন্দ্র গোপেশ্বর,
পরম ব্রহ্ম পরাৎপর তারিবেন শ্রীচরণে।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ, জীবনের হন ইষ্ট,
জগৎ পিতা জগদীষ্ট সদা ডাক সযতনে ॥

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত।

———

প্রভাস খণ্ড

——০ঃ ❋❋ ঃ০——

সপ্তম খণ্ড

—০ঃ ❋ ঃ০—

পাণ্ডব-লীলা বর্ণন

রাজা জন্মেজয়ের উক্তি।

এত যদি কহিলেন মুনি মহাশয়। ভক্তি করি কহিলেন রাজা জন্মেজয়॥ শুনিনু প্রভাস যজ্ঞ অতি মনোহর। তদন্তর কহ ঋষি সার সে উত্তর॥ প্রভাসেতে যজ্ঞ দেখি দেব নারায়ণ। পুলকে গোলোকধামে করিলা গমন॥ সুধাকে নিন্দিয়া কৃষ্ণ-কথা মনোহর। শ্রবণে সদাই হয় পুলক অন্তর॥ কহ কহ ঋষিবর করিয়া প্রকাশ। তোমার প্রসাদে করি পূর্ণ মন-আশ॥ কৃষ্ণ নাম বিনা গতি জীবনের নাই। তাই হে তোমার স্থানে যতনে সুধাই॥ দীনবন্ধু দীননাথ ভবের কাণ্ডারী। অন্তিম কালেতে যেন শ্রীচরণ-তরী॥ সংসার ভোজের বাজী মায়ার আধার। নয়ন মুদিলে সব দেখি অন্ধকার॥ দারা বন্ধু পরিবার সকলি অলীক। ভুজঙ্গ-মস্তকে যেন শোভিত মাণিক॥ জীবন ধারণে রাখে অতীব যতনে। জীবনান্তে কোথা যায় সব অকারণে॥ সেইরূপ ধন জন আর পরিবার। নয়ন মুদিলে সব হয় অন্ধকার॥ মম পিতামহগণ একান্ত করিয়া। কৃষ্ণপদে মন প্রাণ সব সমর্পিয়া॥ বিবিধ সঙ্কট হৈতে লভিয়া মোচন। অন্তিমে চলিয়া গেল গোলোক ভুবন॥ অতএব বল বল মুনি মহাশয়। সুধার সমান কৃষ্ণ-চরিত্র বিষয়॥

গোলোকে রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন ও হস্তিনায় পাণ্ডবের সখা হওন

মুনির উক্তি।

মুনি বলে, শুন শুন রাজা জন্মেজয়। তব কাছে কহি হরি-চরিত্র বিষয়॥ হইল প্রভাস যজ্ঞ এবে সমাপন। শ্রীমতী গোলোকধামে করিল গমন॥ গোপ গোপী কেহ বৃন্দাবনে না ফিরিল। সকলেই রাধা সনে গোলোকে চলিল॥ যদুবংশ সহ হরি রন দ্বারকায়। দ্বারকানগর যেন গোলোকের প্রায়॥ সতত পবিত্রময় হয় সে দ্বারকা। কিছুদিন পরে হৈল পাণ্ডবের সখা॥ পাণ্ডব কৃষ্ণের লীলা সমুদ্রের প্রায়। শুনিতে বাসনা তাহা বলহ আমায়॥ অষ্টাদশ পর্ব্ব হয় ভারত পুরাণ। সকলই সুধাতুল্য তাহার আখ্যান॥ রাজা জন্মেজয় বলে, কহ ঋষিবর। পাণ্ডবের অশ্বমেধ যজ্ঞ মনোহর॥ কিন্তু তাহে এই মম সন্দেহ মনেতে। পরম ঈশ্বর ছিল যাঁহাদের রথে॥ অশ্বমেধ যজ্ঞ কেন তাঁহারা করিল। কেন তাঁহাদের ভ্রান্তি এতেক জন্মিল॥ যেই হরিনামে অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল। কেন না ডাকিল হরি পাণ্ডব সকল॥ পাণ্ডবের ভক্তিডোরে বাঁধা ছিল হরি। পাণ্ডবের প্রাণ হরি মুকুন্দ মুরারি॥ অশ্বমেধ যজ্ঞ তাঁরা কেন হে করিল। কেন তাঁহাদের মতি এত ভ্রান্ত হৈল॥ সেই কথা কহ ঋষি করিয়া প্রকাশ। তোমার বদনে শুনি পূর্ণ করি আশ॥

মুনি কর্ত্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞের হেতু কথন

মুনি কন, শুন রায় হয়ে একমন। কহি সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের কথন॥ কি হেতু করিল যজ্ঞ পাণ্ডব-প্রধান। কহি আমি তার কথা সভা বিদ্যমান॥ একদিন সনকাদি মুনিগণ সনে। বসি রন পঞ্চ ভাই দুঃখে ধর্ম্মাসনে॥ হেনকালে আইলেন সত্যবতী-সুত। হেরি যুধিষ্ঠির রায় হয়ে শ্রদ্ধাযুত॥ বসিতে আসন দিয়া গলবাসে কন। দয়া করি যদি দেব দিলেন দর্শন॥ এক নিবেদন

করি তোমার চরণে। কেন চিত্ত সচঞ্চল কহ তপোধনে॥ এক তিল জন্য মম চিত্ত স্থির নয়। যেন সর্ব্বক্ষণ হৃদি হয় দগ্ধময়॥ সদাই অধৈর্য্য চিত্ত ধৈর্য্য নাহি হয়। কিসে তরি পাপ সিন্ধু সদাই সংশয়॥ গুরু-হিংসা জ্ঞাতি-হিংসা করিনু অপার। কিছুতেই নাহি দেখি আমার নিস্তার॥ জ্ঞাতি-হিংসা পাপে সদা হৃদি দগ্ধ হয়। তাহাতেই এ জীবন স্থির কভু নয়॥ রাজ্যমদে মত্ত হয়ে কি কার্য্য সাধিনু। পঞ্চ ভাই পাপ-সিন্ধু মধ্যেতে ডুবিনু॥ মহারাজ দুর্য্যোধন শত সহোদরে। সংহার করিনু কুরুক্ষেত্রের সমরে॥ ভীম কৈল অতিশয় অন্যায় যে কাজ। উরু ভাঙ্গি জিনে শ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন রাজ॥ সমর মধ্যেতে তারে করিল বিনাশ। সেই সব পাপে সদা ঘটে সর্ব্বনাশ॥ শত পুত্রশোকে দেবী গান্ধারী কান্দিল। সেই সব তাপ মম হৃদে প্রবেশিল॥ পুত্র-শোকে কান্দিলেন অন্ধ নৃপমণি। হাহাকারে নিপতিত হইয়া ধরণী॥ তাঁহার সন্তাপ মম হৃদয়ে পশিল। কি আর কহিব মম প্রাণ জ্বলি গেল॥ রাজ্যের কারণ কুরুবংশ কৈনু নাশ। কিসেতে আমার হবে পূর্ণ মন আশ॥ সব অকারণ ঋষি জানি সর্ব্বক্ষণ। সকলই মায়া ধন্দ সংসার ভবন॥ দু-আঁখি মুদিলে আর কেহ কার নয়। ধন জন জ্ঞাতি বন্ধু ব্যর্থ সমুদয়॥ কেবল করিনু মহা পাপের অর্জ্জন। কহ দেব কিসে ইথে লভিব মোচন॥ জ্ঞাতি-বধ গাথে তনু সদা দগ্ধ হয়। কহ প্রায়শ্চিত্ত বিধি তুমি মহাশয়॥ মুনি বলে, নৃপবর করহ শ্রবণ। কর অশ্বমেধ যজ্ঞ লভিবে মোচন॥ অশ্বমেধ যজ্ঞ কর রাজা যুধিষ্ঠির। পাপের বিধান যাহা করিলাম স্থির॥ ইহা বলি বেদব্যাস করিলা প্রস্থান। সেইকালে আইলেন কৃষ্ণ ভগবান॥ কৃষ্ণচন্দ্রে নিরখিয়া ভাই পঞ্চজন। যতনেতে করি বহু বন্দন পূজন॥ পরম ভক্তিতে করি সিংহাসন দান। বসালেন কৃষ্ণচন্দ্রে রাখি মহামান॥ তদন্তে অর্জ্জুন ধরি কৃষ্ণের চরণ। আনি সুশীতল বারি করিয়া যতন॥ সুবর্ণ পাত্রেতে পদ প্রক্ষালন কৈল। লয়ে সেই বারি সবে মস্তকে ধরিল॥ দ্রৌপদী ভক্তিতে অতি হইয়া মগন। করিলেন কৃষ্ণপদ কেশেতে মোচন॥ এইরূপে মহাভক্তি করিয়া প্রদান। যুধিষ্ঠির মহারাজ হরি বিদ্যমান॥

কহিলা যজ্ঞের কথা করিয়া প্রকাশ। কিবা কন প্রাণকৃষ্ণ জানিতে আভাষ॥ কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন, ধর্ম্ম নৃপমণি। করিবেন অশ্বমেধ যজ্ঞ যে আপনি॥ বল কোথা পাইবে সে অশ্বমেধ-অশ্ব। দিলেন হে ব্যাসদেব তোমা পরামর্শ॥ অশ্বমেধ-অশ্ব চাই সর্ব্ব সুলক্ষণ। কোথায় পাইবে বল ভাই পঞ্চজন॥ যুধিষ্ঠির কহিলেন, ওহে যতুরায়। মম প্রতি ব্যাসদেব হইয়া সদয়॥ কহিলেন অশ্ব আছে যুবনাশ্ব-পুরে। আজ্ঞা করিলেন ভীমে আনিবার তরে॥ শুনি হাস্য করি হরি কহিলা বচন। ভীম কি আনিতে পারে সে অশ্ব কখন॥ নিশ্চয় বচন শুন রাজা যুধিষ্ঠির। যজ্ঞ-অশ্ব আনিতে নারিবে ভীম বীর। ধার্ম্মিকের শেষ যুবনাশ্ব রায় হয়। ভীম কি করিতে পারে তাকে পরাজয়॥ আনিয়া যজ্ঞের অশ্ব বাঞ্ছা পূরাইবে। সকলই বৃথা হবে মনেতে জানিবে॥ সহজেই ভীম হয় অতি কদাচারী। কামবশে ভজিলেক রাক্ষসের নারী॥ আর কুরুক্ষেত্র মাঝে ঐ ভীমবীর। তুঃশাসন বক্ষ চিরি খাইল রুধির॥ ও ভীম কি আনিবারে পারে সেই অশ্ব। বৃথায় জানিবে সেই ব্যাস-পরামর্শ॥ ভীম বলে, হেন কথা নাহি কহ কৃষ্ণ। তুমি যদি মম পক্ষে সদা থাক হৃষ্ট॥ অবশ্য আনিব অশ্ব তোমার কৃপায়। কত বড় যুবনাশ্ব কে মানে তাহায়॥ বলাবল যত কিছু তুমি মহাশয়। তোমার বলেতে কার্য্য সিদ্ধ সমুদয়॥ শ্রীমুখেতে আজ্ঞাদান কর ওহে হরি। অশ্ব লাগি যুবনাশ্ব-পুরে যাত্রা করি॥ এত বলি ভীম বীর বিক্রম করিয়া। শ্রীহরির পদধূলি মস্তকে লইয়া॥ যুবনাশ্ব-পুরে যাইতে শুভযাত্রা কৈল। অধম ভাষায় লিখি আনন্দে পূরিল॥

যজ্ঞাশ্ব হেতু ভীমের যুবনাশ্ব-পুরে যাত্রা

যুবনাশ্ব-পুরে যাত্রা কৈল ভীম বীর। একান্ত আনিব অশ্ব মনে করি স্থির॥ কর্ণপুত্র বৃষকেতু তাঁর সঙ্গে যান। কতেক চলিল সৈন্য না হয় প্রমাণ॥ প্রথমেই যুবনাশ্ব-পুরে প্রবেশিয়া। সরোবর তীরে সবে রহেন বসিয়া॥ মনেতে সদাই করে অশ্বের চিন্তন। কিরূপেতে যজ্ঞ-অশ্ব করিব হরণ॥ বৃষকেতু ভীম প্রতি

কহিলা বচন। যুবনাশ্ব-পুরী এই হয় তো দর্শন॥ এখন কি যুক্তি হয় কর বিবেচনা। যজ্ঞ-অশ্ব লইবারে করি হে কল্পনা॥ বৃষকেতু বলে, শুন খুড়া মহাশয়। লইতে যজ্ঞের অশ্ব এত কেন ভয়॥ দেখিতেছি শুভ চিহ্ন আমি গো নয়নে। এই সরোবরে অশ্ব আইসে প্রতিদিনে॥ রয়েছে অশ্বের পদচিহ্ন সুশোভন। এখান হইতে অশ্ব করিব গ্রহণ॥ হেন যদি বৃষকেতু কহিল বচন। শ্রবণেতে ভীম বীর মহা হৃষ্ট মন॥ হেনকালে অশ্ব আইল সেই সরোবরে। হেরিয়া হরিল অশ্ব পাণ্ডবানুচরে॥ শ্রবণেতে যুবনাশ্ব হয়ে ক্রোধবান। ঘোরতর কৈল যুদ্ধ আসি সেই স্থান॥ শেষেতে পরাস্ত মানি ভীমের সদন। অশ্ব দিয়া তুষ্ট হৈয়া করিল গমন॥ যজ্ঞ-অশ্ব প্রাপ্ত হয়ে ভীম বীরবর। সত্বরেই আইলেন হস্তিনা-নগর॥ যুধিষ্ঠির স্থানে অশ্ব করিয়া অর্পণ। কহিল সকল কথা করিয়া বর্ণন॥ যজ্ঞ-অশ্ব প্রাপ্ত হয়ে যুধিষ্ঠির রায়। আরম্ভ করেন যজ্ঞ হয়ে হৃষ্ট কায়॥

রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ

বিধির বিধানে যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ। অশ্বভালে জয়পত্র করিল বন্ধন॥ এইমাত্র জয়পত্রে করিল লিখন। যে ধরিবে এই অশ্ব বলেতে আপন॥ তাহাকে পরাস্ত করি এ অশ্ব লইব। পরাস্ত হইলে যজ্ঞে জলাঞ্জলি দিব॥ মম নাম যুধিষ্ঠির, পাণ্ডুর নন্দন। শত ভাই দুর্য্যোধনে করেছি নিধন॥ আমাদের বল দর্পে হারি রাজগণ। মস্তকে বহিয়া কর দেয় সর্ব্বক্ষণ॥ বিশ্বমাঝে সকলেই মম প্রজা হয়। আমাদের রথে রন কৃষ্ণ দয়াময়॥ তাঁহার প্রসাদে করি সকলেরে জয়। আমাদের যে ধরিবে এই যজ্ঞ-হয়॥ তাহারে পরাস্ত করি এ অশ্ব লইব। নাহি দিলে হাতে গলে বান্ধিয়া আনিব॥ এই সব জয়পত্র করিয়া লিখন। বান্ধি দিল অশ্ব-ভালে করিয়া যতন॥ সুবর্ণ অক্ষরে লেখা পরম সুন্দর। গলদেশে জয়ঘণ্টা বাজে নিরন্তর॥ অশ্বের শোভায় হরে রবির কিরণ। হীরা মতি স্বর্ণে সর্ব্ব অঙ্গ আচ্ছাদন॥ শুভক্ষণ দেখি অশ্ব দিলেক ছাড়িয়া। অর্জ্জুন অশ্বের পাছে চলেন ধাইয়া॥

অশ্বের রক্ষক হন অর্জ্জুন আপনি। দেশে দেশে ভ্রমে অশ্ব মনে হর্ষ মানি॥ হেথা অসিপত্র ব্রত করি আচরণ। রহিলেন যুধিষ্ঠির রাজা যশোধন॥ শয্যা মধ্যভাগে এক অসি সংস্থাপিয়া। দ্রৌপদী সহিত রায় থাকেন শুইয়া॥ ত্রিলোক করিয়া জয় যেই সে কালেতে। আসিবেক যজ্ঞ-অশ্ব আপন পুরেতে॥ সেই কালে যজ্ঞে করি আহুতি প্রদান। করিবেন সেই যজ্ঞ সুখে সমাধান॥ এইরূপে যজ্ঞে ব্রতী হইল রাজন। কহিলেন কৃষ্ণচন্দ্র রাজার সদন॥ কহ কহ যুধিষ্ঠির রাজা সদাশয়। তব যজ্ঞে আমি কি করিব কার্য্যচয়॥ যুধিষ্ঠির বলে, কৃষ্ণ কি কথা কহিলে। তুমি কি করিবে কার্য্য আমি দিব বলে॥ পাণ্ডবের হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি মহাশয়। বসি থাক সিংহাসনে প্রসন্ন হৃদয়॥ এই কার্য্য কর ওহে পাণ্ডবের হরি। রাঙ্গা পদ দুটি রাখ যজ্ঞ-মঞ্চোপরি॥ তুমি যজ্ঞেশ্বর হরি দেব নারায়ণ। তুলসী চন্দনে পূজি তোমার চরণ॥ আমি মূর্খ দুরাচার কি বলিব আর। যজ্ঞ করি নাহি পূজি চরণ তোমার॥ সর্ব্ব যজ্ঞফল দাতা তোমার চরণ। তব নামে যজ্ঞ-ফল ফলে সর্ব্বক্ষণ॥ তোমাকে যতনে আমি না করি অর্চ্চন। কেন মম হেন মতি না বুঝি কারণ॥ তব নাম-হীন হয় যাহার রসনা। সে কেন সংসারে করে বাঁচিতে বাসনা॥ সোণা পরিহরি করি কাঁচেতে যতন। অতি নরাধম আমি ইহার কারণ॥ কেন হেন ব্যাসদেব বুদ্ধি মোরে দিল। সুধা ত্যাগ করি বিষে মতি প্রবেশিল॥ সংসারের সার হরি অন্তিম নিস্তার। হেন কৃষ্ণ যাহাদের গতি অনিবার॥ তাহাদের হেন বুদ্ধি কিসেতে ঘটিল। হরিনাম ত্যজি অশ্বমেধে মন দিল॥ সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি রাখি বিদ্যমান। করি কিনা অশ্বমেধ যজ্ঞের বিধান॥ ত্রিবিধ কাণ্ডের কাণ্ড সেই নারায়ণ। সাধুদের মন যাঁর চরণে অর্পণ॥ তাঁকে পরিহরি কিনা আমি যজ্ঞ করি। মম যজ্ঞে কিবা কার্য্য করিবে হে হরি॥ এত ভক্তি কৈল যদি যুধিষ্ঠির রায়। যজ্ঞসার কার্য্য ভার নিলা আপনায়॥ দ্বিজ শরচ্চন্দ্র হরি-পদে মন দিয়া। লিখিল পাণ্ডবলীলা ভক্তিতে মোহিয়া॥

যজ্ঞাগত ব্রাহ্মণগণের পদধৌত কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যভার গ্রহণ

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন দেব নারায়ণ। যুধিষ্ঠির-যজ্ঞ হেতু হয়ে হৃষ্ট-মন॥ সুবর্ণ ভৃঙ্গারে লৈয়া সুশীতল বারি। বেড়ান সতত কাল যজ্ঞস্থলে ফিরি॥ যত যত আসিছেন ব্রাহ্মণেরগণ। ধোয়ান সবার পদ করিয়া যতন॥ ভক্তের অধীন কৃষ্ণ ভক্তের কারণ। হেন কার্য্য করি তুষ্ট করে ভক্তমন॥ নিজ আত্মা সকলের তিনি করি জ্ঞান। এই কার্য্য করি তিনি বড় প্রীতি পান॥ একেশ্বর বহু স্বামী এই মনে ভাবি। ধোয়ান ব্রাহ্মণ-পদ আপনি উৎসবি॥ এখানেতে যজ্ঞ-অশ্ব ভ্রমে নিরন্তর। কত স্থানে কত যুদ্ধ হয় গুরুতর॥ সকল বর্ণিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়। কিঞ্চিত যুদ্ধের কথা শুনাই তোমায়॥ অবশেষে অশ্ব করি বেগেতে গমন। হংসধ্বজ রাজা রাজ্যে কৈল প্রবেশন॥ হংসধ্বজ রাজা হয় পরম বৈষ্ণব। হেরি সেই যজ্ঞ-অশ্বে মানিল উৎসব॥ অশ্ব ধরিবারে চরগণে আজ্ঞা দিল। রাজাজ্ঞায় সবে অশ্ব তখনি ধরিল॥ অশ্ব ধরি লয়ে গেল রাজার গোচর। হয় ভালে জয়পত্র শোভে নিরন্তর॥ পড়িলেন জয়পত্রে আছে এই লেখা। পাণ্ডবের কৃষ্ণ-চন্দ্র হয়ে রন সখা॥ পাণ্ডব অগ্রজ যিনি যুধিষ্ঠির রায়। তিনি করিলেন যজ্ঞ থাকি হস্তিনায়॥ পাণ্ডবের রথে কৃষ্ণ সারথি আপনি। হংসধ্বজ রাজা ইহা মনে বেশ জানি॥ আপনারে ধন্য ধন্য করিয়া মানয়। আজি সুপ্রভাত বলি আনন্দ হৃদয়॥ যজ্ঞ-হয় যবে দেখা দিলেক আসিয়া। আসিবে অর্জ্জুন এই হয়ের লাগিয়া॥ অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ সারথি আপনি। অবশ্য হেরিব তাঁর চরণ দুখানি॥ হয় হেতু নর-নারায়ণ উভয়েরে। হবে মম দরশন বসিয়া যে ঘরে॥ ইহা চিন্তি যজ্ঞ-হয় বাঁধিয়া যতনে। যুদ্ধ সজ্জা করিবারে কহে সৈন্যগণে॥

হংসধ্বজ রাজার সৈন্যসজ্জায় অনুমতি

হরি দরশন লাগি হংসধ্বজ রায়। সৈন্যগণে এই আজ্ঞা দিলা হৃষ্টকায়॥ সাজ সাজ সৈন্যগণ অর্জ্জুনের তরে। ধরিবে

অর্জ্জুনে সবে মম আজ্ঞাপরে ॥ অর্জ্জুনের রথে হরি সারথি আপনি। সতত বিরাজমান ভালমতে জানি ॥ অর্জ্জুনে ধরিলে পাব হরি দরশন। হরি হেরি সর্ব্ব বাঞ্ছা করিব পূরণ ॥ না কর বিলম্ব তবে সাজ সৈন্যগণ। সকলে সাজিবে অতি করিয়ে যতন ॥ করিবারে রণ-সজ্জা যার হবে দেরি। ফেলিব তাহারে তপ্ত তৈলের উপরি ॥ এই সে প্রতিজ্ঞা করি স্বয়ং রাজন। অনুমতি দিলা সৈন্য করিতে সাজন ॥ রাজার কঠিন আজ্ঞা পেয়ে সৈন্যগণ। রথ রথী লয়ে সাজি করি প্রাণপণ ॥ সুধন্বা নামেতে ছিল রাজার নন্দন। শুনিয়া পিতার আজ্ঞা কঠিন এমন ॥ পরম বৈষ্ণব সে সুধন্বা রাজসুত। সাজিতে আরম্ভ কৈল হয়ে ভক্তিযুত ॥ সর্ব্বাঙ্গেতে লিখে হরি নাম সুধাময়। যেই নামে সদা এই ভব হয় জয় ॥ ধনুর্ব্বাণ সকলেতে লিখে হরিনাম। যাহা হৈতে শীঘ্র হরি পূরাইবে কাম ॥ হেনমতে যুদ্ধ-সজ্জা করিয়া সুন্দর। তরণীর সম হৈল যুদ্ধেতে তৎপর ॥ বলে, হরি দয়া করি রেখ শ্রীচরণে। তোমা বিনা নাহি জানি শয়নে স্বপনে ॥ আর জন্মকষ্ট হরি সহিতে না পারি। ভবে পার কর হরি দিয়ে পদতরী ॥ রাজত্ব সুখের আমি নাহি করি মনে। মোক্ষ সুখ বাঞ্ছি আমি তোমার চরণে ॥ যা কর তা কর হরি করুণা হৃদয়। আর যেন পুনঃ ভবে আসিতে না হয় ॥ রাজ্যৈশ্বর্য্য সুখ যাহা এ ভব ভুবনে। সঁপিলাম অদ্য হৈতে তোমার চরণে ॥ সুখৈশ্বর্য্য প্রলোভনে আর ভুলাও না। কৃপায় আমার খণ্ড ভবের যন্ত্রণা ॥ না জানি ভকতি স্তুতি আমি নীচাশয়। দয়া করি দিও হরি নিজ পদদ্বয় ॥ এত স্তব স্তুতি করি সুধন্বা সুমতি। সংগ্রামে গমন জন্য ব্যস্ত হৈল অতি ॥ হেনকালে কহিলেক সুধন্বা-গৃহিণী। শুন শুন প্রাণনাথ মম মুখ-বাণী ॥ অর্জ্জুন সহিত যাবে তুমি সংগ্রামেতে। অর্জ্জুন সারথি হরি অর্জ্জুনের রথে ॥ সামান্য এ কথা নয় শুন মহাশয়। যে বীর সমরে কুরুবংশ কৈল ক্ষয় ॥ সে অর্জ্জুন তুল্য বীর কে আর ভুবনে। একচ্ছত্র ধরা যার বলের শাসনে ॥ তাঁহার সহিত রণ নহেত সম্ভব। অবশ্য সে রণে হবে তব পরাভব ॥

অতএব শুন যুক্তি তুমি প্রাণপতি। একান্ত সংগ্রামে যদি যেতে তব মতি ॥ আপনার বংশরক্ষা করিয়া যতনে। তবে সে গমন কর অর্জ্জুনের রণে ॥ পত্নীর এতেক বাক্য সুধন্বা শুনিয়া। কহিলেন পত্নী প্রতি নীতি বুঝাইয়া ॥ শুনহ প্রেয়সী তুমি আমার বচন। শুভ-যাত্রা কালে কেন অশুভ কথন ॥ সকলের বংশমূল হন বংশীধারী। তাঁহার চরণোদ্দেশে আমি যাত্রা করি ॥ তবে আর বংশে বল কিবা প্রয়োজন। জীবের জীবন হরি জগত-জীবন ॥ সকল জীবেতে তিনি আছেন আপনে। তবে বংশ-ইচ্ছা বল কিসের কারণে ॥ জন্মভূমে কর্ম্মভোগ ভুগিবার তরে। পুত্র কন্যা বাঞ্ছা সদা জানিবে অন্তরে ॥ হরিপদ হেরি মোক্ষ পদ সে লভিব। কি কারণে আমি বংশ প্রার্থনা করিব ॥ শুন শুন মম বাক্য তুমি একমনে। ছাড়িয়া পুত্রের আশা তুমি হে এক্ষণে ॥ বিরলেতে বসি কর কৃষ্ণের সাধনা। অনায়াসে পাবে পার সংসার যাতনা ॥ ভবের কাণ্ডারী হরি করুণা হৃদয়। অনায়াসে হবে তুমি এ ভবে অভয় ॥ গর্ভেতে ধরিলে পুত্র গর্ভের যাতনা। ভজ কৃষ্ণ একমনে পূরিবে কামনা ॥ কেন যাত্রাকালে কহ অশুভ বচন। এ কার্য্যে হবে না মম কৃষ্ণ দরশন ॥ সুস্থ হয়ে গৃহে রও তুমি হে এক্ষণে। আমি যাই স্বর্গে চলি কৃষ্ণ-দরশনে ॥ একান্তই কর যদি পুত্রের কামনা। মম বরে হবে পুত্র ঘুচিবে বেদনা ॥ এত বলি পুত্রবর নারী প্রতি দিয়া। রথেতে করিল যাত্রা শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া ॥ বলে, দেখো দেখো হরি রেখো হে চরণে। হওনা বিমুখ হরি হেরি হীন জনে ॥

হংসধ্বজ রাজার নিজপুত্র সুধন্বাকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ

বুঝাইতে নিজ পত্নী সুধন্বা সুমতি। হইল বিলম্ব তার আসিবারে অতি ॥ হেথা হংসধ্বজ রায় হইয়া কুপিত। আপন প্রতিজ্ঞা যাহা সাধিতে নিশ্চিত ॥ যেমন সুধন্বা আসি উপস্থিত হৈল। অমনই ক্রোধে রায় দূতেরে কহিল ॥ শুন শুন দূতগণ আমার বচন। সুধন্বারে তপ্ত তৈলে কর নিক্ষেপণ ॥ রাজার আজ্ঞায় মিলি যত দূতগণ। যত আভরণ কাড়ি লইল তখন ॥

বলে ধরি সুধন্বারে ঘোর তপ্ত তৈলে। নিক্ষেপ করিল সবে পরম কৌশলে॥ সুধন্বা সে তপ্ত তৈলে হইয়া পতন। বলে, রক্ষা কর হরি দেব নারায়ণ॥ বায়ু বহ্নি জল স্থল যত যত হয়। সবেতেই শোভে তব বল দয়াময়॥ সম্প্রতি অগ্নির বলে মম প্রাণ যায়। রক্ষ হে পুণ্ডরীকাক্ষ নিজ করুণায়॥ তুমি হে বিপদহারী ব্রহ্ম সনাতন। বিপদেতে যেবা লয় তোমার শরণ॥ নিজ গুণে তারে রক্ষা কর তুমি হরি। তুমি যে অনন্ত-রূপ বিপদ কাণ্ডারী॥ বিপদে মধুসূদন তব নাম হয়। বিপদে পড়িয়া জীব যে জন ডাকয়॥ নিজগুণে হয়ে তুমি তাহাকে সদয়। সর্ব্বভয় হতে দেও করিয়া অভয়॥ কি আর কহিব তুমি দুর্ব্বলের বল। পিতা শত্রু ভাবি মোরে করি মহাবল॥ দারুণ এ তপ্ত তৈলে দিলা ফেলাইয়া। কি দোষ করিনু আমি না পাই চিন্তিয়া॥ তুমি হরি অন্তর্য্যামী সকলি বিদিত। কি আর জানাব পদে করি নিবেদিত॥ ইহা বলি সে সুধন্বা তপ্ত তৈলে বসি। ডাকিতে লাগিল হরি প্রেমনীরে ভাসি॥ তপ্ত তৈল স্নিগ্ধ হৈল কৃষ্ণ করুণায়। আনন্দে বসিয়ে তাহে হরি গুণ গায়॥ প্রত্যক্ষেতে হংসধ্বজ করি নিরীক্ষণ। বলে, রে সুধন্বা, ধন্য আমার নন্দন॥ ধন্য ধন্য হরিদাস তুই যে জন্মিলি। হেন তপ্ত তৈলে তুই জীবন পাইলি॥ উঠ তপ্ত তৈল হৈতে প্রাণ-পুত্র ধন। চিনিয়াছি তুমি সাধু হরিভক্ত জন॥ লভিয়া পিতার আজ্ঞা সুধন্বা উঠিল। এখানে অর্জ্জুন আসি উপস্থিত হৈল॥ শোভিতেছে রথোপরি অর্জ্জুন সুধীর। দুই নেত্রে চিহ্ন সদা হরি প্রেমনীর॥ এলেন অর্জ্জুন বীর ধনুর্ব্বাণ হাতে। হেরে হংসধ্বজ রাজা শুভ দৃষ্টিপাতে॥ না হেরে অর্জ্জুন-রথে দেব নারায়ণ। মনেতে আক্ষেপ এই কহেন বচন॥ শুনেছি অর্জ্জুন-রথে শ্রীহরি সারথি। হেরে প্রাণ জুড়াইব স্থির ছিল মতি॥ কৈ সে বাসনা মম হইল পূরণ। কৈ সে হইল মম হরি দরশন॥ কিন্তু মম এই জ্ঞান হয় সর্ব্বক্ষণ। একাকী অর্জ্জুন কভু না হয় শোভন॥ যে অর্জ্জুন সেই কৃষ্ণ শাস্ত্রের কথিত। অর্জ্জুন হইতে কৃষ্ণ হেরিব নিশ্চিত॥ অর্জ্জুন ছাড়িয়া কৃষ্ণ কখন না রন। অবশ্য করিব আমি কৃষ্ণ দরশন॥

এত চিন্তি সৈন্যগণে তখন রাজন। কহিল, অর্জ্জুনে ধর করি প্রাণপণ॥ এই সমরেতে যেই হইবে বিমুখ। তারে তপ্ত তৈলে দিব দারুণ যে দুঃখ॥ হংসধ্বজ রাজা যদি হেন আজ্ঞা দিল। তখনই সৈন্যগণ অর্জ্জুনে ঘেরিল॥ সে সব সেনার হ'য়ে সুধন্বা সুমতি। আরম্ভ করিল রণ অর্জ্জুন সংহতি॥ অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধরি হেরিল নয়নে। দেখিল সুধন্বা বীর বসি রথাসনে॥ গলে দোলে তুলসীর মালা সুচিকণ। নাসায় তিলক অঙ্গে হরি নামাঙ্কন॥ বৈষ্ণবের শিরোমণি পরম আকার। হেরিয়া অর্জ্জুন মনে লাগে চমৎকার॥ তখনই মনে মনে চিন্তে আপনার। বৈষ্ণব সঙ্গেতে যুদ্ধ হয় কি প্রকার॥ যদি এ বৈষ্ণব আমি রণে জয় করি। তবে কি বলিবে মোরে দয়াময় হরি॥ বৈষ্ণবে হরিতে কভু ভিন্ন না আছয়। বৈষ্ণবেই হরিরূপ সতত জাগয়॥ বৈষ্ণবের কাছে আমি সদা তুচ্ছ হই। বৈষ্ণবের কাছে আমি সদা পরাজই॥ মনে বুঝি যজ্ঞে কোন বিঘ্ন উপজিল। তাইতে বৈষ্ণব-দেশে যজ্ঞাশ্ব আইল॥ আজ এ ক্ষত্রির-ধর্ম্ম কেমনে রাখিব। বৈষ্ণব-অঙ্গেতে বাণ কেমনে মারিব॥ ইহা চিন্তি ধনঞ্জয় অতি ভক্তি মনে। প্রণাম করিল মনে বৈষ্ণব চরণে॥

অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে সুধন্বার পতন ও গোলোক প্রাপ্তি

যে কালে অর্জ্জুন বীর হয়ে ক্ষুণ্ণ মন। স্থির হয়ে রহিলেন রথেতে আপন॥ সেইকালে কহিলেন সুধন্বা সুমতি। কে তুমি নিরদকায় সুন্দর মুরতি॥ কহ হে বিশেষ কথা করিব শ্রবণ। কেন রথে বসি তব চিন্তাযুক্ত মন॥ ক্ষত্রিয় পুরুষ বলি করি অনুমান। অঙ্গে বর্ম্ম অস্ত্র শোভে কৃতান্ত সমান॥ কহ হে প্রকাশ করি আমার সদন। কিবা নাম ধর তব কোথা নিকেতন॥ এ দেশে আইলে কিবা কার্য্যের কারণে। কি জন্য এ রণসাজে বসি রথাসনে॥ অর্জ্জুন বলেন, শুন বৈষ্ণব গোসাঞি॥ দেই পরিচয় আমি তোমার হে ঠাঞি॥ অর্জ্জুন আমার নাম হস্তিনায় বাস। আমরা হে পঞ্চভাই হই কৃষ্ণদাস॥ যুধিষ্ঠির মহারাজ অগ্রেজের নাম। করিলেন অশ্বমেধ পূরাইতে

কাম ॥ সর্ব্ব ধরা বাহুবলে তাঁর অধিকার। রাজকর আদায়েতে গমন আমার ॥ তোমরা সকলে হও যুধিষ্ঠির প্রজা। দিয়া রাজকর কর তাঁহার হে পূজা ॥ এমন কুবুদ্ধি কেন তোমরা করিলে। কেন হে যজ্ঞের হয় বলেতে ধরিলে ॥ এ হয় ধরিতে সাধ্য আছয়ে কাহার। এ হয় রক্ষিতে আমি ভ্রমি অনিবার ॥ মম কাছে ত্রিলোকের সবে পরাজয়। হয় ধরি কেবা রবে হইয়া অভয় ॥ শুদ্ধ হে তোমারে হেরি বৈষ্ণব মহান্। আছি আমি স্থির হয়ে সঞ্চালনে বাণ ॥ সুধন্বা বলেন, আমি করিয়াছি পণ। বিনা যুদ্ধে না করিব ঘোটক মোচন ॥ বীরের প্রধান তুমি বিদিত ভুবনে। কহ দেখি সেই কথা অকপট মনে ॥ শুনেছি তোমার রথে শ্রীকৃষ্ণ সারথি। কেন রথে কৃষ্ণ নাই অগতির গতি ॥ সে কৃষ্ণ বিহনে যুদ্ধ কেমনে করিবে। পড়িলে বিপদে তোমা কেবা হে রক্ষিবে ॥ বিপদ কাণ্ডারী হরি শ্রীমধুসূদন। হরি বিনে কে করিবে সঙ্কটে মোচন ॥ সুধন্বার হেন বাক্য অর্জ্জুন শুনিয়া। মনে মনে কহিলেন এই সে চিন্তিয়া ॥ বিনা যুদ্ধে না ছাড়িবে যজ্ঞের ঘোটক। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধ অন্তে পরলোক ॥ এ বিধায় যুদ্ধাশ্রয় আমার পক্ষেতে। কিন্তু কি হইবে যুদ্ধে না পারি বলিতে ॥ নিশ্চয় বৈষ্ণব-যুদ্ধে আমি যে হারিব। হারিব বলিয়া কভু ভঙ্গ নাহি দিব ॥ এত চিন্তি অর্জ্জুন করিয়া দৃঢ় পণ। ডাকিতে লাগিল হরি ব্রহ্ম সনাতন ॥ বলে, কোথা আছ হরি কৃষ্ণ দয়াময়। বৈষ্ণব-সমরে আজ করহ অভয় ॥ এত বলি হরি স্মরি গাণ্ডীব ধরিয়া। দিলেন টঙ্কার নিজ রথেতে বসিয়া ॥ সেই সে ভীষণ শব্দ করিয়া শ্রবণ। কম্পিত হইয়া উঠে সুধন্বার মন ॥ রণমধ্যে আগুয়ান দেখিয়া অর্জ্জুন। সাহস না করি কহে করিয়া আহ্বান ॥ শুন হংসধ্বজ-পুত্র বৈষ্ণব গোসাঞি। তব সহ যুদ্ধ করি মম ইচ্ছা নাই ॥ পরম বৈষ্ণব তুমি সংগ্রামে অযোগ্য। ছাড়ি দেহ যজ্ঞ-হয় পূর্ণ করি যজ্ঞ ॥ সুধন্বা বলেন, শুনি অর্জ্জুন বচন। বিনা কৃষ্ণে না হইবে অশ্বের মোচন ॥ যখন আসিবে কৃষ্ণ দেব দয়াময়। সেইকালে হয় তুমি পাবে মহাশয় ॥ এত বলি সে সুধন্বা ধনু আকর্ষিয়া। আরম্ভ করিল

রণ বাণ বরষিয়া ॥ হাতে বাণ মারে আর মুখে কয় কথা। না আইলে কৃষ্ণ আজ না থাকিবে মাথা ॥ ইহা বলি সুধন্বা সেইক্ষণ বাহুবলে। রথের সারথি কাটি নিপাতিল তলে ॥ সারথি বিহীন হয়ে অর্জ্জুন তখন। ডাকিতে লাগিল হরি বিপদ-তারণ ॥ বলে, শীঘ্র এসো হরি রক্ষিতে অর্জ্জুন। পড়েছি বিপদ ঘোরে না দেখি মোচন ॥ অর্জ্জুন-সারথি হরি শ্রীমধুসূদন। ক্ষণমাত্রে রথে আসি দিলা দরশন ॥ নর-নারায়ণ রথে হইল শোভন। তাঁর দরশন করি সফল নয়ন ॥ হাস্যমুখে রন হরি অর্জ্জুনের রথে। সুধন্বা ধনুক ধরি রহে সম্মুখেতে ॥ মনোসাধ কৃষ্ণরূপ করিয়া দর্শন। মনের সন্তাপ যত করি নিবারণ ॥ মনে মনে স্তব করি এই কথা কয়। বাঞ্ছা-পূর্ণ কর হরি দিয়া পদাশ্রয় ॥ আমার বাসনা যাহা সব জান তুমি। কি আর কহিব হরি প্রকাশিয়া আমি ॥ এক্ষণে অর্জ্জুন-রথে থাকি বিদ্যমান। শীঘ্র করি কর মম বিনাশ বিধান ॥ অর্জ্জুন হস্তেতে করি আমার সংহার। এ ঘোর নরক হৈতে করুন নিস্তার ॥ পতিত পাবন তুমি ব্রহ্ম সনাতন। আমার নরক ঘোর করুন মোচন ॥ শুনেছিনু কর্ণে তুমি অর্জ্জুন-সারথি। প্রত্যক্ষ হেরিয়ে আজি হৈনু বড় প্রীতি ॥ আজ মম মন প্রাণ সার্থক হইল। মনের বাসনা যাহা সকল পূরিল ॥ কি আর কহিব হরি তোমার চরণে। প্রবেশিনু তপ্ত তৈলে পিতার শাসনে ॥ শুদ্ধ মাত্র তব ঐ হেরিতে চরণ। এত কষ্টে রাখিলাম দেহেতে জীবন ॥ প্রাণেন্দ্রিয় আদি সব করিয়া বিজয়। এলাম চরণে তব লভিতে অভয় ॥ নিজগুণে স্থান দিয়া রাখুন চরণে। আমি অতি দীনহীন সংসার ভুবনে ॥ এইরূপ স্তব করি সুধন্বা সুমতি। করিলেন মনে মনে এই সে যুকতি ॥ শত্রুভাব বিনা নহে আমার মোচন। কেন মিত্রভাবে করি কালের হরণ ॥ এত চিন্তি অতিশয় কর্কশ বচনে। কহিলেন সেই স্থানে ডাকিয়া অর্জ্জুনে ॥ শুন হে অর্জ্জুন তুমি মম সার কথা। আজি তব অবশ্যই কাটিব হে মাথা ॥ শ্রীকৃষ্ণ সারথি বলি নাহি কর গর্ব্ব। এখনই হবে তুমি মম কাছে খর্ব্ব ॥ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে তব করিব বিনাশ। মম রণে ফিরিবারে নাহি কর আশ ॥ দুর্য্যোধনে বিনাশিয়া কর

অহঙ্কার। তোরে দেখাইব আজি রণ চমৎকার॥ তুইরে পাতকী বড় অর্জ্জুন তুর্জ্জন। ধৃতরাষ্ট্র শত পুত্রে করিলি নিধন॥ শ্রীকৃষ্ণ সারথি বলি কারে নাহি মান। আজি তোরে দেখাইব তাহার প্রমাণ॥ দেখ দেখি আজ কৃষ্ণ সাক্ষাতে থাকিয়া। কেমনে আমার রণে দেন উদ্ধারিয়া॥ আজি রণে যদি কৃষ্ণ দেন বাঁচাইয়া। তবেই জানিব বীর গর্ব্বিত বলিয়া॥ আজিকার রণে যদি থাকে তব মাথা। তবে অশ্ব লয়ে যাবে যুধিষ্ঠির যথা॥ জাননা আপন মনে ওহে তুরাচার। কত কত গুরুজনে করেছ সংহার॥ ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য মহা গুরুজন। করিলে আপন হস্তে সকলে নিধন॥ পূর্ণ পাপে পাপী তুই ওরে তুরাচার। ভেবেছ কি মম হাতে পাবে আজ পার॥ সেই পাপে আজ তোর কাটা যাবে মাথা। কেন মরিবারে গতি করিয়াছ হেথা॥ তুই যেন তেন তোর ভাই তুরাচার। পরিচয় দিলি হই ক্ষত্রিয় কুমার॥ ক্ষত্রিয়েতে হেন কেবা করেছে আচার। রাক্ষসী রমণী লয়ে করয়ে বিহার॥ পুনঃ সেই রাক্ষস পিশাচ তুরাচার। তুঃশাসন বীরে করি সমরে সংহার॥ প্রত্যক্ষে তাহার বক্ষ করিয়া বিদার। অনায়াসে কৈল কিনা রুধির আহার॥ আর কথা বলি ওরে শোন তুরাচার। পঞ্চ ভাই এক নারী করিস বিহার॥ এই কি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পালিস সংসারে। সারথি করিয়ে কৃষ্ণে আইলি সমরে॥ আজ তোরে সেই ফল অবশ্য ফলিবে। আমার হস্তেতে মাথা ধুলায় লুটিবে॥ এতেক তুর্ব্বাক্য যদি দর্পেতে আপন। কহিলা সুধন্বা বীর করি আস্ফালন॥ শুনিয়া অর্জ্জুন কন, শুনরে তুর্ম্মতি। এখনি পাঠাব তোরে যমের বসতি॥ অগ্রেতে বৈষ্ণব বলি করিয়া সম্মান। বাণ না মারিনু অঙ্গে করিয়া সন্ধান॥ দেখিতে প্রত্যক্ষে তুই হোস কৃষ্ণদাস। অন্তরে কপট তোর জানিনু আভাস॥ ভূপাল তুলাল হয়ে কপালে তিলক। সর্ব্ব অঙ্গে কৃষ্ণ নাম পরম আলোক॥ ধনুর্ব্বাণ রথে নাম লেখা শত শত। এখন বুঝিনু তুই তরণীর মত॥ তরণীর সম গতি আজ তোরে দিব। কৃষ্ণ অগ্রে তোর মাথা দ্বিখণ্ড করিব॥ আজ রণে বীরত্বের দিব

পরিচয়। ভণ্ড সাধু তুই বেটা তোরে কিসে ভয়॥ ক্ষত্রকুলে লয়ে জন্ম রণে হয়ে ভীত। বৈষ্ণব সাজিয়ে এলি করিয়ে অনীত॥ সর্ব্ব ধর্ম্মচ্যুত তুই বড় অভাজন। নিতান্ত বুঝিনু তোরে স্মরেছে শমন॥ এত বলি পার্থ বীর লয়ে ধনুর্ব্বাণ। কহিলেন এই কথা সখা বিদ্যমান॥ আমার যদ্যপি থাকে কৃষ্ণপদে মন এখনি সুধন্বা মাথা করিব ছেদন॥ কি কব সুধন্বা বীর হও সাবধান। এই ছাড়িলাম আমি স্বীয় হস্ত বাণ॥ অধমে বলয়ে হরি অগতির গতি। স্বয়ং বিরাজে দিতে সুধন্বা সুগতি॥

এতেক কহিল যদি অর্জ্জুন সে রণে। সুধন্বা শ্রবণ করি আপন শ্রবণে॥ কহিল, কেন হে এত গৌরব অর্জ্জুন। তুমি কত সত্যবাদী বিখ্যাত ভুবন॥ যেকালে অজ্ঞাত বাস দুর্যোধন ভয়ে। ছিলে বিরাটের গৃহে কিবা সত্য কয়ে॥ শমীবৃক্ষে লুকায়ে রাখিলে হে ধনুঃশর। লোকে কয় মৃতমাতা রয় কলেবর॥ আমাদের কুলধর্ম্ম হেন পূর্ব্বাপর। কেহ গাছে তোলে কেহ দগ্ধে কলেবর॥ কত দূর সত্য তাহা কহ হে অর্জ্জুন। সত্যবাদী বলে এবে ব্যাখ্যা কর গুণ॥ তদন্তরে পঞ্চ ভাই পথি মধ্যে বসি। করিয়া হে কিবা যুক্তি ক্রমে ক্রমে আসি॥ বিরাট সভায় দিয়া মিথ্যা পরিচয়। সুখেতে রহিলে সবে লইয়া আশ্রয়॥ সত্যবাদী বলে যিনি লোকে পরিচিত। যুধিষ্ঠির মহারাজ গুণে গুণান্বিত॥ তিনিই অগ্রেতে গিয়া ওহে মহাশয়। কহ দেখি কিবা সত্য দিলা পরিচয়॥ যুধিষ্ঠির নই আমি যুধিষ্ঠির দাস। তিনি বনে গেলেন প্রাণে হৈয়া হুতাশ॥ আইলাম তব পুরে লইতে অশ্রয়। স্থান দান দিয়ে রায় করয়ে অভয়॥ তদন্তে গেলেন ভীম সে রাজ সভায়। যুধিষ্ঠির সূপকার আপনে জানায়॥ পাকশক্তি আমার আছয়ে অতিশয়। রাখ যদি তব গৃহে থাকি মহাশয়॥ তদন্তে অর্জ্জুন তুমি করিয়া কপট। গেলে সেই মহারাজ বিরাট নিকট॥ আমি নৃত্যকিনী হই বড় অভাগিনী। ছিনু দ্রৌপদীর কাছে ওহে নৃপমণি॥ থাকিতাম অন্তঃপুরে দ্রৌপদীর স্থানে। বৃহন্নলা নাম মোর সকলেতে জানে॥ নৃত্যেতে আমি যে হই বড় সুনিপুণ। আইলাম তব স্থানে শুনে তব গুণ॥ যদি ইচ্ছা

হয় তবে রাখ মহাশয়। শিক্ষা করাইব আমি তব বালিকায়॥ তোমার কপট বাক্য রাজন শুনিয়া। রাখিলেন অন্তঃপুরে স্থান-দান দিয়া॥ মিথ্যা বাক্যে অন্তঃপুরে তুমি সে রহিলে। এবে সত্যবাদী বলে দর্প প্রকাশিলে॥ জানি জানি সব জানি আর কি কহিব। পড়েছ আমার হাতে অল্পে না ছাড়িব॥ ইহা বলি সুধন্বা ধনুকে যুড়ি বাণ। লাগিলেন ঘন ঘন করিতে সন্ধান॥ বাণ নিবারণ করি তবে ধনঞ্জয়। সুধন্বার প্রতি কয় এই বাক্যচয়॥ শুনরে সুধন্বা বীর আমার বচন। এই আমি বাণ করি ধনুকে যোজন॥ এই বাণে যদি তোর নাহি কাটি মাথা। তবে ত জানিবে মোর মিথ্যা সব কথা॥ তবে ত আমার নাম অর্জ্জুন না হয়। তোর কাছে মাগি লব নিজ পরাজয়॥ হেনরূপ ধনঞ্জয় প্রতিজ্ঞা করিয়া। দিলেন আপনি বাণ হুঙ্কারে ছাড়িয়া॥ কখনই ব্যর্থ নহে অর্জ্জুনের বাণ। সুধন্বার মাথা কাটি হৈল দুই খান॥ ভূমিতে পড়িয়া মুণ্ড কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। বলে কোথা কৃষ্ণচন্দ্র নেও মোরে কোলে॥ কৃষ্ণচন্দ্র আর রথে থাকিতে না পারি। নামিয়া সে মুণ্ড নিল কোলের উপরি॥ কোলে লয়ে কৃষ্ণ কন, ওরে বাছাধন। তোর চেয়ে ভক্ত আর আছে কোন জন॥ বৈষ্ণবের শিরোমণি তুই বাছাধন। সত্বরে কররে বাছা গোলোকে গমন॥ যেমন বদনে হরি কহিলা এ কথা। অমনই পুষ্পরথ পরম শোভিতা॥ সেইখানে উপস্থিত হইল আসিয়া। তাহাতে সুধন্বা উঠে সবে প্রণমিয়া॥ পুলকে গোলোকপুরে করেন গমন। দেবগণ কৈল সব পুষ্প বরিষণ॥ সুধন্বা এরূপে কৈল গোলোকে গমন। হংসধ্বজ রায় আইল করিয়া রোদন॥ পুত্রশোকে মহারাজ সন্তাপিত প্রাণী। কাতরে ধরিল কৃষ্ণ-চরণ দুখানি॥ ওহে হরি তোমা হেরি অর্জ্জুনের রথে। প্রাণ ত্যজি গেল পুত্র গোলোকের পথে॥ ধন্য ধন্য সুধন্বা সে আমার নন্দন। তব পদ হেরি কৈল গোলোকে গমন॥ আমি অতি নরাধম ওহে কৃষ্ণধন। নিজগুণে হরি মোরে দেহ শ্রীচরণ॥ চির পিপাসিত আমি ওহে নারায়ণ। হেরিব অর্জ্জুন রথে ও রাঙ্গা চরণ॥ সেই আশা পূর্ণ হেতু ওহে দেব হরি। ধরিনু যজ্ঞের অশ্ব মহাভক্তি করি॥ সেই সে বাসনা পূর্ণ করিবার তরে। কেলিলাম

পুত্রে নিজ তপ্ত তৈলোপরে ॥ পুত্র সে আপন বাঞ্ছা সম্পূর্ণ করিয়া। পুলকে গোলোকে গেল বিমানে চাপিয়া ॥ মম গতি কি হইবে না দেখি উপায়। শিরে দেহ দুটি পদ ত্বরিত আমায় ॥ করুণা নিদান হরি কহিল বচন। ক্রন্দন না কর রায় স্থির কর মন ॥ স্বর্গে পাবে নিজপুত্র সুধন্বাকে তুমি। নিশ্চয় বচন এই কহিলাম আমি ॥ এত বলি যজ্ঞ-অশ্ব করিয়া মোচন। তথা হৈতে সসৈন্যে চলিল সর্ব্বজন ॥

যজ্ঞাশ্বের গোলোকধামে গমন ও শ্রীরাধার মানসপুত্র সহ অর্জ্জুনের সংগ্রাম

বেগে ধায় যজ্ঞ-অশ্ব না মানে বারণ। উত্তরে গোলোকধামে জয়ের কারণ ॥ তথা শ্রীমতীর রয় মানস তনয় ॥ বিচিত্র সুচিত্র নাম দুই গুণময় ॥ ঋষিধ্বজ নামে এক তথা ঋষি রয়। তাঁহার আশ্রমে দুই শিশু বিরাজয় ॥ অধ্যয়ন হেতু তথা রয় সর্ব্বক্ষণ। পরম বিক্রমশালী ভাই দুইজন ॥ জম্বুনদী তটস্থান সে আশ্রম হয়। খেলে দুই শিশু তারা হইয়া নির্ভয় ॥ দেবের নির্ব্বন্ধ যাহা না হয় খণ্ডন। যজ্ঞ-অশ্ব সেইখানে করিল গমন ॥ পরম সুন্দর হয় রমণীয় অতি। সেইখানে দৈবে যদি করিলেক গতি ॥ তৃষ্ণা হেতু জম্বুনদে যেমন নামিল। বেগে দুই ভাই গিয়া সে অশ্ব ধরিল ॥ অশ্বে ধরি এক বৃক্ষে করিল বন্ধন। হেরি অশ্ব রূপ দোঁহে মানসে মোহন ॥ হেথা হয় হেতু ভ্রমে আপনি অর্জ্জুন। হয় হেতু সেইখানে দিল দরশন ॥ হেরিলেন হয় বান্ধা বৃক্ষের মূলেতে। দুই শিশু খেলে বসি তাহার তলেতে ॥ অর্জ্জুন বলে, কে তোমরা শিশু দুইজন। বলিবারে পার অশ্ব কে কৈল বন্ধন ॥ সুচিত্র বিচিত্র দুই বীর-অবতার। শুনিয়া অর্জ্জুন-বাক্য কয় বারম্বার ॥ বান্ধিয়াছি এই অশ্ব আমরা বলেতে। রাধার নন্দন মোরা বিখ্যাত জগতে ॥ সুচিত্র বিচিত্র নাম দুই ভাই ধরি। গোলোকধামেতে বাস আমরা হে করি ॥ আমরাই করিয়াছি এ হয় বন্ধন। কে তুমি এখানে আইলে কহ বিবরণ ॥ হস্তে শোভে ধনুর্ব্বাণ নীরদ বরণ।

পরিচয় দেও হও কাহার নন্দন ॥ অনুভবে বুঝি হবে জাতিতে ক্ষত্রিয়। রথে করি ভ্রম বুঝি করি দিক জয় ॥ কহ কোন রাজপুত্র তুমি হে আপনি। এখানে আইলে কেন কহ সে কাহিনী ॥ অর্জ্জুন বলেন, শুন শ্রীরাধা-তনয়। যথার্থ পক্ষেতে কহি মম পরিচয় ॥ হস্তিনায় নিকেতন পাণ্ডুরাজ-সুত। আমার জননী কুন্তী সর্ব্বগুণযুত ॥ যুধিষ্ঠির হয় মম অগ্রেজের নাম। তাঁহার পালিত হয় যত ধরাধাম ॥ মধ্যম ভ্রাতার নাম ভীম মহাবীর। তাঁহার কনিষ্ঠ আমি রথের উপর ॥ অর্জ্জুন আমার নাম জগতে বিখ্যাত। তোমরা নাহিক চেন কি করিব জ্ঞাত ॥ আমার কনিষ্ঠ আর হয় দুই জন। নকুল ও সহদেব নামের কথন ॥ এই পঞ্চ ভাই মোরা হস্তিনায় রই। যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁর ভৃত্য হই ॥ তিনি করিয়াছেন যজ্ঞ অশ্বমেধ নাম। এই যজ্ঞ-অশ্ব লয়ে ভ্রমি সর্ব্ব ধাম ॥ কেন সে যজ্ঞের অশ্ব করেছ বন্ধন। ছাড় যজ্ঞ-অশ্ব শুন আমার বচন ॥ মম সনে রণে কিহে তোমরা পারিবে। মিছে কেন অকারণে প্রাণ হারাইবে ॥ আমার সারথি হন কৃষ্ণ দয়াময়। জগতের লোকে করে মোরে সদা ভয় ॥ অর্জ্জুনের বাক্য শুনি দুই শিশু কয়। তোমার সারথি বল কোন জন হয় ॥ এক কৃষ্ণ হন জানি জগত-জীবন। আর এক কৃষ্ণ হন দেবকী-নন্দন ॥ কংস ভয়ে এক কৃষ্ণ গোকুলে রহিল। নন্দকে বলিয়া পিতা কাল গোঙাইল ॥ খেলে কত গোপিনীর ভাঁড় ভেঙ্গে ননী। গোষ্ঠেতে চরাল গাভী লইয়া পাঁচনী ॥ বংশীগানে গোপিনীর কুলে দিল কালি। গোকুলে তাঁহার নাম হয় বনমালী ॥ বল বল আছেন হে শুনি সে এখন। কোন্ কৃষ্ণ হরিলেক গোপিনী বসন ॥ গোপের উচ্ছিষ্ট কোন্ কৃষ্ণ খেয়েছিল। কোন্ কৃষ্ণ বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইল ॥ কোন্ কৃষ্ণ হৈল কালী নিকুঞ্জ কাননে। কোন্ কৃষ্ণ কালী হৈল আয়ান তাড়নে ॥ কোন্ কৃষ্ণে নন্দরাণী করিল বন্ধন। কোন্ কৃষ্ণ মুনি অন্ন করিল ভোজন ॥ কোন্ কৃষ্ণ যমুনায় নাবিক হইয়া। পার কৈল গোপীগণে দণ্ড করে লৈয়া ॥ কোন্ কৃষ্ণ তব রথে এক্ষণে সারথি। বল বল সেই কথা শুনি হে সম্প্রতি ॥ সে কৃষ্ণ সারথি কোথা

এখন তোমার। কেন একা রথে তুমি কহ সমাচার॥ কহিলেন একে একে সব কৃষ্ণ-কথা। বল দেখি তব কৃষ্ণ এবে রয় কোথা॥ অর্জ্জুন বলেন, শুন শ্রীমতী-নন্দন। যে কথা কহিলে ইহা শুনে কোন জন॥ জগতেতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কোথায় আছয়। একা কৃষ্ণ জগদ্দীষ্ট ব্যক্ত জগৎময়॥ লীলা হেতু নারায়ণ নরদেহ ধরি। কত লীলা করে সদা বাজায়ে বাঁশরী॥ জগতের এক কৃষ্ণ ভিন্ন কি আছয়। তিনিই সারথি মম দেব দয়াময়॥ সুচিত্র বলয়ে, পার্থ শুনে হাসি পায়। জগদ্দীষ্ট কৃষ্ণ কোথা গোধন চরায়॥ ত্যজিয়া গোলোক-ধাম দেব ভগবান। কার দায়ে গোকুলেতে গোপ-অন্ন খান॥ কুবের ভাণ্ডারী যাঁর লক্ষ্মী প্রেয়সিনী। তিনি কি বেড়ান কভু গোপ-আজ্ঞা মানি॥ গোলোক-বিহারী হরি বাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি কি চরান কভু নন্দের হে গরু॥ গোধন চরায়ে যার কাটি গেল কাল। তাঁরে জগদ্দীষ্ট ভাব একি হে জঞ্জাল॥ মনুষ্যকে হরি জ্ঞান কেন হে তোমার। হরি কি করিয়া চুরি করেন আহার॥ ননীচোরা যেই তাকে ভাব তুমি হরি। তোমার কি কিছু জ্ঞান নাই ইষ্ট করি॥ কিসে তব দিব্যজ্ঞান হবে ধনঞ্জয়। জন্মদোষে কাণ্ড-জ্ঞান নাশে সমুদয়॥ তোর মাতা সে তো কুন্তী বেশ্যায় গণন। একা নারী সপ্ত পতি ব্যক্ত জগজ্জন॥ তোর জন্ম দিয়ে গেল ইন্দ্র দেবরাজ। তোর কিবা ধর্ম্ম কর্ম্ম লোকের সমাজ॥ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ব্যক্ত ত্রিভুবন। হাসি পায় সেই করে যজ্ঞ আরম্ভণ॥ বেশ্যাগর্ভে জন্ম যার তার যজ্ঞ কোথা। সকলই পণ্ডশ্রম সকলই বৃথা॥ শোন ওরে বেশ্যাপুত্র শুন ধনঞ্জয়। তুই কি করিবি এই সমরেতে জয়॥ বেশ্যাপুত্র হয়ে বেটা সমরে এসেছ। করিয়াছ যজ্ঞ ব'লে মত্ত হয়ে গেছ॥ কর্ণপুত্র বৃষ কেন সঙ্গে শোভা পায়। ওর বাপ ছুতারের অন্নে প্রাণ পায়॥ তার জন্ম হয়েছিল তোর মার পেটে। আইবুড়ো জন্ম সেটা সর্ব্বলোকে রটে॥ পূর্ব্ব কথা কত আর বলিব রে তোরে। পাশা খেলে বনে গেলি পঞ্চ ভ্রাতৃবরে॥ বিনা দোষে দুর্য্যোধনে করিলে নিধন। আজ তার সম ফল পাবি এইক্ষণ॥ আমাদের স্থানে যদি জয়ী হতে পার। তবে তো জানিব তুমি জয়ী ত্রিসংসার॥ রথে করি আসিয়াছে

লইতে বিজয়। কক্ষে শোভে শরাসন অন্তর নির্ভয়॥ ছাড়িব না ছাড়িব না মোরা দুই জন। আজ তোর শিরশ্ছেদী দেখাব ভুবন॥ ছাড়িয়াছ জয়পত্র অশ্ব-ভালে লিখে। বিশ্বজয়ী মোরা হই ভ্রমি চারিদিকে॥ হস্তিনায় থাকি মোরা ভাই পঞ্চ জন। কার সাধ্য এই অশ্ব করিবে বন্ধন॥ যদি হেন বীর-পুত্র রয় কোন জন। অশ্ব ধরি করিবেক বীরত্ব দর্শন॥ যেন দর্প তেন দর্পে অশ্বকে ধরিনু। করিতে সংগ্রাম এই রণে প্রবেশিনু॥ হই দর্পহারী-পুত্র মোরা দুই জন। এসো যুদ্ধ করি আজ তোমার সদন॥ পর ধন হরি করিয়াছ যজ্ঞকুণ্ড। সে যজ্ঞে কি ফল হবে মাথা আর মুণ্ড॥ অধর্ম্মেতে পূর্ণ হয় যাহার শরীর। সেই বলে আমি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির॥ এক ভার্য্যা পঞ্চ ভাই সুখে ভুঞ্জে রতি। মিথ্যা কথা বিনা নাহি কহেন ভারতী॥ মিথ্যা বাক্যে বধিলেক গুরুর জীবন। ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য এই কি লক্ষণ॥ ভীম ধার্ম্মিকের কথা কহি শুন এবে। কিরূপ সে ধর্ম্মে লুপ্ত আসি এই ভবে॥ দুঃশাসন শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ সমরে পড়িয়া। খাইল রুধির তার বক্ষঃ বিদারিয়া॥ রাক্ষস পিশাচ প্রায় তাহার আচার। হিড়িম্বা রাক্ষসী লয়ে করয়ে বিহার॥ এইরূপ দোষে লিপ্ত ভাই পঞ্চ জন। যুধিষ্ঠির সত্যবাদী সর্ব্বলোকে কন॥ ধন্য ধন্য সত্যবাদী রাজা যুধিষ্ঠির। এ কথা শুনিয়া দহে সতত শরীর॥ এত যদি কহিলেন অর্জ্জুনের প্রতি। শুনিয়া অর্জ্জুন আর নহে স্থির মতি॥ তখন গাণ্ডীব ধরি দিলেন টঙ্কার। বলে রণে শীঘ্র এসো দেরি কিসে আর॥ ত্রিভুবন টলমল করে সে হুঙ্কারে। সুচিত্র বিচিত্রে কন পরম সাদরে॥ শুনহ বিচিত্র ভাই করি নিবেদন। অর্জ্জুনের দিব্য রথ হয় সুশোভন॥ আমরা ভূমিরোপরে রণে নিমগন। বল কোথা রথ পাই করিবারে রণ॥ একখানি রথ যদি দিতে পার ভাই। কাটিয়া অর্জ্জুন-মাথা ভূতলে লোটাই॥ সুচিত্র বলেন, রে বিচিত্র সহোদর। রথ হেতু চিন্তা কেন তোমার অন্তর॥ শীঘ্র করি চড় মম স্কন্ধের উপর। স্কন্ধে চড়ি মার দুষ্টে করিয়া সত্বর॥ শরাঘাতে একেবারে করহ বিকল। এইখানে প্রাপ্ত হোক যজ্ঞের যে ফল॥ হস্তিনায় বসি যজ্ঞ যুধিষ্ঠির করে। এখানে

অর্জ্জুন আসি যাক যমঘরে॥ গোলোকে আনিল অশ্ব জয় করিবারে। পাণ্ডুবংশ ধ্বংস হোক জম্বুনদী ধারে॥ শুনেছি পাণ্ডব-সখা হন নারায়ণ। আজি না মানিব তাহা থাকিতে জীবন॥ অন্য কিবা ব্রহ্মা যদি হন আগুয়ান। কাটিব তাহার মাথা সবা বিদ্যমান॥ আজিকার রণে নাহি আর দেখা শুনা। যে আসিবে তারে মারি পূরাব কামনা॥ পাণ্ডবের বংশ নাহি রাখিব সঞ্চার। করিব যে নিষ্পাণ্ডবা এইতো সংসার॥ অকৌরবা করিল যে পাণ্ডব সকল। অপাণ্ডবা করি তার দিব প্রতিফল॥ এত বলি বিচিত্রকে সুচিত্র কুমার। তুলি লৈল সযতনে স্কন্ধের উপর॥ স্কন্ধোপরি দাঁড়াইয়া বিচিত্র কুমার। হানিতে লাগিল বাণ সংগ্রাম মাঝার॥ অর্জ্জুন নিরখি তাহা মনেতে হাসয়। আবার বলয়ে ইহা হাস্যযোগ্য নয়॥ সামান্য না হবে শিশু ইহারা কখন। বোধ হয় এরা কোন বীরের নন্দন॥ নতুবা কি আমা হেন বীরকে দেখিয়া। করিবারে আসে যুদ্ধ সাহস করিয়া। বুঝিতে না পারি এরা কেমন বালক। স্কন্ধে চড়ি যুদ্ধে আসে হইয়া পুলক॥ বুঝি কোন ছল করি গোলোক-বিহারী। করিছেন হেন লীলা আমার উপরি॥ হরির আশ্রিত বলি দেয় পরিচয়। শ্রবণে আমার মনে উপজয়ে ভয়॥ বুঝি যুধিষ্ঠির-যজ্ঞে বিঘ্ন উপজিল। সে কারণে হেন শিশু মোদের মিলিল॥ কি আর করিব আমি করিয়া বিষাদ। আজি মম পক্ষে হৈল বড়ই প্রমাদ॥ যা হোক তা হোক আর ভাবিলে কি হবে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম মোরে পালিতেই হবে॥ ইহা চিন্তি ধনু ধরি দিলেন টঙ্কার। বাণে বাণে সমরেতে দেখান আন্ধার॥ অর্জ্জুনের এই মন শিশু সুকুমার। এরা নাহি জানে কভু সংগ্রাম আচার॥ কেমনে কোমল অঙ্গে বাণ প্রহারিব। বিনা বাণে এ দোঁহারে খেদাড়িয়া দিব॥ সুচিত্র বিচিত্র তাহা করি দরশন। বলে, হে অর্জ্জুন তব ক্ষমতা যেমন॥ বুঝিয়াছি তব বল আর যাবে কোথা। এই দেখ কাটি মোরা তোমার হে মাথা॥ ইহা বলি ব্রহ্মবাণ তখনি ছাড়িল। সজোরে অর্জ্জুন-বক্ষে আসিয়া পড়িল॥ অর্জ্জুন সে বাণ করিলেন সম্বরণ। বলে, সাক্ষী থেকো ওহে শ্রীমধুসূদন॥ বার বার অপমান সহ্য

নাহি হয়। এই বারে দুই শিশু দিব যমালয়॥ কাহার বালক এরা পুলক হইয়া। স্কন্ধে চড়ি যুদ্ধ করে আনন্দে মোহিয়া॥ সাক্ষী রও কৃষ্ণচন্দ্র দোষ মম নাই। করিয়া সংগ্রাম জয় হস্তিনায় যাই॥ এত বলি ধনু ধরি বীর ধনঞ্জয়। যুড়িয়া ক্ষুরূপা বাণ-ধনুকে ছাড়য়॥ অর্জ্জুনের সেই সে ক্ষুরূপা নামে বাণ। শিশুপদ প্রণমিয়া হৈল অন্তর্দ্ধান॥ সুচিত্র বলেন, পার্থ কি আর করিব। অগ্নিবাণে আজি তব রথ পোড়াইব॥ ইহা বলি অগ্নি-বাণ বিচিত্র ছাড়িল। পার্থ সে বরুণ বাণে ব্যর্থ করি দিল॥ সুচিত্র বলেন, তবে দেখহ অর্জ্জুন। নাগপাশ অস্ত্রে করি তোমাকে বন্ধন॥ ইহা বলি নাগপাশ অস্ত্র সন্ধানিল। অর্জ্জুন গরুড় বাণে সম্বরণ কৈল॥ তাহা হেরি বিচিত্রের রাগে অঙ্গ জ্বলে। হানিল পর্ব্বত অস্ত্র স্বীয় বাহুবলে॥ দুর্জ্জয় পর্ব্বত অস্ত্র কাটিতে নারিল। ভীষণ পর্ব্বত চাপে অর্জ্জুন পড়িল॥ অর্জ্জুন পড়িল যদি সমরের স্থলে। সুচিত্র বিচিত্র মিলে নাচে বাহু তুলে॥ অর্জ্জুনের কাছে গিয়া নাচে দুই ভাই। পর্ব্বত চাপনে পড়ে কোন সংজ্ঞা নাই॥ তখন সুচিত্র কয় বিচিত্রের প্রতি। মরিল অর্জ্জুন, চল গৃহে করি গতি॥ তুমি চড় অশ্বে ভাই আমি চড়ি রথে। ক্ষুধায় অসহ্য সহ্য নহে কোন মতে॥ এত বলি দুই ভাই চড়ি অশ্ব রথে। হইলেন ধাবমান নিজ গৃহ পথে॥ কি আর কহিব বেশি ইহার কথনে। ত্রেতাযুগে হইল যেন লবকুশ-রণে॥ এ যুদ্ধেও সেইরূপ হইল ঘটন। রাধা কাছে গেল দোঁহে হয়ে হৃষ্টমন॥

সুচিত্র ও ব চত্রের রথ ও অশ্ব আরোহণে রাধা স্থানে উপস্থিতি ও যুদ্ধ বৃত্তান্ত কথন

শ্রীমতী আছিল বসি পুত্রের চিন্তায়। এতেক হইল বেলা কিছু নাহি খায়॥ হেনকালে সুচিত্র বিচিত্র দুই জন। রথ আর অশ্বোপরি করি অরোহণ॥ উপস্থিত হয়ে দোঁহে মাতার চরণে। করিল প্রণাম অতি আনন্দিত মনে॥ শ্রীমতী কহেন, শুন যুগল নন্দন। আসিতে বিলম্ব এত কিসের কারণ॥ কোথা পেলে অশ্ব রথ চড়িয়া আইলে। অর্শ্ব রথ হেরি মম পরাণ বিকলে॥

দেখি ঐ জয়পত্র লেখা অশ্ব-ভালে। কাহার অঙ্গের অশ্ব লয়ে এলি বলে॥ বুঝি পুনঃ ত্রেতাযুগে ঘটেছিল যাহা। এবে তুই জনে মিলি ঘটাইলি তাহা॥ ত্রেতাযুগে লব কুশ পুত্র তুই জন। রামচন্দ্র যজ্ঞ-অশ্ব করিয়া ধারণ॥ দিলেক যে দুঃখ কত আজ হলো মনে। শোকসিন্ধু মধ্যে ভাসি তাহার কারণে॥ লব-কুশ পুত্র হয়ে পিতৃহত্যা কৈল। চিরকাল ধরি মম কলঙ্ক রাখিল॥ তাই বুঝি তোরা দোঁহে দ্বাপরে এখন। ঘটাইলি যজ্ঞ-অশ্ব করিয়া হরণ॥ ত্রেতাযুগ-কথা মম না হৈল স্মরণ। আবার দ্বাপরে কৈনু পুত্রের কামন॥ কেন এত মূলে ভুল হইল আমার। পুনঃ পুনঃ কষ্ট ভোগ কত সহি আর॥ এই আমি সত্য কৈনু মনেতে আপন। জম্বুনদী জলে প্রাণ দিব বিসর্জ্জন॥ ইহা বলি রাধাসতী যুক্তি করি সার। কহিল কোথায় অশ্ব পুত্রেরে আবার॥ কহ কহ পুত্রগণ আমার সদনে। কোথা পেলি এই অশ্ব ভাই তুই জনে॥ সুচিত্র বলেন, মাতা করুন শ্রবণ। খেলি জম্বুনদী তীরে ভাই তুই জন॥ হেনকালে এই যজ্ঞ-অশ্ব মনোহর। তথা আসি উত্তরিল মোদের গোচর॥ মনোহর অশ্ব দেখে আমরা ধরিনু। বৃক্ষের মূলেতে অশ্ব বান্ধিয়া রাখিনু॥ অশ্ব বান্ধি আনন্দেতে খেলি তুই ভাই। অশ্বের উদ্দেশে পার্থ আইল সেই ঠাঁই॥ নবীন মেঘের ন্যায় বরণ তাঁহার। হস্তে শোভে শরাসন পরম আকার॥ রথে বসি আমা দোঁহে করি নিরীক্ষণ। কহিলেন কই কথা দর্পেতে আপন॥ অর্জ্জুন আমার নাম বিখ্যাত ভুবনে। আমার নিবাস হয় হস্তিনা ভুবনে॥ একত্রেতে পঞ্চ ভাই করি অবস্থান। বলিয়া পাণ্ডব পঞ্চ খ্যাতি সর্ব্বস্থান॥ যুধিষ্ঠির মহারাজ অগ্রজের নাম। তিনি কৈল অশ্বমেধ যজ্ঞ শুভকাম॥ অশ্ব লয়ে আমি ভ্রমি করিয়া বিজয়। আমাদের সখা হন কৃষ্ণ দয়াময়॥ এতেক কহিল যদি সেই সে অর্জ্জুন। আমাদের মনে দুঃখ হইল দারুণ॥ কোথাকার কৃষ্ণ তার রথের সারথি। তার বাক্য শুনে মনে মানিয়ে অপ্রীতি॥ করিলাম ঘোর যুদ্ধ তাহার গো সনে। শেষেতে পড়িল সেই আমাদের বাণে॥ পর্ব্বত চাপেতে সে পড়িল তুরাশয়।

তাহারই আনিলাম এই রথ হয় ॥ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের এই অশ্ব হয়। আমরা লইনু বলে করিয়া বিজয় ॥ এত যদি কহিলেন পুত্র দুই জন। শ্রবণে শ্রীমতী হৈল ধরায় পতন ॥ বলে, ওরে কি করিলি তোরা কু-সন্তান। কৃষ্ণ-ভক্ত পাণ্ডবের কৈলি অপমান ॥ পাণ্ডবের প্রেমে বাঁধা দেব নারায়ণ। সেই সে পাণ্ডব-অশ্ব করিলি হরণ ॥ ভেদ কথা নাহি জান অবোধ সন্তান। যে পাণ্ডব জন্যে সদা দেব ভগবান ॥ অপূর্ব্ব গোলোক-সুখ দিয়া বিসর্জ্জন। পাণ্ডবের সঙ্গে মর্ত্ত্যে করেন ভ্রমণ ॥ রণে বনে ভয়স্থানে হইয়া সহায়। রাখেন পাণ্ডব-মান তিনি আপনায় ॥ হেন পাণ্ডবের অশ্ব তোরা রে হরিলি। এমন কুপুত্র তোরা কেন জন্মেছিলি ॥ আপনি মাধব যার রথের সারথি। তাহারে মারিলি প্রাণে তোরা রে দুর্নীতি ॥ বিশেষ অর্জ্জুন হন নর নারায়ণ। একা কৃষ্ণ দুই অংশ বিভিন্ন কথন ॥ অর্জ্জুন কৃষ্ণেতে কিরে ভিন্নভাব আছে। আজ্ঞাকারী হয়ে কৃষ্ণ যাহারে রক্ষিছে ॥ পাণ্ডবের মান হরি করিতে বর্দ্ধন। সারথি হইয়া রথে রন সর্ব্বক্ষণ ॥ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে হরি সারথি হইয়া। কৌরবের বাণ সব অঙ্গেতে সহিয়া ॥ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী-পতি দুর্য্যোধনে। একেবারে পাঠাইলা শমন-ভবনে ॥ পাণ্ডবের মান হরি করিতে বর্দ্ধন। যুধিষ্ঠিরে অনুক্ষণ করেন বন্দন ॥ যুধিষ্ঠির-পদে হরি করেন প্রণাম। যাতে পাণ্ডবের মান বাড়ে বিশ্বধাম ॥ হেন পাণ্ডবের মান তোরা কু-সন্তান। একেবারে ছারেখারে দিলি সর্ব্বস্থান ॥ এখন মঙ্গল চাও শুন মম বাণী। রথ অশ্ব লয়ে যাও যথায় ফাল্গুনী ॥ গলবাসে ভক্তি করি কর গে প্রদান। থাকিবে ইহাতে মান সবের সমান ॥ যেই কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথের সারথি। তিনিই তোদের পিতা জগতের পতি ॥ পাণ্ডবের যজ্ঞস্থানে তিনি করে শোভা। রূপের মোহন হরি জগ-মনোলোভা ॥ এবে শীঘ্র কর অশ্ব অর্জ্জুনে অর্পণ। নতুবা বিপদ ঘোর হইবে ঘটন ॥ ত্রিভুবন জয়ী সে পাণ্ডব পঞ্চ জন। তাদের কাছেতে নাহি পাইবি মোচন ॥ বিশেষ সারথি কৃষ্ণ যাদের সহায়। কার সাধ্য করে সে পাণ্ডবে পরাজয় ॥ কিছু না বুঝিলি তোরা হয়ে কু-সন্তান। হেলায় করিলি সে পাণ্ডবে

অপমান ॥ না কর বিলম্ব শুন আমার বচন। শীঘ্র লয়ে অশ্ব কর অর্জ্জুনে অর্পণ ॥ পায়ে ধরি অশ্ব দেও করি পরিহার। বল গিয়ে মোরা হই কৃষ্ণের কুমার ॥ এই বাক্য বলি তার করাও চেতন। ক্ষমিবেন সব দোষ সগুণে আপন ॥ বলো বলো এই কথা তাহার সদন। সারথি কৃষ্ণের হই আমরা নন্দন ॥ অগ্রে এর সত্য কথা না করি শ্রবণ। হরিলাম তব অশ্ব মোরা অভাজন ॥ নিজগুণে সর্ব্বদোষ করিবে মার্জ্জন। অশ্ব লয়ে স্বধামেতে করুন গমন ॥ হেনরূপ রাধা যদি পুত্রে আজ্ঞা দিল। মাতৃ-আজ্ঞা মানি দোঁহে থাকিতে নারিল ॥ লয়ে সেই রথ অশ্ব হইয়ে সত্বর। করিলেক প্রত্যাগত অর্জ্জুন গোচর ॥

অর্জ্জুনের আগমন বিলম্বে ভীমের অর্জ্জুন অন্বেষণে যাত্রা

অর্জ্জুনের এইরূপ হইল ঘটন। যাইতে বিলম্ব হৈল হস্তিনা ভুবন ॥ ভীম না থাকিতে পারি নিশ্চিন্ত হইয়া। হইলেন ধাবমান অর্জ্জুন লাগিয়া ॥ সুচিত্র বিচিত্র হেথা রথ অশ্ব লয়ে। জম্বুনদী তীরে যান মনে হৃষ্ট হয়ে ॥ এই সে সময়ে ভীম অর্জ্জুন উদ্দেশে। উপস্থিত হইলেন গিয়া সেই দেশে ॥ প্রত্যক্ষেতে ভীম বীর করিল দর্শন। অর্জ্জুনের রথে বৈসে শিশু দুই জন ॥ যজ্ঞ-অশ্ব বাঁধা আছে তরুর তলেতে। দুই শিশু রথে বসি আছে আনন্দেতে ॥ অর্জ্জুনের রথোপরে দুই শিশু হেরি। গর্জ্জিয়া উঠিল ভীম দম্ভজ্ঞান করি ॥ বলে, তোরা শীঘ্র বল শিশু দুইজন। কোথা পেলি এই রথ পরম শোভন ॥ সুচিত্র বিচিত্রে বলে করি অনুভব। বোধ করি এ বেটাও হইবে পাণ্ডব ॥ অর্জ্জুন সদৃশ এর অঙ্গ সমুদাই। বোধ করি এও হবে অর্জ্জুনের ভাই ॥ হস্তেতে ভীষণ গদা বিক্রম অসীম। বোধ করি এই বেটা হইবেক ভীম ॥ অতীব প্রচণ্ড হয় আকার প্রকার। শাল তরু সম হস্ত অঙ্গের মাঝার ॥ মধ্যদেশ শোভে যেন মৈনাকের চূড়া। রক্তময় দুই আঁখি প্রচণ্ড প্রখরা ॥ এই বেটা ভীম হবে বুঝিনু আভাষে। আইলেক হেথা বেটা অর্জ্জুন উদ্দেশে ॥ ইহা ভাবি সুচিত্র বিচিত্র দুই জন। কহিল ভীমের তরে এই সে কথন ॥ কোথায় নিবাস

তব ওহে বীরবর ! কাহার উদ্দেশে এলে হইয়া তৎপর ॥ ভীম বলে, চিন নাই মম নাম ভীম। আমাকে সকলে জানে বিক্রমে অসীম ॥ আমার কনিষ্ঠ হয় বীর ধনঞ্জয়। মম জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির হস্তিনায় রয় ॥ অশ্বমেধ যজ্ঞ তিনি করিলা আপনে। আইল অর্জ্জুন ভাই অশ্বের রক্ষণে ॥ রথ অশ্ব ধরিয়াছ তোমরা দুজন। অর্জ্জুনের রথে বসি আছ কি কারণ ॥ কাহার আজ্ঞায় কর রথে আরোহণ। সত্য করি কহ এর শুনি বিবরণ ॥ হাস্য করি শিশু বলে, শুন ওহে ভীম। তোমার বিক্রম জানি হয়তো অসীম ॥ ভূমিতলে একবার কর নিরীক্ষণ। অর্জ্জুনের কিবা দশা ঘটেছে এখন ॥ আমরা দুজন হই রাধার নন্দন। করিলাম যজ্ঞ-অশ্ব বলেতে ধারণ ॥ অশ্বের উদ্ধার হেতু বীর ধনঞ্জয়। করিল মোদের সনে সমর দুর্জ্জয় ॥ শেষকালে আর যুদ্ধ সহিতে না পারি। ঐ দেখ পড়ে আছে ভূমির উপরি ॥ এ রথ অর্জ্জুন-রথ কথা সত্য হয়। এ রথে সারথি হন কৃষ্ণ দয়াময় ॥ উদ্ধারে বাসনা থাকে কর আসি রণ। রণ করি যাও শীঘ্র শমন-ভবন ॥ একে ভীম তাহে এই দুর্ব্বাক্য শুনিল। জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল ॥ তখনই গদা লয়ে করি আস্ফালন। করিলেন মহাক্রোধে রণ আরম্ভণ ॥ সুচিত্র বিচিত্রে বলে, কার মুখ চাও। বলে অগ্রে ভীম-হস্তে গদা কাড়ি লও ॥ ওর গদা লয়ে ওরে মার গদা বাড়ি। সত্বরে চলিয়া যাক শমনের বাড়ী ॥ আমাদের পিতা কৃষ্ণ, মাতা রাধা সতী। আমাদের পরাজিতে কেবা হেন জিতী ॥ বিধি বিষ্ণু বিশ্বনাথ কারে নাহি গণি। পাণ্ডবে করিব জয় কিসে চিন্তা মানি ॥ বলের পরীক্ষা আজ অবশ্য করিব। লইয়া ভীমের গদা ভীমকে মারিব ॥ বিচিত্র সুচিত্রে যদি এতেক কহিল। সুচিত্র ভীমের গদা বলে কাড়ি নিল ॥ লইয়া ভীমের গদা ভীমেরে প্রহারে। পড়ি গেল ভীম বীর সমর মাঝারে ॥ সংগ্রামে পড়িল বীর করি নিরীক্ষণ। বাহু তুলি দুই ভাই করেন নর্ত্তন ॥ বিচিত্র সুচিত্রে বলে আর কিবা ভয়। দুই ভাই পাণ্ডবেরে রণে কৈনু জয় ॥ আর তিন ভাই আছে পাণ্ডব এখন। তাদের না মারি গৃহে না যাব কখন ॥ অপাণ্ডবা করি আজ গৃহে

যাব ভাই। করিনু প্রতিজ্ঞা এই তোমারে জানাই॥ এইরূপে দুই ভাই যুক্তি করে সার। নকুল ও সহদেব কৈল আগুসার॥ কক্ষে শোভে শরাসন হস্তে শোভে বাণ। শিশু বলে, ভাল ভাল সুস্থ হলো প্রাণ॥ এরাও পাণ্ডব হবে রণে কৈল গতি। এদের মারিলে হবে জগতে সুখ্যাতি॥ অর্জ্জুনের অন্বেষণে ইহারা আইল। নিশ্চয় শমন রাজা এদের স্মরিল॥ নকুল ও সহদেব করে অন্বেষণ। সম্মুখে দেখয়ে অশ্ব রয়েছে বন্ধন॥ রণস্থলে পড়ি আছে ভীম ও অর্জ্জুন। দুই শিশু রথে বসি আনন্দিত মন॥ তখনই জানিলেক আপনার মনে। মারিলেক ভীমার্জ্জুন এ শিশু দুজনে॥ আর না থাকিতে পারি ক্রোধে হয়ে ভোর। করিলেন সহদেব নকুল উত্তর॥ কার মুখ চাও আর কিবা কহ কথা। শীঘ্র করি কাট এই দুই শিশু-মাথা॥ এরাই পরম শত্রু আমাদের হয়। এরাই করিল ভীমার্জ্জুনে পরাজয়॥ শীঘ্র করি এ দোঁহার মস্তক কাটিয়া। ভ্রাতৃ-শোক দূরে দিয়া সুস্থ করি হিয়া॥ এত বলি আর ক্রোধ সম্বরিতে নারি। আরম্ভ করিল যুদ্ধ শিশু বরাবরি॥ রাধার নন্দন দুই শিশু তারা হয়। কারে নাহি মানে তারা সমরে দুর্জ্জয়॥ বাণে বাণে সর্ব্ব বাণ করি নিবারণ। শেষেতে করিল মোহবাণ নিক্ষেপণ॥ সে মোহবাণের কথা কি কহিব আর। রণে পড়ে সহদেব নকুল কুমার॥ এইরূপ যেই কালে হইল ঘটন। তথায় আছিল এক ডাকিনীর গণ॥ পাণ্ডবের অমঙ্গল হেরি সে চক্ষেতে। আর না থাকিতে পারি সংগ্রাম মাঝেতে॥ তখনি হস্তিনাপুরে করিয়া গমন। যথা যুধিষ্ঠির রাজা যজ্ঞে নিমগন॥ কৃষ্ণ সহ মহারাজ যজ্ঞস্থানে ছিল। যাইয়া ডাকিনী তথা সকল কহিল॥ চারি পাণ্ডবের মৃত্যু আদি আর অন্ত। একে একে কহিলেক সকল বৃত্তান্ত॥ কৃষ্ণচন্দ্র এই কথা করিয়া শ্রবণ। তখন সে গরুড়েরে করিয়া স্মরণ॥ কহিলেন, মহারাজ চলুন সত্বর। কোথায় পড়িল তব চারি সহোদর॥ কে এমন বীরপুত্র আছয়ে ভুবনে। ভীমা-অর্জ্জুন করি তারা বিনাশিল রণে॥ দেখিব দেখিব আজ তাহারা কেমন। এই সুদর্শন অস্ত্র করিয়া ক্ষেপণ॥ তাদের মস্তক

কাটি তাদের রুধিরে। তর্পণে তুষিব এই শ্রীবসুমতীরে ॥ চারি পাণ্ডবের প্রাণ করিয়া প্রদান। এখনই অশ্ব লয়ে করিব প্রস্থান ॥ ইহা বলি শ্রীগোবিন্দ গরুড়ে চড়িয়া। যুধিষ্ঠির প্রতি বহু আশ্বাস করিয়া ॥ একেবারে জম্বুনদী তীরেতে আইল। গরুড় পাখাতে রবি কিরণ ঢাকিল ॥ গরুড়-বাহনে কৃষ্ণ করিলেন গতি। নিরীক্ষণ করি তাহা দুই শিশুমতি ॥ সুচিত্র বিচিত্রে বলে, কর অনুমান। এই বেটা এলো বুঝি পাণ্ডব প্রধান ॥ ইহারই এত নাম জগতেতে ঘোষে। রথ রথী নাই বেটা পক্ষীপরে আসে ॥ ইহারই নাম ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। কেশো রোগা মত বেটা বিশীর্ণ শরীর ॥ মরা ময়ূরের পাখা মাথায় পরেছে। বেটাকে দেখিয়ে হরিভক্তি উড়ে গেছে ॥ অঙ্গখানি সোজা নয় বাঁকা সর্ব্ব ঠাঁই। অঙ্গের বরণ যেন দোতে কালি নাই ॥ নামটাই শুন্তে মস্ত রাজা যুধিষ্ঠির। একি কদাকার ভাই দেখিতে শরীর ॥ মর মর বুড়ো বেটা ভঙ্গি দেখে মরি। বুড়ো কালে শোভা কিনা হস্তেতে বাঁশরী ॥ বুঝিনু এ বুড়ো বেটা বড়ই চতুর। নেচে নেচে করে রণ পায়েতে নূপুর ॥ বাঁশী ও নূপুর লয়ে বুড়ো কর্ব্বে রণ। দেখিতে হইবে ভাই কেমন নাচন ॥ মনে বুঝি বুড়ো বেটা নাচিতে ভাল জানে। নতুবা নূপুর পায়ে দিয়ে এলো কেনে ॥ দেখিব দেখিব আজ বুড়ার নাচনি। সাবধান হও ভাই ওরে গুণমণি ॥ বিচিত্র বলে, দাদা কিবা কব তোমায়। ঢং দেখে হাসি আর রাখা নাহি যায় ॥ বুড়ো বেটা এলো রণে নূপুর পরিয়ে। কিছু লজ্জা নাহি হয় পক্ষীতে বসিয়ে ॥ সুচিত্র বিচিত্রে বলে, স্থির হয়ে রও। ফাঁকি দিয়ে বুড়ার নৃত্য রণে দেখে লও ॥ হাস্য কৈলে যুধিষ্ঠির রণে না নাচিবে। আমাদের মনসাধ মনেতে রহিবে ॥ এইরূপে দুই ভাই কহে নানা কথা। কৃষ্ণচন্দ্র রণভুমে উত্তরিলা হেথা ॥ প্রত্যক্ষ নয়নে হরি করিল দর্শন। সারি সারি রণে পড়ে ভাই চারিজন ॥ পাণ্ডবের মৃত্যু হেরি পাণ্ডবের নাথ। হৃদয়ে পড়িল যেন বজ্রের আঘাত ॥ কহিলেন, কে তোরা রে বালক দুর্জ্জন। কি দোষে করিলি এই পাণ্ডবে নিধন ॥ শিশুগণ বলে, শুন রাজা যুধিষ্ঠির। একবার নাচ রণে হয়ে তুমি স্থির ॥ নূপুর পায়ে দিয়ে রণে নাচ

একবার। পরেতে কহিব এর সব সমাচার॥ কৃষ্ণ কন, আমি নই যুধিষ্ঠির রাজা। আমি ভগবান কৃষ্ণ বিশ্ব মম প্রজা॥ সেইকালে হাসি কয় শিশু দুজনায়। শোভে স্বর্ণ নূপুর যে ভগবান পায়॥ পক্ষীপৃষ্ঠে ভগবান কোথা করে গতি। বাজান কি বাঁশী কভু জগতের পতি॥ তুমি যুধিষ্ঠির হয়ে মিথ্যা কথা কও। নূপুর পায়ে রণজয় তাই তুমি চাও॥ হবেনা হবেনা তাহা ওহে মহাশয়। একবার নাচ রণে খণ্ডুক সংশয়॥ পিতা পুত্রে উভয়ে এরূপ একান্তর। তারপর বেধে গেল দুর্জ্জয় সমর॥ ঋষিধ্বজ মুনি এই সব তত্ত্ব জানি। সত্বরে আসিয়া যথা দেব চক্রপাণি॥ রাধা-পুত্র বলি দোঁহা দিয়া পরিচয়। খণ্ডন করিল যত ঘটিল সংশয়॥ পরে দুই বালকেরে লইয়া যতনে। অর্পণ করিলা কৃষ্ণ কমল চরণে॥ বলে, হরি কার সঙ্গে তুমি কর রণ। রাধার মানস পুত্র এরা দুই জন॥ মুনিমুখে সার কথা কৃষ্ণচন্দ্র শুনি। পাণ্ডবগণের প্রাণ প্রদানি তখনি॥ সত্বরই তথা হৈতে করিয়া প্রস্থান। অশ্ব লয়ে আইলেন যজ্ঞ বিদ্যমান॥ অপরে অনেক কথা না হৈল বর্ণন। অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ কৈল সর্ব্বজন॥ ভাণ্ডরী ভাগবতে এই আছে সমুদয়। শুনি কেহ না করিবে মনেতে সংশয়॥ অধম বলয়ে তবে করিয়ে মিনতি। নিদানেতে পাই যেন ও চরণে গতি॥

সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত।

প্রভাস খণ্ড

——০ঃ০——০ঃ০——

অষ্টম খণ্ড

——০ঃঃ০——

যুধিষ্ঠির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক দেহত্যাগ ও পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ

কহিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ধর্ম্মরাজ প্রতি। কহি এবে মহারাজ আমার ভারতী ॥ আর কেন শীঘ্র কর স্বর্গেতে গমন। কলির আগত কাল হইল এখন ॥ আমি আর স্থির হৈয়া থাকিতে না পারি। দেহ রাখিবারে কাল নয়নেতে হেরি ॥ জলবিম্ব প্রায় এই নরদেহ হয়। না জানি কখন কাল করিবে সংশয় ॥ এ দেহ সন্দেহ তরি ভবে শোভা পায়। দেখিতে দেখিতে কবে ডুবিবে হে রায় ॥ জন্মভূমে কর্ম্মভোগ জানি এই সার। কলির অগ্রেতে হও স্বর্গে আগুসার ॥ কর কর পঞ্চ ভাই স্বর্গেতে গমন। আর নাহি শোভা পায় সংসার ভুবন ॥ অনিত্য এ সংসারেতে আর কত দিন। থাকিবে হে মহারাজ হয়ে কর্ম্মাধীন ॥ আর এ সংসার রায় কখন না রবে। কলি অধিকার হৈলে বহু কষ্ট পাবে ॥ শুন বলি কথা এবে রাজা যুধিষ্ঠির। কলিতে না থাকিবেক এরূপ শরীর ॥ বয়স হইবে অল্প কলি অধিকারে। পাপ ভুক্ত দেহ লয়ে যাবে ছারেখারে ॥ বিষম সে কলিকাল কি বলিব আর। না আসিতে কলি হও স্বর্গে অগ্রসর ॥ এত যদি কহিলেন কৃষ্ণ দয়াময়। যুধিষ্ঠির কহিলেন করিয়া বিনয় ॥ কহ দেব সে কলির কেমন মূরতি। কিবা কার্য্য করে সেই কোথায় বসতি ॥ নাম মাত্র শুনে তার হৃদে লাগে ভয়। কেমন স্বভাব তার কহ দয়াময় ॥ কলি-অধিকারে

হয় কিরূপ প্রকার। হইলে কলির রাজা কিবা ব্যবহার॥ কিবা ধর্ম্মে চলিতে নরের হবে মন। কলির মনুষ্য হবে কিরূপ গঠন॥ কলিতে নরের হবে বয়ঃক্রম কত। কহ কৃষ্ণ দয়াময় শুনি সে ভারত॥ কহিলেন কৃষ্ণচন্দ্র, শুন নৃপমণি। কহি সে কলির কথা অপূর্ব্ব কাহিনী॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর এ তিন হে যুগাদি। রাজা প্রজা জীবাদি আছিল সত্যবাদী॥ পর্ব্বত কানন বৃক্ষ পশু পক্ষিগণ। সকলেই সত্যব্রতে ছিল নিমগন॥ আর কি বলিব রায় তোমার সদন। দ্বাপরেতে এক কথা করহ শ্রবণ॥ দ্বাপরেতে কাম্যবনে এক তো শৃগাল আছিল নিবাস করি সুখে চিরকাল॥ দৈবক্রমে চিত্রসেন নামেতে ভূপতি। মৃগ হেতু সেই বনে করিতেন গতি॥ তথায় আছিল এক সর্প মহাকায়। আছিল মাণিক এক তাহার মাথায়॥ মাণিক রাখিয়া সর্প আহার কারণ। প্রবেশ করিল গিয়া অতি ঘোর বন॥ মাণিক সে ভূমে পড়ে অতি শোভা করে। পড়িল সে চিত্রসেন রাজার নজরে॥ মাণিক লইতে সে রাজার হৈল মন। দেখিল শৃগাল বসি তাহার সদন॥ রাজা বলে, শুনহ শৃগাল মম বাণী। রাখিয়া মাণিক কোথা গিয়াছে সে ফণি॥ আমি এই মণি লয়ে দেশে করি গতি। জিজ্ঞাসিলে দেখি নাই বলো এ ভারতী॥ মম লাগি মিথ্যা কথা বলো হে শৃগাল। আমি তব আহার যোগাব চিরকাল॥ যত দিন ধরি তুমি জীবিত হে রবে। আহার কারণ আর ভাবিতে না হবে॥ অতি সুকোমল মাংস নিত্য দিব আনি। ভুঞ্জিবে হে গৃহে বসি মনোসুখে তুমি॥ শৃগাল বলয়ে, রায় এ কথা কেমন। সত্য পথ কেমনেতে দিব বিসর্জ্জন॥ মিথ্যা সম পাপ আর নাহিক ভুবনে। সে মিথ্যা কহিতে তুমি কহিলে কেমনে॥ পূর্ব্বজন্মে আমি মিথ্যা কথা কহি রায়। ভুগি তার ফল এই ধরি পশুকায়। নরবিষ্ঠা আদি করি কুভক্ষ্য ভক্ষণ। অবিরত ভুঞ্জি দেহ রহি সর্ব্বক্ষণ॥ আর কি সে মিথ্যা পাপে আমি চলি রায়। সে সর্প আইলে সত্য কব সমুদয়॥ বলিব, হে সর্প তব মস্তকের মণি। লয়ে গেল চিত্রসেন নৃপ চূড়ামণি॥ চিত্রসেন সেই কথা করিয়া শ্রবণ।

আর সেই মণি তিনি না করি গ্রহণ ॥ সসৈন্যেতে আইলেন আপন ভবন। দ্বাপরেতে হেন সত্য হয় যে পালন। দ্বাপরেতে পশু পক্ষী যত ধর্ম্মে মতি। তত ধর্ম্ম না রাখিবে কলির নৃপতি ॥ হইবে কলির রাজা হিংস্রকের শেষ। হরিবে প্রজার ধন করি মহা দ্বেষ ॥ কত অবিচার করি প্রজার পক্ষেতে। অহরহ দিবে কষ্ট প্রজার ধর্ম্মেতে ॥ কলিকালে না থাকিবে জাতির বিচার। চণ্ডালের অন্ন খাবে ব্রাহ্মণ-কুমার ॥ পর ধন পর দারা করিবে হরণ। কলিজীবে ধর্ম্মভয় না করে কখন ॥ মিথ্যা বই সত্য কথা ভুলে নাহি কবে। নির্দ্দোষীর দণ্ড হবে দোষী সুখে রবে ॥ কলিতে না দিবে অন্ন নিজ বাপ মায়। না জন্মিবে শস্য ভাল সে পাপে ধরায় ॥ পুণ্য নদ-নদী হবে সরসীর প্রায়। তীর্থগণ লোপ হবে যত সমুদায় ॥ জীবিতে কলির জীব মৃত-প্রায় রবে। কলিকালে কোন শুভকর্ম্ম নাহি হবে ॥ অতএব শুন রায় আমার বচন। সামান্য এ রাজ্যসুখ দিয়া বিসর্জ্জন ॥ সত্বরেতে পঞ্চ ভাই হয়ে হৃষ্টমন। কর সে স্বর্গের পথে ইচ্ছায় গমন ॥ ইহা বলি হৃষীকেশ ভাই পঞ্চ জনে। আলিঙ্গন করিলেন গমন কারণে ॥ আলিঙ্গনে তুষি সবে হরি যদুরায়। এ জন্মের মত তথা হইলা বিদায় ॥ অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। এবে শুন কৃষ্ণ দেহ পতন কথন ॥ লীলা সম্বরণ কাল জানি ভগবান। নিম্ববৃক্ষ পরে গিয়া হৈলা অধিষ্ঠান ॥ নীল ব্যাধ নামে আসি ব্যাধের সন্তান। মৃগ জ্ঞানে ভগবানে মারিলেক বাণ। সে বাণ মারিয়া হরি-পদ বিদ্ধ কৈল। বাণের আঘাতে প্রভু লীলা সম্বরিল ॥ পুলকে গোলোকপুরে গেল বনমালী। পাণ্ডব শ্রবণে হৈল শোকেতে ব্যাকুলি ॥ করিলেন শ্রীহরির সৎকার বিধান। আর না রহিল তাঁরা এই মর্ত্ত্যস্থান ॥ পঞ্চ ভাই মিলি কৈল স্বর্গেতে গমন। হইল পাণ্ডবলীলা এবে সমাপন ॥

———

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা বর্ণন

এত যদি কহিলেন মুনি মহাশয়। কহিলেন জন্মেজয় করিয়া বিনয়॥ কহ কহ ঋষিবর হয়ে হৃষ্টমন॥ তদন্তরে কি হইল কহ সে কথন॥ মুনি কন, শুন শুন রাজা জন্মেজয়। কহি তদন্তর কথা আমি সমুদয়॥ প্রাণকৃষ্ণ করিলেন প্রাণ বিসর্জ্জন। করিল পাণ্ডবগণ স্বর্গেতে গমন॥ ধরাধাম পাপে পূর্ণ হৈল অতিশয়। জীবগণে করিবারে সে পাপে অভয়॥ উদিলা গৌরাঙ্গরূপে দেব নারায়ণ। শচীগর্ভে নদীয়ায় রূপের মোহন॥ অগ্রে করি হরিনাম যতনে গ্রহণ। তবে শচীমার স্তন করিলা ভক্ষণ॥ আর কত শুদ্ধাচার করিলা তাহাতে। কিঞ্চিৎ বলি হে রায় শুন সংক্ষেপেতে॥ কেশব ভারতী নিজে সন্ন্যাস করিয়া। আইলেন নবদ্বীপে নিমাই বলিয়া॥ নিমাই তাঁহার বাক্যে হইয়া মগন। নিলেন সন্ন্যাস-ধর্ম্ম করিয়া যতন॥ ইচ্ছায় চাঁচর কেশ করিয়া মুণ্ডন। দিব্য সন্ন্যাসীর বেশ করিলা ধারণ॥ সমুদ্র সদৃশ কথা কত সে বর্ণিব। করিলা হাসনহাটে হাটের উৎসব॥ নিতাই সঙ্গেতে মিলি নিমাই তখন। নিলেন সন্ন্যাস ধর্ম্ম হয়ে হৃষ্ট মন॥ সেই সে হাসনহাটে ভিক্ষা প্রচারিলা। হরিনাম মহামন্ত্রে জগত তারিলা॥

জগাই মাধাই উদ্ধার কথন

পরম বৈরাগ্য হৈল গৌর আর নিতাই। সকলে সে পথে মন দিল ঠাঁই ঠাঁই। নবদ্বীপ আদি করি উৎকল কলিঙ্গ। ভ্রমিয়া সকল দেশ নিতাই গৌরাঙ্গ॥ মধ্যপথে জগাই মাধাই দুই জন। আছিলেন মহাপাপী ব্যক্ত জগজ্জন॥ দৈবযোগে একদিন প্রভুর সঙ্গেতে। আচম্বিতে হৈল দেখা পথের মধ্যেতে॥ জগাই মাধাই তারা দস্যুবৃত্তি করে। প্রভুরে প্রণাম করি কয় যোড় করে॥ প্রসন্ন হইয়ে প্রভু কহে দুজনায়। হরিনাম কৈলে ফল কিবা পাওয়া যায়॥ প্রভু কন, হরিনাম মহামন্ত্র হয়। তাহার মাহাত্ম্য কত কি কব কথায়॥ হরিনাম মহামন্ত্র যে করে গ্রহণ। আলস্য ত্যজিয়া নামে যে হয় মগন॥ সংসারের পূজ্য সেই হয় বাছাধন।

বিধি বিষ্ণু করে তার গুণের কীর্ত্তন ॥ দেবের অধিক সেই হয় ধরা-ধামে। যমে ফাঁকি দিয়া সেই যায় মোক্ষধামে ॥ পঞ্চম পাপের পাপী নিলে হরিনাম। অন্তিমে তাহার হয় বৈকুণ্ঠেতে ধাম ॥ জগাই মাধাই কয় শুন মহাশয়। আমাদের দস্যুবৃত্তি মহাবৃত্তি হয় ॥ হরিনাম যদি প্রভু লই তব ঠাঁই। তবে তো সে দস্যুবৃত্তি আর হবে নাই ॥ হরিনামে বৃত্তি ছেদ যদি ওগো হয়। তবে হরিনাম লওয়া কিবা রূপে হয় ॥ হরিনাম মহামন্ত্র পাপ ধ্বংস করে। সেই নামে দস্যুবৃত্তি হবে কি প্রকারে ॥ রোগের ঔষধে করি যতনে গ্রহণ। কুপথ্য করিলে কি সে বাঁচিবে জীবন ॥ অতএব মহাশয় করি নিবেদন। অগ্রে কুপথ্য লোভ করি সম্বরণ ॥ এ রোগের ঔষধি হরিনাম ত লব। এখন লইলে নাম সত্বরে মজিব ॥ বলেন গৌরাঙ্গ দেব, জগাই মাধাই। হরিনামে কুপথ্য যে যাইবে বালাই ॥ যদি হরিনাম গুণ হরিনামে থাকে। কুপথ্যে সুপথ্য আসি মিলিবেক তাকে ॥ হরিনাম মহামন্ত্র হয় সে এমন। কুপথ্য অরুচি অগ্রে হয় হে ঘটন ॥ হরিনাম মন্ত্রে যদি মন মজে যায়। আর কি তাহার মন কোন দিকে ধায় ॥ মনের অধীন জান হয় রিপুগণ। মনের শাসনে সব হয় নিবারণ ॥ তাহার প্রমাণ শুন জগাই মাধাই। পাণ্ডবেরা কৃষ্ণপদ মাগি নিল তাই ॥ এমন যে কৃষ্ণপদে মন মজাইল। তাদের রথের কৃষ্ণ সারথি হইল ॥ অতএব হরিনামে মজাও রে মন। পলাবে কুপথ্য রোগ এড়াবে শমন ॥ প্রভু বলে, হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ। জগাই মাধাই তারা পাপী দুইজন ॥ হরিনাম মহামন্ত্র কর্ণপথে নিল। অনায়াসে ভবজয় করিয়া চলিল ॥

গৌরাঙ্গ আদেশে হরিদাসের হরিনাম বিতরণ

পাপী উদ্ধারের হেতু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। কহিলেন হরিদাসে এ আজ্ঞা প্রচারি ॥ দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায়। হরিনাম মহামন্ত্র হ'য়ে হৃষ্টকায় ॥ নরনারী আদি করি যত যত বর্ণে। দেওগে মনের সুখে সকলের কর্ণে ॥ হরিদাস প্রভু-আজ্ঞা ধরি শিরোপর। ভ্রমিয়া বেড়ান ক্রমে উত্তর উত্তর ॥ নগর

ও পল্লীগ্রাম আর বনস্থান। সকলেরে বলে হরিনামে মজ প্রাণ॥ বল সবে হরি হরি দুই বাহু তুলে। কেন সবে মগ্ন রও মায়া বশে ভুলে॥ জনে জনে এই কথা করিয়া শ্রবণ। হরিদাস স্থানে আসি কহিল বচন॥ কহ প্রভু দয়া করে আমা সবাকায়। হরিনামে কিবা ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ হরিদাস বলে, মহামন্ত্র হরিনাম। ভক্তিতে লইলে মিলে সুখ মোক্ষধাম॥ কিন্তু সেই নাম লৈতে একমাত্র ভেদ। তৈল মৎস্য নারীসঙ্গ করিতে নিষেধ॥ নারীগণ এই কথা করিয়ে শ্রবণ। বলে, এলোমেলো কিবা কহ সর্ব্বক্ষণ॥ সংসারের সুখ এক তৈল মৎস্য নারী। এই সুখে লোকে কয় বলিয়ে সংসারী॥ হরিনামে যদি এই বাধা সমুদয়। তবে হরিনামে হবে কোন সুখোদয়॥ কে নেবে ও হরিনাম যাতে ঘোর দুঃখ। হরিনাম দিয়ে হরি সংসারী হিংস্রক॥ ইহা বলি কোন নারী গালে মারে ঠোনা। কেহ টেনে ধরে তার কৌপিনের টেনা॥ কেহ বা চৈতন ধরে নাড়া দিয়া কয়। দূর বেটা হতভাগা তোর মৃত্যু নয়॥ কেহ বলে, এর হরি বড়ই সুশীল। মার এর ঘাড়ে ধরে গোটা কত কীল॥ এত বলি কেহ মারে কীল আর ঘুষা। কেহ বা চৈতন ধরে করয়ে তামাসা॥ হরিদাস বেগতিক দেখিয়া তখন। ভয়েতে চম্পট দেন লভিতে মোচন। দূর হতে হাঁড়ি ফেলি কোন জন মারে। সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা চলে হাহাকারে॥ আসিয়া প্রভুর কাছে ধরিয়া চরণ। বলে, দেখ প্রভু হরিনাম নিদর্শন॥ হাস্য করি কন দোঁহে গৌরাঙ্গ নিতাই। এমন প্রহার খেলে বল কোন ঠাঁই॥ হরিদাস একে একে সমস্ত কহিল। শ্রবণে প্রভুর মনে দুঃখ উপজিল॥ প্রভু কন, শুন শুন সাধু হরিদাস। চাষা হয়ে না চিনিল কেমন সে চাষ॥ সহজেতে অগ্রে শিক্ষা করিবারে হয়। তবেতো বুঝিতো সবে শিক্ষার বিষয়॥ তৈল মৎস্য নারী এই সংসারের সুখ। অগ্রেই বলেছ এতে হইবে বৈমুখ॥ এ নিয়মে সংসারীরা কভু কি কখন। করিবারে পারে নাম যতনে গ্রহণ॥ সংসারের সুখ যাবে নিলে হরিনাম। তাহাই তোমায় দুঃখ দিল গুণধাম॥ চল দেখি মম সঙ্গে না করি বিশ্রাম। লয় কিনা লয় দেখি মোক্ষ হরি নাম॥ এত বলি লয়ে প্রভু হরিদাসে

সঙ্গে। বিতরিতে হরিনাম চলিলেন রঙ্গে॥ আশ্চর্য্য প্রভুর মায়া কি বলিব আর। প্রভু-মুখ দেখি সবে আনন্দে অপার॥ সকলেই প্রভুপদে ভক্তি বিতরিয়া। দাঁড়াইল সারি সারি প্রণাম করিয়া॥ প্রভু কন এই ভক্তি হরিভক্তি হয়। লও সবে হরিনাম খণ্ডিবে সংশয়॥ হরিনামে নাহি হবে কিছুতে বৈমুখ। হরিনামে ফল সব সর্ব্ব সুখে সুখ॥ পত্নী পুত্র পিতা মাতা বন্ধুজন সনে। অবিরত হরিনাম বলহ বদনে॥ গৃহকার্য্য কর আর হরি বলে ডাক। অচিরেতে ঘুচে যাবে সংসার বিপাক॥ পরম আনন্দে কর হরিনাম গান। সময় নিয়ম নাই জুড়াইবে প্রাণ॥ মালা কিম্বা কর-মালা করিয়ে ধারণ। হরিনাম মহামন্ত্রে হও নিমগন॥ সর্ব্বমালা সার মালা মনমালা হয়। পার যদি জপ সেই মালা আপনায়॥ কিন্তু যেই সর্ব্ব কার্য্য দিয়া বিসর্জ্জন। জপিবে সে হরিনাম লিপ্ত করি মন॥ সত্বরে বৈরাগ্য তার উদয় হইবে। ছিঁড়িয়া সে মায়া ডোর এ ভবে তরিবে॥ হরিনাম মহামন্ত্র কি বলিব আর। যথা তথা জপ কিন্তু ভক্তি চাই সার॥ মনকে করিবে গুরু নিজে শিষ্য হয়ে। জপ সে হরির নাম একান্তে বসিয়ে॥ মহাপ্রভু এইরূপ করিয়া বিধান। লইবারে হরিনাম করিলা মন্ত্রণ॥ সেই কালে নর নারী যত সমুদয়। লয়ে সবে হরিনাম আনন্দ হৃদয়॥ সকলেই হরি বলি নাচিতে লাগিল। মহাপ্রভু হরিদাসে লয়ে যাত্রা কৈল॥ প্রভু সঙ্গে হরিদাস আসিতে আসিতে। জিজ্ঞাসিল এই কথা পথের মধ্যেতে॥ অনিয়মে হরিনাম কৈলে বিতরণ। সকলেই লয় প্রভু করিয়া যতন॥ সংসার সুখেতে সুখী হয়ে সর্ব্বজন। হরিনাম মুখে যদি করয়ে কীর্ত্তন॥ সে হরি নামের ফল কেমনে ফলিবে। সেই কথা প্রভু মোরে বলিতে হইবে॥ প্রভু কন, শুন ওহে সাধু হরিদাস। অগ্রে হরিনাম হোক হৃদয়ে প্রকাশ॥ সে নামে মাহাত্ম্য যদি থাকে হরিদাস। তাহার ব্যবস্থা তিনি করিবে প্রকাশ॥ আর কি তখন রবে সংসার-বাসনা। আর কি রহিবে নারী মৎস্যের কামনা॥ সকলই তুচ্ছ ভাবি উচ্চ হরিপদে। অর্পিবেক মন প্রাণ পরম সম্পদে॥

শ্লোক

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং ।
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ত্রাহি মাং ॥
রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব রক্ষ মাং ।
কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব ত্রাহি মাং ॥
কহং দরিদ্র পাপীয়ান্ কঃ কৃষ্ণ শ্রীনিকেতনঃ ।
ব্রহ্ম বন্ধুরিতিস্মাহং বাহুভ্যাং পরিভাবিতঃ ॥

এত বলি গৌর হরি হরিনাম কীর্ত্তনে। অর্পিলেন নিজ মন পাপীর তারণে ॥ শ্রবণেতে গৌরভক্ত যত যত জন। একেবারে নাম রসে হইলা মগন ॥ বলে, আয়রে সঙ্কীর্ত্তনে কে যাইবি আয়। এমন দিন আর হবে না সময় বয়ে যায় ॥ বাজিছে গৌরাঙ্গ খোল মৃদঙ্গ মধুর। কিবা নাচ নাচিছেন নিতাই গৌর ॥ তাথৈ তাথৈ রব আহা কিবা শুনি। বাজে খোল হরিবোল সুমধুর ধ্বনি ॥ জগাই মাধাই নাচে দিয়া হরিবোল। ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া উঠে সে নামের রোল ॥ সে মধুর হরিনাম করিতে শ্রবণ। ধায় সব নরনারী হইয়ে মগন ॥ বিধি বিষ্ণু বিশ্বনাথ আর দেবগণ। সবে আইসে সঙ্কীর্ত্তনে হইয়া মগন ॥ বাহু তুলি নাচে শিব জটা দোলাইয়া। পড়য়ে গঙ্গার ধারা অবনী সিঞ্চিয়া ॥ দেবঋষি নারদের হৈল আগমন। নাচেন শিবের সঙ্গে করি সঙ্কীর্ত্তন ॥ আছিল কদলী বনে বীর হনুমান। শ্রবণে শুনিয়া সেই হরিনাম গান ॥ বাহু তুলি নাচিতে নাচিতে বীর আসি। আরম্ভ করিল হরিনাম সুধারাশি ॥ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে জগত পূরিল। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব প্রাণী তাহাতে মোহিল ॥ ফণা ধরি ফণিগণ নাচিতে নাচিতে। গাইতে লাগিল হরিনাম উল্লাসেতে ॥ হরিবোল হরিবোল সদা এই রব : পশু পক্ষী সকলের হয় মহোৎসব ॥ গণ্ডার ভল্লুক আর কেশরী কুঞ্জর। সকলেই হরি বলি নাচে নিরন্তর এমন হরির নামে হইল বিহ্বল। ব্যাঘ্র নাচে হরিণী দিয়া সবা কোল ॥ এরূপে

কীর্ত্তন হয় নহে নিবারণ। অন্ধ আর খঞ্জ মিলি কহয়ে তখন॥ অন্ধ কয়, বিধি কৈল অন্ধ দ্বিনয়ন। দেখিতে নারিনু হায় এমন কীর্ত্তন॥ দৃষ্টি নাই কেমনেতে কীর্ত্তনেতে যাই। বাহু তুলি হরি-নাম উল্লাসেতে গাই॥ খঞ্জ কয়, আমারও ঐ দশা ভাই। পদ নাই কেমনেতে কীর্ত্তনেতে যাই॥ মম যুক্তি শুন ভাই অন্ধ সাধুমতি। মম চক্ষু পদ তব হয়তো সম্প্রতি॥ আমি তব স্কন্ধোপরি করি আরোহণ। মম চক্ষে তুমি ভাই করহ গমন॥ উভয়ের মনোবাঞ্ছা ইহাতে পূরিবে। দুয়ের সন্তাপ যত সকল ঘুচিবে॥ কাণা কয়, চক্ষু নাই গিয়া কি দেখিব। তথা গিয়া শুদ্ধ মাত্র মর্ম্মেতে মরিব॥ খঞ্জ কয়, তুমি ভাই এও কি জান না। কর্ণে শুনি হরিনাম পূরিবে কামনা॥ চক্ষু নাই কর্ণে তবু করিবে শ্রবণ। যাবে হে সকল দুঃখ তাহার কারণ॥ খঞ্জ যদি এত সেই কাণারে কহিল। খঞ্জে স্কন্ধে করি কাণা তখনি ধাইল॥ পথিমধ্যে দেখা হৈল এক কালা সনে। ডাকিলে সহস্র বার নাহি শুনে কাণে॥ খঞ্জ বলে, তুমি ভাই কাণে নাহি শোন। তবে বৃথা কীর্ত্তনেতে চলিয়াছ কেন॥ কালা বলে, কর্ণ নাই চক্ষু আছে ভাই। হেরিব কেমন নাচে সে গৌর নিতাই॥ কর্ণ-হীন কৈল বিধি কি করিব ভাই। গেলে তো দেখিতে পাইব গৌর নিতাই॥ রূপরাশি তাঁদের করিয়া দরশন। আপনার মনোবাঞ্ছা করিব পূরণ॥ এইরূপে সবে যায় হরি সঙ্কীর্ত্তনে। সকলের ঊর্দ্ধবাহু হরিনাম বদনে॥ কেহ না রহিল বাকী যুগী জোলা করি। নাচয়ে যবনগণ মুখে বলি হরি॥ হরিনাম কীর্ত্তনের কি কহিব কথা। মুচিগণ শুচি হৈল ত্যজি মনোব্যথা॥ স্বর্গের দেবতাগণ সকলে আইল। কেহ আর সে কীর্ত্তনে বাকি না রহিল॥ শুধু না আইল যম করি অভিমান। মনে বলে, একি বিধি কৈল ভগবান॥ আমার অধীন যত ছিল পাপিগণ। হরি-নামে সর্ব্ব পাপী করিলা মোচন॥ এক জন নাহি আর করিতে শাসন। আমার বৃথাই নাম হইল শমন॥ জাতিতে কায়স্থ সেই চিত্রগুপ্ত হয়। গৌরাঙ্গ মৃদঙ্গ বাজে বলি হরি জয়॥ মনে মনে এই যুক্তি করিল তখন। অভিমানে শমন তো না কৈল

গমন ॥ আমি কেন এ সুযোগ এবে ছেড়ে দিব। নরকের কুণ্ড দেখি নরকে রহিব ॥ হরি সঙ্কীর্ত্তনে আমি অবশ্যই যাব। যায় যাবে এ চাকুরী ভিক্ষা মেগে খাব ॥ এত বলি চিত্রগুপ্ত করিল সাজন। উঠে সব পাপিগণ ক্ষেপিয়া তখন ॥ বলে, চিত্রগুপ্ত শোন গুপ্ত কথা কই। চিরকাল নরকের কুণ্ডে পড়ে রই ॥ তুমি যাও কীর্ত্তনেতে মনের সুখেতে। আমরা অনন্ত দুঃখ ভুগি নরকেতে ॥ অঙ্গীকার করি প্রভু তোমার গোচর। কীর্ত্তন দর্শনে যাব হইয়ে সত্বর ॥ বরঞ্চ তাহাতে পুণ্য যা হবে উদয়। তোমাকে অর্দ্ধেক তার দিব মহাশয় ॥ আর এ নরক-কষ্ট সহ্য নাহি হয়। কীর্ত্তনেতে নেচে করি এ পাপের ক্ষয় ॥ হরি সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করি মনোসুখে। মুক্তিলাভ করি সবে পরম এ দুঃখে ॥ ধরি তব চরণেতে ওহে মহাশয়। কীর্ত্তন শুনায়ে খণ্ড ঘোর যম-ভয় ॥ চিত্রগুপ্ত তাহে তুষ্ট হইয়া আপনে। আদেশ করিল যেতে হরি সঙ্কীর্ত্তনে ॥ দক্ষিণ দুয়ারে ছিল যত পাপিগণ। হরি-সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করি সর্ব্বজন ॥ একেবারে মুক্তিলাভ করিয়া সকলে। ত্যজি যমপুরী-কষ্ট গেল স্বর্গে চলে ॥ যমের দক্ষিণদ্বার তাহে হৈল খালি। শুদ্ধ রহে যবনেরগণ তাহে মিলি ॥ যবনেরা হরিনাম মাহাত্ম্য দেখিয়া। কহিলেন চিত্রগুপ্তে বিনয় করিয়া ॥ দেও সবে হরিনাম মহামন্ত্র সার। করি হরিনাম ত্যজি যাই যমাগার ॥ একবার হরি বলি ডাকিলে বদনে। আর না থাকিতে হবে যমের ভবনে ॥ আমাদের ধর্ম্ম হয় রহিম ভজন। বড়ই কঠিন সেই পারে কোন জন ॥ ওজু করে কাচা খুলে পাঁচ ওক্ত কাল। নামাজ করিতে হয় বড়ই জঞ্জাল ॥ আর যে তিরিশ রোজ বড়ই কঠিন। না খাইয়া অন্ন জল তনু হয় ক্ষীণ ॥ বৈষ্ণব হইল সবে হরিনাম বলি। আজ্ঞা কর মো সবারে চাহি মুখ তুলি ॥ চিত্রগুপ্ত আজ্ঞা দিল কীর্ত্তনে যাইতে। ধায় যবনের-গণ মহা আনন্দেতে ॥ গৌরাঙ্গ-কীর্ত্তনে আসি সকলে মিলিল। করি হরিনাম সবে স্বর্গে চলি গেল ॥ দেশের যবনগণ তাহা নিরখিয়া। ধাইল চৈতন্য কাছে চৈতন্য পাইয়া ॥ প্রভু সবে কৃপা করি হরিনাম দিল। ত্যজিয়া যবন বেশ বৈষ্ণব হইল ॥

হরি হরি বলি সব যবনেরগণ। বৈষ্ণবের সঙ্গে করে প্রসাদ ভক্ষণ॥ সাতশো যবন তাহে বৈষ্ণব হইল। যবনে বৈষ্ণব হৈল রূপে করে আলো॥ ফেলে দিয়ে দাড়ি গোঁফ রাখিল চৈতন। নাসায় তিলক মালা কটিতে কৌপীন॥ বাহু তুলি সদা করে হরি হরি ধ্বনি। কি আর কহিব যত তাদের নাচনি॥ রহিম ভজন তারা সবে ছাড়ি দিয়ে। সদাকাল ভ্রমে মুখে শ্রীহরি বলিয়ে॥ আছিল বাদসা এক দুরন্ত যবন। যবন বৈষ্ণব হৈল করিয়া শ্রবণ॥ যবনেরগণ সব বোলাইয়া আনি। কহিল সকলে কোপে এ কিরূপ বাণী॥ হিন্দুর ভজন নাম হরিনাম হয়। তোমরা সে নাম জপ বল কি বিধায়॥ হইয়া যবন কৈলে এ কোন আদব। ফেলিয়া খোদার নুর হইলে বৈষ্ণব॥ যবনের রাজা কহে এ হেন বচন। একঘরে কৈল সেই যতেক যবন॥ আর কহিলেন পুনঃ যে ভজিবে হরি। তাহারে করিব আমি বলে দেশান্তরি॥ হেনরূপ যবনের দুর্দ্দশা করিল। কান্দিয়া যবনগণ প্রভুরে কহিল॥ একে একে সব দুঃখ কৈল নিবেদন। বলে, প্রভু রক্ষা কর যবনেরগণ॥ প্রভু কন, শঙ্কা ত্যজহ যবনগণ। দেখিব দেখিব সেই বাদসা কেমন॥ এত কহি যবননিকরে আশ্বাসিয়া। চলিলা বাদসা কাছে ফকীর সাজিয়া॥ রঙ্গিন পাগড়ী মাথে পাকা গোঁফ দাড়ি। পাথরের মালা করে আর আশা বাড়ি॥ বদনে খোদার নাম ডাকেন যতনে। উপনীত হইলেন বাদসা সদনে॥ বাদসা বসিয়াছিল নিজের তক্তায়। আগত ফকির দেখি উঠিয়া দাণ্ডায়॥ ভক্তিতে সেলাম করি ফকীরের পায়। নিজ হস্তে আনি দিলা আসন তাঁহায়॥ চক্রীর চক্রেতে সব চলিছে সংসার। বাদসা কি বুঝিবে হেন কোন্ বুদ্ধি তার॥ ফকীর বলেন, শুন বাদসা আপনি। খানার উদ্যোগ কর বড় ক্ষুধা মানি॥ আর কথা শুন বাদসা হয়ে এক মন। নিমন্ত্রণ কর আছে যতেক যবন॥ ফকীরের বাক্য শুনি বাদসা তখন। করিলেন নিমন্ত্রণ যতেক যবন॥ যবন সকল সব হর্ষ হয়ে অতি। বৈষ্ণবের বেশে তথা সবে কৈল গতি॥ বাদসা তখন কন হেরি সবাকারে। যবন বৈষ্ণব সব বস স্বতন্তরে॥

ফকীর বলেন, শুন বাদসা নামদার। কি হেতু বাদসা কর এমন বিচার॥ এরাও সকলে হয় যবন গণন। আলাদা বসিবে এরা কিসের কারণ॥ বাদসা কন, শুনহ ফকীর মহাশয়। ভজিল হিন্দুর হরি এরা দুরাশয়॥ যবনের যবনত্ব ইহাদের নাই। তাহাতে বসিবে এরা আলাহিদা ঠাঁই॥ বাদসার হেন বাক্য শুনি নারায়ণ। আর কিছু না বলিয়া তাহার সদন॥ বৈষ্ণব যবনে আর যবনেরগণ। দুই ভাগে বসিলেন করিতে ভোজন॥ অন্ন ব্যঞ্জন সবে ক্রমে আনি দিল। সকলেই মহানন্দে ভোজনে বসিল॥ সেই কালে মায়া করি প্রভু দয়াময়। তথায় আছিল যত যবন নীচয়॥ যবনের বেশ ভূষা করিয়া গোপন। গলায় তুলসী মালা মাথায় চৈতন॥ সকল যবন হৈল বৈষ্ণবের বেশ। হেরয়ে বাদসা চক্ষে করিয়া বিশেষ॥ পুনঃ পুনঃ হেরে বাদসা করিয়া উৎসব। যার পানে চেয়ে দেখে সেই যে বৈষ্ণব॥ বৈষ্ণব যবনগণ ছিল দুই ভাগে। সকলে বৈষ্ণব বেশে ভুঞ্জে অনুরাগে॥ একত্রেতে সবে খায় দিয়ে হরিবোল। হরিনামে সেইখানে উঠে মহারোল॥ ব্রাহ্মণের বেশে প্রভু কৈল আগমন। গলেতে শোভয়ে পৈতা মাথায় চৈতন॥ ব্রাহ্মণের বেশে প্রভু কহিলা তখন। সকলের জাতি গেল কি হবে এখন॥ শ্রবণেতে বাদসা অতি দুঃখিত হইয়া। হেরয়ে আপন অঙ্গ দর্পণ ধরিয়া॥ দর্পণ ধরিয়া বাদসা করে নিরীক্ষণ। গলে তুলসীর মালা মাথায় চৈতন॥ প্রভুর মহিমা বাদসা তখন জানিল। বৈষ্ণব পরম ধন মনে বিচারিল॥ তখনই নিজ গলে বস্ত্র আচ্ছাদিয়া। ধরিল প্রভুর পদ ভূমে লোটাইয়া॥ আমি অপরাধী প্রভু ক্ষমা কর মোরে। বৈষ্ণবের নিন্দা কৈনু সবার গোচরে॥ আর না করিব প্রভু বৈষ্ণব নিন্দন। ক্ষমা কর দন্তে তৃণ করিনু ধারণ॥ আমি অতি মন্দমতি জাতিতে যবন। আমি কি চিনিতে পারি বৈষ্ণব কেমন॥ নিজগুণে কৈলে প্রভু জ্ঞানের সৌষ্ঠব। এখন চিনিনু আমি কেমন বৈষ্ণব॥ যত দিন এবে প্রাণ করিব ধারণ। আর না করিব প্রভু বৈষ্ণব নিন্দন॥ জীবরূপে দেহে রন জীবের জীবন। রাম ও রহিম এক জানিনু এখন॥ পরম পাতকী

আমি জাতিতে যবন। কি আর করিব স্তব তুমি মহাধন॥ ইহা শুনি মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া। তার সেই মহাপাপ দিল খণ্ডাইয়া॥ প্রভুর অনন্ত লীলা নহেত সম্ভব। করেন হাসনহাটে যবনে বৈষ্ণব॥

মহাপ্রভুর নিকট কলির আগমন ও আত্মদুঃখ নিবেদন

এরূপে গৌরাঙ্গচন্দ্র হইয়া সন্ন্যাসী। নাশিলেন পাপীদের পাপ তাপ রাশি॥ হরিনামে সকলেই হৈল পুণ্যবান। কেহ আর নাহি করে কুপথে পয়াণ॥ কলির রাজত্বকাল কলিবশে থেকে। সকলেই পুণ্যবান শাসিবেক কাকে॥ অপার দুঃখেতে কলি হইয়া মগন। চৈতন্য-চরণে আসি লইল শরণ॥ গলায় বসন দিয়া পড়িল চরণে। করি নানাবিধ স্তব কহেন আপনে॥ বলে, প্রভু একি কাণ্ড করিলে ঘটন। আমাকে করিলে তুমি কলির রাজন॥ কলিকাল হৈল তবু রাজত্ব না পাই। কার কাছে গিয়া আমি এ দুঃখ জানাই॥ হরিনামে কৈলে সব জীবের চেতন। ভ্রমে পাপপথে কেহ না করে গমন॥ ধাম্মিকের প্রতি মম অধিকার নাই। কিসে অধিকার পাই বলহ গোসাঞি॥ প্রভু কন, শুন শুন কলি মহাজন। আর না হইও তুমি দুঃখেতে মগন॥ অদ্য হৈতে তোমা প্রতি হইনু সদয়। যাতে তুমি রাজা হও করিব নিশ্চয়॥ অদ্য হৈতে তোমা প্রতি আমি দিনু বর। কর যাতে পাপে জীব মজে নিরন্তর॥ প্রলোভনে কর অগ্রে জীবের সন্তোষ। লোভেতে করিবে জীব নিজে নিজে দোষ॥ অগ্রেতে জীবের কর স্বধর্ম্ম বিনাশ। তদন্তরে পূর্ণ কর নিজ অভিলাষ॥ ধর্ম্ম নাশি পাশে বন্দী করি জীবগণে। নানারূপে দেও দণ্ড আনন্দিত মনে॥ সত্য হতে জীবগণে করিয়া বাহির। করহ আপন রাজ্য হইয়া সুধীর॥ কলি ঘোরকলি আর মহাকলি কাল। এ তিনের মধ্যে তুমি হবে মহীপাল॥ যেমন হে সত্য ত্রেতা আর তো দ্বাপর। তিন মহাযুগ হয় কলি বহুতর॥ সেইরূপ তব হয় তিন কলিকাল। এই তিন কালে তুমি রবে মহীপাল॥ সবে মাত্র প্রথম কলির আগমনে। উদিনু গৌরাঙ্গরূপে এ ভব ভবনে॥ মোক্ষ মুক্তি জীবগণে করিয়ে দর্শন। হরিনামে কৈনু

সর্ব্ব জীবের চেতন ॥ হরিনাম বলে জীব আছয়ে চেতন। তব কষ্ট ইথে কিছু হৈল বাছাধন ॥ কৃষ্ণকে যে চিন্তা করে হয়ে এক মন। তাহে অধিকার তব নাহি বাছাধন ॥ গোপের নন্দন কৃষ্ণ যে মূঢ় ভাবয়। পূর্ণরূপে তব অধিকারী সেই হয় ॥ কিছু কষ্ট হৈল তব প্রথম কালেতে। ঘোর কলিকালে প্রীতি পাবে বড় ইথে ॥ বহু পাপী অনাচারী তাহাতে জন্মিবে। ভ্রমেও কৃষ্ণের নাম মুখে না করিবে ॥ সতত পরের নিন্দা পর পরিবাদ। করিয়া মানিবে মনে পরম আহ্লাদ ॥ তাহে তব মনোরথ সম্পূর্ণ হইবে। কোন কষ্ট তব মনে আর না রহিবে ॥ কহিয়া এ সব কথা সে কলির প্রতি। কলিরে সন্তুষ্ট কৈলা জগতের পতি ॥ তখনই ধরিল কলি ব্রাহ্মণের বেশ। আনিতে আপন পথে দিতে উপদেশ ॥ অধর্ম্মের পথমধ্যে বসিয়া রহিল। পরে শুন কলিরাজ সে কার্য্য সাধিল ॥

মায়ারূপে কলির ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ হরণ

অধর্ম্মের পথে কলিরাজ বসেছিল। সাধিবারে নিজ কার্য্য মনেতে চিন্তিল ॥ পরিলেক দিব্য জামা অঙ্গের উপর। মাথায় পাগড়ী বক্ষে ঘড়ি শোভাকর ॥ পায়েতে পরিল বুটজুতা পরিপাটী। কোমরে পেণ্টুল আঁটা যায় ছুটাছুটি ॥ দিব্য অশ্বে আরোহণ চুরুট বদনে। ঘুরি ফিরি ভ্রমে কলি আনন্দিত মনে ॥ হেনকালে কলিরাজ হেরিলা নয়নে। এক বিপ্রসুত যান তপস্যা কারণে ॥ রত্নমালা নাম তাঁর দেহ অতি ক্ষীণ। শিরে শোভে জটাভার কটীতে কৌপীন ॥ পৃষ্ঠদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম আর কুশাসন। হরি হরি বলি পথে করেন গমন ॥ উত্তম উত্তম পুষ্প হস্তে শোভা করে। পূজিতে হরির পদ গমন সত্বরে ॥ কলিরাজ সেই দ্বিজে করি নিরীক্ষণ। মনেতে বিস্ময় অতি মানিয়ে তখন ॥ জিজ্ঞাসিল, কোথা যাও বিপ্রের নন্দন। বলি কিছু হিত কথা করহ শ্রবণ ॥ কোথায় নিবাস তব হয় মহাশয়। গায়েতে মেখেছ ভস্ম উন্মত্তের প্রায় ॥ তৈলাভাবে মস্তকের কেশ জটাপ্রায়। পরণে কৌপীন অন্ন বিনে ক্ষীণ কায় ॥ এত কষ্ট কেন দ্বিজ সহ অনিবার। বয়সে

প্রবীন নহ নবীন আকার ॥ এই সে বয়সে কর সন্ন্যাসী-আচার। কি নিমিত্ত এত কষ্ট তথ্য কহ তার ॥ রত্নমালা বলে, আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম আমি করি হে পালন ॥ আপনি কে মহাশয় দিন পরিচয়। যাব তপস্যায় বিলম্বের কাল নয় ॥ কলি কন, আমি হই ব্রাহ্মণ-সন্তান। অতি দুঃখে নিজ ধর্ম্ম করিয়াছি আন ॥ বিপ্রধর্ম্ম একেবারে দিয়ে জলাঞ্জলি। এবে দেখ কত সুখে আছি মহাবলী ॥ দিব্য বেশভূষা করি অশ্বে আরোহণ। শিরে শোভে স্বর্ণছত্র দ্বিতীয় রাজন ॥ মম দম্ভে ভূমিকম্প হয় অনিবার। স্বর্ণময় ঘর বাড়ী শোভার আধার ॥ বিপ্রধর্ম্ম পরিহরি এত সুখ ভুঞ্জি। কেবল অধর্ম্ম-পদ সযতনে পূজি ॥ যাহা পাই তাহা খাই নাহিক বিচার। দেখহ শরীর পুষ্ট সুন্দর আকার ॥ পরমা সুন্দরী নারী সদা শোভে ঘরে। কত সুখে সুখী আমি কি কব তোমারে ॥ দ্বিজধর্ম্ম ত্যাগ করে আনন্দেতে আছি। ইচ্ছাচার ধর্ম্মে মন এবে সঁপিয়াছি ॥ মোর ন্যায় হতে যদি তব ইচ্ছা হয়। আইস আমার সঙ্গে তুমি মহাশয় ॥ দ্বিজধর্ম্ম তপস্যায় নাহি প্রয়োজন। চলহ আমার সঙ্গে হয়ে হৃষ্ট মন ॥ মম প্রিয়পাত্র করি রাখিব তোমায়। দূরে যাবে সর্ব্ব দুঃখ তুষ্ট হবে কায় ॥ কোশাকুশি আর নাহি বহিবারে হবে। শত সুখে সুখী হয়ে সিংহাসনে রবে ॥ রাজভূষা তব অঙ্গে হইবে শোভন। জটাভার একেবারে হইবে মোচন ॥ শিরেতে শোভিবে তব সোণার টোপর। সতত ভ্রমিবে তুমি অশ্বের উপর ॥ তোমার বসতি হবে সুবর্ণ আগারে। মিলিবে সুন্দরী কন্যা বিবাহের তরে ॥ এত সুখ ভোগে যদি তব হয় মন। চলহ আমার সঙ্গে বিপ্রের নন্দন ॥ শীঘ্র করে তপস্যার মুখে দেও ছাই। তপস্যার তুল্য কষ্ট আর কোথা নাই ॥ এবে কলি-অধিকার জান বিপ্রসুত। কলিতে তপস্যা হবে বড় দুঃখযুত ॥ ছাড়ি চল শীঘ্র ধর্ম্ম তপস্যা আচার। কর কর সুখভোগ বচনে আমার ॥ এত যদি ব্রাহ্মণেরে লোভ দেখাইল। কলিবাক্যে ব্রাহ্মণের মন ভুলি গেল ॥ তখনই তপস্যায় দিয়া জলাঞ্জলি। চলিলেন মহানন্দে যথা যান কলি ॥

কলির আচারে ব্রাহ্মণের সুখসম্ভোগ

জপ তপ পরিহরি দ্বিজের নন্দন। মহানন্দে কলি সঙ্গে করিল গমন॥ দ্বিজপুত্রে কলি অতি যতনে আনিয়া। দিব্য অট্টালিকা পুরী তাহাকে অর্পিয়া॥ দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার পরায়ে যতনে। বসাইল দ্বিজপুত্রে রত্ন সিংহাসনে॥ দ্বিজপুত্র মহাসুখে আনন্দে পূরিল। শতেক সুন্দরী কন্যা কলি তারে দিল॥ অতুল বৈভব পেয়ে দ্বিজের নন্দন। মনের আনন্দে সদা রহেন মগন॥ সততই পাপকার্য্যে দ্বিজপুত্র রত। সুখের অবধি নাই কব তাহা কত॥ দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা কে করে খণ্ডন। সেই সে কলির হৈল প্রধান নন্দন॥ পরমা সুন্দরী সব তাহার রমণী। পথে ঘাটে চলে যেন গজেন্দ্রগামিনী॥ এক নারী এক শূদ্র সনে ভ্রষ্টা হৈল। কিছুদিন পরে দ্বিজ-পুত্র তা জানিল॥ গুপ্ত করি সেই কথা রাখিয়া গোপনে। একদিন রহিলেন বসিয়া গোপনে॥ যেইকালে শূদ্র গৃহে কৈল আগমন। সেই কালে ধরিলেক যাইয়া ব্রাহ্মণ॥ হেরিলেন শূদ্র সহ ব্রাহ্মণী বসিয়া। করিতেছে রঙ্গরস আনন্দে মাতিয়া॥ তাহাতে দ্বিজের ক্রোধ বড়ই হইল। সেই কালে শূদ্র প্রতি ক্রোধেতে কহিল॥ শূদ্র হয়ে হর তুমি ব্রাহ্মণের নারী। তব তুল্য কেবা আর হয় দুরাচারী॥ এই শাপ দিনু আমি এ কার্য্য কারণ। অঙ্গেতে সহস্র ভগ হইবে শোভন॥ তব অঙ্গে ভগচিহ্ন সতত শোভিবে। দুর্গন্ধেতে তব কাছে কেহ না যাইবে॥ তদন্তরে ব্রাহ্মণীরে কোপে দ্বিজবর। করিলেন মনোদুঃখে এই সে উত্তর॥ শুনহ ব্রাহ্মণী তুমি আমার বচন। যেন কর্ম্ম কৈলে তুমি কামের কারণ॥ হইবে পাষাণী তুমি আমার বচনে। ভুঞ্জিবে অশেষ দুঃখ স্বকার্য্য কারণে॥ ব্রাহ্মণের শাপ শুনি ব্রাহ্মণী হাসিল। হাস্য করি এই বাক্য ব্রাহ্মণে বলিল॥ আর কি সে দিন আছে এবে মহাশয়। তব বাক্য ফলিবেক প্রত্যক্ষ নিশ্চয়॥ যে দিন মুড়ায়ে জটা পরেছ টোপর। সেই দিন সেই তেজ গেছে দ্বিজবর॥ শূদ্রের অধম তুমি সে দিন হয়েছে। আপনার ধর্ম্ম ত্যজি সুখেতে

মজেছ ॥ আর কি হইতে পার গৌতমের মত। আমাকে করিতে পার পাষাণের মত ॥ সে দিন হে আর নাই ওহে মহাশয়। লোভে সব হারায়েছ আপন বিষয় ॥ গৌতম সদৃশ তেজ আর তব নাই। নাম মাত্র আছে কিন্তু ফলে হবে ছাই ॥ মিছে মাত্র যজ্ঞসূত্র পরিতেছ গলে। ওর চেয়ে মৃত্যু ভাল ঝাঁপ দিয়ে জলে ॥ ব্রহ্মতেজ ব্রাহ্মণের হইলে হরণ। সে ব্রাহ্মণ হয় জানি শূদ্রেতে গণন ॥ পাষণ্ড তাহারে কয় শাস্ত্রের বিচারে। পরকালে বড় দণ্ড যম দেন তারে ॥ কি আর বলিব তোমা কিছু লজ্জা নাই। কি বিদ্যা শিখিলে সে বিদ্যার মুখে ছাই ॥ হইয়া ব্রাহ্মণ হৈলে শূদ্রের অধম। ছাড়ি দিলে দ্বিজধর্ম্ম ধরম করম ॥ সেই সে ব্রাহ্মণী ভ্রষ্টা কখনই নন। মায়া করি দেখাইল এই আচরণ ॥ পরে সতী মহাভক্তি করিয়া প্রকাশ। ব্রাহ্মণের পূরাইল মন অভিলাষ ॥ প্রথমে কলিতে এই হৈল আচরণ। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম-কর্ম্ম গেল বিসর্জ্জন ॥ হেনমতে কুপথেতে বিপ্র হৈল রত। করয়ে রাজত্ব কলি নিজ মনোমত ॥ মহাকলি কথা এবে শুন সর্ব্বজন। অধমে কিঞ্চিত লিখি পূরয় মনন ॥

মহাকলি আচার বর্ণন

ক্রমে হৈল মহাকলি ধরার মাঝার। পুত্র কভু নাহি শুনে পিতৃবাক্য আর ॥ পৌগণ্ড নামেতে এক বিপ্র মহাজন। একমনে করে সদা কৃষ্ণের সাধন ॥ একান্ত কৃষ্ণেতে মতি সংসারেতে থাকে। অবিরত মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে ॥ তাহার নন্দন এক নাম সনাতন। সেই নাহি শুনে পিতৃবাক্য কদাচন ॥ পৌগণ্ড পুত্রেরে বশে আনিতে না পারি। মনে মনে মহাদুঃখ আপনে বিচারি ॥ পুত্রেরে মহা সঙ্কটে ফেলিবার তরে। উপস্থিত হইলেন কলির গোচরে ॥ গলে তুলসীর মালা মাথায় চৈতন। ভক্তিভরে করিলেন কলিকে বন্দন ॥ বন্দন করিয়া কয়, শুন কলিরাজ। লোকমাঝে আমি পাই মনে বড় লাজ ॥ অতি কদাচারী হয় আমার নন্দন। ভ্রমেও নাহিক শুনে আমার বচন ॥ সর্ব্বদা আমারে এই কহয়ে বচন। বিষ দিয়া তব প্রাণ

করিব হরণ ॥ সেই সে দারুণ ভয়ে তোমার সদন। আইলাম তব স্থানে করুন মোচন॥ কলি কহে, কিবা কহ ওহে মহাশয়। বৈষ্ণব বলিয়া তুমি দেহ পরিচয়॥ না জানি কিরূপে তুমি হও হে বৈষ্ণব। বৈষ্ণব যে জন তার কোথা নিরুৎসব॥ কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যার হয় মতি গতি। তার ভয় কিবা তারে রক্ষে লক্ষ্মীপতি॥ তোমার বাক্যেতে মম হাসি উপজয়। পুত্রে দিবে বিষ তাহে মরিবে নিশ্চয়॥ যথার্থ বৈষ্ণব যেই রয় এ জগতে। তারে কি নাশিতে পারে ভুজঙ্গ বিষেতে॥ বিষ দিয়ে তব পুত্র মারিবে তোমায়। সেই ভয়ে আইলে তুমি আমার হেথায়॥ যথার্থ বৈষ্ণব যদি তুমি মহাশয়। তবে কেন বিষ শুনে এত তব ভয়॥ বৈষ্ণবের নাহি ভয় অনল গরলে। তাহার প্রমাণ এক শুন কুতূহলে॥ হিরণ্যকশিপু-পুত্র প্রহ্লাদ সুধীর। ছিলেন বৈষ্ণব তিনি কৃষ্ণে মতি স্থির॥ তাহার নিধনে তার পিতা মহাশয়। ভক্ষিবারে দিল বিষ আনি সর্পচয়॥ নির্ব্বিষের বিষ হরি জগত-জীবন। তাহার হৃদয়-পদ্মে শোভে সর্ব্বক্ষণ॥ বিষে তার কি করিবে ওহে মহাশয়। তার কাছে সর্প-বিষ হৈল পরাজয়॥ স্বচ্ছন্দে বসিয়া রন বিষ করি পান। বিষে কি কখন যায় বৈষ্ণবের প্রাণ॥ পৌগণ্ড বলেন, শুন কলি তোমা কই। কলির বৈষ্ণব সে প্রহ্লাদ সম নই॥ সত্যেতে আছিল সেই প্রহ্লাদ বৈষ্ণব। তত দূরে নহি আমি কৃষ্ণেতে উৎসব॥ কলি কন, তব বাক্যে মম হাসি পায়। প্রহ্লাদের সম তুমি নহ আপনায়॥ প্রহ্লাদের নরদেহ তব নরদেহ। তুমি না পাইলে হরি পাইবেক সেহ॥ এই সব কিবা কথা ওহে মহাশয়। এক বই হরিনাম দুই কভু নয়॥ যেই জন হরি নাম জপেন যতনে। সেই সে প্রহ্লাদ সম হয় সর্ব্বক্ষণে॥ বিশেষ কলিতে হরিনামের মহিমা। কলির বৈষ্ণব হয় অধিক গরিমা॥ যে জপে হরির নাম সেই সে বৈষ্ণব। কৃষ্ণ-পাদপদ্মে তাঁর পরম বৈভব॥ বৈষ্ণবের কাছে নাই কলি-অধিকার। তার কথা বলি আমি শুন তুমি সার॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর হে আর আমি কলি। কৃষ্ণনামে যেই জন হয় মহাবলী॥ তাহার কাছেতে নাই কার অধিকার।

ইচ্ছামত হন তিনি এ ভবেতে পার ॥ বিশেষ হরির আজ্ঞা আমার উপর। হরিতে যাহার মতি রহে নিরন্তর ॥ তাহার কাছেতে মম নাহি অধিকার। সেই জন হয় মম প্রভু সারাৎসার ॥ বৈষ্ণব হিংসনে হয় হরির হিংসন। সেই পাপে কভু নাহি আছয়ে মোচন ॥ বৈষ্ণবের হিংসা কৈলে নরকে নিবাস। কার সাধ্য আছে যায় বৈষ্ণবের পাশ ॥ বৈষ্ণবের কোন ভয় নাহি কোন কালে। ভয়ে ভীত হয়ে তুমি কেন হে আইলে ॥ যাহার সহায় রন কমলার পতি। কেহ কি করিতে পারে তাহার দুর্গতি ॥ তাহার মৃত্যুর ভয় কোথায় আছয়। যাও যাও ভজ কৃষ্ণ হইলে অভয় ॥ এত বলি কলি তারে করিল অভয়। অধম ভাষায় রচি কৃষ্ণপদে কয় ॥

ঘোরকলি বর্ণন

এত যদি কহিলেন মুনি মহাশয়। কহিলেন জন্মেজয় করিয়া বিনয় ॥ মহাকলি বিবরণ শুনিনু এক্ষণে। কহ ঘোরকলি কথা তুষ্ট হই শুনে ॥ মুনি কন, শুন শুন রাজা জন্মেজয়। কহি ঘোরকলি কথা যাহা ব্যক্ত নয় ॥ ঘোর কলিকাল যবে উদয় হইবে। বিঘত প্রমাণ প্রায় মনুষ্য জন্মিবে ॥ সেকালে বার্ত্তাকু বৃক্ষে বার্ত্তাকু হইলে। আঁকশি দ্বারায় সব লইবেক তুলে ॥ দ্বিজ শূদ্র ম্লেচ্ছ ভেদ সে কালে না রবে। একত্রে ভোজনকার্য্য চলিবে উৎসবে ॥ সূর্য্যের না রবে জ্যোতিঃ দিনে অন্ধকার। দীপের আলোকে কর্ম্ম হবে অনিবার ॥ বারিতে না রহিবেক আর মীনগণ। শৃগাল রহিবে বৃক্ষে করিয়ে শয়ন ॥ ছাগলের গর্ভে হবে মহিষ কুঞ্জর। রাজকন্যা তেলী মেয়ে মালী তার বর ॥ পৃথিবীর রাজা হবে মুনি মহাশয়। ব্যাধ হবে তার পাত্র যুদ্ধে করি জয় ॥ দ্বিজ ছত্র ধরিবেক চণ্ডালের শিরে। লৌহের কিম্মত হবে না চাহিবে হীরে ॥ উত্তম অধম হবে কালের কারণ। ব্রাহ্মণ শূদ্রের শিষ্য হইবে তখন ॥ ভূমে শস্য বৃক্ষে ফল না ফলিবে ভাল। অবিচার করি রাজা ঘটাবে জঞ্জাল ॥ গাভীগণ দুগ্ধহীন তখন হইবে। পর পতি লয়ে সতী আনন্দে মজিবে ॥

জাতিহীনে করিবেক মানের গৌরব। কৃষ্ণ না ভজিয়ে হবে পরম বৈষ্ণব ॥ এইরূপে ঘোর কলি পূর্ণতা হইলে। পুনর্ব্বার সত্যকাল আগত হইলে ॥ গগনে দ্বাদশ সূর্য্য হইয়া উদয়। জীব আদি করি যত পশু পক্ষীচয় ॥ তেজেতে সকলে করি একেবারে নাশ। পৃথিবীতে না রহিবে জীবের প্রকাশ ॥ তদন্তে প্রলয় মেঘ বারি বরষিয়া। একেবারে ধরা দিবে জলে ডুবাইয়া ॥ সমুদ্রের মধ্যে ধরা হইবে মগন। বটপত্রে রবে হরি করিয়ে শয়ন ॥ আর কি কহিব রায় তোমার সদন। এইরূপে ঘোরকলি হইবে ঘটন ॥ তদন্তেতে পুনঃ সত্যকাল নিয়মেতে। পুনঃ জীবসৃষ্টি হবে এই জগতেতে ॥ সকল হরির লীলা হরি হন সার। একমাত্র হন তিনি ভব কর্ণধার ॥ কিঞ্চিত কহিনু তব প্রীতির কারণ। হইল অষ্টম খণ্ড ইথে সমাপন ॥

অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত

প্রভাস খণ্ড

—— ০ ০ ——

নবম খণ্ড

—— ০ ——

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-অবতার প্রসঙ্গে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার প্রতি নারায়ণের প্রত্যাদেশ

কৃষ্ণলীলা সাঙ্গ করি প্রভু নারায়ণ। ব্যাধহস্তে নিম্ববৃক্ষে ছাড়িল জীবন॥ পরে সব পাপী তাপী করিতে উদ্ধার। মনেতে করিলেন হইতে অবতার॥ উৎকল দেশের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়। নিশায় সুবর্ণ খাটে সুখে নিদ্রা যায়॥ রামরূপে লক্ষ্মীপতি করি আগমন। শিয়রে বসিয়া তাঁরে দেখান স্বপন॥ শুন শুন ইন্দ্রদ্যুম্ন মান্য নরনাথ। কলিতে স্থাপন কর তুমি জগন্নাথ॥ কীর্ত্তি রাখ কীর্ত্তি রাখ শুনহ বচন। মোক্ষ মূর্ত্তি জগন্নাথ করহ স্থাপন॥ নীলগিরি মধ্যে নীলমাধব হে রন। তাঁহার স্থাপনা করি হও হে মোচন॥ এত বলি হৃষীকেশ করিলা প্রস্থান। জলমধ্যে নিম্ববৃক্ষে হৈল অধিষ্ঠান॥ সমুদ্র কিনারে বৃক্ষ আসিয়া তখন। ভাসিতে লাগিল জগৎ হিতের কারণ॥ নিম্ববৃক্ষ প্রভু দেহ একত্রেতে ভাসে। প্রভাতে দেখিয়া রাজা গলে ভক্তিরসে॥ আর না বিলম্ব করি ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়। হরির স্থাপনা কৈল করি দেবালয়॥ গঠিল মন্দির বিশ্বকর্ম্মা মহামতি। সে মন্দিরে শোভে হরি জগতের পতি॥ অপরে অনেক কথা না হয় বর্ণন। শুন কহি নিমাইয়ের লীলা সম্বরণ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা সম্বরণ কথন

হেথা লীলা অন্ত করি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। বসিলেন নিম্বতলে জীবে ত্রাণ জন্য ॥ সঙ্গেতে অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ ছিল। প্রভু অন্তকাল জানি ঘিরিয়া বসিল ॥ মহাপ্রভু কন, শুন পারিষদগণ। আমার অন্তিমকাল হইল এখন ॥ আর দেহভার নাহি করিব বহন। দেহ রাখি যাব আমি বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ বিলম্ব না কর শুন আমার বচন। নিম্বতলে শয্যা কর আমার কারণ ॥ দেহত্যাগ কালে তাহে করিব শয়ন। নিম্ব সেবি জুড়াইব তাপিত জীবন ॥ শয্যার শিয়রে রাখ তুলসী-মঞ্জরী। আমাকে করাও স্নান আনি গঙ্গাবারি ॥ অঙ্গের দুকূলে কর তিলক শোভন। কর্ণমূলে হরিনাম করাও শ্রবণ ॥ এই কথা বলি প্রভু দেব নারায়ণ। নিম্বতলে শয্যাপরে করিল শয়ন ॥ প্রভুর সে দশা হেরি নিত্যানন্দ কান্দে। কহেন আপন দুঃখ হরিপদবৃন্দে ॥ যোড় করে বলে, প্রভু করি নিবেদন। আমার কি গতি হবে ওহে নারায়ণ ॥ তুমি জগতের পতি জগতের নাথ। আজ্ঞা কর কিসে হবে আমার সাক্ষাৎ ॥ যুগে যুগে আমি দাস তোমার চরণে। কোথা যাও ওহে প্রভু ছাড়িয়া এক্ষণে ॥ ত্রেতাযুগে হৈল যবে রাম-অবতার। লক্ষ্মণ হইয়া সেবা করিনু অপার ॥ কৃষ্ণরূপ দ্বাপরেতে করিলে ধারণ। বলরাম হয়ে সেবি গিয়ে বৃন্দাবন ॥ কলির প্রথমে এই তব অবতার। হইয়া নিতাই পদ সেবি অনিবার ॥ যুগে যুগে আমি তব চরণের দাস। এবে কোথা কর গতি ছাড়ি নিজ দাস ॥ অদ্বৈতাদি পারিষদ সকলেতে কান্দে। ধূলায় ধূসর তব পদ মাত্র বন্দে ॥ জীবের নিস্তার করি তুমি নারায়ণ। স্বধাম বৈকুণ্ঠপুরে চলিলে এখন ॥ সঙ্গে করি লও সবে করি কৃপাদান। পদসেবা করি মোরা গিয়ে তব স্থান ॥ নিতাইয়ের কাতরতা দেখি নারায়ণ। কহিলেন ধীরে ধীরে এই সে বচন ॥ নিতাই প্রাণের ভাই তোরে কি ছাড়িব। তোর লাগি ধরাধামে আমি যে রহিব ॥ হরি মূর্ত্তি স্থাপিয়াছে ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়। জগন্নাথ বলরাম অতি দিব্য কায় ॥

আমি জগন্নাথে রব তুমি বলরামে। দর্শনে তরিবে যত জীব নরাধমে ॥ রথোপরে যে করিবে সে রূপ দর্শন। পুনর্জন্ম আর তার না হবে গ্রহণ ॥ বাজারে প্রসাদ অন্ন যে হবে বিক্রয়। একত্রেতে খাবে বসি যত বর্ণচয় ॥ জাতিভেদ না থাকিবে প্রসাদ প্রভাবে। মুচিতে প্রসাদ দিলে ব্রাহ্মণে খাইবে ॥ সবে মাত্র না চলিবে যবনেরগণ। জগন্নাথ-ক্ষেত্রে হয় যবন বারণ ॥ কণ্ঠিধারী মাত্র ভেদ ক্ষেত্রে না রহিবে। কুকুরে উচ্ছিষ্ট কৈলে তাহাও ভুঞ্জিবে ॥ এত বলি নিতাইয়ের কোলে শ্রীগৌরাঙ্গ। রাখিলেন মোক্ষ মূর্ত্তি আপন শ্রীঅঙ্গ ॥ সহচরগণ মিলি আর নিত্যানন্দ। সমুদ্রের তীরে কৈল চিতার প্রবন্ধ ॥ বহু মলয়জ কাষ্ঠ করি আহরণ। করিল উত্তমরূপে চিতার সাজন ॥ নিত্যানন্দ করিলেন প্রভু-অগ্নিকার্য্য। দহিতে লাগিল দেহ ঘোর অগ্নি বীর্য্য ॥ অর্দ্ধ দেহ অগ্নিকার্য্যে করিল দাহন। না হয় দাহন আর হেরিয়া তখন ॥ জলে ভাসাইয়া দিল মিলি সর্ব্বজন। বর্ত্তিল সে জগন্নাথে প্রভু সনাতন ॥ অধমে আশ্বাস মাত্র শ্রীকৃষ্ণ চরণ। লিখিয়া ভাষায় গ্রন্থ করিল রচন ॥

জগন্নাথের প্রসাদ মাহাত্ম্য কথন

মুনি বলে, শুন শুন রাজা জন্মেজয়। এইরূপে জগন্নাথ হইল উদয় ॥ প্রসাদ মাহাত্ম্য বড় হইল প্রচার। প্রসাদ ভোজন বিনা নাহিক নিস্তার ॥ অগ্রেতে প্রসাদ অন্ন করিলে ভক্ষণ। তবে সে হইবে প্রভুপদ দরশন ॥ প্রসাদে যাহার মতি স্থির নাহি হয়। তাহার হরি দর্শনে বিঘ্ন উপজয় ॥ প্রসাদের মহামান্য হইল সংসারে। প্রসাদ বিক্রয় হয় আনন্দবাজারে ॥ সে প্রসাদ কিনিয়া চণ্ডাল দিলে মুখে। দ্বিজ স্মরি জগন্নাথ ভুঞ্জায়েন সুখে ॥ প্রসাদ মাহাত্ম্য কত বর্ণিতে না পারি। কুকুর উচ্ছিষ্ট যদি ভূমে রয় পড়ি ॥ বিপ্র শূদ্র আদি করি যত যত জন। ভক্তিভরে করে তাহা কুড়ায়ে ভক্ষণ ॥ প্রসাদ প্রভাবে পাপী লভয়ে নিস্তার। দর্শনে কতেক ফল বর্ণিতে অপার ॥

জগন্নাথ রূপ যেবা করয়ে দর্শন। পুনঃ নাহি হয় তার এ ভবে জনম॥ প্রভুর দর্শনে বাধা নাহি কোন জাতি। যবনে নিষেধ মাত্র শাস্ত্রের ভারতী॥ কেন সে শ্রীক্ষেত্রে বাসে যবন বারিত। তাহার বৃত্তান্ত কহি শুনহ কিঞ্চিত॥

শ্রীক্ষেত্রধামে যবন প্রবেশ নিষেধের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কথন

পূর্ব্বকালে শিখণ্ডীর দেশে দুইজন। আছিল যবন জাতি বিক্রমে ভীষণ॥ হরি দরশনে তারা ক্ষেত্রধামে আইল। রথেতে হেরিয়া হরি কৃতার্থ মানিল॥ তদন্তে প্রসাদ কিনি আনন্দ বাজারে। দুই ভাই খাইলেন পরম সাদরে॥ পথেতে আছিল সব যবনেরগণ। যেকালে প্রসাদ অন্ন কৈল নিরীক্ষণ॥ যবন আচারে সে প্রসাদ অন্ন খাইল। অন্তর্য্যামী হরি তাহা অন্তরে জানিল॥ মনে অনুরাগ হৈল তাদের আচারে। স্বপ্নে কহিলেন রাত্রে প্রধান পাণ্ডারে॥ শুন শুন পাণ্ডা তুমি আমার বচন। শ্রীক্ষেত্রে আসিতে আর দিওনা যবন॥ দেশে দেশে দেও এই তুমি সমাচার। যবনেরগণ যেন নাহি আইসে আর॥ অদ্য হতে আমি শাপ দিলাম যবনে। শ্রীক্ষেত্রে আইলে মৃত্যু হইবে তৎক্ষণে॥ মম বাক্য কখনই না হবে অন্যথা। এখানে আইলে ছেদ হইবেক মাথা॥ এই সে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যবন উদ্দেশে। তাহাতে যবন নাহি শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশে॥ এবে শুন ভক্তগণ হয়ে একমন। জগন্নাথ করিলেন নগর ভ্রমণ॥ ভ্রমিলেন দ্বিজবেশে বাজারে বাজার। এ দাস করিল সেই পদ চিত্ত সার॥

ব্রাহ্মণবেশে জগন্নাথের নগর ভ্রমণ

শুন ভক্ত জগন্নাথদেবের ভারতী। যে কথা শ্রবণে ভবে লভিবে নিষ্কৃতি॥ একদিন জগন্নাথ দেব সারাৎসার। দ্বিজরূপে প্রবেশিল নগর মাঝার॥ দ্বিতীয় প্রহর বেলা উদয় গগনে। কাঞ্চন-নগর ভ্রমি ক্ষুধিত আপনে॥ ক্ষুধায় কাতর হয়ে দেব

নারায়ণ। প্রবেশ করিলা এক মোদক-ভবন ॥ রত্নাকর নাম সেই মোদকের হয়। বসিলেন তথা প্রভু আনন্দ হৃদয় ॥ তৃষ্ণা নিবারণ হেতু প্রভু নারায়ণ। সেরেক সন্দেশ লইয়া তাহার সদন ॥ তাহার হিসাবে মূল্য এক তঙ্কা হৈল। ভোজনান্তে প্রভু স্থানে মূল্য সে চাহিল ॥ বলে দ্বিজ সন্দেশের মূল্য কর দান। হিসাবে হইল তঙ্কা দেখ বিদ্যমান ॥ প্রভু বলে, আমার সঙ্গতি কিছু নাই। হস্তের অঙ্গুরী আছে তাই দিয়া যাই ॥ এত বলি কর হৈতে অঙ্গুরী খুলিয়া। দিলেন মোদক-হস্তে আনন্দ মানিয়া ॥ মোদক অঙ্গুরী লাভে হৈল হৃষ্টমন। তখনই প্রভু কৈল স্বস্থানে গমন ॥ নিশায় স্বপ্নেতে প্রভু পাণ্ডায় কহিল। আমার হস্তেতে যেই অঙ্গুরী আছিল ॥ কাঞ্চন-নগরে ধাম রত্নাকর নামে। বসিলাম তাহার দোকানে সুবিশ্রামে ॥ তৃষ্ণাতুর হয়ে তার সন্দেশ খাইনু। সন্দেশের মূল্যে তারে অঙ্গুরীটি দিনু ॥ বড় ভাগ্যবান সেই রত্নাকর হয়। তাহার সন্দেশ ভুঞ্জি আনন্দ হৃদয় ॥ এক তঙ্কা তার মূল্য যথার্থই জানি। তঙ্কা দিয়া অঙ্গুরীটি কল্য দিবে আনি ॥ এত বলি জগন্নাথ সে পাণ্ডার প্রতি। আইলেন মন্দিরেতে আনন্দিত মতি ॥ পাণ্ডা সে স্বপনযোগে জানি বিবরণ। আর না বিলম্ব করি অঙ্গুরী কারণ ॥ তখনই কাঞ্চন নগরে উত্তরিলা। সকল মোদকে ডাকি এই জিজ্ঞাসিলা ॥ বল হে মোদকগণ মম বিদ্যমান। কার নাম রত্নাকর কোথায় দোকান ॥ রত্নাকর বলে, মম নাম রত্নাকর। তোমার সেবক ঐ দোকান যে ঘর ॥ রত্নাকর নাম যেই পাণ্ডা সে শুনিলা। আপনি তাহার পদে পতিত হইলা ॥ রত্নাকর বলে, একি করেন ঠাকুর। আমি তব চরণের হই যে কুকুর ॥ আমার চরণে কেন পড়িলে গোসাঞি। কিবা অপরাধ কৈনু তোমার গো ঠাঞি ॥ পাণ্ডা বলে, তুমি হে পরম সাধুজন। গৃহে বসি জগন্নাথ করিলে দর্শন ॥ তব তুল্য ভাগ্যবান কেবা আর দেশে। তোমা দেখা দিল হরি আসি দ্বিজবেশে ॥ ধন্য ধন্য তুমি আর তোমার দোকান। যথা বসি কৈল প্রভু স্বয়ং জলপান ॥ সত্য কও ওহে রত্নাকর মম পাশে। তোমার

দোকানে কল্য কেহ দ্বিজবেশে॥ আসিয়া সন্দেশ লয়ে কৈল জলপান। মূল্য হেতু অঙ্গুরীটি দিয়া গেল দান॥ রত্নাকর বলে, দেব নিবেদন করি। বেলা যবে দ্বিপ্রহর গগন উপরি॥ এক বিপ্র এসেছিল আমার দোকান। লইয়া সন্দেশ কৈল সুখে জল পান॥ এক তঙ্কা মূল্য হৈল নিকটে না ছিল। মূল্য হেতু একটি অঙ্গুরী রাখি গেল॥ পাণ্ডা বলে, ধন্য ধন্য তুমি রত্নাকর। দ্বিজবেশে এসেছিল তিনিই ঈশ্বর॥ আন সে অঙ্গুরী শীঘ্র করি দরশন। প্রভু করস্থিত সে অঙ্গুরী মহাধন॥ ইহা বলি এক তঙ্কা রত্নাকরে দিল। গৃহ হতে রত্নাকর অঙ্গুরী আনিল॥ অঙ্গুরী বাহির করি শিরোপরে ধরি। কান্দিতে লাগিল সেই ভূমিতলে পড়ি॥ ঘন ঘন করে নিজ বক্ষে করাঘাত। বলে, কেন সদয়ে নিদয় জগন্নাথ॥ ব্রাহ্মণের বেশে আসি কৈলে জলপান। না দেখালে নিজরূপ দুঃখে ফাটে প্রাণ॥ আর এ সংসারে মম কিবা প্রয়োজন। তব শোকে এই প্রাণ দিব বিসর্জ্জন॥ আইলেন দয়া করি হইয়ে সদয়। চিনিতে না পারি আমি হইলে নিদয়॥ এতো তব রীতি নয় ওহে নারায়ণ। ভক্তের অধীন তুমি বিদিত ভুবন॥ ত্রেতাযুগে ভক্ত হেতু দশরথ-ঘরে। উদিলে হে রামরূপে এই ধরাপরে॥ তাহে তব বনবাস হৈল নারায়ণ। সহিলে অত্যন্ত কষ্ট বাকল পিন্ধন॥ পুনঃ হে দ্বাপরযুগে ভক্তের কারণ। নন্দগোপ গৃহে কৈলে জনম গ্রহণ॥ বনে বনে গোচারণ কত কষ্ট তায়। তুমি ভক্তাধীন হরি কি কব তোমায়॥ এবে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ভক্তের কারণ। হলে জগন্নাথ রূপ জগত তারণ॥ সমুদ্রের তীরে তব মোক্ষমূর্ত্তি শোভে। দেবাদি মনুষ্য আইসে দরশন লোভে॥ প্রসাদ মাহাত্ম্য তব কহনে না যায়। ছত্রিশ বর্ণেতে বসি ভুঞ্জে এক ঠাঁই॥ আনন্দ বাজারে হয় প্রসাদ বিক্রয়। মোক্ষরূপ তব হরি দেব দয়াময়॥ ধন্য হে তব প্রসাদ মহিমা প্রভাব। চণ্ডাল-বদনে দিলে দ্বিজ তৃপ্তি লাভ॥ জগন্নাথ লীলা হয় সর্ব্ব লীলা সার। মোক্ষ মূর্ত্তি হৈল জীবে করিতে নিস্তার॥ এই কথা বলি সে মোদক রত্নাকর। নেত্রনীরে গাত্র সিক্ত করে নিরন্তর॥ পাণ্ডা তার ভক্তিভাব

করি দরশন। তুলিলেন হস্তে ধরি তাহাকে তখন॥ বলে, রত্নাকর আর না কর রোদন। তব ভক্তিগুণে বাঁধা দেব নারায়ণ॥ নতুবা হে কত শত দোকান থাকিতে। এখানে আসিলা প্রভু তৃষ্ণা নিবারিতে॥ দ্বিজবেশে দিল প্রভু তোমারে দর্শন। তুমি হে পরম সাধু মোদক-নন্দন॥ ধন্য ধন্য তুমি দান করিলে প্রদান। অনায়াসে হৈলে তুমি বলির সমান॥ বলিরাজ তুল্য ধন্য অমূল্য রতন। সকল বৈভব কৈলে শ্রীপদে অর্পণ॥ প্রাণ মাত্র বাকি ছিল করিতে প্রদান। তবে হরি দিল তারে শ্রীচরণে স্থান॥ তব তুল্য ভাগ্যবান আর দেখি নাই। খাইল সন্দেশ প্রভু মাগি তব ঠাঁই॥ মূল্যের স্বরূপ দিয়া হস্তের অঙ্গুরী। খেলেন সন্দেশ তব আহা মরি মরি॥ তব প্রতি দয়া তাঁর অনন্ত অপার। নিজে আসি দিলা দেখা কি বলিব আর॥ যাঁর দরশন লাগি যোগী ঋষিগণ। অবিরত যোগবলে রহেন মগন॥ তবু দেখা নাহি পান প্রাণ করি সার। তুমি তারে প্রাপ্ত হৈলে গৃহের মাঝার॥ যদি বল দ্বিজবেশে করিনু দর্শন। না হেরিনু মোক্ষরূপ প্রভু নারায়ণ॥ মনে মনে ধ্যান কর মোদক-নন্দন। হরি তিনি জগবন্ধু জগত তারণ॥ তাঁহার অনন্ত রূপ অনন্ত সংসারে। কখন কি মূর্ত্তি তাঁর কে বলিতে পারে॥ ইচ্ছাময় হরি তিনি ইচ্ছার কারণ। নানা রূপ ধরি করে জীবের তারণ॥ ধন্য ধন্য তুমি ধন্য ওহে রত্নাকর। দ্বিজবেশে হৈল হরি তোমার গোচর॥ রত্নাকর বলে, শুন পাণ্ডা মহাশয়। কখন না হেরি জগদ্বন্ধু দয়াময়॥ সপরিবারেতে যাব তাঁহার দর্শনে। আঙ্গুলে অঙ্গুরী দিয়া তৃপ্ত হব মনে॥ শ্রীহস্তে আমারে প্রভু করিবে প্রদান। পরায়ে অঙ্গুরী হব এ ভবেতে ত্রাণ॥ মোক্ষ মূর্ত্তি সেই কালে করিয়া দর্শন। হৃদয় সন্তাপ যত করিব মোচন॥ এত বলি রত্নাকর পাণ্ডার সঙ্গেতে। সত্বর করিল গতি শ্রীক্ষেত্র ধামেতে॥ পাণ্ডা সঙ্গে শ্রীমন্দিরে করি প্রবেশন। মোক্ষ মূর্ত্তি প্রভুরূপ করিয়া দর্শন॥ পূর্ণ ভক্তি রসেতে ডুবিয়া রত্নাকর। আরম্ভ করিল স্তব হইয়া কাতর॥ নেত্রজলে বক্ষ ভাসে, বলে ওহে হরি। তুমি কি সন্দেশ খাইলে গিয়ে মম পূরী॥

মূল্য হেতু তুমিই কি অঙ্গুরী রাখিলে। ছল করি এত কষ্ট কেন দাসে দিলে॥ যা হোক তা হোক হরি আমি তব দাস। নিজগুণে এ দাসের পূর্ণ কর আশ॥ এনেছি অঙ্গুরী তব হস্তে পরাইতে। হস্ত দান কর প্রভু এই অকিঞ্চিতে॥ রত্নাকর-স্তবে তুষ্ট হয়ে জগন্নাথ। তখনি বাড়ায়ে হস্ত দিলেন সাক্ষাৎ॥ মহানন্দে করাঙ্গুলে অঙ্গুরী তখন। পরায়ে মোদক হৈল কৃতার্থ জীবন॥ তখন সে রত্নাকর বলিল, হে হরি। হস্ততো বাড়ায়ে দিয়ে পরিলে অঙ্গুরী॥ শ্রীপদ বাড়ায়ে দেহ করি দরশন। হেরিয়া খণ্ডাই যত মনের বেদন॥ মোদকে সদয় হয়ে প্রভু জগন্নাথ। শ্রীপদ বাড়ায়ে দিল তাহার সাক্ষাৎ॥ পদ পেয়ে হৃদিপদ্ম প্রফুল্ল হইল। রত্নাকর-দেহতরী তাহে মিশাইল॥ পরে তার সঙ্গে যত ছিল পরিজন। সকলেই হরিপদে হৈল অদর্শন॥

ক্ষেমঙ্করী বিপ্র-ভার্য্যার জগন্নাথ দর্শন

ক্ষেমঙ্করী বিপ্রভার্য্যা গৌড়দেশে ঘর। সদা নিষ্ঠাপথে মতি আনন্দ অন্তর॥ জগন্নাথ দরশনে হৈল তার মন। কিন্তু গর্ভ দশমাস পূর্ণিত তখন॥ দৈবের নির্ব্বন্ধ তাহা না হয় খণ্ডন। চাঁদমুখ হেরিতে না মানিল বারণ॥ শ্বশুর শাশুড়ী পতি কারে না বলিয়া। বাহিরিলা নিশাযোগে প্রভুকে স্মরিয়া॥ একাকিনী বনপথে করেন গমন। নিদ্রা আইলে বনমধ্যে করেন শয়ন॥ পূর্ণ-গর্ভ দশমাস তাহার আছিল। ঘোর বনমধ্যে গর্ভ-ব্যথা উপজিল॥ উত্তম সন্তান এক ভূমিষ্ঠ হইল। হৃদে জাগে জগদ্বন্ধু ফিরে না চাহিল॥ বনমাঝে সে সন্তানে রাখিয়া তখনি। দরশনে জগন্নাথ চলিলা ব্রাহ্মণী॥ বিষম কিয়ার বন অতি ভয়ঙ্কর। ব্যাঘ্র আদি হিংস্র জন্তু ভ্রমে নিরন্তর॥ বনমধ্যে একা শিশু করয়ে রোদন। হিংস্র জন্তুগণ আইল তাহার সদন॥ জগন্নাথ শিশু প্রতি দয়া বিতরিল। হিংস্র জন্তুগণ তবে খাইতে নারিল॥ শিশুমুখে স্তন্য দান কবিবার তরে। জগন্নাথ জগদ্বন্ধু নারীরূপ ধরে॥ ব্রাহ্মণীর বেশে আসি বনের ভিতর। নিলেন সন্তানে নিজ কোলের উপর॥ স্তনদানে রক্ষিলেন সন্তান-জীবন।

রহিল দ্বাদশ দিন তাহার সদন ॥ কেয়াবন মধ্যে প্রভু বারদিন রন। ব্রাহ্মণী করিল জগন্নাথ দরশন ॥ রথেতে বামন রূপ ব্রাহ্মণী হেরিয়া। করিলেন গৃহে গতি প্রফুল্ল মানিয়া ॥ সেইকালে তাঁর মনে হইল উদয়। কেয়াবন মধ্যে মম আছয়ে তনয় ॥ আছে কি মরেছে কিন্তু করেন ভাবনা। দুগ্ধ বিনা মরিয়াছে পাইয়া যন্ত্রণা ॥ কিম্বা কোন ব্যাঘ্রে তারে করেছে ভক্ষণ। ঘোর বনে আর কি সে আছে শিশুধন ॥ ইহা বলি সে ব্রাহ্মণী পুত্রের শোকেতে। কান্দিতে কান্দিতে গতি করিলেন পথে ॥ ক্রমে কেয়াবন মাঝে দিলা দরশন। সন্তান কারণ তাঁর ঝরে দুনয়ন ॥ ইতি মধ্যে দ্বিজপত্নী করিলা দর্শন। কেয়াবনে বসে এক রমণী রতন ॥ কোলেতে করিয়ে পুত্রে স্তন দেন মুখে। হাসিছে খেলিছে পুত্র স্বীয় মনোসুখে ॥ তখন ব্রাহ্মণী মনে কৈল অনুমান। আমিই প্রসব কৈনু এই সুসন্তান ॥ আমিই এ পুত্রে রাখি কানন ভিতর। হরি দরশনে গেনু হয়ে অগ্রসর ॥ তখন শ্রীজগন্নাথ হাস্য করি কন। লও মা ব্রাহ্মণী কোলে আপন নন্দন ॥ ধন্য জগন্নাথ-ভক্তি তোমার গো হয়। দরশনে গেলে ছাড়ি প্রসবি তনয় ॥ হেন ভক্তি কেহ নাহি প্রকাশিতে পারে। তোমা সম সতী নাই এই ত সংসারে ॥ ধন্য হরিভক্তি তব ওগো গুণবতী। হারা পুত্র তাই কোলে পাইলে সংপ্রতি ॥ ব্রাহ্মণী সে মায়া কিছু বুঝিতে না পারি। কহিলা কন্যার প্রতি যোড় হস্ত করি ॥ কে বট আপনি সত্য দিন পরিচয়। আমার মনেতে বড় জন্মিল সংশয় ॥ অতীব গভীর হয় এই বনালয়। রক্ষিলে আপনি মম প্রসূত তনয় ॥ স্তন্য দানে তুষিলেন আমার নন্দন। হেন বন্ধু কেবা মম না দেখি এমন ॥ জগন্নাথ বলে, সতী স্থির হও তুমি। সত্য পরিচয় যাহা কহিতেছি আমি ॥ হারাপুত্রে কোলে লয়ে ঘুচাও বেদন। চুম্বন প্রসাদ দিয়া পূরাও জীবন ॥ ব্রাহ্মণী বলেন, অগ্রে দেহ পরিচয়। তবে কোলে লব আমি ও নব তনয় ॥ বিনা পরিচয়ে নাহি লইব সন্তান। কোলে দিয়ে পুত্রে তুমি হবে অন্তর্দ্ধান ॥ ভুলাইতে ইচ্ছা তুমি করিতেছ মনে। ভুলাতে নারিবে দিয়া হারা পুত্র ধনে ॥ চিনেছি চিনেছি

তোমা আমি গো এক্ষণে। অন্য কেবা নারী আইসে এ ঘোর কাননে॥ নারীহৃদে কেবা হেন করুণা সঞ্চারে। পরোপকারে আইসে এ বন মাঝারে॥ বিশেষ কে হেন কন্যা আছে অন্তর্য্যামী। জানিল কাননে পুত্র প্রসবিনু আমি॥ তব সনে পরিচয় নাহি কোন কালে। সদ্যোজাত পুত্রে রক্ষা করিলে গো হেলে॥ পর উপকার হেন কেন গো রমণী। স্তন দিয়ে রক্ষা কর পুত্রের পরাণী॥ পর উপকারে রত হরিশ্চন্দ্র ছিল। পর উপকারে নিজে শূকর পালিল॥ আর পর উপকারী ছিল নল-রায়। প্রাণপণে রক্ষিলেন ভুজঙ্গের কায়॥ আর পর উপকারী শুন কর্ণ-কথা। পর লাগি কাটিলেন নিজ পুত্র-মাথা॥ তাহারা হরির ভক্ত হরি তুল্য হয়। পর উপকারে প্রাণ করিল সংশয়॥ হরি বিনা কার সাধ্য হেন কার্য্য করে। সদ্যোজাত পুত্রে রক্ষে কানন ভিতরে॥ সত্য পরিচয় দেও তুমি কোন জন। বিনা পরিচয়ে পুত্রে না লব কখন॥ জগন্নাথ বলে, মাতা শুন বিবরণ। যার দরশনে পেলে এ পুত্র রতন॥ সেই জগন্নাথ আমি রমণীর বেশে। রক্ষিলাম তব পুত্রে এ কানন দেশে॥ ধন্য সতী তুমি ধন্য মম প্রতি মন। সদ্যোজাত পুত্রে ফেলে করিলে দর্শন॥ বহু বহু নারী আছে ব্রহ্মাণ্ড ভিতর। হেন ভক্তি কার নাই আমার উপর॥ স্বীয় সদ্যোজাত পুত্র করিয়া বর্জ্জন। মনের সুখেতে করে আমারে দর্শন॥ কি আর বলিব সতী তোমার কারণ। তুমি মম মহাভক্ত পূজ্য জগজ্জন॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি চারি যুগ গত। ভগবানে এত ভক্তি নাই তোমা মত॥ তোমার দর্শন কীর্ত্তি রহিল ভুবনে। যেইজন ভক্তি করি শুনিবে শ্রবণে॥ আমার দর্শনে যত ফলের উদয়। ঘরে বসে সেই ফল লভিবে নিশ্চয়॥ ব্রাহ্মণী বলেন, শুন দেব দয়াময়। দেখাও সে মোক্ষ মূর্ত্তি তোমার যা হয়॥ সতীর বাক্যেতে প্রভু সন্তুষ্ট হইল। জগন্নাথ মূর্ত্তি হরি তখনি ধরিল॥ মোক্ষমূর্ত্তি জগন্নাথ ব্রাহ্মণী হেরিয়া। তখনি শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইয়া॥ বলে, হরি শ্রীচরণে করি নিবেদন। অনিত্য সংসারে মম নাহি প্রয়োজন॥ কেবা কার পতি পুত্র আর ধন জন। এ অনিত্য ধনে মম নাহি প্রয়োজন॥

আর পাপ গৃহে পুনঃ আমি না যাইব। পুত্র সহ তব পদে মন মজাইব ॥ তাহার প্রমাণ প্রভু হেরিনু নয়নে। এক দিবসের শিশু ফেলে গেনু বনে ॥ পুনঃ পুত্র পাব বলে নাহি ছিল জ্ঞান। নিজ গুণে রক্ষিলেন মম পুত্র-প্রাণ ॥ ইহাতেই আমি জ্ঞান পাইলাম ভাল। এইরূপে তুমি জীবে রক্ষ চিরকাল ॥ তুমি যারে রাখ হরি নিজ শ্রীচরণে। তাহার কোথাও মৃত্যু নাহি রণে বনে ॥ প্রত্যক্ষে হেরিনু হরি তাহার প্রমাণ। হিংস্র জন্তু অবিরত ভ্রমে এই স্থান ॥ তব কৃপাবলে হরি তাহারা এক্ষণে। লোভ সম্বরিয়া চলি গেছে দূর বনে ॥ অতএব তুমি হরি সংসারের সার। তোমা ভিন্ন এ সংসারে সকলি অসার ॥ দয়া করি ও শ্রীপদে রাখ দিয়া স্থান। আমার জুড়াও হরি সন্তাপিত প্রাণ ॥ ব্রাহ্মণী এতেক যদি করিল স্তবন। অনাথের নাথ হরি ব্রহ্ম সনাতন ॥ নিজ অঙ্গে অঙ্গ দিয়া ভবের কাণ্ডারী। পুত্র আর জননীরে নিলেন উদ্ধারি ॥

পুরুষোত্তমে একাদশীর উপবাস নিষেধের বৃত্তান্ত

মুনি বলে, শুন শুন হয়ে একমন। একাদশী কথা কিছু করি হে বর্ণন ॥ ক্ষেত্রধামে একাদশী যাহাতে নিষেধ। কহি তার সার কথা নাহিক প্রভেদ ॥ শান্তা নামে ছিল এক দ্বিজের রমণী। সতত সুপথে রত আছিলেন তিনি ॥ জগন্নাথ দরশনে তাঁর হৈল মন। করিলেন রথ পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্রে গমন ॥ রথের গমন কাল হইল যখন। রথেতে বামন মূর্ত্তি করিলা দর্শন ॥ রথযাত্রা পরে শয়ন একাদশী হৈল। ব্রাহ্মণী নির্জ্জলা করি উপবাসে রহিল ॥ বেলা অবসানে অতি ক্ষুধার কারণ। ধরায় অঞ্চল পাতি করিল শয়ন ॥ মহানিদ্রা তথা আসি তাহে উপজিল। অন্তর্য্যামী ভগবান অন্তরে জানিল ॥ মনে করেন এই পুণ্য শ্রীক্ষেত্র ধামে। একাদশী করি বিপ্রকন্যা পুণ্যকামে ॥ রহিলেক উপবাসী করিয়া শয়ন। মম ধামে এই কার্য্য না হয় শোভন ॥ অন্তরে চিন্তিয়া এত দেব জগন্নাথ। একাদশী ফল হেতু করিতে সাক্ষাৎ ॥ ব্রাহ্মণী

যথায় ছিল করিয়া শয়ন। দ্বিজরূপে তথা গিয়া দিলেন দর্শন॥ দ্বিজ বলে, গাত্রোত্থান কর দ্বিজকন্যে। শ্রীক্ষেত্রেতে উপবাসী বল কিবা জন্যে॥ ক্ষেত্রে আসি একাদশী উপবাসে রৈলে। তাহে হরি দর্শনের ফল নষ্ট কৈলে॥ ব্রাহ্মণী বলেন, তুমি কেবা মহাশয়। দেখিতেছি যজ্ঞসূত্র গলেতে শোভয়॥ অবশ্য হইবে তুমি ব্রাহ্মণ-নন্দন। ব্রাহ্মণ-মুখেতে কেন এ হেন বচন॥ আমি মন্দভাগ্য হই বিধবা ব্রাহ্মণী। করিয়াছি একাদশী নিজ ধর্ম্ম মানি॥ দ্বিজকুল জাতি তুমি বুঝে দেখ মনে। একাদশীর দিনে অন্ন খাইব কেমনে॥ একাদশী দিনে জল স্পর্শিতে বারণ। তুমি বল অন্ন খেতে এ কথা কেমন॥ আমি হই দ্বিজপত্নী দ্বিজের নন্দিনী। কি বিচারে হেন কথা কহ দ্বিজমণি॥ দ্বিজরূপী জগন্নাথ ঈষৎ হাসিয়া। কহিলেন তার তরে এ কথা শুনিয়া॥ তুমি হে দ্বিজের পত্নী দ্বিজের নন্দিনী। একাদশী ফল কিবা কহ দেখি শুনি॥ একাদশী বার ব্রত করিলে পালন। কহ যে তাহার ফল করিব শ্রবণ॥ বিধবা দ্বিজের বালা একাদশী কৈলে। সংসারেতে কিবা ফল তাহার হে মিলে॥ কহ কহ বিপ্রকন্যা করিয়া প্রকাশ। তব মুখে শুনে করি পূর্ণ মন আশ॥ হরি দরশন আর ব্রত একাদশী। দুই কার্য্য কর তুমি এখানেতে আসি॥ কোন্ কার্য্যের কোন্ ফল কহ বিবরণ। দর্শনেতে কিন্তু একাদশী হে বারণ॥ বহু কষ্টে আসিয়াছ হরি-দরশনে। একাদশী কৈলে তাহা যাবে অকারণে॥ কোন্ ফল লভিবারে হয় তব মন॥ প্রকাশ করিয়ে তুমি কহ সে এখন॥ দর্শনের মান্য যদি রাখিবারে চাও। তব এখনই গিয়া প্রসাদ গো খাও॥ যদি একাদশী ফলে তব হয় মন। এখনই কর তুমি গৃহেতে গমন॥ শ্রীক্ষেত্রেতে উপবাসী থাকিতে নারিবে। একাদশী ফল তব তাহে না রহিবে। উভয় কর্ম্মের ফল তুমি হয়ে জ্ঞাত। তবে তো দর্শনে এলে প্রভু জগন্নাথ॥ প্রকাশ করিয়া কহ আমার গোচর। কাহার কেমন ফল ঘটে নিরন্তর॥ বিপ্রের রমণী তুমি বিপ্রের নন্দিনী। প্রকাশ করিয়া কহ তব মুখে শুনি॥ এ দাসে অন্তিমে দাও শ্রীরাঙ্গা চরণ। লিখিল ভাষায় গ্রন্থ করিয়া রচন॥

দ্বিজকন্যা শান্তা কর্তৃক একাদশীর ফল কথন

দ্বিজের নন্দিনী শান্তা কহিল তখন। শুন ওহে দ্বিজশ্রেষ্ঠ হয়ে একমন ॥ অগ্রে কহি একাদশী ফলের কথন। তদন্তে কহিব হরি দর্শন কারণ ॥ শুনিয়াছি যেইরূপ করিব কীর্ত্তন। তাহে দোষাদোষ কিছু না কর গ্রহণ ॥ যাবৎ জীবন একাদশী ব্রত কৈলে। দেহ-অন্তে তাহাতে কিঞ্চিৎ ফল মিলে ॥ স্বর্গে কি বৈকুণ্ঠে আর গোলোক পুরেতে। শ্রীহরি দর্শন মিলে দেহের অন্তেতে ॥ ভক্তিভাবে একাদশী ব্রত কৈলে সার। হরির আজ্ঞায় ভাল স্থান মিলে তার ॥ আর আর একাদশী আছয়ে যে সব। তাহাতে বাড়য়ে মাত্র যমের উৎসব ॥ পেট ভরে আটা রুটি করিয়া ভক্ষণ। বলে, একাদশী আমি করেছি পালন ॥ তাদের অনন্ত দুঃখ যমের দুয়ারে। যমদূত বসে রয় তাহাদের তরে ॥ একাদশী করে খায় দুগ্ধ আর ছানা। তাহাতে কেবল বাড়ে যমের যাতনা ॥ যেই জন করয়ে নির্জ্জলা একাদশী। হরি পাদ-পদ্ম হৃদে রাখি দিবানিশি ॥ অন্তে তারে ভগবান দেন দরশন। তাহার গোলোকপুরে হয় নিকেতন ॥ দ্বিজরূপী জগন্নাথ কহিলা তখন। শুনিলাম একাদশী ফলের কথন ॥ যাবৎ জীবন একাদশী ব্রত কৈলে। অন্তেতে তাহার ফল হরি দেখা মিলে ॥ দেবের চরিত্রে আর হরি মনোনীতে। করিতে পারিলে এ ফল ফলয়ে অন্তেতে ॥ কহ দেখি জগন্নাথ দর্শনের ফল। রথে চ বামনরূপ কি পুণ্য অটল ॥ এ দাসে অন্তিমে দেও শ্রীরাঙ্গা চরণ। লিখিল ভাষায় গ্রন্থ করিয়া রচন ॥

জগন্নাথ দর্শনের ফল

শান্তা সতী বলে, শুন দ্বিজ মহাশয়। কহি হরি দর্শনের ফল যে নিশ্চয় ॥ রথেতে বামন রূপ বারেক হেরিলে। ভবে জন্ম নাহি তার হয় সেই ফলে ॥ পুরাণ শাস্ত্রেতে আর সাধুর মুখেতে। শুনিয়াছি এই কথা আমি স্বকর্ণেতে ॥ শুনি দ্বিজরূপী জগন্নাথ তারে কন। তবে কেন হও হেন ভ্রমেতে মগন ॥ রথেতে বামন

রূপ করেছ দর্শন। হইয়াছে সর্ব্বপাপ তাহে বিসর্জ্জন॥ তবে কেন এত ভ্রম তোমার মনেতে। একাদশী ব্রত কর শ্রীক্ষেত্র-ধামেতে॥ পরিহর মনোভ্রম মম বাক্য লও। জগন্নাথে মতি রাখি প্রসাদ যে খাও॥ শান্তা কন্যা বলে, শুন বিপ্র গুণমণি। তোমার বাক্যেতে আমি বিশ্বাস না মানি॥ যদি সেই মোক্ষ মূর্ত্তি দেব জগন্নাথ। ধরিয়া আপন মূর্ত্তি আসিয়া সাক্ষাৎ॥ আমার মনের এই ঘুচান বিষাদ। অগ্রে দরশন করে ভুঞ্জিব প্রসাদ॥ দ্বিজরূপী জগন্নাথ কহিলেন বাণী। শুনহ আমার বাক্য বিপ্রের নন্দিনী॥ অগ্রেতে দর্শন কর মেলিয়া নয়ন। তদন্তে প্রসাদ কর ভক্তিতে ভক্ষণ॥ বিপ্ররূপে আমিই সে দেব জগন্নাথ। আইলাম তব কাছে করিতে সাক্ষাৎ॥ ইহা বলি বিপ্ররূপী দেব নারায়ণ। স্বীয় জগন্নাথ রূপ করিলা ধারণ॥ সেই মোক্ষ মূর্ত্তি হেরি বিপ্রের নন্দিনী। মনের সন্তাপ যত ঘুচায় তখনি॥ কৃতঞ্জলি গলবাসে পড়িয়া চরণে। করেন প্রণাম শত সজল নয়নে॥ তুমি প্রভু জগন্নাথ জগতের সার। দরশনে কর যত পাপীর নিস্তার॥ কলির এ মোক্ষরূপ করিনু দর্শন। এ দাসীর শুন প্রভু এক নিবেদন॥ ওহে হরি কলিতে হেরিতে জগন্নাথ। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন অনন্ত সাক্ষাৎ॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি এই তিন কালে। কিবা মূর্ত্তি ধরি তুমি জগৎ তরালে॥ আর হে ক্ষীরোদ মাঝে তুমি নারায়ণ। ইচ্ছায় করিলে বটবৃক্ষেতে শয়ন॥ সেই সব রূপ এবে করিয়া প্রকাশ। অধিনীর পূর্ণ কর মনো-অভিলাষ॥ প্রভু কন, হের তবে বিপ্রের নন্দিনী। সেই সব রূপ ধরি তব বাক্য মানি॥ যে রূপেতে বটপত্রে করিনু শয়ন। অগ্রে সেই রূপ তুমি কর দরশন॥ ইহা বলি জগদীষ্ট দেব জগন্নাথ। প্রকাশিলা মহা মায়া তাহার সাক্ষাৎ॥ মায়ায় ক্ষীরোদ সিন্ধু শ্রীক্ষেত্রে করিল। জলে পূর্ণ হয়ে পুরী ভাসিতে লাগিল॥ বটপত্রোপরে শায়ী হৈল নারায়ণ। ব্রাহ্মণী কাতর হৈল করিয়া দর্শন॥ মহাভয়ে সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। আর না দেখিতে পারি নয়ন মুদিল॥ ব্রাহ্মণীর সে আতঙ্ক হরি নিরখিয়া। সম্বরিলা সেই রূপ তথায় থাকিয়া॥ ত্রেতা যুগে শান্তরূপ

রাম নারায়ণ। করিলেন সেই রূপ তথায় ধারণ॥ কোথা গেল ক্ষীর-সিন্ধু মহা জলাশয়। রামরূপে দাণ্ডাইলা দেব দয়াময়॥ ক্রমে ক্রমে রামলীলা করিতে প্রকাশ। ব্রাহ্মণীর পূরাইতে মনো অভিলাষ॥ অগ্রে হরি যেইরূপে গিয়াছিল বন। প্রত্যক্ষেতে করিলেন সেরূপ ধারণ॥ দিব্য রাজ-আভরণ অঙ্গেতে বিরাজে। কেকয়ী কাড়িয়া লয় সবাকার মাঝে॥ তদন্তে বাকল পরি লক্ষ্মণ সহিতে। যেরূপে গমন কৈলা কানন নিভৃতে॥ সেইরূপ দেখাইলা ব্রাহ্মণী কারণ। হেরিয়া ব্রাহ্মণী হৈল দুঃখেতে মগন॥ তদন্তে সে রামরূপ তথা পরিহরি। দ্বাপরের কৃষ্ণরূপ ধরিলা শ্রীহরি॥ মস্তকে মোহনচূড়া চরণে নূপুর। করে শোভে দিব্য বাঁশী লম্পট চতুর॥ যেই গোষ্ঠবেশে তাঁর মোহে দেব নরে। দাঁড়ালেন সেই বেশে ব্রাহ্মণী গোচরে॥ ব্রাহ্মণী সেরূপ হেরি মোহিত হইল। অন্তরের দুঃখ যত সব দূরে গেল॥ তদন্তে শ্রীহরি করি সেরূপ গোপন। ধরিলা গৌরাঙ্গমূর্ত্তি কটিতে কৌপীন॥ কক্ষেতে ভিক্ষার ঝুলি দুই বাহু তুলে। ডাকিছেন অবিরত হরি হরি বলে॥ শচী মাতা বিষ্ণুপ্রিয়ে সবে পরিহরি। সন্ন্যাসীর বেশ ধরি ভ্রমেন শ্রীহরি॥ নিমাই করেন নৃত্য হ'য়ে মহানন্দ। কেশব ভারতী সঙ্গে আর নিত্যানন্দ॥ শচীমাতা কান্দিতেছে নগরে বাজারে। কোথা মোর গোরাচাঁদ বলি বারে বারে॥ হরিমায়া মহামায়া বুঝে সাধ্য কার। হেরিয়া ব্রাহ্মণী মনে মানে চমৎকার॥ তখনই সেই রূপ সম্বরণ করি। দাঁড়ালেন নিজ মূর্ত্তি জগন্নাথ ধরি॥ ব্রাহ্মণী প্রত্যক্ষে সব করি নিরীক্ষণ। মনের যে সন্দ সব করি নিবারণ॥ একাদশী ভঙ্গ করি প্রসাদ ভুঞ্জিল। প্রসাদ ভুঞ্জিয়া হরি-চরণে পড়িল॥ ভক্তের অধীন হরি দেব ভগবান। একেবারে করিলেন তারে ভবে ত্রাণ॥ ভবকর্ণধার হরি ভবের কাণ্ডারী। আইলেন অবনীতে জীবেরে নিস্তারি॥ দাসের এই আকিঞ্চন সদা পদ হেরি। অন্তিমেতে পাই তব ও চরণ তরী॥ লিখিল ভাষায় গ্রন্থ করিয়া রচন। মম দোষ ক্ষমিবেন এই নিবেদন॥

নবম খণ্ড সমাপ্ত।

প্রভাস খণ্ড

——০ঃ ✻✻ ঃ০——

দশম খণ্ড

—০ঃ ✻ ঃ০—

শ্রীক্ষেত্রধামে আঠারো নালার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত

মুনি কন, শুন শুন রাজা জন্মেজয়। এবে কহি গুপ্তকথা সার যে বিষয়॥ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী দেব নারায়ণ। ভকতের বাঞ্ছা হরি করেন পূরণ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ সাধু শিরোমণি। স্থাপিল অনন্ত কীর্ত্তি ধরায় আপনি॥ মনে মনে যুক্তি স্থির করি আপনায়। কহিলেন মানসেতে জগন্নাথ পায়॥ হে হরি আমার পুত্র অষ্টাদশ জন। কর প্রভু তাহাদের সফল জীবন॥ আঠারটী নালা হোক আঠার তনয়। তাহা পার হলে যেন পাতকী তরয়॥ এই বর তব স্থানে মাগি দেব হরি। সে নালা পারেতে যেন যমভয়ে তরি॥ পুত্রগণ পার হোক এ ভব সংসার। এই বর মাগি হরি তোমার গোচর॥ হোক পর উপকার মম পুত্র হতে। এই বর মাগি হরি তোমার পদেতে॥ এই বর মনে মনে রাজন বাঞ্ছিল। অন্তরেতে জগন্নাথ জানিতে পারিল॥

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার প্রতি জগন্নাথের প্রত্যাদেশ

এইরূপ বাঞ্ছা করি ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়। রত্নময় পালঙ্কেতে সুখে নিদ্রা যায়॥ মক্ষীরূপ জগন্নাথ করিয়া ধারণ। রাজার শিয়রে বসি দেখান স্বপন॥ শুন শুন ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা গুণধাম। আইলাম পূরাইতে তব মনস্কাম॥ তোমার যে পুত্র আছে অষ্টাদশ জন। প্রভাতে হইবে তারা সকলে নিধন॥ অষ্টাদশ নালা

হবে অষ্টাদশ জনে। আঠারটী নালা নাম হইবে ভুবনে॥ আমার মন্দির হৈতে অনতি দূরেতে। হইবে আঠার নালা এই জগতেতে॥ হইবেক সেই স্থান মহাতীর্থ বলি। যেই পাপী পার হবে হরি নাম বলি॥ অশেষ পাপের পাপী হইলে সে জন। না যাইতে হবে আর শমন-ভবন॥ অগ্রেতে আঠার নালা পাপী পার হৈবে। তদন্তে আমার পদ দর্শন করিবে॥ আমার বচন এই হইবে প্রমাণ। কল্য তব আঠার সে মরিবে সন্তান॥ এই বর দিয়া হরি করিলা প্রস্থান। প্রভাতে উঠিল রাজা করি গাত্রোত্থান॥ সভাতে বসিল রাজা মনের আনন্দে। ডাকিলেন পুত্রগণে স্বপ্নের সম্বন্ধে॥ আঠারোটি পুত্র আসি ক্রমেতে জুটিল। স্বপ্নের বৃত্তান্ত রাজা কহিতে লাগিল॥ অদ্য নিশাযোগে আসি প্রভু জগন্নাথ। কহিলেন এই স্বপ্ন আমার সাক্ষাৎ॥ আঠারো পুত্রের তব এই হৈল বিধি। প্রভাতে হইবে তারা আঠারোটি নদী॥ ইথে তোমাদের মত কিবা কহ শুনি। কভু না অন্যথা হবে প্রভু মুখবাণী॥ পর উপকারেতে তোমরা হবে নদী। কি আর কহিব এই হরি দিলা বিধি॥ মহা তীর্থনদী সেই হইবে ভুবনে। তাহা পারে পার পাবে যত পাপীজনে॥ তাই বলি শুন শুন মম পুত্রগণ। পর উপকারে কর প্রাণ বিসর্জ্জন॥ রহিবে অপার কীর্ত্তি যাবত সংসার। কর কর পুত্রগণ পর উপকার॥ দেখ পূর্ব্বে কর্ণবীর পর উপকারে। নিজ পুত্র বৃষকেতু কাটিল সংসারে॥ অনিত্য মানব দেহ চিরস্থায়ী নয়। পর উপকারে দেওয়া উচিত নিশ্চয়॥ অনিত্য এ দেহভার করি বিসর্জ্জন। হও হে সংসারে মহা তীর্থেতে গণন॥ তোমরা সকলে বিজ্ঞ মম পুত্র হও। দেবাজ্ঞায় পরহিতে সবে প্রাণ দাও॥ সংসারে অনন্ত কীর্ত্তি থাকিবে সবার। কর কর পুত্রগণ এই কার্য্য সার॥ অনিত্য মানব দেহ কিছুদিন তরে। পুড়ে ভস্ম হবে মাত্র দেখ মনে করে॥ আবার সংসারে জন্ম করিবে গ্রহণ। কিছুতেই না খণ্ডিবে জনম মরণ॥ রাজ্য ধন অকারণ জান পুত্রগণ। তাহার প্রমাণ বলি করহ শ্রবণ॥ ষাটহাজার পুত্র ছিল সগর রাজার। কপিলের শাপে হৈল পুড়িয়া অঙ্গার॥ এক দিনে মৈল ষাট হাজার নন্দন। বংশে বাতি দিতে

নাহি রহে একজন ॥ ষাট হাজার পুত্রে তাঁর না হইল ফল। রাজ্য ধন যত কিছু হইল বিফল ॥ তদন্তে দেবতা বরে তাঁহার অংশেতে। জন্মিলেন ভগীরথ তাঁহার বংশেতে ॥ গঙ্গা আনি মহা কীর্ত্তি করিল স্থাপন। অদ্যাপিও তাঁর গুণ গায় সর্ব্বজন ॥ বহু তুষ্ট করি গঙ্গা যাই সে আনিল। তাই চারিযুগে কীর্ত্তি তাঁহার রহিল ॥ তাই বলি পুত্রগণ করহ শ্রবণ। 'সে জীবিত কীর্ত্তি' যাহা সংসারে ভূষণ ॥ দেবতার আজ্ঞা মনে তাই ভাবি সার। হও হে আঠারো নালা কীর্ত্তিতে অপার ॥ আঠারোটি নালা হও আঠারো পুত্রেতে। উদ্ধারহ পাপী তাপী যতেক জগতে ॥ সবে হইবেক যবে তোমা সবে পার। তদন্তে হেরিবে গিয়া বামন-আকার ॥ আঠারোটি পুত্র তারা আঠারো রতন। এইরূপ পিতৃ আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ ॥ তখনি আঠারো জনে আঠারোটি নালা। হইলেন মহাতীর্থ পরম উজলা ॥ সেই সে আঠারো নালা পাপী হবে পার। দেখয়ে রথেতে হরি বামন-আকার ॥ অদ্যাবধি সেই নালা আছে বর্ত্তমান। যেই পার হয় সেই ভবে পায় ত্রাণ ॥

প্রতিবাসী সহ নমুচি মুচীর জগন্নাথ দর্শন

তৈলঙ্গ নগরে এক মুচীর নন্দন। নমুচি তাহার নাম কৃষ্ণপদে মন ॥ গ্রামস্থিত প্রতিবাসী যত ভদ্রগণ। বিশেষতঃ আর যত কায়স্থ ব্রাহ্মণ ॥ জগন্নাথ দরশনে সকলে চলিল। নমুচিও সবা সঙ্গে সুসঙ্গী হইল ॥ ক্রমেতে শ্রীক্ষেত্র-ধামে সবে উত্তরিল। সভক্তিতে জগন্নাথ দর্শন করিল ॥ দর্শনান্তে প্রবেশিয়া আনন্দ বাজারে। আনিল প্রসাদ কিনি মধ্যাহ্ন আহারে ॥ সেই কালে মুচী প্রতি ব্রাহ্মণের গণ। কহিলেন এই বাক্য করিয়া যতন ॥ শুন শুন ও নমুচি তুমি মুচী ভাই। তোমা স্পর্শ এ প্রসাদ খাওয়া হবে নাই ॥ তুমি তো মুচীর ছেলে আমরা ব্রাহ্মণ। কেমনে তোমার স্পর্শ করিব গ্রহণ ॥ বিশেষ তোমার সনে এক গ্রামে বাস। দেখা শুনা হইতেছে প্রায় বারমাস ॥ মুচীর নন্দন তুমি অস্পর্শিয়া অতি। তোমার প্রসাদে হবে কেমনে ভকতি ॥ তোমার উচ্ছিষ্ট

ও প্রসাদ অন্ন ভাই। কিছুতেই ভক্ষণে প্রবৃত্তি হবে নাই॥ অচেনা কি অন্যদেশের তুমি যদি হতে। বরঞ্চ তা হলে রুচি হইত খাইতে॥ জেনে শুনে বল হে কেমনে করি নিষ্ঠ। স্বচ্ছন্দেতে খাব তব মুখের উচ্ছিষ্ট॥ মুচীর নন্দন বলে, শুন বিপ্রগণ। কেন গো উচ্ছিষ্ট মম করিবে ভক্ষণ॥ তবে মাত্র এই কথা করেছি শ্রবণ। হরি ক্ষেত্রেধাম হয় পবিত্র এমন॥ মুচীতে প্রসাদ দিলে শুচি তার হয়। সুখে ভুঞ্জে দ্বিজগণ বিঘ্ন দূরে রয়॥ নাহি যদি মোরে দাও ছুঁইতে প্রসাদ। কেন বা করিব আমি ইহাতে বিষাদ॥ এত বলি মুচী-পুত্র বসিল অন্তরে। প্রসাদ না কৈল স্পর্শ তাহাদের তরে॥ স্বতন্ত্র প্রসাদ লৈয়া করিল ভক্ষণ। মনেতে মনের দুঃখ করিল গোপন॥ অন্তর্য্যামী জগন্নাথ অন্তরে নিবাস। তাঁর কাছে নাই আর কিছু অপ্রকাশ॥ তখনই দেখিলেন নিজ দিব্য নেত্রে। জাতি জ্ঞান কৈল বিপ্র আমার শ্রীক্ষেত্রে॥ প্রসাদ মাহাত্ম্য কিছু করাতে দর্শন। পূর্ণব্রহ্ম জগদ্বন্ধু দেব নারায়ণ॥ তখনই কীটরূপ হইয়া আপনি। আট্‌কে মধ্যে প্রবেশিলা মনে হর্ষ মানি॥ ব্রাহ্মণ কায়স্থ অতি ক্ষুধার কারণ। প্রসাদের আট্‌কে লয়ে করিয়া যতন॥ গরাস করিয়া তাতে করে নিরীক্ষণ। বড় বড় পোকা তাহে করে বিচরণ॥ তখনি অভক্তি করি প্রসাদ লইয়া। কু-স্থানে ফেলিয়া দিল অভক্ষ্য মানিয়া॥ যেমন অভক্তি করি প্রসাদ ফেলিল। অমনিই সর্ব্ব অঙ্গে কুষ্ঠ-ব্যাধি হৈল॥ হইল গলিত কুষ্ঠ সর্ব্ব অঙ্গ জুড়ে। বড় বড় পোকা সব খায় খুড়ে খুড়ে॥ পোকার কামড়ে সদা হইল অস্থির। সততই অঙ্গ হতে ঝরিছে রুধির॥ ধরায় পতিত হয়ে করে ছট্‌ ফট্‌। কি কব তাহার কথা যাতনা উৎকট॥ তাহার অন্তরে হৈল অনন্ত যে দুঃখ। জানিল প্রসাদ ফেলা কত বড় দুঃখ॥ তখন বন্দিয়া কয় দয়াময় হরি। দিওনাকো আর দুঃখ প্রাণে যাই মরি॥ প্রসাদ মাহাত্ম্য কত আগে না জানিনু। মুচীকে অশুদ্ধ জ্ঞানে প্রসাদ না খাইনু॥ অহঙ্কারে করিনু প্রসাদে অনাদর। তাহার উচিৎ শাস্তি দিলে দামোদর॥ এই কথা বলিতে বলিতে সর্ব্বজন। হইলেন একেবারে সবে অচেতন॥ সেইকালে স্বপনে আসিয়া জগন্নাথ।

কহিতে লাগিলা এই সবার সাক্ষাৎ ॥ মুচীকে অশুচি ভাবি প্রসাদ ত্যজিলে। সেই অপরাধে মহাব্যাধিগ্রস্ত হৈলে ॥ জাতিভেদ জ্ঞান কৈলে আমার শ্রীক্ষেত্রে। প্রসাদ মাহাত্ম্য কত দেখিলে স্বনেত্রে ॥ জাতিকুল বলি যার সদা রয় মনে। সে কেন আসিবে ক্ষেত্রে আমার দর্শনে ॥ আমার মুখের আজ্ঞা যে করে লঙ্ঘন। হেন রোগ ভুগি করে নরকে গমন ॥ আমার ভক্তকে যেই নীচ জ্ঞান করে। সেই জন এই কুষ্ঠ রোগে ভুগি মরে ॥ দেহ অন্তে করে সেই নরকেতে বাস। তাহার না কভু পূরে মনো অভিলাষ ॥ যেই জন মম ভক্তে করেন আদর। ইহকালে সুখ অন্তে বৈকুণ্ঠ-নগর ॥ তাই বলি শুন শুন দুরাচারগণ। যদি এই কুষ্ঠ হতে লভিবে মোচন ॥ মুচীর উচ্ছিষ্ঠ খাও নিষ্ঠা করি মন। এখনি হে কুষ্ঠ রোগ হইবে মোচন ॥ এত বলি জগন্নাথ হৈল অন্তর্দ্ধান। প্রভাতেতে সর্ব্বজন করি গাত্রোত্থান ॥ নিষ্ঠা করি মুচীর সে উচ্ছিষ্ট প্রসাদ। ভক্ষণ করিয়া সবে খণ্ডিল বিষাদ ॥ একেবারে কুষ্ঠব্যাধি হইল মোচন। জগন্নাথ স্মরি কৈল দেশেতে গমন ॥

শকুন্তলা রাজার লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনোপলক্ষে জগন্নাথ দেবের ভোজন

শকুন্তলা মহারাজ বড় পুণ্যবান। সততই ব্রাহ্মণের পদে মন প্রাণ ॥ সহসা তাঁহার মনে হইল উদয়। শ্রীক্ষেত্র পরম ধাম সুপবিত্রময় ॥ তথায় করাব লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন। তাহাতে ত্যজিব যত মনের বেদন ॥ এত চিন্তি মহারাজ লয়ে দল বল। করিল শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা হয়ে উতরোল ॥ শ্রীক্ষেত্র ধামেতে রাজা উপনীত হয়ে। প্রত্যক্ষে বামনরূপ রথেতে হেরিয়ে ॥ করিলেন এক লক্ষ দ্বিজে নিমন্ত্রণ। করিলেন উত্তমরূপে বহু আয়োজন ॥ ক্রমে ক্রমে আইলেন সকল ব্রাহ্মণ। গণনা করিয়া কম হৈল একজন ॥ রাজার সঙ্কল্প বিঘ্ন তাহাতে হইল। কাতর হইয়া রাজা কান্দিতে লাগিল ॥ মনে মনে বহু দুঃখ করে নররায়। বলে কোথা পাই এক ব্রাহ্মণ হেথায় ॥ একজন ব্রাহ্মণের অভাব

কারণ। আমার সঙ্কল্প সব হয় অকারণ॥ এইরূপ মনে মনে চিন্তে নররায়। ভুঞ্জিতে ব্রাহ্মণগণে নারে আপনায়॥ জগদ্বন্ধু জগন্নাথ জগত জীবন। জানিলেন সর্ব্বতত্ত্ব মনেতে আপন॥ এক জন ব্রাহ্মণের অভাব কারণ। মনেতে দারুণ দুঃখ ভাবেন রাজন॥ ভক্তাধীন ভগবান থাকিতে নারিলা। ব্রাহ্মণের বেশে হরি তথায় উদিলা॥ মহাতেজবান দ্বিজরূপে করে আলো। গলে শোভে যজ্ঞসূত্র পরম বিশাল॥ সহসাই উপনীত হইয়া তথায়। বহু আশীর্ব্বাদ দিয়া রাজাকে জানায়॥ শুন ওহে নররায় আমার বচন। তুমি অদ্য কর লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন॥ তার মধ্যে একজন আমি হে হইনু। অতীব ক্ষুধিত হয়ে হেথায় আইনু॥ রাজার সে একজন ব্রাহ্মণ কারণ। না হইতে ছিল লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন॥ সহসা সে ব্রাহ্মণেরে পাইয়া রাজন। একেবারে মহাহর্ষে হইয়া মগন॥ ঘন ঘন ব্রাহ্মণের পদরজ নিয়া। একত্রে ব্রাহ্মণে সব দিল বসাইয়া॥ ভক্তের অধীন হরি ভক্তের কারণ। নিজ প্রসাদ নিজে খান করিয়া যতন॥ রাজার সঙ্কল্প পূর্ণ তাতে যে হইল। একলক্ষ ব্রাহ্মণকে একত্রে ভুঞ্জিল॥

শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র

নন্দ বৃন্দাবনানন্দের নন্দন। চিদানন্দ সদানন্দ মদনমোহন॥ গোবিন্দ গোকুলানন্দ গোলোকবিহারী। কালিয়দমন কৃষ্ণ কেশব কংসারী॥ ব্রজানন্দ ব্রজেশ্বর ব্রজের জীবন। রাধানাথ রাক্ষসারি রাবণ নিধন॥ দেবকী-নন্দন দেব শ্রীমধুসূদন। দীন-নাথ দয়াময় অধম তারণ॥ নন্দঘোষ গৃহে বাস বসুদেবসুত। যাদবেন্দ্র নাগরেন্দ্র যোগেন্দ বন্দিত॥ রোহিণী-নন্দনানন্দ উপেন্দ্র যাদব। পূর্ণানন্দ রাধানন্দ মুকুন্দ মাধব॥ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রিমাচন্দ্র নিত্যানন্দ হরি। পাণ্ডবের সখা তুমি মধুকৈটভারি॥ যশোদার নীলমণি গোঠের গোপাল। কানাই বলিয়া ডাকে যতেক রাখাল॥ ননীচোরা কৃষ্ণে কয় গোপবালা যত। প্রণমি হে তব পদে শত কোটি শত॥ শ্রীবংশীবদন ওহে কদম্ব ভূষণ। কন্দর্প জিনিয়া

রূপ অতি সুশোভন ॥ কিবা কান্তি সদা শান্তি ইচ্ছা হয় মনে। গোচারণ করিলেন স্বয়ং বৃন্দাবনে ॥ অনাদি অনন্ত ওহে সব তব খেলা। মধু ও ভাণ্ডীর বনে কৈলে কত লীলা ॥ সর্ব্ব কাম প্রপূরক কাম্যবনানন্দ। দেবেন্দ্র বন্দিত পদ ওহে ধরানন্দ ॥ রামানন্দ মহানন্দ নগেন্দ্র মোহন। বাম হস্তে তুলিলেন গিরি গোবর্দ্ধন ॥ জ্ঞানানন্দ গুণানন্দ ওহে প্রিয়ঙ্কর। ভক্তানন্দ জ্ঞানানন্দ সদা পূজে হর ॥ জানকী পতিরানন্দ কৌশল্যানন্দন। জ্ঞানদা মোক্ষদা দেব পাতক নাশন ॥ বংশীবট বিহারক গোপিকা আনন্দ। দোলায় দোলগোবিন্দ ওহে নিত্যানন্দ ॥ দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু তুমি রসসিন্ধু। শ্রীকৃষ্ণ করুণাসিন্ধু ওহে প্রাণবন্ধু ॥ পরমারাধ্য বিশ্বারাধ্য হরি বিশ্বভদ্র। জগন্ময় পদ্মনাভ প্রভু মহাভদ্র ॥ প্রণাম করি হে দেব তোমার চরণে। অন্তিমে দিও হে স্থান অভয় চরণে ॥ অধম বলিয়া কভু না ঠেলিও পায়। এই ভিক্ষা এই দাস তব ঠাঁই চায় ॥ ওহে হরি কৃপা করি দিও পদছায়া। রাখিতে বাসনা কিছু নাহি এই কায়া ॥ কৃপা করে নাহি যদি দিবে পদাশ্রয়। কিরূপে তরিবে তব অধম তনয় ॥ একে ত বয়সে ছোট কিছু পেটে নাই। তাহাতেও স্তব স্তুতি কিছু জানি নাই ॥ নিজ দয়াগুণে যদি পার না করিবে। তবে এ দাসের ভালে কি দশা ঘটিবে ॥ জগতে বিদিত তুমি অধম তারণ। আমি যে অধম হরি তরাও এখন ॥ অনাথ-তারণ নাম সত্য হবে তবে। আমারে করহ পার হরি এই ভবে ॥ আর কিছু আকিঞ্চন নাহি ওহে হরি। দাও রাঙ্গা পা-দুখানি তবে ভবে তরি ॥ অধিক কহিতে শক্তি নাহিক আমার। নিজ দয়া গুণে হরি তরাও এবার। ধন ধান্য মণিমুক্তা অথবা বিলাস ॥ কিছুতেই নাহি হরি মম অভিলাষ ॥ কেবল অন্তিমে ওই রাঙ্গা পা দুখানি। দিও হে মস্তকে মম পারের তরণী ॥ কত শত অপরাধ করেছি ও পদে। নিজ গুণে ক্ষম হরি কহি কেঁদে কেঁদে ॥ সার্থক মনুষ্য জন্ম শ্রীকৃষ্ণ সাধনে। না ভজিনু কৃষ্ণ পদ তাই ভাবি মনে ॥ প্রভাস লিখিনু আমি হরির কৃপাতে। আমার ক্ষমতা কিছু নাহিক ইহাতে ॥ কংসের পূরব কথা প্রথম প্রভাসে।

দেবকীর পূর্ব্বজন্ম কহিনু আভাষে॥ নারায়ণ জন্মিলেন কংস-কারাগারে। বাসুদেব রাখি আইল নন্দের আগারে॥ গোকুলেতে নন্দোৎসব পূতনা নিধন। তৃণাবর্ত্ত অসুরের হইল পতন॥ গৃধিনী বায়সে দ্বন্দ্ব কহিয়া তৎপরে। দ্বিতীয় প্রভাসে লিখি হরিষ অন্তরে॥ কংস করিলেক এক যজ্ঞ আরম্ভণ। রাম কৃষ্ণ মথুরায় কৈল নিমন্ত্রণ॥ অক্রূর সংবাদ লিখি আনন্দিত মন। কৃষ্ণচন্দ্র ছাড়িলেন মধু বৃন্দাবন॥ তৃতীয় প্রভাসে রচি তাহার পরেতে। রামকৃষ্ণ উপস্থিত মথুরা পুরেতে॥ রজক নিধন করি বসন গ্রহণ। পরিধান বস্ত্র তন্তুবায়ের সদন॥ মালাকার গৃহেতে করে পরেতে গমন। কংস বধ পরে হয় খণ্ড সমাপন॥ বাসুদেব দেবকীর হৈল বিমোচন। নন্দ বিদায় উদ্ধব সংবাদ বিবরণ॥ পঞ্চমে দ্বারকা লীলা করিনু রচন। যষ্ঠ মহাশয় কহি যজ্ঞের কথন॥ প্রভাস যজ্ঞের কথা কহিনু তৎপরে। উদ্ধব গমন কৈল বৃন্দাবন পুরে॥ সপ্তমে পাণ্ডব লীলা করিনু বর্ণন। গোলোকেতে রাধা সনে যুগল মিলন॥ অশ্বমেধ যজ্ঞ এক হৈল আরম্ভণ। হংসধ্বজ সুধন্বার কহি বিবরণ॥ অষ্টমে গৌরাঙ্গ লীলা নাম সংকীর্ত্তন। জগাই মাধাই পাপী উদ্ধার কথন॥ কলি মহাকলি আর ঘোরকলি কথা। নবমেতে শ্রীক্ষেত্রের কহিনু বারতা॥ জগন্নাথ অবতার করিনু বর্ণন। দশমে তাঁহার রচি বিশেষ কথন॥ এতদূরে প্রভাস খণ্ড হৈল সমাপন। বদন ভরিয়া হরি বল সর্ব্বজন॥

সম্পূর্ণ